সূচিপত্র

• জীবনী সিরিজ ২

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা

# আশরাফ আলি থানভি রহ.

# জীবন ও কর্ম

ড. গোলাম মুহাম্মদ রহ.

খলিফা, সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.

আবদুল্লাহ আল ফারূক

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা

# আশরাফ আলি থানভি রহ.

## জীবন ও কর্ম


মূল

ড. গোলাম মুহাম্মদ রহ.

খলিফা, সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.

অনুবাদ

আবদুল্লাহ আল ফারুক

আলেম। লেখক। সম্পাদক



মাকতাবাতুল ইসলাম



www.banglakitab.weebly.com

# হাকিমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. : জীবন ও কর্ম

ড. গোলাম মুহাম্মদ রহ.

অনুবাদ : আবদুল্লাহ আল ফারুক

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা বিভাগ

প্রকাশক : মুঈনুদ্দীন আহমাদ গালিব

প্রকাশকাল : [প্রথম প্রকাশ] ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[দ্বিতীয় মুদ্রণ] এপ্রিল ২০১৭

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

■ প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা ১২১২
মোবাইল : ০১৯১১ ৬২০৪৪৭, ০১৯১২ ৩৯৫৩৫১

■ বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯১২ ৩৯৫৩৫১, ০১৯১১ ৬২০৪৪৭

মূল্য : ২৮০ /-

HAKIMUL UMMAT HAJRAT MAOLANA
ASHRAF ALI THANVI RH. : JIBON O KORMO

**A BOOK OF D. GULAM MUHAMMAD SAHEB**

Translated by : Abdullah Al Faruque
Published by : Maktabatul Islam
Price : Tk. 280.00
ISBN : 978-984-91050-7-7
www.facebook/maktabatulislam
www.maktabatulislam.net

www.banglakitab.weebly.com

## অর্পণ

সাইয়্যেদ আরশাদ মাদানী হাফিযাহুল্লাহ
যাঁকে আমি পেয়েছি রিসালাতের সবটুকু
উত্তরাধিকারের বাহক ॥
যাঁর চোখে দেখেছি সমকালের সবচেয়ে
উজ্জ্বল সূর্যের সবখানি আলো।

www.banglakitab.weebly.com

# সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

# প্রকাশকের কথা

হাকিমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. ছিলেন হিদায়াতের উজ্জ্বল বাতিঘর। আল্লাহর কতো যে পথহারা বান্দা সে আলোয় খুঁজে পেয়েছিলেন আলোকবর্তিকা, তা বলে শেষ করা যাবে না। সরল সত্য হলো– হযরতের জীবন ও কর্মের মাঝে আমাদের মতো পরবর্তীদের জন্যেও রয়েছে ইসলামের উজ্জ্বল পথনির্দেশ।

সে তাগিদেই হযরত রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব (বি.এ. ও এল.এল.বি আলিগড়) *আশরাফুল সাওয়ানেহ* নামে চার খণ্ডের বিশাল জীবনীগ্রন্থ সংকলন করেন। পৃষ্ঠাসংখ্যা এক হাজারেরও অধিক। ওই বিশাল ও বিপুল তথ্যভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্ত করার উদ্যোগ নেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত লেখক ডক্টর গোলাম মুহাম্মদ রহ.। তিনি হযরত রহ.-এর জীবনচরিতের পুরোটাকেই আড়াইশো পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত কলেবরে তুলে এনেছেন। এর বাইরে তিনি অন্যান্য উৎস ঘেটে প্রয়োজনীয় আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সংযোজন করেছেন।

রচনার পর সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে পাকিস্তানের প্রধান মুফতি মাওলানা শফি' সাহেব রহ. প্রখ্যাত সাহিত্যিক হযরত সাইয়্যেদ নদভি রহ. ও অধ্যাপক মাও. আবদুল বারি নদভি সাহেব পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পড়েছেন। তাঁরা স্বার্থক সংক্ষেপনের ভুয়ষী প্রশংসা জানিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাভাষী পাঠকবর্গের হাতে অসামান্য এ আশরাফচরিত তুলে দিতেই আমরা অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করি। বন্ধুবর সুলেখক মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক বইটির স্বার্থক অনুবাদ করেছেন। তার সরল অনুবাদে আশাকরি, মূল বইটির প্রকৃত স্বাদ থেকে বাংলাভাষী পাঠকবর্গ বঞ্চিত হবেন না।

মহান আল্লাহ বইটি সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

মুঈনুদ্দিন আহমাদ গালিব
১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

www.banglakitab.weebly.com

# সূ | চি | প | ত্র

## প্রথম অধ্যায় ।।
## সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

বংশ ও পরিবার ........................................................ ২২
জন্ম ও শৈশব ........................................................ ২৪
শিক্ষাজীবন ........................................................ ৩১
জ্ঞান বিতরণ ........................................................ ৩৫
শিক্ষানীতি ........................................................ ৪২
সমকালীন বুজুর্গদের খিদমতে ........................................................ ৪৬
শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক ও বাইতুল্লাহর হজ ........................................................ ৫৩
দ্বিতীয় হজ ও শায়খের সাহচর্য ........................................................ ৫৭
প্রত্যাবর্তন ও মাতৃভূমিতে অবস্থান ........................................................ ৬৪
১৩১৫ হিজরি পর্যন্ত কানপুরে অবস্থান ........................................................ ৬৪
১৩১৫ হিজরি বর্ষ থেকে স্থায়ীভাবে থানাভবনে অবস্থান ........................................................ ৭১
আধ্যাত্ম সাধনার বন্ধুর পথের শেষ গিরিপিথ ........................................................ ৭৩
ইরশাদ তথা পথপ্রদর্শনের সিংহাসনে ........................................................ ৭৯
অসুস্থতা ও চিরবিদায় ........................................................ ৮৭
শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠান ........................................................ ৯২

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।।
## ইলমের ময়দানে হযরত রহ.-এর অবদান

অবদানের সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতা ........................................................ ৯৫
হযরত থানভি রহ.-এর রচনাবলির বৈচিত্র্য ........................................................ ৯৭
ভাষা ........................................................ ৯৭
গদ্য ও পদ্য ........................................................ ৯৮

www.banglakitab.weebly.com

রচনার বিষয়বস্তু ....................................................................৯৯
কুরআন কারিম সম্পর্কিত বিদ্যাচর্চা ....................................................৯৯
১. তাজবিদ, কিরাত ও কুরআনসংশ্লিষ্ট রচনা ....................................১০১
২. কুরআন কারীমের তরজমা ও তাফসির ........................................১০৩
৩. উলুমুল কুরআন ...................................................................১০৮
ربط (সূরা ও আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক) ..............................১০৯
৪. উলূমুল হাদিস .....................................................................১১৮
৫. উলূমুল ফিকাহ ....................................................................১২৫
৬. ইলমে কালাম ......................................................................১২৭
৭. ইলমে সুলুক ও তাসাওউফ ......................................................১২৮
৮. আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কার .....................................................১৩৩

## তৃতীয় অধ্যায় ॥

### আমলের ময়দানে হযরত রহ.-এর অবদান

খানকার মৌলিকত্ব ও তার তাৎপর্য ................................................১৩৭
খানকায়ে ইমদাদিয়া ..................................................................১৪৩
সময়ানুবর্তিতা ও কাজের বিন্যাস ..................................................১৪৭
বহির্জাগতিক জীবন ..................................................................১৪৮
খানকার চিঠি-পত্র ....................................................................১৫৩
সফরের মূলনীতি ......................................................................১৫৪
ঘরোয়া জীবন .........................................................................১৫৭
ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ ও মানসিকতা ...............................................১৬১

### দীনের প্রচার-প্রসারে হযরত রহ.-এর ভূমিকা

মুজাদ্দিদের আত্মপ্রকাশ ..............................................................১৬৯
চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ...........................................................১৭১
ওয়াযের মাধ্যমে দীনপ্রচার ..........................................................১৭২
ইংল্যান্ডে দীন-প্রচার .................................................................১৭৪
দীন-প্রচারের জোর তাগিদ ও 'দাওয়াতুল হক' প্রতিষ্ঠা ........................১৭৬
তাবলিগ জামাতের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ও সুসংবাদ ........................১৮০

www.banglakitab.weebly.com

ভারতীয় সংবিধান 'কাজি' পদ যুক্ত করার প্রয়াস ........................... ১৮০
জীবনের শেষাংশ ........................................................ ১৮১

## হাকিমুল উম্মত রহ.-এর তরবিয়ত [দীক্ষা]

যাহের-বাতেন; উভয় ক্ষেত্রে শরিয়তই বিধায়ক ........................... ১৮৪
পীর জান্নাতের ঠিকাদার নয়; রাহবার মাত্র ........................... ১৮৭
বাইআতের নীতিমালা ........................................................ ১৮৮
শায়খ কখনো মুরিদের অনুসারী হতে পারেন না ........................... ১৯০
শায়খের অনুসরণের স্তর ........................................................ ১৯১
শায়খের ইজাযতের রকমভেদ ........................................................ ১৯২
সব শায়খই ওলী নন ........................................................ ১৯৩
আত্মশুদ্ধিকামীর জন্যে চারটি বিষয় আবশ্যক ........................... ১৯৩
সুলুকের অর্ধাংশ ........................................................ ১৯৪
মুজাহাদার মর্যাদা এবং সন্ন্যাসী ও যাহেদের মাঝে পার্থক্য ................ ১৯৫
কায়ফিয়ত ও হালতের মর্যাদা ........................................................ ১৯৬
শায়খের ভালোবাসা ও সুন্নতের অনুসরণ ........................... ১৯৬
এ পথের প্রথম কদম হলো, নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া ........................... ১৯৭
শায়খের দৃষ্টি হতে হবে যোগ্যতার ওপর; কর্মকাণ্ডের ওপর নয় .......... ১৯৭

## আশরাফি বাগানের ফুল

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা ........................................................ ২০৩

## হযরত রহ.-এর কারামত

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কারামত ........................................................ ২০৭
সময়ের মাঝে বরকত ........................................................ ২০৮
জনৈক জিনের পলায়ন ........................................................ ২০৮
অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য লাভ ........................................................ ২০৯
মেধাহীন হয়ে গেলো মেধাবী ........................................................ ২০৯
প্রশ্নের পূর্বেই উত্তর ........................................................ ২০৯
হালতের কাশফ ........................................................ ২১০
থানাভবনে বসেই আলিগড়ে দিদার লাভ ........................................................ ২১১
মুরিদদের সুন্দর জীবন ........................................................ ২১২

www.banglakitab.weebly.com

## চতুর্থ অধ্যায় ॥
## হযরত রহ.-এর মতাদর্শ


মানসিক ভারসাম্য ..........................................................২১৫
হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি
মাওলানা সাইয়্যেদ মানাযির আহসান গিলানী রহ.-এর কলমে ..........২১৭


### তাসাওউফ ও সুফিদের ক্ষেত্রে হযরত রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি


চার তরিকা ..........................................................২২৩
সাধারণ সুফিয়ায়ে কেরাম, বিশেষত চিশতি সুফিগণ প্রসঙ্গে .............২২৫
ইবনুল আরাবী রহ. সম্পর্কে হযরত রহ.-এর অভিমত ...................২২৮
ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ. ..........................................২২৯
হুসাইন বিন মনসূর হাল্লাজ ..........................................২৩২
একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও সতর্কবার্তা ...........................২৩৩
চার সাধনা ..........................................................২৩৩
রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অবস্থান ..........২৩৬
খেলাফত আন্দোলন ..................................................২৩৮
লীগ ও কংগ্রেস ....................................................২৪১
লীগের প্রতি সমর্থনের সীমারেখা ......................................২৪২
অসিয়ত ..........................................................২৪৬
প্রথম দুআ ..........................................................২৪৬
দ্বিতীয় দুআ ..........................................................২৪৬
লীগ ও কংগ্রেসের উদাহরণ ..........................................২৪৭
মুমিন কন্‌ফারেন্স ....................................................২৪৭
বংশীয় আভিজাত্য স্রেফ স্বাতন্ত্র বুঝানোর প্রয়োজনে .........................২৪৮
হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অসিয়ত ......................................২৫১


## পঞ্চম অধ্যায় ॥
## হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কিছু আধ্যাত্মিক নির্দেশনা


প্রতিটি রুহানি ব্যাধির ক্ষেত্রে ইচ্ছেশক্তির ভূমিকা ............................২৬০
পেরেশানির চিকিৎসা ................................................২৬১
কুদৃষ্টির চিকিৎসা ....................................................২৬১

কুপ্রবৃত্তির চাহিদার প্রাবল্যের চিকিৎসা ........ ২৬১
গিবতের চিকিৎসা ........ ২৬২
অহঙ্কারের সংজ্ঞা ও তার চিকিৎসা ........ ২৬৩
ক্রোধের চিকিৎসা ........ ২৬৩
হিংসা ও ঈর্ষার মাঝে পার্থক্য ........ ২৬৪
হিংসার চিকিৎসা ........ ২৬৪
পরশ্রীকাতরতা ও মানসিক সংকোচের মাঝে পার্থক্য
এবং পরশ্রীকাতরতার চিকিৎসা ........ ২৬৪
সম্মানকামী মানসিকতার চিকিৎসা ........ ২৬৪
রিয়া তথা লৌকিকতা ও তার চিকিৎসা ........ ২৬৫
মিথ্যার চিকিৎসা ........ ২৬৫
ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা ........ ২৬৬
আত্মপ্রশান্তি লাভের মহৌষধ ........ ২৬৬
অপব্যয় থেকে আত্মরক্ষার কৌশল ........ ২৬৬
মুজাহাদার উদ্দেশ্য ........ ২৬৭
আত্মাকে স্বস্তি ও শান্তি দেওয়ার পদ্ধতি ........ ২৬৭
যিকির বিরক্তিকর অনুভব হলে করণীয় ........ ২৬৮
ধ্যান ও নিমগ্নতা ........ ২৬৮
তাওহিদের বরকত ........ ২৬৯
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অর্থ ........ ২৬৯
পাঁচটি অমূল্য নসিহত ........ ২৬৯

www.banglakitab.weebly.com

# সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

## মূল্যবান অভিমত
### হযরত মাওলানা আবদুল বারি সাহেব নদভি রহ.
সাবেক প্রফেসর, জামিয়া উসমানিয়া, ভারত

সমস্ত প্রংশসা একমাত্র মহান আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর।
কারো রচনা অধ্যয়ন করার অর্থ হলো, তার অদৃশ্য শিষ্যত্ব বরণ করা এবং তার থেকে উপকৃত হওয়া। আর যদি সেই রচয়িতার জীবন ও চরিত্র, মানসিকতা ও অভিরুচি সম্পর্কে পূর্বেই সম্যক অবগতি ও পরিচিতি জানা থাকে, তাহলে উপকার লাভ করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ ও বিস্তৃত হয়ে যায়। বিশেষ করে দীনের সংস্কার ও শুদ্ধির ময়দান হলে তো ওই পরিচিতি জানার প্রয়োজনিয়তা আরো বেশি তীব্র হয়ে পড়ে। লেখকের সংস্কারনীতি ও শুদ্ধিচেতনার সীমারেখা ও গতি-প্রকৃতি জানা এক্ষেত্রে বিকল্পহীন আবশ্যক। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেই রচয়িতা ও সংস্কারক সম্পর্কে উল্লেখিত অবগতি ও পরিচিতি একমাত্র তার স্বল্পসংখ্যক সহচরেরই জানা থাকে।

তবে ওই প্রয়োজনীয়তা মোটামুটি পূরণ হয় সেই সংস্কারকের নির্ভরযোগ্য ও সূত্রসমেত জীবনী থেকে। এটি যদিও উত্তম বিকল্প নয়, তবে সম্ভাব্য বিকল্প। আল-হামদুলিল্লাহ, আমাদের সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক, মুজাদ্দিদে দীন হযরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর এমন একটি জীবনী প্রকাশিত হয়েছে; যার প্রতিটি বর্ণের ওপর খোদ হাকীমুল উম্মত রহ. দৃষ্টি বুলিয়েছেন। أشرف السوانح [আশরাফুস সাওয়ানেহ] নামের ওই জীবনীটি লিখেছেন আশরাফি দরবারের সর্বাধিক উপস্থিতির অধিকারী খাজা আজিজুল হাসান রহ.। হযরতের জীবদ্দশাতেই ওই জীবনীগ্রন্থের তিনটি খণ্ড বেরোয়। চতুর্থ খণ্ডটি বেরিয়েছিলো হযরতের ইনতিকালের পর। خاتمة السوانح [খাতিমাতুস সাওয়ানেহ] নামের ওই খণ্ডটিও সেই খাজা আযীযুল হাসানের কলম থেকে উৎসারিত হয়েছিলো।

www.banglakitab.weebly.com

যদিও হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ইলম ও আমল, ভেতর ও বাইর, ন্যায়নিষ্ঠতা ও প্রজ্ঞা, সৌন্দর্য্য ও সমীহ জাগানিয়া ব্যক্তিত্বের স্বার্থক চিত্র তুলে ধরার পূর্ণ ক্ষমতা একমাত্র জীবনীকার খাযা সাহেবের পক্ষেই আদায় করা সম্ভব ছিলো এবং তিনি তা করতেও সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু দীর্ঘ সেই সমুদ্র অবগাহন করার মতো লোক বর্তমানে খুব কমই আছে। যার কারণে হাকিমুল উম্মত রহ. সম্পর্কে ওয়াকিফহাল বা স্বচ্ছ ধারণা অধিকারী লোকের সংখ্যা নেহায়েতই কম। কাজেই প্রয়োজন ছিলো, এক্ষেত্রে এমন একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি তৈরি করা, যা হবে সেই চার খণ্ডের জীবনীগ্রন্থের সারনির্যাস। যা কয়েক ঘন্টার মধ্যে পড়ে ফেলা যাবে এবং সেখানে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দিকগুলো স্বার্থকভাবে ফুটে ওঠবে।

ওই প্রয়োজনটি উর্দু সাহিত্যের দিকপাল মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভি রহ.-এর কলম থেকে পূরণ হলে, সর্বাঙ্গীণ যথার্থ হতো; এটাই ন্যায্য কথা। বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত মহলের বিভিন্ন শ্রেণিকে আকৃষ্ট করতে হলে এর কোনো বিকল্পই নেই। কিন্তু মহান আল্লাহ এ সৌভাগ্য এঁকে রেখেছিলেন সেই নদভি রহ.-এরই বিশিষ্ট খলিফা, আধুনিক শিক্ষারই এক সন্তান জনাব গোলাম মুহাম্মাদ সাহেব বি.এ. উসমানিয়া-এর ভাগ্যলিপিতে।

আল্লাহ তাকে তার এ মহৎ কর্মের উত্তম প্রতিদান দিন। মাশাআল্লাহ তিনি স্বার্থকতার সঙ্গে সেই বিশাল জীবনীগ্রন্থ থেকে সংক্ষেপ করে মূল নির্যাস তুলে এনেছেন; অথচ কোনো বিশেষ দিক তিনি ছেড়ে যান নি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাইয়্যেদ নদভি রহ.-এর একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধও এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন; যার মাঝে তিনি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুজাদ্দিদের রচনা, সংস্কার ও শুদ্ধিসাধনা এবং ইলমী গভীরতার ওপর বিন্দুর মাঝে সিন্ধু ভরে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। যার ফলে বক্ষ্যমাণ জীবনীগ্রন্থটি স্বল্প কলেবরে সুদীর্ঘ তথ্য সমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সংকলনের রূপ পেয়েছে। যা খুব সহজেই স্বল্প সময়ে সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বব্যাপী সংস্কার ও শুদ্ধিসাধনার রূপকার ব্যক্তিত্বের জীবনের নানাদিকগুলো স্বার্থকভাবে চিত্রায়িত করতে সক্ষম হয়েছে।

মহান আল্লাহ গ্রন্থটির রচয়িতার এই সময়োপযোগী খিদমাত কবূল করুন। এর পাঠকবর্গের মাঝে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সংস্কার ও শুদ্ধিসাধনার বহুবিধ উপকারিতাঋদ্ধ সমুদ্র থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করার চাহিদা সৃষ্টি করুন। আমার ক্ষুদ্র অভিমত হলো, শুধু দীনি চেতনা বুঝার জন্যে নয়, পাক্কা

www.banglakitab.weebly.com

মুসলমান হওয়ার জন্যেও নয়; বর্তমানের এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন সময়ে একজন সত্যিকার মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয় সব উপাদান হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মুখ ও কলম থেকে উৎসারিত ফল্গুধারার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে। এই এক ব্যক্তির মাঝে এতো বহুবিধ প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটনো মহান আল্লাহর পক্ষে বিস্ময়কর কিছু নয়।

چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب
بوئے گل را از کہ جوئیم جز گلاب

ঝরে গেছে ফুল, মরে গেছে গাছ,
বাগিচাতেও নেই প্রাণ
গোলাপজলের এই সুধা বিনে
পাবো কোথা ফুল-ঘ্রাণ ॥

আবদুল বারি
১৬ রজব ১৩৭০ হি.
২৩ এপ্রিল ১৯৫১ ঈ.

www.banglakitab.weebly.com

## মূল্যবান অভিমত
## হযরত মাওলানা মুফতি মুহা. শফি' দেওবন্দি রহ.
**খলিফা. হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.**

আমার মুরশিদ হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ.-এর জীবনালেখ্য ভাই খাজা আজিজুল হাসান মাজজুব রহ. প্রথমে তিন খণ্ডে ও পরবর্তীতে তার পরিশিষ্ট হিসেবে চতুর্থ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু যারা জানার, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, এই চার খণ্ডের সংক্ষিপ্ত কলেবরে শায়খের বিশাল ব্যক্তিত্ব তুলে ধরা বিন্দুর মাঝে সিন্ধু ভরে দেওয়ার নামান্তর। অন্যদিকে বর্তমান প্রজন্মের লোকদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ততা ও অনবসরতার পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল যে, সেই চারটি খণ্ডের ভাষ্যকে সংক্ষিপ্ত করে এক খণ্ডে সন্নিবেশিত করা হোক। যার ফলে একজন ব্যস্ত মানুষ অল্প সময়ে তা পড়ে ফেলতে পারবে এবং আশরাফ চরিতের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো সংক্ষেপে জেনে নিতে পারবে। আল-হামদুলিল্লাহ; ওই প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় মৌলভি গোলাম মুহাম্মদ হায়দারাবাদি সাহেব কলম তুলে নিয়েছেন। যথেষ্ট পরিশ্রম ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ব্যয় করে তিনি এই আশরাফ চরিত সংকলন করেছেন। আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থান পড়ে দেখিছি এবং এতদসংক্রান্ত নিজস্ব পরামর্শ লেখক মহোদয়কে জানিয়ে দিয়েছি। আমার মতে, গ্রন্থটি নিজস্ব বিষয়বস্তুর ওপর যথেষ্ট তথ্যসমৃদ্ধ উপকারী সংকলন। মহান আল্লাহ লেখক মহোদয়কে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন!

**বান্দা মুহাম্মদ শফি**
করাচি
১০ রমযান ১৩৬৯ হিজরি

www.banglakitab.weebly.com

## সংকলকের কথা

দৃষ্টিকে ফিরে নিয়ে যাই সদূর অতীতে। যখন অধম চোখ খুলেছিলো এমন এক পরিবেশে; যাকে অর্ধ ইসলামী পরিবেশ বলাই হবে শ্রেয়তর। যদিও ইসলামের সত্যিকার রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, তবে জীবনের প্রাথমিক দিনগুলো কাটছিলো জন্মসূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বাতাবরণে। এরপর স্কুলে ভর্তি হই। সেখানকার শিক্ষা ধীরে ধীরে রং ছড়াতে শুরু করে। মেট্রিকে পৌঁছে একজন অতি আধুনিক যুবকে পরিণত হই। ধর্মের প্রতি আগ্রহ তো ছিলোই না; বরং তা নিয়ে বিদ্রুপ করতেই ভালো লাগতো।

তবে জীবন বদলাতে শুরু করে এফ.এ-এর শেষ বর্ষে। হঠাৎ সে বছর আমার কর্ণকুহরে আঘাত হানে এক মহান শিল্পীর যাদুমাখা সংগীত। মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমীনের সভাপতি কায়েদে মিল্লাত নবাব বাহাদুর ইয়ার জঙ্গের যাদুময়ী ভাষণ আমাকে মোহগ্রস্থ করে তার সংস্পর্শে আনীত করে। তাঁর মাধ্যমে পরিচিত হই আল্লামা ইকবালের সাহিত্যের সঙ্গে। যাঁর প্রভাবে আমার মতো এক গুনাহগার একজন উগ্র রাজনৈতিক মুসলমানে[১] পরিণত হয়।

কিন্তু পরবর্তীতে সেই কায়েদে মিল্লাতেরই 'তাফসিরুল কুরআনের পাঠের আসর' অধমের হৃদয় গহীনে ইসলামের প্রকৃত রূপ জানার প্রবল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপনার প্রাবল্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এল.এল.বি-এর প্রথম বর্ষে অধমের ওপর মহান আল্লাহর অনুপম অনুগ্রহ নেমে আসে। সে বছর হায়দারাবাদ আগমন করেন মহান আলোকিত মননের এক মহান মানুষ; যার সম্পর্কে স্রেফ এতটুকুই জানতাম যে, তিনি 'মা'আরিফ'-এর এডিটর। আমার জানা ছিলো না যে, এই 'মাআরিফ' সম্পাদক 'উপাধীধারী ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে মাআরিফ তথা আল্লাহর পরিচয়ের আধার। জানতাম না যে, তিনি সেই সব্যসাচী শিক্ষক। জানতাম না যে, তিনি

---

১. রাজনৈতিক মুসলমান বলতে উদ্দেশ্য, যার মুখে যদিও ইসলামের শ্লোগান রয়েছে। কিন্তু মন-মানসিকতা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখন পর্যন্ত পশ্চিমা বর্ণে রঙ্গিন।



www.banglakitab.weebly.com

ইকবালের ভাষায় ইসলামের দুগ্ধনদ খননকারী ফরহাদ। জানতাম না যে, তিনি থানাভবনের প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মাও. আশরাফ আলি রহ.-এর সংস্রবধন্য অনন্য ব্যক্তিত্ব। মাওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.।

জনৈক বন্ধুর পরামর্শে সর্বপ্রথম তাঁর খেদমতে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। সেদিনের তাঁর মুখনিসৃত অমূল্য মুক্তোমালা আজীবন হৃদয়ের ক্যানভাসে গাঁথা আছে। শব্দের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় যার প্রকাশ অসম্ভব। হযরত সাইয়্যেদ সাহেবের বদান্যতায় আমার মতো এক বাউণ্ডুলে সর্বপ্রথম আশরাফি উদ্যানে পরিভ্রমণের সুযোগ লাভ করে। যার ফলে হযরতের ওয়াজ ও রচনাবলির বিশাল ভূবনের সাক্ষাৎ লাভ করি। যার সবচেয়ে বড় উপকার হল, জীবনের এই ত্রিশতম সিঁড়ি ভাঙার সময়ও আমার তনু-মন ইসলামের সততার অকুণ্ঠ ঘোষক। হৃদয়াভ্যন্তরে আজো তার আধ্যাত্মিক শক্তির সমান কার্যকরিতার পুলক অনুভব করি। হ্যাঁ, দুর্বলতা যা রয়ে গেছে, তা হলো অধমের আমল। মহান আল্লাহ সেই শূন্যতাও পূরণ করে দেবেন। কেননা পরকালের নিক্তিতে এই আমলই একমাত্র পাথেয়।

যেহেতু অধমের জীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে হযরত থানভি রহ. এর ওয়াজ ও রচনাবলির অবদান সর্বাধিক এবং আজো তার প্রভাব চলমান; সেহেতু সিদ্ধান্ত নিলাম, ইংরেজি শিক্ষিত মহলের কাছে সেই অবিনশ্বর সুধা পৌঁছাতে হবে। যা না পেয়ে সহস্র হৃদয়ভূমি আজো শুকনো-চৌচির পড়ে আছে।

এ ক্ষেত্রে অধমের অনুভূতি হল, শুধুমাত্র ভাষাগত পশ্চাদপদতার কারণে অনেকেই এ সূধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে। নয়তো এ সূধা এক ঢোক পান করে আজীবনের তৃপ্তি লাভ করার মতো নয়। সেমতে মহান মুরশিদ সাইয়্যেদ নদভি সাহেবের অনুমতিক্রমে হযরত থানভি রহ.-এর একটি বয়ান 'দুনিয়া ও আখেরাত' উর্দু ভাষার বর্তমান কাঠামোতে সহজীকরণের দুঃসাহস করে ফেলি।

আমার সেই পাণ্ডুলিপি হযরতের সামনে পেশ করা হয়। তিনি আদ্যোপ্রান্ত পড়ে আশ্বস্ত হন। পাণ্ডুলিপিটি যখন প্রকাশের জন্যে প্রকাশকের হাতে হস্তান্তর করি, তখন আমাদের হায়দারাবাদ দকন-এর ভাগ্যাকাশে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। মুহূর্তেই ঘটে যায় অনেক কিছু; যা পূর্বে কল্পনাও করি নি। ভারতীয়

www.banglakitab.weebly.com

ভূখণ্ডের সর্বাধিক শান্ত জনপদ 'দকন'-ও দেখতে পায় মানবতা ধ্বংসের বিভৎস দৃশ্য। যার ফলে প্রকাশক ও অধম অন্যদের মতো করাচি চলে আসতে বাধ্য হই। আল্লাহর শোকর যে, পাণ্ডুলিপির একমাত্র কপিটি হাজারো বিপর্যয়ের ভেতর সংরক্ষিত থেকেছে। নতুন দেশে নতুন করে যখন তা প্রকাশের কার্যক্রম শুরু হয়, তখন প্রকাশক (স্বত্বাধিকারী, নাফিস একাডেমি) পরামর্শ দিলেন, বয়ানের সঙ্গে সঙ্গে যদি বয়ানদাতা হযরত থানভি রহ.-এর জীবনীও আধুনিক শিক্ষিত মহলের সামনে এসে যেতো, তাহলে গ্রন্থটির উপকারিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতো।

ভালো পরামর্শ। কিন্তু তা পূরণ করতে প্রয়োজন অসীম সাহসিকতা ও গুণী মহলের অনুমতি। আমার মুরশিদ তখন হজের সফরে। ঘটনাক্রমে একদিন গুণী বন্ধু মৌলভি নুর আহমদ সাহেব ইকয়াবি (খলিফা, মুফতি শফি রহ.)-এর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করি। তিনি কেবল সায়ই দেন নি, উপরন্তু দ্রুত তা পূর্ণ করার পরামর্শ জানিয়ে বলেন, বেহেশতি জেওরের সঙ্গে সেটিকেও সংযুক্ত করা দরকার। তারপরও দ্বিধা কাটছিলো না।

অবশেষে আমার সেই ভাবনা ও বন্ধুর সমর্থনের বিষয়টি হযরত মুফতি শফি সাহেবের খেদমতে উপস্থাপন করি। হযরতের কাছ থেকে সম্মতি পাওয়ার পর আল্লাহর ওপর ভরসা করে কাজ শুরু করি। প্রথম দিকে ইচ্ছে ছিলো, অনূর্ধ্ব ৭০ পৃষ্ঠার ভেতর পূর্ণ করে ফেলবো। যাতে করে তা ভূমিকা হিসেবে সংযুক্ত করা যায়। কিন্তু লেখার সময় মনে হচ্ছিল, আল্লাহর অদৃশ্য করুণার ফলে বিষয়বস্তুর লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। অনন্তর রচনাটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকার ধারণ করে।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জীবনী খোদ তাঁরই জীবদ্দশায় তাঁরই বিশেষ খলিফা খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব (বি.এ. ও এল.এল.বি আলিগড়) 'আশরাফুল সাওয়ানেহ' নামে প্রমাণ সাইজের ৮৬৮ পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরে সংকলন করেছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের পর তাঁর সঙ্গে তিনি আরো ১৪১ পৃষ্ঠার উপসংহার যুক্ত করেছিলেন। এই বিশাল ও বিপুল তথ্যভাণ্ডারকে নিজের মতো করে ছোট সাইজের আড়াই শো পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত কলেবরে নিয়ে আসতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হয়েছে। যতটুকু পেরেছি সেটাই পাঠকবর্গের সামনে পেশ করছি।

www.banglakitab.weebly.com

এই সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থের বৃহদাংশ 'আশরাফুস সাওয়ানেহ' থেকে সুচয়িত। তবে হযরতের ইলমি অবদানের অধ্যায়টি হযরত সাইয়্যেদ নদভি রহ.-এর লেখা حکیم الامت کے آثار علمیہ [হাকিমুল উম্মত কে আসারে ইলমিয়্যাহ] থেকে সংগৃহীত। অধ্যায়টি আমাদের নতুন গ্রন্থের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট। এ ছাড়া হযরত থানভি রহ. এর মতাদর্শ প্রসঙ্গে প্রফেসর মাওলানা আব্দুল বারি সাহেবের লেখা 'তাজদিদ ও সুলুক' গ্রন্থ থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও হযরত থানবি রহ.-এর বিভিন্ন বয়ান ও রচনা থেকে সারনির্যাস গ্রহণ করা হয়েছে। এতোসব সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে অধিকতর সাবধানতা স্বরূপ মুফতি শফি' সাহেব-এর নিরীক্ষণ দৃষ্টির মাধ্যমে নিখাদ করে নেওয়া হয়েছে। হযরত সাইয়্যেদ নদভি রহ.-ও গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন।

যথেষ্ট প্রয়াস সত্ত্বেও সংকলনটির প্রকাশের কাজে দেরি হয়ে যায়। ফলে অভাবিত উপকার এভাবে লাভ করি যে, কল্পনাতীত প্রাপ্তি হিসেবে হযরত মাও. আবদুল বারি নদভি সাহেব এখানে আগমন করেন। তিনি গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির পুরোটাই পড়ে দেখেন এবং এর উপর একটি ভূমিকা লিখে দিয়ে অধমকে কৃতজ্ঞ করে ফেলেন।

গ্রন্থটি প্রকাশকালে মহান আল্লাহর দরবারে অধমের একটাই কামনা, তিনি যেন গ্রন্থটিকে কবূল করে নেন। তাঁর নির্বাচিত বান্দা 'হাকিমুল উম্মত'-এর জ্ঞানসুধা উম্মাহর ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। আমীন!

গোলাম মুহাম্মদ
১৮ রজব ১৩৭০ হি.
১৫ এপ্রিল ১৯৫১ ঈ.

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

# প্রথম অধ্যায় ।।
## সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত

www.banglakitab.weebly.com

## বংশ ও পরিবার

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন সূচিত হওয়ার পূর্বে রাজা ভীম মুযাফফর নগর জেলায় নিজের নামে একটি উপশহর গোড়াপত্তন করেন। থানাভীম। পরবর্তীতে এখানে মুসলমানদের আগমন ও বসবাস শুরু হলে এলাকাটির নাম রাখা হয় 'মুহাম্মদপুর।' তবে এ নামটি প্রসার পায়নি। পুরাতন নামটিই থেকে যায়। তবে কালক্রমে 'থানাভীম' থেকে হয়ে যায় 'থানা ভবন।' যুগে যুগে এ উপশহরটি উপহার দিয়েছে অনেক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। এখানকার মুসলমানগণ অভিজাত, কুলীন ও জ্ঞানানুরাগী হিসেবে প্রসিদ্ধ।

হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর পিতৃপুরুষগণ আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে 'থানাবভবনে' এসে বসবাস শুরু করেন। পিতৃকুলের পূর্বসূরীগণ 'কর্নাল' জেলার 'থানেশ্বর' থেকে হিজরত করে এখানে এসে থিতু হন। বংশীয়ভাবে তারা ছিলেন ফারুকী। আর মাতৃকুলের পূর্বপুরুষগণ 'ঝন্‌ঝানা' অঞ্চল থেকে হিজরত করে থানাভবনে চলে আসেন। বংশীয়ভাবে তারা ছিলেন 'আলাঈ'।

হাকিমুল উম্মাতের শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আব্দুল হক সাহেব একজন বিত্তসম্পন্ন গ্রামপতি ছিলেন। প্রচুর জায়গা-সম্পত্তি ছিলো। দান-খয়রাত করতে কার্পণ্য করতেন না। মিরাঠের বেশ বড় একটি এলাকা তার অধীনে ছিলো। ফারসি ভাষায় গভীর দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। যদিও কুরআন কারীমের হাফিজ ছিলেন না, তবে নাজেরা ছিল খুবই শক্তিশালী। মেধা ও দূরদর্শিতা ছিল অত্যন্ত প্রখর। যার অসামান্য প্রমাণ হল, তিনি তার দুই ছেলের যোগ্যতা ও মানসিক অভিরুচি শৈশবেই ধরে ফেলতে পেরেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বড় ছেলে হাকিমুল উম্মত রহ.-কে আরবি ও দীনিয়াত এবং ছোট ছেলে মরহুম আকবর আলিকে ইংরেজি ও পার্থিব শিক্ষা অর্জনে নিমগ্ন করেছিলেন। এই

www.banglakitab.weebly.com

পৃথক শিক্ষা প্রদানের ওপর তার এতোটাই আস্থা ছিলো যে, একবার তাঁকে তার ভাবী সাহেবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, ভাইজান! আপনি তো ছোট ছেলেকে ইংরেজি শেখাচ্ছেন, ভালো কথা। কামাই করে খেতে পারবে। কিন্তু বড় ছেলেকে যে আরবি পড়াচ্ছেন; ও কোত্থেকে খাবে? জীবন কীভাবে কাটাবে? আপনার সম্পত্তি দুভাগ হয়ে গেলে ও তো কিছু করে খেতে পারবে না!

তখন তিনি প্রচণ্ড আবেগ ও আস্থার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন, ভাবী সাহেবা! আপনি বলছেন, আমার বড় ছেলে আরবি পড়ে কোত্থেকে থাকে? আল্লাহর শপথ! আপনি যাকে উপার্জন সক্ষম মনে করছেন, তার মতো অনেকে ওর জুতো ধরে ধরে ঘুরবে। তাদের দিকে সে ফিরেও তাকাবে না।' এ কারণে তিনি আকবর আলি মরহুমের চেয়ে হযরত হাকিমুল উম্মাতের ওপর বেশি অর্থ ব্যয় করতেন। তিনি বলতেন, 'ওর ওপর আমার অনেক মায়া জাগে। ও আমার থেকে যা নিচ্ছে, তা আমার বেঁচে থাকা পর্যন্তই নেবে। দেখবে, আমার মৃত্যুর পর ও আমার ধন-সম্পদ ছুঁয়েও দেখবে না।'

সত্যি কী বিস্ময় জাগানিয়া দূরদৃষ্টি! অন্যকে পড়তে পারার কী অবাক ক্ষমতা! যদি তিনি অন্যকিছু হতেন, তাহলে এটিকে অবশ্যই তাঁর কারামত বলতে হতো। কেননা, তাঁর প্রতিটি অনুমান পরবর্তীতে সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো।

হাকিমুল উম্মত রহ. এর শ্রদ্ধেয়া জননীও প্রখর ধীশক্তি সম্পন্ন বিদুষী নারী ছিলেন। তাঁর মামা পীরজি ইমদাদ আলি সাহেব রহ. উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাঁর সমকালীন দুনিয়াভোলা বুজুর্গ হাফেজ গোলাম মুরতজা পানিপথি সাহেবের পরামর্শে হায়দারাবদের দকনে চলে আসেন। পরবর্তীতে তাঁরই নির্দেশে মির্জা সরদার বেগ সাহেবের হাতে বাই'আত হন। যিনি জমিদারি ছেড়ে নিতান্ত দরবেশি জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। যদি বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে শ্রদ্ধেয় মামাজানের সঙ্গে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মতদ্বৈততা ছিল; কিন্তু তার ইশকি ভাবাবেগ আপন স্থানে অবশ্যই মূল্যায়নের দাবিদার। তাঁর লেখা কবিতাগুলো হতো ইশকের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ভাষায়,

ان کے اشعار سے آگ برستی ہے

তাঁর কবিতা থেকে অগ্নি ঝরে।

www.banglakitab.weebly.com

খোদ হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর এই কবিতা প্রায়শই আবৃত্তি করতেন,

ساقی ترا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا
جب تونے یہ ظالم مے شیشے میں بھری ہوگی

সুধা পরিবেশনকারী! তোমার নেশায় কী অবস্থা হয়ে থাকবে
যখন তুমি নির্দয় বোতলে এই সুধা ভরে রাখছো।

তাঁর নানাজান মির নজবত আলি সাহেব একজন ফারসি ভাষাবিদ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিকারী কথাসাহিত্যিক ছিলেন। মাওলানা শাহ নেয়ায আহমদ বেরেলঈ রহ-এর জনৈক বিশেষ খলিফার হাতে বাইআত ছিলেন। হাফেজ গোলাম মুরতযা পানিপথি সাহেবের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিলো।

তাঁর ঊর্ধ্বপুরুষ ছিলেন, সুলতান শিহাব উদ্দিন আলি 'ফরখ শাহ' কাবুলি রহ.। যাঁর পরবর্তী বংশধরদের মাঝে একাধিক হক্কানি আলেম ও আল্লাহ অন্তপ্রাণ বুজুর্গ জন্মেছিলেন। হযরত শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. শায়খ জালালুদ্দীন থানেশ্বরি রহ. শায়খ ফরিদ উদ্দিন গঞ্জেশকর রহ. সেই সোনালী ধারারই উজ্জ্বল নাম।

খোদ হযরত ফরখ শাহ প্রথম জীবনে কাবুলের গভর্নর ছিলেন। গজনঈ সম্রাজ্যের পতনের পর জিহাদি উদ্দীপনা নিয়ে কয়েকবার ভারত আক্রমণ করে কুফরি শক্তিকে পরাজিত করে বিজয়ী বেশে ফিরে আসেন।

এরপর বাতিল শক্তির সঙ্গের ছোট্ট জিহাদ শেষ করে নফসের বিরুদ্ধে বড় জিহাদে অবতীর্ণ হন। কাবুলের পাথুরে ভূমিকে নিবাসরূপে বরণ করে নেন। চিশতি বুজুর্গদের হাতে নিজেকে সঁপে দেন। এ সময় আধ্যাত্ম জগতের শীর্ষচূড়ায় উন্নীত হন। তাঁর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষ হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়। পরবর্তীতে তাঁর ইন্তিকাল হলে সেখানেই তিনি সমাহিত হন। তাঁর সমাধি আজো 'দুররায়ে ফরখ শাহ' নামে জনবিখ্যাত। অসংখ্য মানুষের পদচারণায় তাঁর সমাধি আজোব্দি মুখরিত হয়ে আছে।

## জন্ম ও শৈশব

হযরত আশরাফ আলি থানভি রহ.-এর বংশীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা হলো। এখন আমরা চলে যাবো তাঁর পারিবারিক পরিবেশে: যেখানে আমরা

www.banglakitab.weebly.com

দেখতে পাই সম্পদ ও খোদাভীরুত্বের সমন্বিত সহাবস্থান; যেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.।

হযরতের জন্মের ঘটনাটিও বিস্ময়কর। হযরতের পিতার কোনো সন্তানই বেঁচে থাকতো না। যার বাহ্যিক কারণ হলো, একবার তিনি ভয়াবহ রকমের চর্মরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। কোনোভাবেই নিরাময় হচ্ছিলো না। অবশেষে তিনি জনৈক ডাক্তারের পরামর্শে এমন ঔষধ সেবন করেন, যার ফলে চর্মরোগ তো সেরে যায়, কিন্তু এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রজনন ক্ষমতা লোপ পেয়ে যায়। চর্মরোগের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যত বংশধারা অব্যাহত রাখার সম্ভাবনাও হারিয়ে যায়। বিষয়টি বেশি দিন চেপে থাকেনি। প্রিয় জীবনসঙ্গিনী যখন এ সম্পর্কে অবহিত হন, তখন খুবই পেরেশান হয়ে পড়েন। বিষয়টি এক পর্যায়ে হাফেজ গোলাম মুরতাযা সাহেবের কাছে উত্থাপিত হয়। হাফেজ সাহেব ছিলেন একজন কামেল বুজুর্গ। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সবকিছু পড়ে ফেলেছিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

عمر و علی کی کشاکش میں مر جاتے ہیں، اب کے باری علیؑ کے سپرد کرنا

> 'উমর ও আলীর দোটানায় পড়ে মরে যায়। এ বারের পালা আলীর হাতে অর্পণ করবে।'

রহস্যপূর্ণ কথা। কারো পক্ষে সম্ভব হলো না এর মর্ম উদ্ধার করা। কিন্তু হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মহিয়সী জননী ঠিকই বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন, হাফেজ সাহেবের উদ্দেশ্য হলো, সন্তানদের পিতৃকুল হলো ফারুকী আর মাতৃকুল হল আলাভি। আজ পর্যন্ত সবক'টি সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল পিতৃব্য ঐতিহ্য অনুযায়ী। এখন যে সন্তান হবে তাঁর নাম রাখবে মাতৃবংশ অনুপাতে। যার নামের শেষাংশ হবে 'আলি'।

হাফেজ সাহেব তার কথা শুনে হেসে ফেললেন। বললেন, 'মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমতী। এটাই আমার ইচ্ছে।'

তিনি আরো বললেন, আল্লাহ চাহেন তো, ওর দুটি ছেলে হবে এবং দুছেলেই বেঁচে থাকবে। একজনের নাম রাখবে আশরাফ আলি। আর অপর জনের নাম রাখবে, আকবর আলি। একজন হবে আমার আর সে হবে মৌলভি। অপরজন হবে দুনিয়াদার।'

www.banglakitab.weebly.com

এই দুনিয়াভোলা দরবেশ আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিলো। কেনোইবা হবে না,

گفتہ او گفتہ اللہ بود    گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

যদিও কথাগুলো বের হয়েছিলো আল্লাহর এক বান্দার মুখ থেকে
কিন্তু তার কথাগুলো যে আল্লাহরই অভিপ্রায় ছিলো।

অবশেষে ৫ রবিউস সানি ১২৮০ হিজরি রোজ বুধবার সুবহে সাদিকের সময় হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. জন্মগ্রহণ করেন। সেদিনের প্রভাতি মলয় নিয়ে এসেছিলো সৌভাগ্যের আনন্দময় বার্তা। হযরতের জন্মের চৌদ্দ মাস পর হযরত হাফেজ সাহেবের দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য প্রমাণিত হয়। জন্মগ্রহণ করে দ্বিতীয় সন্তান। যার নাম রাখা হয় আকবর আলি। যেহেতু পরপর জন্মগ্রহণ করা দুসন্তানের জন্যে মায়ের দুধ যথেষ্ট হচ্ছিলো না, এজন্যে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জন্যে একজন দুধ মা রাখা হয়।

হযরতের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। হঠাৎ এ সময় স্নেহময়ী মায়ের ইন্তিকাল ঘটে। মাতৃস্নেহ বঞ্চিত সন্তানদের ওপর পিতৃস্নেহ বেড়ে যায়। শ্রদ্ধেয় জনক রহ. পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে সন্তানদের দেখা-শোনা করতেন। তাদের শারীরিক গঠনের পাশাপাশি মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে যেন কোনরকম ব্যাঘাত না ঘটে; তার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আত্মসম্মান বোধ ও নিজস্ব ব্যক্তিত্বের মর্যাদাবোধ যেন কেনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়; তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। তারাবির নামাযে কুরআন খতম শেষে যখন মিষ্টান্ন বণ্টন হতো, তখন তিনি তাঁর সন্তানকে তা ছুঁতেও দিতেন না। বরং তিনি নিজে বাজার থেকে মিষ্টি এনে পেট ভরে খাওয়াতেন; যেন মনের ভেতর লোভ না জন্মায়। তিনি বুঝাতেন, মসজিদের মিষ্টি হাত পেতে নেওয়া আত্মমর্যাদার পরিপন্থী। এদিকে ছিলো ভালোবাসার এতোটাই আদিখ্যতা। অপরদিক এ বিষয়টির ওপরও পূর্ণ দৃষ্টি রাখতেন যে, ভালোবাসার আতিশয্যে সন্তান যেন বখে না যায়। তাইতো শৈশবে একবার যখন সন্তানের মুখ থেকে মাওলানা রফিউদ্দিন (প্রথম মুহতামিম. দারুল উলূম দেওবন্দ) সম্পর্কে এ মন্তব্য বেরোয় যে,

مولانا تو پڑھے ہوئے نہیں : মাওলানা তো শিক্ষিত নন

www.banglakitab.weebly.com

তখন তিনি এতোটাই ক্ষুব্ধ হন যে, স্রেফ হাত উঠানোটাই বাকি রেখেছিলেন। খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, বুজুর্গদের শানে এভাবে বলতে নেই। তাঁর এই দক্ষ লালনের বদৌলতে হযরতের খোদাপ্রদত্ব প্রতিভার উন্মেষ ঘটতে থাকে।

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জন্মগত অভিরুচি এমনই ছিলো যে, তিনি কখনো বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতেন না। ওদের সঙ্গে মেশতেন না। এটাই সেই দীনি অভিরুচি; প্রাকৃতিকভাবে তিনি ছিলেন যার অধিকারী। এমন নয় যে, তিনি খেলাধুলা জানতেন না, তবে এখানেও তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা। তিনি জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করার অভিনয় করতেন। বাজারে যাওয়ার পথে মসজিদ চোখে পড়লে সোজা ভেতরে চলে যেতেন এবং মিম্বরে আরোহণ করে কিছু পঠন-পাঠন করে অবতরণ করতেন। কেমন যেন শৈশবেই অঙ্কিত হচ্ছিলো আগামীর ভাগ্যরেখা।

হযরত যেমন ছিলেন রসিক তেমনি ছিলেন মেধাবী। রসবোধ ও মেধার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিলো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা পেশ করছি। হযরতের সময়কালে একজন অন্ধ হাফেজ ছিলেন। কুরআন কারীমের হিফয ছিলো যার অসাধারণ। এ নিয়ে গর্বও করতেন। হাকিমুল উম্মত রহ. তখন কিশোর। সবেমাত্র কুরআন খতম দিয়েছেন। নাবালেগ হওয়ার কারণে নফল নামাযে কুরআন শোনাতেন। একদিন তিনি হাফেজ সাহেবকে বললেন, আজ আমি আপনাকে ধোকা দেবো। এটাও জানিয়ে দিলেন যে, অমুক আয়াতে ধোকা দেবো। হাফেজ সাহেব গর্বভরে বললেন, যাও ভাই! তুমি আমাকে কী ধোকাই বা দেবে? বড় বড় হাফেজরা পর্যন্ত সাহস করেনি।

হাকিমুল উম্মত রহ. নামায শুরু করলেন। যখন তিনি নিম্নের আয়াতে পৌঁছলেন إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ তখন খুব ধীরে ধীরে পড়ছিলেন। রুকুর কাছাকাছি এলে যেভাবে পড়া হয়ে থাকে, ঠিক তেমন ঢঙে পড়ছিলেন। এরপর যখন পরের আয়াত اللَّهُ يَعْلَمُ পড়া শুরু করলেন, তখন الله শব্দটি এমনভাবে টেনে পড়লেন, মনে হচ্ছিলো রুকুতে যাচ্ছেন এবং اللهُ أَكْبَرُ বলছেন। হাফেজ সাহেব তাই মনে করে রুকুতে চলে গেলেন। অন্যদিকে তিনি সামনের আয়াত পড়তে শুরু করেছেন اللَّهُ يَعْلَمُ। বাধ্য হয়ে হাফেজ

যাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এতোটাই হেসে ফেললেন যে, নামায ছেড়ে দিলেন। হাসি থামার পর পুনরায় নামাযে শরিক হলেন।

শৈশব থেকেই হযরতের মানসিকতার মাঝে পরিপক্কতা ও দূরদর্শিতা দানা বেধেছিলো। ১২-১৩ বয়সেই শেষ রাতে উঠে যেতেন। তাহাজ্জুদ ও ওযিফা পাঠে নিমগ্ন হতেন। নিস্পাপত্বের এই উপহার প্রভাবিত না করে কি পারে? মাথার ওপর মায়ের ছায়া নেই। বড় চাচীমা গভীর রজনীর এ তপস্যা দেখে অস্থির হয়ে পড়লেন। বুঝালেন, এতো অল্প বয়সে এতোটা তপস্যার কী প্রয়োজন? কিন্তু যার হৃদয়াভ্যন্তরে একবার প্রেমের অণল জ্বলে উঠে কার সাধ্য তারে নেভায়। বিশেষ করে যখন তিনি পেয়েছিলেন মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ রহ.-এর মতো ইশকে মাওলানার আগুনে ভস্মিভূত বুজুর্গের সাহচার্য।

হাকিমুল উম্মত রহ. এতোটাই নাযুক প্রকৃতির ছিলেন যে, শৈশবেও তিনি যদি কারো নগ্ন পেট দেখতে পেতেন, তাহলে বমি করে ফেলতেন। বিষয়টি নিয়ে সমবয়সীরা হাসি-মজাক করতো। এ তো শৈশবের কথা; বড় হওয়ার পরও অবস্থা এমন ছিলো যে, রুমের ভেতর কড়া-সুঘ্রাণ থাকলে ঘুমুতে পারতেন না। কারো অবশিষ্ট খাবার গ্রহণ করা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। যার পরিপ্রেক্ষিতে সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা সত্ত্বেও সারাজীবন কোনো বুজুর্গের ঝুটা গ্রহণ করতে পারেন নি। মানসিকতার মাঝে নিয়মানুবর্তিতা এতোটাই কার্যকর ছিলো যে, বড় স্ত্রী এক প্রেক্ষিতে বলেছিলেন,

آپ تو کسی بادشاہ کے ہاں پیدا ہوتے

'কোনো রাজপরিবারে জন্মালে বেশ ভালো হতো'।

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ.-এর পীরভাই মাওলানা শেখ মুহাম্মাদ থানভি রহ. হযরত হাকিমুল উম্মাতের বাল্যবেলার অবস্থা ও প্রতিকৃতি দেখে তাঁর ভবিষ্যতের আগাম অনুমান করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন,

میرے بعد یہ لڑکا میری جگہ ہوگا

'আমার পর এ ছেলে আমার স্থান নেবে।'

সেই শৈশবেই হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন; যা তাঁর মনের মঝে সংরক্ষিত হয়ে যায়। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন, একটি বড় ঘরের ভেতর একটি পিঞ্জিরা রাখা আছে। তার ভেতর ছিল দুটি দর্শনীয় কবুতর। সন্ধ্যায় যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন সেই কবুতরদুটি তাকে বলে, আমাদের পিঞ্জিরা আলোকিত করে দাও। তিনি বলেছিলেন, 'নিজেরাই করে নাও।' তখন সেগুলো নিজেদের চুঞ্চু ঘষলো। সেখান থেকে তীব্র আলো ঠিকরে বেরিয়ে এসে গোটা পিঞ্জিরা আলোকিত করে তুললো।

কিছুদিন পর তিনি যখন সেই স্বপ্নের বৃত্তান্ত শ্রদ্ধেয় মামা মরহুম ওয়াজেদ আলি সাহেবকে অবহিত করেন, তখন তিনি এভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেন যে, কবুতরদুটির একটি হল রূহ, অপরটি হলো নফস। তারা তোমার কাছে নিবেদন করেছিলো, মুজাহেদা করে আমাদেরকে আলোকিত করুন। কিন্তু উত্তরে তুমি বললে, তোমরা নিজেরাই আলোর ব্যবস্থা করো আর সেগুলো চঞ্চু ঘষে পিঞ্জিরা আলোকিত করলো। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ চাহেন তো রিয়াদাত তথা আধ্যাত্মিক তপস্যা ছাড়াই মহান আল্লাহ তোমার রূহ ও নফসকে আল্লাহর ইরফান তথা তাঁর সম্যক পরিচিতি লাভের আলোয় উদ্ভাষিত করে দেবেন।

আসলে স্বপ্নটি ছিলো মহান আল্লাহর অতিপ্রাকৃতিক একটি ইঙ্গিত। প্রাকৃতিক নিয়মে তিনি বুঝিয়েছেন, আমি এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাকে নির্বাচন করেছি, সুচয়ন করেছি। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্নরা অবশ্যই জানেন যে, আত্মশুদ্ধির পথ যদিও ঐচ্ছিক ও অর্জনসাপেক্ষ; কিন্তু আধাত্মজগতের শীর্ষপদে কে বসবেন তা বান্দার ইচ্ছাধীন নয়; বরং সেটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। ইরশাদ হয়েছে, اللهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ : আল্লাহ যাকে ইচ্ছে নিজের জন্য নির্বাচন করেন।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ. এর ভাষায়—

انہی کے دینے سے ملتا ہے جس کو ملتا ہے
وہی نہ چاہے تو کوشش کوئی ہزار کرے

'যে পেয়েছে তিনি দিয়েছেন বলেই সে পেয়েছে,
তিনি না চাইলে হাজার খেটেও খালি থেকেছে।'

www.banglakitab.weebly.com

হাকিমুল উম্মত রহ. প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন মিরাঠ নগরীতে। এখানেই তিনি ফারসির প্রাথমিক কিতাবগুলো পাঠ করেন। মরহুম হাফেজ হুসাইন আলির কাছে কুরআন কারিম হিফয করেন। এরপর থানাভবনে এসে মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মদ রহ.-এর কাছে আরবির প্রাথমিক ও ফারসির মাধ্যমিক কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেন। মামুজান মরহুম ওয়াজেদ আলি সাহেব ছিলেন আরবি ও ফারসির প্রাজ্ঞ শিক্ষক। ফারসি সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের কিতাবগুলো তিনি তার কাছে অধ্যয়ন করেন। এরপর দেওবন্দ এসে মাওলানা মানফা'আত আলি রহ. এর কাছে শিক্ষা কারিকুলাম সম্পন্ন করেন।

দেওবন্দ অবস্থানকালে একবার চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। এ সময় তিনি সময় কাটানোর জন্য "زیر و بم" নামের একটি কবিতাগ্রন্থ সংকলন করেন। ফারসি ভাষায় রচিত সে কাব্যগ্রন্থটি তাঁর অসাধারণ ভাষাজ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে। এ সময় তাঁর বয়স হবে সর্বোচ্চ ১৮ বছর। কাব্যগ্রন্থের সূচনায় তিনি একটি মুখবন্ধ লিখেছিলেন। যেখানে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ বর্ষণের পর ফারসি সাহিত্য ও তার কাব্যচর্চা সম্পর্কে নিজের জ্ঞানের অপ্রতুলতার কথা তুলে ধরেছিলেন। এ শাস্ত্রের অলঙ্কার, ছন্দ জ্ঞান, অন্তমিল ও অনুপ্রাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কথা সরলতার সঙ্গে স্বীকার করেন। কিন্তু এরপর তিনি যে কবিতামালা উপস্থাপন করেছেন সেগুলো মানে ও গুণে এতোটাই উচ্চাঙ্গের ছিলো যে, বড় বড় ভাষাবিদ পর্যন্ত সেগুলোর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

কবিতার ছত্রে ছত্রে তিনি فنا فی اللہ তথা আল্লাহ অন্তপ্রাণ হওয়ার পদ্ধতি ফুটিয়ে তলেছেন। কীভাবে শিরক সৃষ্টি হয়? তার ওপর আলোকপাত করেছেন। সত্যি চমৎকার ছিলো তাঁর সেই কাব্যমালা।

মোটকথা, আরবির প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমিতেই অর্জন করেন। এরপর ১২৯৫ হিজরির যিলকদ মাসের শেষাংশে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। এখানে পাঁচ বছর জ্ঞান আহরণের পর ১৩০১ হিজরিতে ফারাগত অর্জন করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৯/২০ বছর।

www.banglakitab.weebly.com

## শিক্ষাজীবন

শিক্ষাজীবনে তিনি সাধারণ ছাত্র ও আত্মীয়-স্বজন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন। অধ্যয়নের ফাঁকে অবসর পেলে প্রিয় শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব (প্রধান শিক্ষক. দারুল উলূম দেওবন্দ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে যেতেন। একজন মহান বুজুর্গ ছিলেন তিনি। একদিকে ছিলেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিরল ব্যক্তিত্ব, অপরদিকে তিনি ছিলেন হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ.-এর অন্যতম সবিশেষ খলিফা। এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর জ্ঞানের আসরটি হতো তাওয়াজ্জুহের আসর। মেধা ও হৃদয়ের উপর তাঁর যুগপৎ পাঠদানের ফলশ্রুতিতে তাঁর কাছে পড়ুয়া যে কোনো শিক্ষার্থী একদিকে হতো জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশাল যোগ্যতার অধিকারী, অপরদিকে ব্যক্তিগঠন, নৈতিকতা ও খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে সে হতো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বাহক। আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ের অধিকাংশ দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ওই সমন্বিত সামগ্রিক সত্ত্বা হারিয়ে ফেলেছে।

দেওবন্দ এলাকায় হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বেশ কয়েকজন আত্মীয় বসবাস করতেন। তারা জোর করে অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেন তাদের ঘরের খাবার গ্রহণ করেন, তবে অবস্থান করবেন মাদরাসাতেই। তিনি যখন এ ব্যপারে শ্রদ্ধেয় পিতাজান থেকে অনুমতি প্রার্থনা করেন তখন দূরদর্শী পিতা শাসন করে লেখেন—

> 'তুমি ওখানে আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখতে গেছো নাকি ইলম অর্জন করতে গেছো? খবরদার যদি কোনো আত্মীয়ের বাসায় আসা-যাওয়া করো ...।'

ওই সতর্কবার্তার পর অনুগত এই ছেলে পূর্ণ পাঁচ বছর কোনো আত্মীয়র বাড়ি যান নি। একজন একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হিসেবে কাটিয়ে দিয়েছেন। এমনকি নিজ থেকে কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে এড়িয়ে যেতেন। গ্রাহ্য করতেন না। যার ফলে কারো কারো মনে হতো, তিনি বুঝি অহঙ্কার দেখাচ্ছেন।

তিনি তখনও শিক্ষার্থী; কিন্তু অনেক বুজুর্গ তাঁদের দূরদৃষ্টিতে ধরে ফেলেছিলেন যে, এই ছেলেটির আলোকিত আগামী ঘনিয়ে আসছে।

www.banglakitab.weebly.com

بالائے سرش ز ہوشمندی　　می تافت ستارہ بلندی

কপালে যার খেলা করে প্রজ্ঞার রেখা,
জ্বলজ্বল করবে তার ভাগ্য-তারকা।

সেমতে যখন হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ. ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ও সম্মানজনক পাগড়ি প্রদানের উদ্দেশে দেওবন্দে শুভাগমন করেন তখন শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ. তাঁর এই শিষ্যের প্রখর মেধার ভূয়সী প্রশংসা করেন। গাঙ্গুহি রহ. তখন তাকে অনেকগুলো কঠিন প্রশ্ন করেন। যার সদুত্তর পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন।

আকল শাস্ত্রের প্রতি তিনি আকর্ষণ বোধ করতেন। প্রাকৃতিকভাবে তিনি ছিলেন প্রখর মেধা, অসাধারণ প্রতিভা, উপস্থিত উত্তর ও বাকপটুতার অধিকারী। তর্ক শাস্ত্রের দক্ষতার স্বীকারোক্তি তিনি এভাবে দিয়েছেন—

> 'আমি সত্য কথা কেনো বলবো না? কেননা আমি বিগলিত নই, অহংকারীও নই। আল্লাহ আমায় যা দিয়েছেন, আমি কেনো তা অস্বীকার করবো? এটি আল্লাহর দান। আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে মানতেক শাস্ত্রে দক্ষতা দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এটিকে আমি কোনো কৃতিত্ব মনে করি না। কেননা বুজুর্গদের জুতো ঠিক করার বরকতে একথা ভালোভাবে আমার মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে,

فہم وخاطر تیز کردن نیست راہ
جز شکستہ می نگیرد فضل شاہ

সেমতে যখন কোনো অধার্মিক ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে বিতর্ক করার জন্য দেওবন্দে পা ফেলতো তখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. নিভৃতে বেরিয়ে পড়তেন এবং প্রতিপক্ষের প্রতিটি দাবি খণ্ডন করতেন। প্রশংসার বিষয় হলো, তিনি তাঁর মানতেকি যোগ্যতা ব্যয় করতেন দীনের প্রয়োজনে; আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কখনো এর ব্যবহার করেন নি। সে সময়কার শীর্ষস্থানীয় বিতার্কিক মাওলানা সাইয়্যেদ মুরতাযা হাসান রহ. তাঁর শাস্ত্রীয় নৈপুণ্য সম্পর্কে বলতেন,

www.banglakitab.weebly.com

بڑے سے بڑا مناظر بھی آپ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا

'অনেক বড় তার্কিকও আপনার সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

কিন্তু খোদ হাকিমুল উম্মত রহ. এ সম্পর্কে বলতেন, শিক্ষাজীবনে মুনাযারার প্রতি যে পরিমাণ আগ্রহ ছিলো, এখন তার ক্ষতিকর দিকগুলোর কারণে তার প্রতি ততোটাই ঘৃণা বোধ করছি।

একদিকে আকলি ও নকলি উভয় শাস্ত্রে এতোটাই যোগ্য ছিলেন যে, বড় বড় গুণীরা পর্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতেন, অন্যদিকে তিনি বিনয় ও বিনম্রতার এমনই প্রতিমূর্তি ছিলেন যে, মাঝে মাঝে সংশয় জাগতো, তার মাঝে নফস বলে কোনো কিছু আছে কি? ১৩০০ হিজরির ঘটনা। সংবাদ এলো, এবার সাড়ম্বরে পাগড়ি প্রদান ও সনদ বণ্টনের অনুষ্ঠান হবে। মাও. গাঙ্গুহি রহ. নিজ হাতে ওই কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। তখন তিনি সহপাঠিদের একত্র করে মহান শিক্ষাগুরু মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব রহ.-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করলেন,

> 'হযরত! আমরা শুনতে পেলাম, আমাদেরকে পাগড়ি দেওয়া হবে এবং ফারাগাতের সনদ প্রদান করা হবে। অথচ আমরা কোনোভাবেই এর যোগ্য নই। কাজেই ওই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হোক। নয়তো এর কারণে মাদরাসার অনেক বড় দুর্নাম হয়ে যাবে যে, এমন অযোগ্যদেরকে সনদ দেওয়া হচ্ছে।'

মহান শিক্ষাগুরুর স্নেহের প্রাবল্য উথলে ওঠলো। চোখের সামনে বিশেষ এই শিষ্যের আলোকিত ভবিষ্যত বিজলির মতো চমকে ওঠলো। হৃদয়ের আস্থা ও নির্ভরতা স্ববাক হলো—

> 'তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এখানে যেহেতু তোমাদের শিক্ষকগণ করেছেন, এজন্যে তাঁদের সামনে তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হচ্ছে না। এবং এটাই সঙ্গত। তবে যখন বাইরে বেরোবে তখন নিজেদের মূল্য বুঝতে পারবে। যেখানেই যাবে সেখানেই শুধু তুমি আর তুমি। গোটা ময়দানে দ্বিতীয় কেউ নেই।

পৃথিবী দেখেছে, মহান এ শিক্ষাগুরুর সুসংবাদ কীভাব অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব রহ. ফতোয়া লেখার কাজ সে সময় তাঁর হতে ন্যস্ত করেছিলেন। একবার তিনি যখন একটি দীর্ঘ ফতোয়া প্রার্থনার জবাবে বিশাল ও বিশ্লেষিত ফতোয়া লিখে সত্যয়নের জন্যে মহান শিক্ষাগুরুর সামনে পেশ করেন, তখন দূরদর্শী সেই প্রাজ্ঞ শিক্ষাগুরু স্বাক্ষরকালে এ মন্তব্য করেছিলেন-

> 'বুঝা যাচ্ছে, তোমার হাতে অনেক সময়। আমি তো সেই সময়ের অপেক্ষায় আছি, যখন তোমার সামনে চিঠির স্তুপ পড়ে থাকবে আর তুমি এমন দীর্ঘ দীর্ঘ জবাব লেখবে।'

মহান আল্লাহর অবারিত দানের ফল্গুধারা যদি কারো ওপর বর্ষাতে শুরু করে, তাহলে সাধ্যি কার তা রুখবে!

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর সুকণ্ঠ। কিরাত শাস্ত্রে তাঁর যোগ্যতা ও সুকণ্ঠ মিলে বিস্ময়কর মুগ্ধতা ছড়ানো আবহ তৈরি করেছিলো। তিনি মককা অবস্থানকালে প্রখ্যাত আলেম কারি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ. এর কাছে কিরাত চর্চা করেছিলেন। আরবের তৎকালীন কারিরা পর্যন্ত তাঁর অনুরক্ত ছিলো। হাকিমুল উম্মত রহ.-এর গ্রহণ ক্ষমতা এতোটাই প্রবল ছিলো যে, যখন দোতলায় বসে ছাত্র-শিক্ষক একসঙ্গে অনুশীলন করতেন ও করাতেন, তখন বাইরের কোনো ব্যক্তির পক্ষে ছাত্র-শিক্ষকের কণ্ঠ তফাত করা দুস্কর হয়ে পড়তো।

হাকিমুল উম্মত রহ. যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআনের 'শাব্দিক তাজাল্লি'-এর আলোকচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠতো। কুরআন কারীমের শাব্দিক তাজাল্লি-এর প্রভাব খুবই মর্মভেদী। এ কারণেই মককার তৎকালীন কাফেররা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদি.-কে উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করতো। কেননা তাঁর সেই তেলাওয়াত শান্ত হৃদয়গুলোকে আলোড়ন তুলতো। সত্যের দিকে উদ্বেলিত করতো।

একবার লাখনৌর বিখ্যাত কারি মাওলানা আইনুল কুযাত লাখনাউ রহ. হযরত হাকিমুল উম্মাতের পেছনে ফজর নামায আদায় করেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াতে এতোটাই চমৎকৃত হন যে, নামায শেষে তিনি আরো কিছু আয়াতের তেলাওয়াত শোনানোর অনুরোধ করেন।

www.banglakitab.weebly.com

দারুল উলূম দেওবন্দের রূহানী পরিবেশ তাঁর মন-মানসিকতার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। যার ফলে উচ্চ বিত্তসূলভ কৃত্রিমতার মৃত্যু ঘটে। অতিরঞ্জন পরিহার করে নিতান্তই সরল দরবেশি জীবন গ্রহণ করেন। একবার ছুটির সময় বাড়ি ফিরেন। রাতে শোওয়ার সময় স্বাভাবিক অভ্যাস মাফিক কোনোমতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। শ্রদ্ধেয় পিতাজান –যিনি উচ্চবিত্তসূলভ জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিলেন– টোকা মেরে বললেন, 'মিয়া, তুমি লেপ মুড়তেও জানো না'?

জীবনের এই কৃত্রিমতার প্রতি তাঁর মন এতোটাই বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেছিলো যে, শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধাবোধের প্রতিমূর্তি হওয়া সত্ত্বেও অবলীলায় বলে ফেললেন,

> 'যদি কীভাবে লেপ মুড়ি দিতে হয় তা শেখানোই আপনার লক্ষ্য হতো, তাহলে আমাকে দেওবন্দ পাঠাতেন না। সেখানে কেউ ভালোভাবে লেপ মুড়িয়ে ঘুমায় না। কোনোমতে গোজামিল দিয়ে শুয়ে পড়ে।'

উত্তর শুনে শ্রদ্ধেয় পিতার হৃদয় শান্ত হয়ে গেলো।

ছাত্রদের পরিপাটি সাজসজ্জা এবং জীবনের ছোট-খাট বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপের বিষয়টি হযরত হাকিমুল উম্মত পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর প্রজ্ঞাসূলভ কারণ দর্শিয়েছেন এভাবে যে,

یہ بناؤ سنگار اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو علم کا چسکا نہیں لگا

> 'বাহ্যিক পরিপাটি অবস্থা এ কথার প্রমাণ যে, এখনো ইলমের সুধায় ওরা চুমুক দেয়নি।'

## জ্ঞান বিতরণ

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর কাঁধের ওপর দায়িত্বভার চলে এলো। দারুল উলূম দেওবন্দে যে ফয়য (দীনি প্রজ্ঞা) অর্জন করেছেন; সুমহান শিক্ষকের গভীর মনোবিক্ষেপ (তাওয়াজ্জুহ) ইলম ও আমলের যেই সমন্বিত রূপ সৃষ্টি করেছে; মাদরাসার বাইরের পৃথিবীতে সেই প্রজ্ঞাদীপ্ত রূপ ছড়িয়ে দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো।

www.banglakitab.weebly.com

ব্যক্তিত্বের মাঝে কমতি কোথায়? বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও আত্মিক পূর্ণতা; দুয়ে মিলে অসাধারণ সমন্বিত ব্যক্তিত্ব। চেতনায় দীন প্রচারের নিখাদ উদ্দীপনা। ইল্মের সবগুলো শাস্ত্রের হাতিয়ারে সুসজ্জিত মনন। ব্যক্তিসত্ত্বায় রয়েছে মানবহৃদয় জেতার অসাধারণ আকর্ষণ। মুখ খুললেই ঝরে পড়ে মুক্তোমালা। যেখানেই যান সেখানকার সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে আলেম-মিস্টার সবাই অনুরক্ত হয়ে পড়েন। সকলের মুখে সদ্য কৈশোর পেরোনো এই তরুণের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

সকলের ভালোবাসা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি কানপুর জেলায় চৌদ্দ বছর পাঠদান, সংকলন, ওয়াজ-নসিহত ও ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন। দূরদর্শী সেই শিক্ষকের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছিলো।

> 'যেখানে যাবে সেখানে শুধু তুমি-ই থাকবে। গোটা ময়দান হবে ধু ধু পরিস্কার।'

কানপুর এলাকায় 'মাদরাসায় ফয়যে আম' নামে অনেক প্রাচীন একটি মাদরাসা ছিলো। মাদরাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আহমদ হাসান সাহেব ছিলেন একজন যোগ্য মানুষ। বিশেষ করে তর্কশাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিলো সর্বজন স্বীকৃত। কোনো কারণে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়ে পৃথক একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্ররা যেহেতু তাঁর জ্ঞান গভীরতার অনুরক্ত ছিলো। এ জন্যে কোনো শিক্ষকের সাহস হচ্ছিলো না যে, তাঁর স্থানে ও তাঁর স্থলে বসবে। হাকিমুল উম্মত রহ. এতো কিছু জানতেন না। যখন কানপুরের লোকজন তাঁর সামনে এই খেদমত পেশ করেন তখন তিনি নিজ আসাতিযায়ে কেরাম ও শ্রদ্ধেয় পিতার অনুমতি নিয়ে ১৩০১ হিজরির সফর মাসে এখান শুভাগমন করেন। সম্মানী নির্ধারিত হয় ২৫ রুপি। কিন্তু অল্প ক'দিনের ভেতর এ তরুণ স্থানীয় সকল শিক্ষকের সঙ্গে সঙ্গে সাবেক প্রধান শিক্ষকের হৃদয়ও জয় করে নেন। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাঁর সুখ্যাতির কথা।

শিক্ষকতার মসনদে এটাই ছিলো হাকিমুল উম্মাতের সর্বপ্রথম আরোহণ। সদ্য শিক্ষাসমাপনকারী এ তরুণের ওপর তখন উচ্চ শ্রেণির অনেকগুলো কিতাবের পাঠদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়। যার ফলে প্রথম দিকে তিনি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র দুআ-ই সবকিছু সহজ করে দেয়। অদৃশ্য থেকে লাভ করেন অসীম হিম্মত। তিনি নিজেই বলেন—

www.banglakitab.weebly.com

> অধম যখন হাদিসের দরস শুরু করি, তখন শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব রহ.-এর (মানসিক) সাক্ষাৎ লাভ করতাম। এভাবে যে, বুখারি শরিফ পড়ার জন্যে একদল ছাত্র আমার সামনে উপবিষ্ট হতো। সামনে থাকতো এককপি বুখারি শরিফ। যা দেখে দরস প্রদান করতাম। ঠিক আমার মুখোমুখি আগমন করতেন শ্রদ্ধেয় উসতাদ রহ.। সম্ভবত তাঁর সামনেও এককপি বুখারি শরিফ থাকতো। আমি যা আলোচনা করতাম, তিনি তাতে সায় দিতেন।

কুরআন কারীমের তাফসিরের সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা কতটুকু? তা জানতে একটি ঘটনা শুনুন। হযরত নিজেই বলেন—

> কানপুরে একটি স্থান আছে। মাদরাসায়ে জামিউল উলূম কানপুরের প্রতিষ্ঠাতা জনাব আবদুর রহমান খান সাহেবের ছোট্ট একটি প্রকাশনালয় রয়েছে। তার পাশেই একটি কুয়ো আছে। সেই কুয়োর কাছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি. দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর খুব কাছে অবস্থান করছি। এরপর থেকেই মনে হতো, তাফসির শাস্ত্রের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠেছে।

ওই ঘটনাপ্রবাহ থেকে বুঝে আসে, আল্লাহ চেয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে জ্ঞানের প্রবাহ সৃষ্টি করতে। হযরতের পাঠদান একদিকে শিক্ষার্থীকে, অপরদিকে তাঁর বয়ান ও নসিহত কানপুরবাসীদের ভীষণ অনুরক্ত করে তুলেছিলো। কয়েক বছরে নয়, সামান্য চারমাসে তিনি গোটা কানপুরের আবহ বদলে ফেলেছিলেন।

মাদরাসা কর্তৃপক্ষ হযরত হাকিমুল উম্মাতের এই অসাধারণ জনপ্রিয়তাকে পুজি করে আর্থিক সুবিধা উঠানোর পরিকল্পনা নিলো এবং তাঁর কাছে চাঁদার জন্যে আপিল করার খায়েশ ব্যক্ত করলো। হাকিমুল উম্মত রহ. এভাবে চাঁদা করাকে বেবরকতির কারণ মনে করতেন। তার মতে এটি দীনি মর্যাদার জন্য গ্লানিকর ও নাজায়িয। যার কারণে পরিচালনা কমিটির সদস্যদের খায়েশ অপূর্ণ থেকে যায়। ফলশ্রুতিতে ভেতরে ভেতরে কানাঘুষা হতে শুরু করে। হাকিমুল উম্মত রহ. বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে নিজ

www.banglakitab.weebly.com

থেকেই ইস্তফা প্রদান করেন। অন্যদের উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও সে মাদরাসায় থেকে যেতে আর সম্মত হন নি।

মাদরাসার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণের পর ইচ্ছে করলেন স্বদেশে ফিরে যাবেন। কিন্তু পরবর্তীতে মনে হলো, হযরত মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদি রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার। কে জানে, পরে কবে আর সুযোগ হবে? সেমতে তিনি নকশবন্দি সিলসিলার মহান এ বুজুর্গের খানকায় উপস্থিত হন। ইতোমধ্যে হযরতের প্রস্থান কানপুরবাসীদের হৃদয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিশেষ করে মরহুম আবদুর রহমান খান সাহেব ও মরহুম কেফায়াতুল্লাহ সাহেব ভাবলেন, আকলি ও নকলি উভয় শাস্ত্রে সমান দক্ষতার অধিকারী এমন আলেম দ্বিতীয় আরেকজন খুঁজে পাওয়া দুস্কর। ভাবনামাফিক সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজেরাই ২৫ রুপি সম্মানীর ব্যবস্থা করবেন। হাকিমুল উম্মত রহ. যখন গঞ্জেমুরাদাবাদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, তখন তাঁরা তাঁকে পথিমধ্যে কানপুরেই থামিয়ে দেন এবং এতোটা করজোড়ে অনুরোধ করেন যে, হযরত আর ফেলতে পারেন নি।

স্থানীয় 'টপকাপুর' এলাকায় জামে মসজিদে দরস প্রদান শুরু করেন। এভাবে একটি নতুন মাদরাসা গড়ে উঠে। মসজিদের সঙ্গে সামাঞ্জস্য রেখে তিনি নিজে মাদরাসার নাম রাখেন 'জামিউল উলূম'। মাদরাসাটি আজো বিদ্যমান। কবির ভাষায়,

رند جو ظرف اٹھالے وہی ساغر بن جائے
جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی مے خانہ بنے

পেয়ালা তোমার ছোয়া পেলে রূপ বদলে হয় সাগর
তুমি হলে পরশ পাথর তোমার ছোঁয়ায় জাগে নিথর।

এরপর তাঁর ভালোবাসা জনতার হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে যায় এবং তাঁর একনিষ্ঠতা তাদেরকে এতোটাই চমৎকৃত করে যে, বাড়ির স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিক্ষা ও বয়ান সহস্র মানুষের মনে ইসলামি শিক্ষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। তাঁরা সুন্নতের অনুসরণের ওপর জীবনের ভবন নতুন করে নির্মাণ করে। ঠিক সে সময় হযরতের মনে এ খেয়াল সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর কাজ হতে হবে স্রেফ আল্লাহর জন্যেই। এ কারণে সম্মানী গ্রহণ

www.banglakitab.weebly.com

সঙ্গত হবে না। সেমতে ইচ্ছে করলেন, এখন থেকে চিকিৎসাকেই জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানাবেন। এ শাস্ত্র শেখার জন্যে হাকিম আবদুল মজিদ খান সাহেবের দ্বারস্থ হন। কিন্তু এখানে পনেরো দিন কাটনোর সুযোগ পান নি যে, ইতোমধ্যে কানপুরের লোকজন এসে উপর্যুপরি অনুরোধ করে ফিরিয়ে নিয়ে যান। হযরত ফিরে আসতে সম্মত হওয়ায় তারা খুবই খুশি হন।

হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ.ও হযরতের ফিরে আসায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন-

> ‘চিকিৎসার কাজ ছেড়ে দিয়ে আপনার কানপুর ফিরে এসে দীনি কাজে নিমগ্ন হওয়ার সংবাদ পেয়েছি। খুবই খুশি হয়েছি। মহান আল্লাহ আপনার খেদমতের মাঝে বরকত দিয়ে আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানকে উপকৃত করুন। আপনাকে আমি পূর্বেই পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, দীনকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা চাই। দুনিয়া নিজে নিজেই ভালো রূপ নিয়ে আপনার খেদমতে হাজির হয়ে যাবে। যাই হোক! আপনারা উলামায়ে কেরাম নবীগণের উত্তরসূরী। আপনাদেরকে মহান আল্লাহ তাঁর মাখলুকের হেদায়াতের জন্য সৃষ্টি করে অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিয়ে চোখ রাখতে হবে লক্ষ্যের ওপর।
>
> [মাকতূবাতে ইমদাদিয়া, নম্বর : ৩, ১৬ রবি ১৩০৬ হি.]

শ্রদ্ধাভাজন শায়খের ওই নির্দেশনার পর হাকিমুল উম্মত রহ. পূর্ণ চৌদ্দ বছর দরস-তাদরিসের মাঝে ডুবে থাকেন। এরপর শায়খেরই নির্দেশে ১৩১৫ হিজরির সফর মাসের শেষ দিকে কানপুর থেকে চলে আসেন এবং থানাভবনে পুরোপুরি থিতু হয়ে যান। তাঁর প্রত্যাবর্তনে হযরত মুহাজিরে মককি রহ. খুবই খুশি হন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এখান থেকে আপনার ফয়য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি তাঁর পত্রে লেখেন—

> ‘ভালো হয়েছে, আপনি থানাভবনে চলে এসেছেন। আশা করি, বৃহৎ জনতা আপনার মাধ্যমে বাহ্যিক ও আত্মিক উপকার লাভ করবে এবং আপনি আমাদের মসজিদ-মাদরাসা নতুন করে আবাদ

www.banglakitab.weebly.com

করবেন। আমি সবসময় আপনার পক্ষে দুআ করে যাই।'

[মাকতুবাতে ইমদাদিয়া, পত্র নং ৩৬, ১২ রবি ১৩১৫ হি.]

জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাকিমুল উম্মত রহ. ছাত্রদেরকে খুব ভালোবাসতেন তাঁদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখতেন। তিনি বলেন,

'শিষ্যদের প্রতি আমার যে পরিমাণ ভালোবাসা, মুরিদ বা ভক্তদের প্রতি ততোটা নেই। ছাত্ররা সবসময় সন্তানের মতো। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক খুবই দৃঢ় হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ভক্তির সম্পর্ক ধর্তব্যে নেওয়ার মতো নয়।

[মালফূযাতে আসআদুল আবরার]

তিনি নিজেকে সবসময় তালিবুল ইলম মনে করতেন। তিনি বলেন,

'পীরসূলভ দরবেশি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি একজন তালিবুল ইলম। আমার কাছে কুরআন-হাদিস সম্পর্কিত কথাই জিজ্ঞেস করা উচিৎ। আমি কুরআন-হাদিসের সাধারণ কিছু কথা জানি এবং এটিকেই প্রকৃত দরবেশি মনে করি।'

তিনি এ কথাও বলেছেন,

'সুফিদের চেয়ে উলামাদের প্রয়োজন বেশি। কেননা তাদের মাধ্যমেই দীনের ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।'

উলামায়ে কেরামের ওই মর্যাদার প্রেক্ষাপটে তিনি সবসময় সজাগ থাকতেন যে, ইলমে দীন আন্বেষণকারীদের মর্যাদা যেন পুরোপুরি অক্ষুন্ন থাকে। আগামীতে যারা দীনের এতো বড় পদে অধিষ্ঠিত হতে যাচ্ছেন, শুরু থেকেই যেন তাদের হিম্মত উচ্চকিত রাখা হয়। এ কারণে এই মহা সম্মান ধুলিস্যাৎ হতে পারে; এমন প্রতিটি কাজ থেকে তিনি ছাত্রদেরকে নিষেধ করতেন। যেমন, প্রাচীন রীতি অনুযায়ী ছাত্রদের কারো ঘরে গিয়ে লজিং খাওয়া অথবা কারো ঘরে গিয়ে ফকির-অসহায়দের মতো দাওয়াত খাওয়া ইত্যাদির তিনি কখনো অনুমতি দিতেন না। গৃহস্থালী কাজে তিনি যেমন ছাত্রদের সহায়তা নিতেন না, তেমনি কোনো উসতাযকেও এমন খেদমত নেওয়ার অনুমতি দিতেন না। বাইরের কোনো লোকের পক্ষে সম্ভব ছিলো না যে, কোনো

www.banglakitab.weebly.com

ছাত্রকে কোনো ভুলের জন্যে সরাসরি সর্তক করবে। যদি কেউ এ ধরনের কাজ করে ফেলতো তাহলে তিনি কোনোভাবেই তা মেনে নিতেন না। বরং তাকে এজন্যে কঠিনভাবে পাকড়াও করে আগামীর জন্যে কঠিন শব্দে শুনিয়ে দিতেন যে, ছাত্রদের সম্মান ও মর্যাদা কখনো এ অনুমতি প্রদান করে না যে, ছোট-বড় যে কেউ এসে তাদের পাকড়াও করবে। যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে সে শিক্ষকদের জানিয়ে দেবে। তারা নিজেরাই উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা নেবেন অথবা অন্যকোনো শুদ্ধিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

বিশেষ কিছু মহল ও অঞ্চলের লোকদের মাঝ আজো ওই অনুভূতির শূন্যতা দেখা যায়। তারা কোনোভাবে ছাত্রদের সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণের বিয়ষটিকে গুরুত্ব দেন না। ফলশ্রুতিতে সেই ছাত্রদেরকে পরবর্তীতে কর্ম ময়দানে হীনমন্যতার শিকার হতে দেখা যায়।

www.banglakitab.weebly.com

# শিক্ষানীতি

**হাকিমুল উম্মত রহ. দীর্ঘ চৌদ্দটি বছর কানপুরের ‘জামিউল উলূম মাদরাসায় দরস দিয়েছেন। এ সময় তাঁর হাতে গড়ে ওঠেছে অসংখ্য গুণী ব্যক্তিত্ব। যাদের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্ঞানের আলো ছড়িয়েছে। তাদের সেই তালিকা হতে সূচয়িত কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো—**

মৌলভি মুহাম্মাদ ইসহাক সাহেব বরদুয়ানি। অসাধারণ এই জ্ঞানতাপস পরবর্তীতে নিজ উসতাদ হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কানপুর থেকে চলে আসার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় চলে এসে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করেন।

মৌলভি আহমদ আলি সাহেব রহ.। ফিকাহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফাতাহপুরা ও বারাহবাঙ্কি অঞ্চলে দীনে ইলমের ব্যাপক প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।

মৌলভি ফযলে হক সাহেব রহ.। ইলাহাবাদ জেলাধীন বারাহবাঙ্কি অঞ্চলের অধিবাসী। দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। مثناة بالتكرير [মুসান্নাতুন বিত তাকরির] বিষয়ের ওপর তাঁর লেখা উচ্চমানের ভায্যগ্রন্থ প্রমাণ করে যে, দর্শন শাস্ত্রে তিনি কী পরিমাণ জ্ঞানগভীরতার অধিকারী ছিলেন! দীর্ঘ দিন তিনি কনৌজ নগরীতে অধ্যাপনা করেছেন।

মৌলভি হাকিম মুহাম্মাদ মুসতফা বিজনুরী রহ.। আরবি সাহিত্য ও যুক্তিবিদ্যায় তিনি এতোটাই পারঙ্গম ছিলেন যে, যখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বয়ান করতেন, তখন তিনি আরবিতে তাঁর তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করতেন। পরবর্তীতে উর্দুতে তিনি তার বিশ্লেষিত বিবরণ এমনভাবে পেশ করতেন যে, মূল বয়ানের সঙ্গে কোনো পার্থক্যই পরিলক্ষিত হতো না। আধুনিক শিক্ষায়

www.banglakitab.weebly.com

শিক্ষিত মহলের পক্ষ থেকে দীনের ওপর যেসব আপত্তি পেশ করা হতো, তার খণ্ডনে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. একটি পুস্তিকা লিখেছেন। الانتباهات المفيدة عن الإشتباهات الجديدة [আল ইনতিবাহাতুল মুফিদাহ আনিল ইশতিবাহাতিল জাদিদাহ]। ওই পুস্তিকার ওপর হাকিম সাহেব একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখেছেন। গ্রন্থটি যুক্তিবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞার সাক্ষ্য বহন করে।

মৌলভি সাইয়্যেদ ইসহাক আলি সাহেব কানপুরি। তিনি এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষার প্রফেসর ছিলেন।

মৌলভি যাফর আহমদ উসমানি রহ.। হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ভাগ্নে। তাঁর জ্ঞানগভীরতার ওপর হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এতোটাই আস্থা রাখতেন যে, 'এ'লাউস সুনান' রচনার গুরুভার তাঁকেই অর্পণ করেন। গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পর হযরত রহ. খুবই খুশি হন। এগারো খণ্ডে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি হাদিস ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতার প্রমাণ। ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের সংক্ষিপ্ত তালিকায় তাঁর নাম অবশ্যই থাকবে।

যেই মহান শিক্ষকের ক্রোড়ে এতো বড় বড় জ্ঞানী-গুণী জন্ম নিয়েছেন, তাঁর শিক্ষানীতি কী ছিলো, তা অবশ্যই জানা প্রয়োজন। ওই শিক্ষানীতি বুঝে তা কার্যকর করা গেলে প্রভূত উপকার পাওয়া যাবে। সংক্ষেপে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

১. শিক্ষক যে বিষয়টি পড়াবেন সে বিষয়টির আদ্যোপ্রান্ত শিক্ষক নিজেই পরিশ্রম করে সাজিয়ে তুলবেন। অতপর বিষয়টি খুবই সহজভাবে ছাত্রদের সামনে পেশ করবেন। যদিও এ পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে শিক্ষকের কষ্ট হবে কিন্তু ছাত্রদের প্রতি স্নেহের আবেগ থাকলে সেই বোঝা অনেকাংশে লাঘব হয়ে যাবে। সত্য হলো, যার মাঝে ওই আবেগ নেই শিক্ষকতার আসনে তার আসার দরকার নেই।

২. জটিল স্থানগুলো প্রথমে খুবই সহজ ও বোধগম্য ভাষায় বোঝাতে হবে। যখন স্থানটি তার বুঝে আসবে, তখন তার শাস্ত্রীয় পরিভাষার সঙ্গে তাকে

www.banglakitab.weebly.com

পরিচিত করবে। সেমতে তার বিশিষ্ট ছাত্র মৌলভি ফযলে হক সাহেব রহ. (যার কথা পূর্বে এসেছে)-কে পড়ানোর সময় যখন 'সদরা' কিতাবের বহুল আলোচিত স্থান مثناة بالتكرير [মুসান্নাতুন বিত তাকরির][1] অধ্যায়টি সামনে আসে, তখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. মাসআলাটির নাম নিয়ে প্রথমে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে প্রাঞ্জল আকারে বুঝিয়ে দেন। যখন তিনি ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হন, তখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বলেন, এটাই সেই স্থান, যাকে مثناة بالتكرير [মুসান্নাতুন বিত তাকরির] বলা হয়।

কথাটি শুনে হাকিম সাহেব বিস্মিত হন। বলেন, আমরা তো এ মাসআলার নাম শুনলেই ঘাবড়ে যেতাম। কিন্তু এটিকে তো এখন কঠিন মনে হচ্ছে না। আসল কথা হলো, পথ চলার পূর্বেই পথিক যদি মনে করে, আমার পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর, তাহলে সে সাহস হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। কিন্তু ওই ভাবনাটিকে মাথায় না এনে পথচলা শুরু করলে দুর্বল ব্যক্তির পক্ষেও পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়ে যায়। এটি একটি মানসিক টনিক। শিক্ষকের পাঠদানের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেনো; তাকে কিন্তু অবশ্যই মানসিকতা ও মনোজগৎ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকলে শিক্ষকও সফল হবেন এবং ছাত্রও যোগ্য হবে। নয়তো শিক্ষক তার শিক্ষকতায় যেমন ব্যর্থ হবেন, তেমনি ছাত্রও অযোগ্য থেকে যাবে।

৩. ছাত্রদের সামনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলোচনা করা যাবে না। নিজের যোগ্যতা দেখানোর উদ্দেশ্যে মূল বিষয়টি গুলিয়ে ফেলা যাবে না। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর অধীনস্থ শিক্ষকদের ওপর ওই দৃষ্টিকোণ থেকে কড়া নজর রাখতেন।

৪. সাপ্তাহিক বক্তৃতা ও বিতর্ক রাখা যাবে না। কেননা এর কারণে ছাত্রদের সমস্ত মনোযোগ ওই এক বক্তৃতা ও বিতর্কের বিষয়ের ওপরই নিবদ্ধ থাকে। মূল দরসের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ওই বাস্তবতাটি আজো একটি জাজ্বল্যমান সত্য। কলেজ ও ইউনিভার্সিটির যে সকল ছাত্র বক্তৃতা ও বিতর্কে

---

[1] الجزء الذي لا يتجزى। [অবিভাজ্য পরম অণু]-এর খণ্ডনের ওপর ইলমে রিয়াদ-এর মূলনীতির আলোকে প্রমাণ পেশ করা সম্পর্কিত জটিল মাসআলা।

www.banglakitab.weebly.com

পোক্ত হয়ে থাকে, পরীক্ষায় তাদেরকে অকৃতকার্য হতে দেখা যায়। এর কারণ কি তাই নয়, যা হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বলেছেন?

তিনি বলতেন, 'যখন শিক্ষার মূল সিলেবাস পূর্ণ হয়ে যায় তখন বক্তৃতা-বিতর্ক; সবকিছু সহজেই এসে যায়। নয়তো চিরদিনের জন্যে অপূর্ণতা ও শূন্যতা থেকে যায়।' হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. নিজেই ওই মূল্যবান কথার প্রমাণ। আরো প্রমাণ পেতে চাইলে, বর্তমান সময়ের সেই ছাত্রদেরকে দেখুন, যারা ছাত্রকালেই নিজের ভেতর নেতৃত্বের জীবাণু ঢুকিয়ে দেয়।

<u>৫.</u> ছাত্রের মাঝে ইলমি যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করা অত্যাবশ্যক-

১. সে আগামীর সবক পূর্বেই অধ্যয়ন করে কোনটি তার জানা আর কোনটি তার অজানা? তা পূর্বেই পার্থক্য করে নেবে।

২. অতঃপর উসতাদ যখন বুঝাবেন, তখন না বুঝে সামনে অগ্রসর হবে না।

৩. যখন বিষয়টি বুঝে আসবে তখন তার ব্যাখ্যা ও মর্ম নিজেও আলোচনা করবে।

ওই তিনটি বিষয় ওয়াজিব। এর সঙ্গে আরেকটি বিষয় সংযুক্ত করাটা মুসতাহাব [উত্তম] হবে। তা হলো—

৪. প্রতিদিন পেছনের পড়া কিছু কিছু করে পড়বে। মনে থাকুক বা না থাকুক, এর ফলে তার মাঝে জ্ঞানযোগ্যতা অবশ্যই সৃষ্টি হবে।

এগুলো হচ্ছে সেই শিক্ষানীতি যার মাধ্যমে তৃতীয় ডিভিশনে পাশ হওয়া ছাত্র তৈরি হবে না; বরং ফাস্ট ডিভিশনে পাশ হওয়া ছাত্র গড়ে ওঠবে। বাস্তবতা হলো, থার্ট ডিভিশনে পাশ হওয়ার এ সিস্টেমটি ইংরেজদের শিক্ষাপদ্ধতির কুফল। নয়তো আমাদের প্রাচীন শিক্ষাকারিকুলামে এভাবে পাশ করাকে কোনো কৃতকার্যই মনে করা হতো না। সফল তো সেই, যে পড়া কিতাব এখন পড়াতে পারবে।

<u>৬.</u> কোনো ছাত্রকে তার মানসিক সাজুয্য বা আন্তরিক আকর্ষণের পরিপন্থী শাস্ত্র শিখতে বাধ্য করা যাবে না এবং এ কারণে তাকে সনদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। যেমন, কেউ তর্ক শাস্ত্র পড়লো না, স্রেফ দীনিয়াত-ই পড়লো,

www.banglakitab.weebly.com

তাহলে তাকেও সনদ দিতে হবে। তবে সনদের মাঝে তার পাঠ্যবিষয় 'দীনিয়াত' লেখা হবে।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সবিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কখনো মানসিক দিক এড়িয়ে যেতেন না। এমনকি গোপন থেকে গোপন বিষয়েও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি পৌঁছে যেতো।

ওই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থা ও ইংরেজদের প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা; উভয়টির মাঝে সংস্কার ও পরিমার্জন জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে যেমন এক সঙ্গে সুল্লাম, শামসে বাযেগাহ[১] ও কুরআন-হাদীসের শিক্ষা অর্জন করতে বাধ্য করা সঙ্গত নয়, ঠিক তেমনি একসঙ্গে ইতিহাস, জিওগ্রাফি, সাইন্স এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিখতে বাধ্য করাও যৌক্তিক নয়।

## সমকালীন বুজুর্গদের খিদমতে

সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝে একটি কথা বহুল চর্চিত

یک در گیر و محکم گیر

এক দুয়ারেই থাকলে পরে আসল থাকা হয়
দুয়ার দুয়ার ছুটে বেড়ানো কভু সুখের নয় ॥

অর্থাৎ যখন কাউকে তোমার আধ্যাত্মিক পৃষ্ঠপোষক মেনে নেবে তখন শুধু তার হয়েই থাকবে। তোমার নিজের জন্যে তাকেই সবচে বেশি উপকারী মনে করবে।[২] অন্যকোনো শায়খের দিকে কখনই দৃষ্টি তুলবে না। চাই তিনি যতো বড় শায়খই হন না কেনো!

ابن مریم ہوا کرے کوئی

কাউকে তো বসতে হবে মূসার আসনে।

---

১. তর্কশাস্ত্রের বিখ্যাত দুটি কিতাব। বর্তমানে অবশ্য অধিকাংশ মাদরাসায় এগুলো পড়ানো হয় না। -অনুবাদক

২. অধিকতর জানতে অধ্যয়ন করুন, কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ.-এর লেখা ইরশাদুত তালেবিন ও হযরত থানভি রহ.-এর মালফূযাত।

www.banglakitab.weebly.com

তবে এই কঠোর বিধান তার জন্যে যে আধ্যাত্মচর্চার এ পথে নতুন কদম রেখেছে। নয়তো নিজের শায়খের সঙ্গে যার সম্পর্ক পূর্ণতা পেয়ে গেছে, তার জন্যে অন্য শায়খদের সংস্পর্শ থেকে উপকৃত হতে বারণ নেই। [তবে তরবিয়তের ফয়যের কথা আলাদা]। একজনের অনুগত থাকা অবস্থায় অন্যদের থেকেও উপকার নেওয়া যেতে পারে। শায়খে সিরাজ সাদি রহ.-এর ভাষায়—

تمتع ز ہر گوشۂ یافتم
ز ہر خرمنے خوشۂ یافتم

জগৎ জুড়ে আমি পেয়েছি বিনোদনের ফুল
সব শষ্যেই লভেছি আমি জীবনের মুকুল ॥

হযরত থানভি রহ. হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ.-এর মুরিদ ছিলেন। খাঁটি অনুরক্ত ছিলেন। যার কারণে তাঁর সঙ্গে এ সম্পর্ক সমকালীন অন্যান্য বুজুর্গদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ও তাঁদের খেদমতে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। যার কারণে তিনি সেসময়কার অধিকাংশ শায়খের খিদমতে হাজির হতেন। তাঁদের স্নেহ, দুআ ও তাওয়াজ্জুহর মাধ্যমে উপকৃত হতেন। বারংবার তিনি একথা বলতেন—

> 'আমি কখনও শিক্ষাজীবনে মেহনত করি নি এবং এই তরিকাতেও কখনও মুজাহাদা ও সাধনা করি নি। আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন, তার সমুদয়ই হলো, নিজের মহান আসাতিযায়ে কেরাম ও শায়খদের দুআ ও তাওয়াজ্জুহ এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি চূড়ান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির ফল।'

প্রথমদিকে তিনি মাওলানা রফিউদ্দীন মুজাদ্দেদি রহ. [মুহতামিম. দারুল উলূম দেওবন্দ]-এর হালকায়ে তাওয়াজ্জুহে অংশগ্রহণ করতেন। হযরত বলতেন, তার প্রভাব এতোটা গভীরভাবে অনুভূত হতো যে, মনে হতো, পূর্ণ পরিস্কার হয়ে গেছি। মাওলানা রহ.-এর সঙ্গে তিনি সেরহিন্দ পৌঁছে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর মাজার জিয়ারত করেছেন। ফেরার পথে পাটয়ালা প্রদেশের সেই স্থানগুলোও জিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, যে স্থানগুলো সম্পর্কে কাশফের মাধ্যমে সুবিদিত রয়েছে যে, এখানে বেশ

www.banglakitab.weebly.com

কয়েকজন নবী আলাইহিমুস সালাম শায়িত আছেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে তিনি এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, দীর্ঘসময় তাঁকে দিয়ে তিনি নিজের মসজিদের ইমামতি করিয়েছেন।

সেসময় নকশবন্দি সিলসিলার দুই মহান বুজুর্গ জীবিত ছিলেন। হযরত মাওলানা শাহ ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদি রহ. ও শাহ আবু আহমদ ভূপালি রহ.। তিনি এই দুই মহান বুজুর্গের যিয়ারত করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে সবিশেষ স্নেহের দৃষ্টি পেয়েছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ কুতুব শাহ ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাবাবাদি রহ. তাঁকে এতো বেশি ভালোবাসতেন যে, মাঝেমধ্যে তিনি তাকে নিজের এমন এমন অবস্থার কথা শোনাতেন, যা সাধারণত অন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন। যেমন, তিনি বলতেন-

> 'বলার মতো নয়, তারপরও তোমাকে বলছি, যখন সেজদায় যাই তখন মনে হয়, যেন আল্লাহ আমাকে আদর করছেন। ভাই, জান্নাতের স্বাদ, কাউসারের স্বাদ অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু নামাযের মাঝে যেই স্বাদ, তা আর অন্য কিছুতে নেই। ভাই, আমি তো কবরে শুধু নামাযই পড়ে যাবো। দুআ করি, আমাকে মহান আল্লাহ কবরে যেন এ অনুমতি দান করেন যে, শুধু নামাযই পড়ে যাবো।'

কোনো এক বিয়ের আকদের জন্যে একবার তিনি 'পেলিভিত' এলাকায় যান। সেখানে মহান বুজুর্গ শাহ মুহাম্মাদ শের খাঁ বাস করতেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে এ মর্মে দুআ চান যে, মনের মধ্যে আল্লাহর ভালোবাসা গড়ে ওঠুক। এর ওপর শাহ সাহেব বললেন, তোমার দুহাত মোচড়াও। হযরত তাঁর কথা পালন করলেন। তখন শাহ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কোনো উষ্ণতা সৃষ্টি হয়েছে? নিবেদন করলেন, হ্যাঁ, সৃষ্টি হয়েছে। বললেন, ব্যস, এভাবে কলবকেও মোচড়ে যাও। আল্লাহ চাহেন তো, সেখানেও উষ্ণতা সৃষ্টি হবে।

হাফেজ গোলাম মুরতাযা মাজযুব পানিপথি রহ. –যাঁর দুআ ছিলো হযরতের জন্মের মাধ্যম– সেই মাজযুব রহ.-এর এক ছেলে পীর আহমদ সাহেব রহ. অনেক বড় বুজুর্গ ছিলেন। সাহেবে কাশফ বুজুর্গ ছিলেন। হাকিমুল উম্মত

www.banglakitab.weebly.com

রহ.-কে তিনি এতোটাই ভালোবাসতেন যে, যখন তিনি তার কোনো মুরিদের দাওয়াতে থানাভবন আসতেন, তখন স্নেহের বশবর্তী হয়ে নিজে এসে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। একবার এমন ঘটে যে, তিনিও ঘর থেকে বের হয়েছেন, ওদিকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.ও ঘর থেকে বের হয়েছেন। তখন পীর সাহেব কিছু দূর চলার পর বাড়ি ফিরে গেলেন। কারণে ইতোমধ্যে তিনি কাশফের মাধ্যমে জেনে ফেলেছেন যে, হাকিমুল উম্মত রহ. আসছেন।

হাকিমুল উম্মত রহ. সমকালীন বুজুর্গ হাফেজ তাফায্যল সাহেব রহ. –যিনি মুযাফফর নগর জেলার বাঘড়া এলাকার অধিবাসী– এবং হাফেজ আহমাদ হুসাইন শাহজাহানপুরি রহ.-এর খেদমতেও হাজির হতেন। তাঁদের কাছ থেকে দুআ অর্জন করতেন। একবার হযরত হাফেজ শাহজাহানপুরি রহ. কারো জন্যে বদ দুআ করেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মরে যায়। তখন হাফেজ রহ. পেরেশান হয়ে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করেন যে, এর কারণে আমি হত্যার গুনাহগার হবো নাতো!

এর উত্তরে তিনি খুবই ব্যাপক তথ্যবহুল, প্রস্বস্তিকর চিঠি লিখেন। ঘটনাটি থেকে দুটি বিষয় বুঝে আসে। একটি হলো, হাফেজ সাহেব রহ. কতোটা পূর্ণ তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয় বিষয় হলো, তাঁর দৃষ্টিতে হাকিমুল উম্মত রহ. কতোটা সম্মানিত ছিলেন।

সুফি শাহ সুলাইমান লাজপুরি রহ. ছিলেন অনেক বড় মাপের বুজুর্গ। সেই বুজুর্গ নিজে একাধিকবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। একবার তিনি রান্দির থেকে সূরাট যাচ্ছিলেন। ওদিকে সুফি সাহেব সূরাট থেকে রান্দির যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি ব্রিজের ওপর তাঁদের দুজনের সাক্ষাৎ হয়। এরপর সুফি সাহেব রান্দির পৌঁছে একটি মসজিদে বসে দীর্ঘসময় অশ্রু ফেলেন। জনৈক সঙ্গি জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কেনো এভাবে কাঁদছেন। তখন তিনি হাকিমুল উম্মত রহ.-এর নাম নিয়ে বললেন, 'জানি না, সে চোখে চোখে কী করে গেছে!'

একবার এক সফরে মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ দীনপুরী সাহেব, মাওলানা তাজ মুহাম্মাদ আমরুহি সাহেব এবং সিন্ধের প্রখ্যাত বুজুর্গ পীর ঝাণ্ডা সাহেব রহ.-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা সবাই তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করেন। পীর ঝাণ্ডা সাহেব তাঁকে একটি মূল্যবান পোষাক উপহার

www.banglakitab.weebly.com

দেন। এ সময় তিনি তাঁর উপস্থিত মুরিদদেরকে অসিয়ত করেন যে, যদি কোনো বিষয় নিয়ে মতনৈক্য সৃষ্টি হয়, তাহলে তোমরা তাঁর কাছে হাজির হবে। মাওলানা তাজ মুহাম্মাদ সাহেব রহ. তাঁর এক মুরিদ গোলাম হুসাইন সাহেব (যিনি সিন্ধ প্রদেশের লাড়কানা জেলার চাকিয়ান শাহযাদাকোট স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন)-কে লেখা একপত্রে হাকিমুল উম্মত রহ. সম্পর্কে লেখেন—

> 'হযরত মাওলানা আশরাফ আলি যেহেতু হকপন্থী; এ কারণে তাঁকে ভালোবাসার অর্থ হলো, আল্লাহকে ভালোবাসা।'

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.-এর ব্যক্তিত্ব কোনো মুসলমানের কাছে পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ও হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মাঝে যে মতভেদ ছিলো, তা সকলই জানেন। এতদসত্ত্বেও শায়খুল হিন্দ রহ. তাঁকে এতোটাই সম্মান করতেন যে, 'সরাপা ফদল ও কামাল' [আদ্যোপ্রান্ত জ্ঞানী ও গুণী] এবং 'মা'দানে হাসানাত ও খয়রাত [কল্যাণের আধার] উপাধিতে তাঁকে স্মরণ করতেন। একবার কিছু মতলববাজ ওই দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতার সুত্র ধরে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-কে হযরত থানভি রহ.-এর প্রতি বিরাগভাজন করার ফন্দি আটলো। হযরত স্পষ্ট ভাষায় তাদের জানিয়ে দিলেন।

> 'আফসোস, তোমরা আমার কাছে এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো, যাকে আমি এমন এমন (হাকিমুল উম্মত রহ. বিনম্রতাবশত শব্দগুলো উল্লেখ করেন নি) মনে করি। আমি যা কিছু করছি, তা কি ওহির মাধ্যমে জেনে করছি? আমার এক রায়, তার আরেক রায়। এ নিয়ে অভিযোগ-অনুযোগ করার কী দরকার?'

কুতুবুল ইরশাদ মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-এর সুমহান ব্যক্তিত্ব সবার কাছে সুপরিচিত। সকল বুজুর্গের সর্বসম্মত অভিমত হলো, তিনি ছিলেন কুতুবুল ইরশাদ। হাকিমুল উম্মত রহ. প্রথমে তাঁর কাছেই বাইআত হওয়ার আবেদন করেছিলেন। এ কারণে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তাঁকে নিজের শায়খ-ই মনে করতেন। তিনি তাঁকে কতোটা শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন, তা অনুধাবন করতে তাঁর এ কথাই যথেষ্ট। তিনি বলেন—

www.banglakitab.weebly.com

> 'আমি এমন ভেতর ও বাইরের সমান جامع [পরিপূরক] বুজুর্গ আর দেখি নি। অন্যদের প্রতি আমার ভক্তি প্রমাণনির্ভর। আর তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি কোনো প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে প্রমাণের কথা ভাবাও বেয়াদবি মনে হয়।'

থানাভবন অবস্থানকালে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বয়ান ও দীনি ব্যস্ততার বৃত্তান্ত শুনে তিনি খুব খুশি হতেন এবং বলতেন—

> 'এতো কিছু হচ্ছে। তবে আমি পূর্ণ খুশি তখনি হবো, যখন কিছু আল্লাহ আল্লাহ করনে ওয়ালা সেখানে জমা হবেন।'

হযরত কুতুবুল ইরশাদ রহ.-এর এ দুআও পরবর্তীতে পূরণ হয়। থানাভবন খানকাহ আল্লাহ আল্লাহ যিকিরকারীদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

সে যুগেরই আরেক বুজুর্গের নাম মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ.। তিনি ছিলেন হযরত গাঙ্গুহি রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা। ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। হযরত থানভি রহ. সম্পর্কে তিনি বলেন—

> 'আশরাফের প্রতি আমার সেসময় থেকেই মুহাব্বাত যখন তার খবরও ছিলো না।'

হযরতের বয়ান সম্পর্কে তিনি বলতেন—

> 'তাঁর বয়ানের মাঝে আঙ্গুল রাখারও সুযোগ নেই। তিনি থাকাবস্থায় অন্যকারো বয়ান করা বাচালতা বৈ কিছু নয়।'

একবার কিছু হিংসুটে প্রকৃতির লোক তাঁদের দুজনের সম্পর্ক নষ্ট করার ফন্দি আটলো। তারা কিছু মিথ্যা কথা হযরত খলিল সাহারানপুরি রহ.-এর কাছে পৌঁছে দিলো। যখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন, তখন নিজ অবস্থান পরিস্কার করার নিমিত্ত দীর্ঘ একটি পত্র লেখেন। পত্রের মাঝে তিনি বাস্তবতা তুলে ধরেন। উত্তরে তিনি লেখেন—

> 'জানি না, লোকেরা এর মাঝে কী মজা পায় যে, মিথ্যা বর্ণনা পৌঁছে দিয়ে ভালো লোকদের মনগুলোকে ব্যথিত করে। যেই সম্পর্ক ও ভালোবাসা পূর্ব থেকেই আমার মাঝে ছিলো, আল-হামদুলিল্লাহ এখনো তা বিদ্যমান রয়েছে।'

www.banglakitab.weebly.com

آں نیست کہ حافظ را مہرت رود از خاطر

آں وعدہ پیشینش تا روز پسیں باشد

এমন নয় যে, হাফেজের মন থেকে ভালোবাসা উবে গেছে।
অঙ্গীকার যা পূর্বে ছিলো, শেষ দিন অবধি থাকবে বহাল।

এছাড়াও সমকালীন অন্য বুজুর্গদের সঙ্গে হাকিমুল উম্মত রহ. সাক্ষাৎ করতেন। তাঁদের সাহচার্য থেকে পুরোপুরি উপকৃত হতেন। যেমন, মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গি মহল্লি রহ. মাওলানা আবু নাঈম ফেরেঙ্গি মহল্লি রহ. মাওলানা খলিল পাশা মককি রহ. সহ প্রমুখ বুজুর্গ হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জ্ঞান ও নিষ্ঠতার গুণমুগ্ধ ছিলেন। সবার হৃদয়েই তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন। আহলে হকের এই অকুণ্ঠ ভালোবাসা অবশ্যই মহান আল্লাহর অনেক বড় দান।

যখন বিভিন্ন বুজুর্গ, বিশেষত স্নেহপরবশ আসাতিযায়ে কেরামের মধ্য হতে কারো জ্ঞানগরীমা বা আমলি পূর্ণতা নিয়ে আলোচনা উঠতো, সঙ্গে সঙ্গে হযরতের ওপর বিশেষ ভাবাবেগ পরিলক্ষিত হতো। সেই আবেশ অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। তখন তিনি বলতেন—

اولئك آبائي فجئني بمثلهم

اذا جمعتنا يا جرير المجامع

তাঁরাই মোদের পূর্বসূরী
যাদের নিয়ে গর্ব করি
কোন মুখেতে করছো বড়াই
নাও তো দেখি তাঁদের জুড়ি।

বুজুর্গদের নিয়ে আলোচনা করা তিনি এতোটাই উপকারী মনে করতেন যে, তিনি নিজেই نزهة البساتين [নুযহাতুল বাসাতিন] নামে এক হাজার ঘটনা সম্বলিত একটি জ্ঞানসমগ্র সংকলন করে প্রকাশিত করেন। তিনি বেশ আস্থার সঙ্গে বলতেন—

'এই মহিয়সীগণ আল্লাহর আশেক ছিলেন। কাজেই তাঁদের বৃত্তান্ত পড়ার কারণে কলবের মাঝে আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি না হয়ে পারে না।'

www.banglakitab.weebly.com

## শায়খের সঙ্গে সম্পর্ক ও বায়তুল্লাহর হজ

পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছে যে, হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জন্মগ্রহণ ছিলো এক মহান মাজযুবে কামিলের দুআর ফসল। সেই বুজুর্গই তাঁর নাম রেখেছিলেন, আশরাফ আলি। জীবনের অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি তাঁর ভালোবাসা ও তাওয়াজ্জুহ দিয়ে তাকে ধন্য রেখেছিলেন। ওদিকে মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদ রহ.এর সহচার্য ও স্নেহ সবসময় ছায়া হয়ে থাকতো। এ কারণে শুরু থেকেই তাঁর মাঝে অজান্তেই ইশকের প্রভা পরিলক্ষিত হতো। একবার কুতুবুল ইরশাদ হযরত গাঙ্গুহি রহ. কোনো এক প্রয়োজনে দেওবন্দ আগমন করেন তখন প্রথম দর্শনেই হাকিমুল উম্মত রহ. প্রেমাহত হয়ে পড়েন। আবেগতাড়িত হয়ে মুসাফাহার জন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু ততোক্ষণে হৃদয়জগতে শুরু হয়ে গেছে তুমুল তোলপাড়। যার ফলে পা ফসকে গেলো। আসলে পাও কি ফসকেছে? ইতোমধ্যে তো হৃদয় বক্ষ থেকে বেরিয়ে গেছে।

دل می روزو ستم صاحبدلاں خدارا

دردا کہ راز پنہاں خواہد شد آشکارا

কতো দিন আমি বেধে রেখেছি হৃদয়ের আকুলতা
আজ কী হলো, উথলে উঠছে মনচাপা সেই ব্যথা ॥

হযরত গাঙ্গুহি রহ. হাত ধরে ফেললেন। ওই সময় যদিও বাইআতের মর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিলো না, কিন্তু প্রচণ্ড ভাবাবেগে তাড়িত হয়ে বাইআতের আবেদন করে বসলেন। শিক্ষার্জনকালে এসব কিছু হযরত গাঙ্গুহি রহ. সঙ্গত মনে করতেন না। তাই অস্বীকার করলেন। কিন্তু হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মনে ওই কামনাটি আফসোসের বেদনা হয়ে পোড়াচ্ছিলো। যখন ১২৯৯ হিজরিতে হযরত গাঙ্গুহি রহ. হজের সংকল্প করলেন, তখন তিনি নিজ হাতে হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ.-এর কাছে মনের আকুতি মাখা একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার মাঝে তিনি আবেদন করেন যে, আপনি

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানাকে বলে দিন, তিনি যেন আমাকে বাইআত করিয়ে নেন। আল্লাহই ভালো জানেন, এই দুই যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর মাঝে কী গোপন রহস্য ছিলো, তবে বাহ্যত এতোটুকু হলো যে, হাজি সাহেব রহ. ওই আবেদনের জবাবে নিজেই বাইআত করে নেন। ওই সময় তাঁর বয়স হয়েছিলো মাত্র ১৯ বছর।

হযরত থানভি রহ.-এর জন্মের অনেক আগেই হযরত হাজি সাহেব রহ. হিন্দুস্তান বিদায় জানিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, যখন অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, তখন সময় ও স্থানের সকল বন্ধন ও সীমারেখা উঠে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওদেখা খাঁটি আশেক উওয়াইস করনি রহ.-এর মুখ থেকে সেই সত্য কথাটি শুনুন—

> 'জীবিত ও সচল লোকদের মতো আত্মাদেরও প্রাণ থেকে থাকে। মুমিনদের মাঝে চাই পরস্পরে সাক্ষাৎ না ঘটুক, পরিচয় না থাকুক, কথাবার্তাও না হোক, কিন্তু এরপরও তারা একে অপরকে চিনে ফেলবেন। তাদের পরস্পরে যতোটাই দূরত্ব থাকুক না কেনো; তারা আল্লাহর দেওয়া রূহের মাধ্যমে পরস্পরে কথা বলে থাকেন।'

আরব ও অনারবের অবিসংবাদিত এই মহান শায়খ মককা মুকাররমায় বসে বসে থানাভবনের এই আশরাফি মুক্তোর ঔজ্জ্বল্য দেখে ফেলেছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে চিঠি লিখে পাঠালেন— 'তুমি হজ করতে চলে এসো। আর যখন আসবে তখন তোমার ছেলেকেও নিয়ে আসবে।'

এটি সে সময়কার কথা, যখন মাওলানা গাঙ্গুহি রহ.এর মাধ্যমে পরিচয়ও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু যাই হোক, শায়খের আকর্ষণ তো ছিলোই, গায়ব থেকে কিছু উপকরণও সৃষ্টি হয়ে গেলো। এভাবে যে, দেওবন্দ মাদরাসার পক্ষ থেকে একটি বণিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাওলানা থানভি রহ.-এর পিতা ওই কোম্পানিতে পাঁচ শো টাকা অঙ্কের তিনটি শেয়ার ক্রয় করেন। একটি নিজের নামে আর দুটি দুছেলের নামে। কিন্তু কিছু দিন পর কোনো কারণবশতঃ শেয়ারের টাকা ফেরত নিয়ে নেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাকে পত্রে জিজ্ঞেস করেন যে, যেই পাঁচ শো টাকা আপনি আমার নামে একত্র করেছিলেন এবং এখন ফেরত নিয়েছেন, সেটি কি আমার মালিকানাধীন ছিলো নাকি আপনার?

www.banglakitab.weebly.com

উত্তর আসে, এতোক্ষণ পর্যন্ত ওই অঙ্ক তো আমারই মালিকানাধীন ছিলো, কারণবশত তোমার নামে লিখেছিলাম। কিন্তু এখন আমি সে অঙ্ক বাস্তবিক অর্থেই তোমার মালিকানায় দিয়ে দিচ্ছি।'

ওই জবাবিপত্রের উত্তরে প্রিয় সন্তান লেখেন, 'তাহলে তো ওই অঙ্কের যাকাত এখন আমার যিম্মায় ওয়াজিব হয়ে গেছে এবং এখন তো আমার ওপর হজ্জও ফরয হয়ে গেছে।'

স্নেহবৎশল পিতা যাকাত আদায়ের জন্যে তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। তবে হজ সম্পর্কে লিখলেন যে, এ বছর তোমার ছোট বোনের বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়ে নিই। আগামী বছর হজের ইচ্ছে রয়েছে। তখন তোমাকেও সঙ্গে নেবো।'

হযরত থানভি রহ. স্নেহের আতিশয্যের সুযোগটুকু কাজে লাগিয়ে পত্র লিখলেন, 'আপনি আমাকে এ কথাটুকু লিখে দিন যে, তুমি আগামী বছর পর্যন্ত অবশ্যই জীবিত থাকবে। আমার যিম্মায় তো হজ ফরয হয়ে গেছে। আর জীবনের কোনো ধর্তব্য নেই। কাজেই এক্ষেত্রে শরঈ কোনো ওযর ছাড়া দেরি করা জায়েয হবে না। যার কারণে এ বছরই হজ করা আমার জন্যে জরুরি।'

সন্তানের এই উপর্যুপরি তাড়া দেখে সম্মানিত পিতা দ্রুত নিজ কন্যার বিয়ের কাজ সম্পন্ন করে সে বছরই হজের নিয়ত করে ফেলেন। কেননা ভালোবাসার কারণে হৃদয় সায় দিচ্ছিলো না যে, সন্তানকে একাকি সফর করতে দেবেন।

এটি ১৩০১ হিজরির শাওয়াল মাসের ঘটনা। ততোক্ষণে তিনি পড়াশুনার পাট চুকিয়ে শিক্ষকতার আসন অলঙ্কিত করেছেন এবং কানপুরে অবস্থান করছেন।

অবশেষে হজের জন্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেন এবং সম্মানিত পিতার সঙ্গে হারামাইন শরিফাইনের যিয়ারতের জন্যে রওয়ানা হলেন। তখন প্রচণ্ড ভাবাবেগে এতোটাই মথিত ছিলেন যে, কোনো এক ব্যক্তি সমুদ্রের অস্বাভাবিক তরঙ্গের প্রসঙ্গ তুললো। সঙ্গে সঙ্গেই হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. আবেগি কণ্ঠে বলে ওঠলেন-

چہ غم دیوار امت را کہ باشد چوں پشتیباں
چہ باک از موج بحر آں را کہ دارد نوح کشتیباں

**ভয় নেই ভাই, যখন আছে মাথা গুজার ঠাই**
**বৈঠা হাতে আছেন মাঝি, তরঙ্গে ডর নাই ॥**

ওই আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে মককা মুয়াযযমায় হাজির হলেন। মহান শায়খের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। যেই নেয়ামতের অপেক্ষায় দুচোখ তৃষিত ছিলো, তার দর্শন পেয়ে তৃপ্ত হলো। খোদ হযরত শায়খও খুব খুশি হলেন। হাতের ওপর হাত রেখে বাইআত করালেন। হজ সম্পন্ন করার পর তিনি স্নেহের মুরিদকে বললেন, 'তুমি আমার কাছে ছয় মাস থেকে যাও'।

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে এ প্রাপ্তি ছিলো পরমানন্দের। কিন্তু তাঁর সম্মানিত পিতার পক্ষে এ বিচ্ছেদ কোনোভাই সহনীয় ছিলো না। যার পরিপ্রেক্ষিতে শরিয়তের বিধানের ওপর শ্রদ্ধা রেখে তিনি তাঁর মুরিদকে এ কথা বলে সান্তনা দিলেন যে, 'পিতার আনুগত্য সর্বাগ্রে। কাজেই এখন তুমি চলে যাও। পরবর্তীতে দেখা যাবে'।

মাত্র ২০ বছর বয়সে হজের সৌভাগ্য অর্জন শেষে ১৩০২ হিজরিতে মনের একান্ত অনিচ্ছায় হিন্দুস্তান ফিরে আসেন।

মককা মুকাররমায় অবস্থানের দিনগুলোতে হযরত থানভি রহ.-এর ওপর এই পবিত্র ভূমির শ্রদ্ধা ও সমীহ এতোটাই প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিলো যে, সেখানে থুথু ফেলতেও ইতস্তত বোধ করতেন। যে সময় বাইতুল্লাহ শরিফের ওপর প্রথম দৃষ্টি পড়ে, তখন এতোটা গভীর ভাবাবেগ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, খোদ তাঁরই ভাষায়—

> 'এমন ভাবাবেগ গোটা জীবনে কখনই অনুভব করি নি। সেই ভাবাবেগের বর্ণনা কার পক্ষে দেওয়া সম্ভব? কীভাবে সম্ভব?'

لفظ بیگانہ بھلا کیا ترجمانی کر سکیں

شوق بے اندازہ پیچیدہ وہ میرے دل میں ہے

নিরেট কিছু শব্দ দিয়ে মনের কথার হয় না প্রকাশ
আমার মনের গহীন মাঝে জটিল প্রেমের যেই না নিবাস ॥

[হযরত সুলাইমান রহ.]

www.banglakitab.weebly.com

## দ্বিতীয় হজ ও শায়খের সাহচর্য

ইশকের যেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ভেতরে ভেতরে জ্বলছিলো, হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর সম্পর্ক ও পবিত্র ভূমি মককায় অবস্থানের ফলে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। কী নিদারুন মর্মপীড়া ভেতরে ভেতরে কুকড়ে খাচ্ছিলো। অগত্যা হজ থেকে কানপুর ফিরে এলেন। দরস-তাদরিস (পঠন-পাঠদান) ও বয়ান-নসিহত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অজস্র ব্যক্তিকে আলেম বানান। সহস্র লোকের অন্তরে দীনের বাতি প্রজ্জ্বলিত করেন। অন্যদিকে মহান শায়খের সঙ্গে পত্রযোগে সুলুকের স্তরগুলো অতিক্রম করছিলেন। আধ্যাত্ম সাধনা চলছিলো। এভাবে অন্তগহীনে মাওলার ইশকের আগুন ক্রমেক্রমে গনগনে হয়ে ওঠছিলো। ইতোমধ্যে হায়দারাবাদের দকন থেকে কানপুরে উড়ে এলো উষ্ণবায়ু। এলেন পীরজি ইমদাদ আলি সাহেব। যার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং সম্পর্কে যিনি মাওলানার মামা। তাঁর ইশকের চরম ভাবাবেগ ও দুনিয়াভোলা মানসিকতার প্রভাবে তিনিও অস্থির হয়ে ওঠেন। ভেতরের প্রেমাগ্নি এখন বাইরে বেরিয়ে আসে। শ্রদ্ধেয় শায়খ সুলাইমান নদভি রহ.-এর ভাষায়—

المدد توفیق ضبط، والمدد تاب سکوت
لب پہ لے آئے نہ جوش دل کہیں اسرار دل

সাহায্য করো প্রভু আমার, দাও সংযমবল
হাত বাড়িয়ে নেভাও প্রিয়, বুকের প্রেমানল ॥
দিবস-রজনী চকিত আমি ভীত ও বিহ্বল
মনের বেদনা হঠাৎ যদি ঠোঁটে হয় উচ্ছল ॥

শায়খ আছেন সমুদ্রের ওপারে, কিন্তু এদিকে তৃষিত অন্তরের তৃষ্ণা বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে হযরত গাঙ্গুহি রহ.-এর খেদমতে নিজের বৃত্তান্ত জানিয়ে দিলেন। তবে সতর্কতাবশত চিঠিটি আরবিতে লিখলেন, যাতে অন্যকারো

www.banglakitab.weebly.com

চোখে পড়লেও যেন বুঝতে না পারে। তাঁর অন্তরে তখন কী ঝড় উঠেছিলো, বলা মুশকিল। তবে সেই চিঠির ভাষাগুলো এতোটাই বেদনাসিক্ত ছিলো যে, আজো তার ওপর চোখ পড়লে চরম ভাবাবেগ নেমে আসে সত্তায়। সেই চিঠির কিছু কথা তুলে ধরছি।

فيا مولانا والله إني كنت في ذلك الزمان غريقاً في بحار الحياة والطلب والتطلع إلى من يخلصني من ذا الوصب النصب، اذ نادى منادٍ من قريب من غير ارادتي وقصدي هات يدك بيدي، انجيك من هذا البحر اللجي، وان الغريق يتشبث بكل حشيش لما هو فيه من التهويش والتشويش، وقد كنت من وراء البحار من حبيبي ومغيثي وطبيبي، ومع هذا ما تركت بحمد الله يوما العمل بقول الأكابر: خذ ما صفا ودع ما كدر.

মহাত্মন! আল্লাহর কসম! সে সময় আছি ছিলাম অস্থিরতা ও অনুসন্ধানের সমুদ্রে নিমজ্জিত এবং এমন ব্যক্তিকে খুঁজছিলাম, যিনি আমাকে এই কষ্ট ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দেবেন। অকস্মাৎ আমার ইচ্ছে ও কামনার উর্ধ্বে থেকে এক ঘোষক আমাকে ডেকে বললো, তোমার হাত আমার হাতে রাখো। আমি তোমাকে এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র থেকে উদ্ধার করবো। আর বাস্তবতা হলো, একজন ডুবন্ত ব্যক্তি যে ভীতিকর ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে থাকে, সেসময় সে একটি তৃণখণ্ড পেলে তাকেও আঁকড়ে ধরে। আর আমি তো আমার প্রেমাষ্পদ, আমার আশ্রয়স্থল ও আমার চিকিৎসক থেকে এতোটা দূরে আছি যে, আমাদের মাঝখানে সমুদ্রের বিশাল প্রতিবন্ধক। এজন্যে আমি সেই ঘোষকের ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাঁর হাতে আমার হাত সঁপে দিলাম। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি –আল হামদু লিল্লাহ– একদিনের জন্যেও আকাবিরের এ কথার বাইরে যাই নি যে, 'ভালো যা পাও গ্রহণ করে নাও, মন্দ যা পাও ছুড়ে ফেলে দাও।'

মনোজাগতিক এই অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩০৭ হিজরিতে জীবনের গতিধারা আরেকবার দিকবদল করে। আধ্যাত্ম সাধনার প্রতি হৃদয়ের টান এতোটাই বেড়ে যায় যে, অন্যসব কিছুর আকর্ষণ হৃদয় থেকে হারিয়ে যায়।

www.banglakitab.weebly.com

যার পরিপ্রেক্ষিতে চাকুরি থেকে অব্যাহতির পরামর্শ চেয়ে শায়খের কাছে পত্র লেখেন। কিন্তু উত্তর আসে যে, এ পথ ছাড়বেন না। আল্লাহর কাছাকাছি হওয়ার এটাই উত্তম পথ। তবে হৃদয়ের ভাবাবেগ ও উদ্বেলিত অবস্থার কথা শুনে খুশি হয়েছি। আল্লাহ বরকত দেবেন। [মাকতুব নং : ৪, মুহাররম ১৩০৮ হিজরি]

কিছু লোক আছেন, যারা চিশতিয়া তরিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বেড়ায় যে, তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরে যায় এবং শরিয়তের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তারা চিশতি তরিকার এই মহান বুজুর্গের ওই পত্রটি পড়ে দেখুন। দয়া করে এ ধরনের অবান্তর কথা বলে নিজের পরকাল ধ্বংস করবেন না।

মহান মুরশিদের ওই নির্দেশনা মাথা পেতে মেনে নিলেন। ১৩১০ হিজরি পর্যন্ত ঠোঁট কামড়ে দরস-তাদরিসে নিমগ্ন থাকেন। কিন্তু এরপর আর সইতে পারছিলেন না। 'মিয়া আশরাফ আলি, তুমি আমার কাছে ছয় মাস থেকে যাও' বারবার মহান মুরশিদের এই কথাটি কানে গুঞ্জরণ তুলছিলো। কোনো ভাবেই সুস্থির হতে পারছিলেন না। অবশেষে সংকল্প করে ফেললেন। যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত হয়ে গেলো। ইতোমধ্যে শ্রদ্ধেয় পিতাজানও ইন্তিকাল করেছেন। বন্ধু-বান্ধব ও ছাত্র-শিষ্যদের ছেড়ে বন্ধুর পথে কদম ফেললেন।

تو باش اینجا با خاصان بیامیز

کہ من دارم ہوائے منزل دوست

তুমি এথা রও, মহাসুখে রও আপন সুহৃদ মাঝে
আমা যেতে দাও, এ মন আমার বন্ধুনীড়ের খোঁজে ॥

হযরত হাজি সাহেব তো পূর্ব থেকেই চাচ্ছিলেন যে, ছয় মাসের জন্যে আমার এ মুরিদ আমার কাছে চলে আসুক। এখন সেই চাওয়া পূরণ হচ্ছে দেখে তিনি খুবই খুশি হন। কেমন যেন আজ ইয়াকুব ফিরে পাচ্ছেন হারিয়ে যাওয়া সন্তান ইউসুফকে। তাঁর এমন উথলে উঠা দেখে অন্যদের গা জ্বলে যাচ্ছিলো। কেউ কেউ তো অনুযোগ করেই ফেললেন।

www.banglakitab.weebly.com

একদিকে তৃষিত আত্মার পরম তৃষ্ণা, অপরদিকে দাতার চিত্তে দানের ব্যাকুলতা; দুয়ের এমনই সম্মিলন ঘটলো যে, অল্প ক'দিনের ভেতর গুরু-শিষ্যের বর্ণ অভিন্ন হয়ে ওঠলো। অভূতপূর্ব সাজুয্য। কী চমৎকার মিল। একদিন তো খোদ শায়খ বলেই ফেললেন—

بس، تم پورے پورے میرے طریق پر ہو.

'বাহ! তুমি তো পুরোপুরি আমার পথে উঠে এসেছো।'

শায়খ যখন তাঁর প্রিয় এ শিষ্যের কোনো লেখা পড়তেন বা আলোচনা শুনতেন, তখন অকৃত্রিমভাবে বলে ফেলতেন—

جزاکم اللہ! تم نے تو بس میرے سینہ کی شرح کر دی.

'আল্লাহ তোমায় উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি তো আমার চিত্তকে পুরোপুরি আশ্বস্ত করে দিয়েছো।'

এরপর আর আশ্চর্যের কী আছে। যখনি কোনো ব্যক্তি হাজি সাহেবের কাছে ইলম ও মা'রিফাতের কোনো কথা জিজ্ঞেস করতো, হাজি সাহেব তখন প্রিয় শিষ্য আশরাফের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলতেন—

ان سے پوچھ لو، یہ خوب سمجھ گئے ہیں.

'ওর কাছ থেকে জেনে নাও। ও এখন খুব ভালোভাবে বুঝে নিয়েছে।'

শায়খ ও মুরিদের মাঝে আসল মিল হলো বাতেনি মিল। সেই মিল এখন সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু শায়খ চাচ্ছিলেন যে, বাহ্যিকভাবেও যেন মিলে যায়। হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মককা অবস্থানকালে তাঁর সম্মানিতা সহধর্মিণী ও শ্রদ্ধেয়া খালাও সেখানে উপস্থিত হন। শ্রদ্ধেয় খালা শায়খের কাছে নিবেদন করেন— তাঁর জন্যে সন্তানের দুআ করুন।

হাজি সাহেব তার দরখাস্ত মেনে নিলেন। কিন্তু বাইরে এসে প্রিয় শিষ্যকে বললেন,

'তোমার খালা আমার কাছে দুআ করতে বলেছেন যে, তোমার যেন সন্তান হয়। কাজেই আমি তো দুআ করেছি। কিন্তু ভাই, আমার মনের একান্ত ইচ্ছে হলো, আমি যেমন আছি, তুমিও যেন তেমন থাকো। আমার যে অবস্থা, সে অবস্থা তোমারও হোক।'

www.banglakitab.weebly.com

একান্ত অনুগত শিষ্যও পূর্ণ হাস্যমুখে নিবেদন করলেন,

> 'হযরত যে অবস্থা পছন্দ করেন, আমি নিজের জন্যেও সে অবস্থা পছন্দ করি।'

এ উত্তর পেয়ে হযরত হাজি সাহেব খুবই প্রীত হন এ কারণে যে, সবদিক থেকে মিলে যাচ্ছে। তিনি কতোটা স্নেহ করতেন ও ভালোবাসতেন তা নিরুপণ করতে এই একটি কথাই যথেষ্ট যে, তিনি মনে প্রাণে চাইতেন, 'আশরাফ আলি যেন ইমদাদুল্লাহ সানি হয়ে যায়'। কখনো যেন কেউ এ পার্থক্য করতে না পারে যে, من تو دیگرم، تو دیگری : তুমি আমার চেয়ে ভিন্ন, আমি তোমার চেয়ে ভিন্ন। অন্যকোনো মুরিদের ক্ষেত্রে এমন সবিশেষ সাজুয্য পাওয়া যায়নি।

একবার মৌলভি মুহাম্মাদ আহসান সাহেব নামের এক ব্যক্তির মনে মককা মুয়াযযমা অবস্থানকালে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ওয়াহদাতুল উজূদ বিশ্বাসটি তো সম্পূর্ণ ঈমানপরিপন্থী বিশ্বাস। তখন হাকিমুল উম্মাতের সঙ্গে তার আলাপচারিতা হয়। তখন তিনি তার সন্দেহ দূর করে প্রমাণিত করেন যে, এটি এমন এক বিশ্বাস, যা ছাড়া ঈমানই পূর্ণ হয় না। হযরতের আলোচনা শুনে লোকটি এতোটাই আশ্বস্ত হন যে, খুশির আতিশয্যে হাজি সাহেবের খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন হাজি সাহেব অত্যধিক আনন্দে বলে ফেলেন—

ہاں جی ہاں، ان پر یہ مسئلہ خوب منکشف ہوا ہے.

> 'জ্বি হ্যাঁ ভাই, তার ওপর এ মাসআলা খুব ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।'

মককা মুকাররমায় এবার অবস্থানের ফলে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে 'তাওহিদ'-এর প্রকাশ পূর্ণতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়। এই তাওহিদই হলো শরিয়ত ও তরিকতের বুনিয়াদ এবং তাসাওউফের সারাংশ। যার আবশ্যিক পরিণতি হলো, আবদিয়্যত। যা সুলুকের সর্বোচ্চ স্তর। এই স্তরে সমাসীন হয়েছেন সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম। এটাই তাঁদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে। আমাদের প্রিয়নবী হযরত

www.banglakitab.weebly.com

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সেই মাক্কামের শ্রেষ্ঠ আসীন। এটাই তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। গোটা কুরআন কারীমে শুধু 'আবদ' শব্দ বলে যদি কোনো সত্তাকে বুঝানো হয়, তাহলে সেই সত্তার একমাত্র প্রতিচ্ছবি হলেন নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইরশাদ হয়েছে—

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

'কতোই না পবিত্র সেই সত্তা, যিনি তাঁর 'আবদ' অর্থাৎ মুহাম্মাদ-কে রাতের একাংশে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে গেলেন।'

এভাবে ছয় মাস প্রিয় শায়খের সান্নিধ্যে থাকার পর হাকিমুল উম্মত রহ. প্রস্থানের অনুমতি চাইলেন। তখন মহান আল্লাহপ্রেমিক শায়খ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ. বিশেষভাবে দুটি অসিয়ত করলেন—

১. 'দেখো মিয়া আশরাফ আলি, হিন্দুস্তানে পৌঁছে তুমি একটি অবস্থার সম্মুখীন হবে, কাজেই তাড়াহুড়ো করবে না।'

২. 'যদি কখনো কানপুর থেকে মন উঠে যায়, তাহলে অন্যকোনো স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক করবে না। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে সোজা থানাভবনে বসে যাবে।'

১৩০৮ হিজরিতে যেই সম্পর্কচ্ছেদ থেকে নিষেধ করেছিলেন এখন 'ফয়য' প্রাপ্ত হওয়ার পর সেই সম্পর্কচ্ছেদেরই পরামর্শ দিচ্ছেন।

অবশেষে হৃদয়ভরা দীক্ষা ও অসিয়ত নিয়ে ১৩১১ হিজরিতে হিন্দুস্তান ফিরে আসেন।

এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি যা আশরাফুস সাওয়ানেহ গ্রন্থে নেই, তবে আমি নিজেই হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অনেক খলিফার কাছ থেকে শুনেছি। সেটি হলো, যখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, তখন হযরত হাজি সাহেব রহ. মুরাকাবায় বসেন। অতঃপর বলেন—

حیرت ہے، قاسم ورشید سے ان کا درجہ بڑھ گیا ہے.

'তাজ্জবের বিষয় তো! কাসেম ও রশিদ থেকেও তাঁর স্তর এগিয়ে গেছে।'[১]

হযরত মাওলানা থানভি রহ.-এর তাজদিদি প্রয়াস এবং গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে তাঁর ফয়েযের ব্যাপক প্রসার হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর ওই মূল্যবান মন্তব্যের সুস্পষ্ট প্রমাণ।

وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

'আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছে তাঁর রহমতের জন্যে খাস করে নেন।'

---

১. উদ্দেশ্য হলো, দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবি রহ. ও মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.। যাঁদের সম্পর্কে হযরত হাজি সাহেব রহ. নিজেই বলতেন, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, কী নিয়ে এসেছো? তখন আমি কাসেম ও রশিদকে পেশ করবো।

www.banglakitab.weebly.com

## প্রত্যাবর্তন ও মাতৃভূমিতে অবস্থান

হাকিমুল উম্মত রহ. যেসময় মককা মুকাররমা গমন করেছিলেন, সেসময় তিনি ছিলেন সদ্য যুবক। তালিবুল ইলমসুলভ সারল্য সত্ত্বেও খোদাপ্রদত্ত শারীরিক সৌন্দর্যের বিভা বাইরে ঠিকরে পড়ছিলো। প্রথম দর্শনেই যে কেউ মুগ্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু ছয় মাসের দীর্ঘ অবস্থানের পর যখন ফিরে আসেন তখন ইশকের ক্রমাঘাতে শারীরিক কাঠামো ঠিক তেমনি হয়ে পড়েছিলো যেমনটি তিনি নিজেই কল্পনা করেছিলেন ছাত্রজীবনে লেখা ফারসি কবিতায়—

عشق می سازد زمال وجاں جدا　　عاشقاں رانیست مطلب جز خدا
عشق، عاشق راکند زار ونزار　　عشق، عاشق راکند رسوا وخوار
عشق سازد زرد در روئی عاشقاں　　هم کند ژولیده موئے عاشقاں
عشق معشوق است مر عشاق را　　من لهوب العشق هم تالوابلی

(مثنوی زیر وبم)

কভু সে ভাঙে কভু সে গড়ে, প্রেমে এমনি হয়
এক খোদা বিনে অন্যকিছু প্রেমিকের চাওয়া নয়।
আজব এ প্রেম! প্রেমিকেরে করে ঘাতে ঘাতে বিক্ষত
মায়াহীন প্রেম প্রেমিকেরে করে পদে পদে লাঞ্ছিত।
প্রেমিকের চোখে দিবানিশি ঝরে উষ্ণ আঁসুর স্রোত
এলোমেলো কেশে প্রেমিকেরে পাবে হারিয়েছে সে পথ।
প্রেমিকের কাছে ইশকই হলো জীবনের মূল তাড়া।
আমি সেজন প্রেমের ডাকে দিয়েছিলো যে সাড়া।

### ১৩১৫ হিজরি পর্যন্ত কানপুরে অবস্থান

হিন্দুস্তান ফিরে এসে পুনরায় 'জামিউল উলূম' কানপুরের খেদমতে মশগুল হয়ে পড়েন। কিন্তু কিছু কাল যেতে না যেতেই সেই 'মাওলার প্রেমের

www.banglakitab.weebly.com

আত্মহারা ভাব' প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত নিয়ে উথলে ওঠলো। কিন্তু এবার কিন্তু কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না, ছিলো নিখাদ স্বাদ। শায়খের খেদমতে হাজির হওয়ার পূর্বে হৃদয়ের যে অবস্থা ছিলো, সেটি ছিলো سير إلى الله [আল্লাহর পথে যাত্রা]-এর প্রতিফল। কিন্তু এবার হৃদয়ের যে অবস্থা, সেটি হলো سير في الله [আল্লাহমুখী যাত্রা]-এর পরিণতি। সেটি ছিলো মুশাহাদাপূর্ব অবস্থা। আর এটি হলো মুশাহাদা পরবর্তী অবস্থা। সেটি ছিলো ইশকের প্রভাব আর এটি হলো সৌন্দর্যের প্রভাব। তিনি নিজেই বলেন— 'মন চাচ্ছিলো, গোটা দুনিয়াকে আল্লাহর যিকিরকারী, আল্লাহে নিমগ্ন কামেল ওলি বানিয়ে ফেলি।'

মনোজাগতিক এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দিকে 'হালকায়ে তাওয়াজ্জুহ'ও আয়োজন করতেন। যাতে করে হৃদয়ের এই গভীর বিশ্বাস [ঈকান] মুরিদদের মাঝেও অতি দ্রুত সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু এসময় এতোটাই প্রভাব পড়তো যে, তাওয়াজ্জুহ গ্রহণকারীর পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে যেতো। যার কারণে মাদরাসা আর মাদরাসা রইলো না, বদস্তুর খানকার রূপ নিলো। সকল ছাত্র-শিক্ষক যিকির ও শুগুলের মাদকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।[১]

এ সংবাদ যখন শায়খের কাছে পৌঁছে, তখন তিনি পত্র লিখেন—

'মাশাআল্লাহ, আপনার ও আপনার অনুরক্তদের আবেগ-উদ্দীপনার বৃত্তান্ত শুনে অনেক খুশি হয়েছি। মহান আল্লাহ এভাবে যিকির-শোগল অব্যাহত রাখুন। দিন বদিন উন্নতি থেকে অতি উন্নতি দান করুন। মূল লক্ষ্যে উপনীত করুন।[২] আমীন সুম্মা আমীন।

---

১. হাকিমুল উম্মাত রহ. প্রথমদিকে আবেগের বাহুল্যে 'হালকায়ে তাওয়াজ্জুহ' আয়োজন করতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সেটিকে তাঁর মতাদর্শ থেকে ভিন্ন অভিহিত করেন।

২. আবেগ-আস্বাদন আসল লক্ষ্য নয়। স্বাদের আস্বাদন কখনোই কাম্য নয়। কেননা এটি একটি অবস্থা মাত্র। এটি কোনো মাকাম নয়। মাকামই হলো কাম্য। অবস্থা ও মাকামের মাঝে পার্থক্য হলো, একটি হলো ইচ্ছেধীন, আরেকটি হলো ইচ্ছাতীত। বড়দের মুখের কথা : المقامات مكاسب والأحوال مواهب। মাকাম হলো স্বোপার্জিত আর অবস্থা হলো প্রভুপ্রদত্ত।

হযরত হাজি সাহেব রহ. বলতেন, স্বাদের অন্বেষণকারী সত্যের অন্বেষণকারী নয়। কাজেই আমলে লাগতে হবে। পরিণতির দিকে তাকানো যাবে না।



www.banglakitab.weebly.com

যাদের অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে তারা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, এটি একটি অবস্থা মাত্র। আর অবস্থার কোনো স্থায়ীত্ব নেই। কবিতার ভাষায়—

گاہ است وگاہ نیست.

'ক্ষণে আছে, ক্ষণে নেই।'

সেমতে যখন মাকামের[৩] ওপর দৃঢ়তা আসবে তখন এই আবেগ অন্য রং ধারণ করবে। ধীরে ধীরে হযরতের দৃষ্টি উন্নীত হতে লাগলো সেই মাকামের প্রতি। সেটি অর্জনের ব্যাকুলতা তনুমনে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে শুরু করলো। এর ফলে অস্থিরতা ও আগুনে ভষ্মিভূত হওয়ার মতো একটি অবস্থা জন্মাতে লাগলো, মককায় অবস্থানের পূর্বে ঠিক এমন অবস্থাই হতো। যদিও উভয়টির মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য। আগেরটি ছিলো, প্রাথমিক অনুসন্ধানের অস্থিরতা, আর এটি হলো 'অধিক অনুসন্ধানের' অস্থিরতা। যার কারণে বর্তমানের দহনে কষ্টের মাত্রা ছিলো অত্যধিক।

---

তদ্রুপ আবেগও কাম্য নয়, কাম্য হলো কাজ। বরং যে কাজে আবেগ নেই সেই কাজে পরিশ্রম বেশি হয়। এ কারণে তাতে সাওয়াবও বেশি। এই সূক্ষ্ম কথাটি গোটা জীবন মনে রাখতে হবে। আসল লক্ষ্য হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যখন থেকে মহান আল্লাহর প্রতি কোনো মুসলমানের প্রেম ও অনুরাগ জন্মাবে তখন থেকে তার একমাত্র চেষ্টা এটাই হওয়া উচিৎ যে, আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে নিজের বা অন্যের ক্ষতির দিকে তাকানো যাবে না। যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে যাবে তখন দুনিয়ার তাবৎ সুখ তোমার দুয়ারে এসে হানা দেবে। কিন্তু সেই সুখের প্রাপ্তিকে নিজের উদ্দেশ্য বানানো যাবে না। এলে ভালো, না এলে না হয় কষ্ট করে মরতে হবে। কেননা এই পার্থিব সুখময় জীবন যেমন তোমার মালিকানাধীন নয়, তদ্রুপ তোমার প্রাণও তোমার মালিকানাধীন নয়। কাজেই এ পথে এভাবেই অগ্রসর হতে হবে। তবে মহান আল্লাহর চিরন্তন বিধান হলো, যখন তিনি সন্তুষ্ট হন, তখন জগতের সুখ এসে জড়ো হয় দোড়গড়ায়। –মাওয়ায়েজে হাকিমুল উম্মত রহ.

৩. হাল (অবস্থা) ও মাকাম। সালেক তথা আধ্যাত্মপথের পথিকের মনের ওপর অদৃশ্য থেকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, যার ওপর তার নিজের কোনো হাত নেই, তাকে 'হাল' বলা হয়। আর যখন তার ওপর সালেকের দৃঢ়তা ও পোক্তরা অর্জন হয়ে যায়, তখন তাকে 'মাকাম' বলে। কাজেই 'মাকাম' হলো সালেকের অধীনস্থ। আর সালেক নিজেই 'হাল'-এর অধীনস্থ। [তালিমুদ্দীন, হাকিমুল উম্মত রহ.]

www.banglakitab.weebly.com

এটি ছিলো সেই অবস্থা, যার কথা মহান শায়খ পূর্বেই বিদায়ের মুহূর্তে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

জাগতিক ব্যস্ততা থেকে মন উঠে গেলো। কিসের দরস, কিসের নসিহত! হযরতের নসিহতের ভীষণ অনুরক্ত কানপুরবাসীগণ পেরেশান হয়ে পড়লেন। একবার অনেক বড় মাহফিল হচ্ছিলো। বাইর থেকে অনেক আলেম আগমন করেছেন। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ উলামায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলেন। বয়ান করার জন্যে জোর অনুরোধ জানালেন। এতো বড় বড় উলামায়ে কেরামের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্বীকার করা যেমন মুশকিল, অপরদিকে নিজের হৃদয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ করলে স্বীকার করাও কঠিন। যখন কোনোটাই সম্ভব হচ্ছিলো না, তখন মাথা ঝুকিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে মনের অবস্থা শোনাতে লাগলেন।

অবস্থা দেখে সেখানে উপস্থিত মাওলানা জহুরুল ইসলাম ফতহপুরির মন গলে গেলো। অজান্তেই মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো—

عشق نے غالب نکما کر دیا
ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے

প্রেমে পড়েই গালিব তুমি নিষ্কর্মাই হলে
নয়তো প্রচুর প্রতিভাবান তুমিও কভু ছিলে।

এরপর তিনি সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বললেন, ক্ষ্যান্ত দাও ভাই সকল! তাঁকে তাঁর অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। বিরক্ত করো না।

আরেকদিনের ঘটনা। কোনো এক প্রেক্ষিতে শাহ ফুলওয়ারি সাহেব রহ. আগমন করেছিলেন। তাঁর কাছেও কানপুরবাসী নিবেদন করলেন যে, আপনি হাকিমুল উম্মত রহ.-কে মুখ খুলতে উদ্বুদ্ধ করুন। তখন তিনি তার বিস্ময়কর উত্তর দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—

> ‘যদি এমতবস্থায় এ ব্যক্তিকে ওয়াজ করতে বলি, তাহলে মিম্বারে দাঁড়িয়ে তার মুখ থেকে সর্বপ্রথম যে শব্দ বেরোবে তা হবে, انا الحق। [আনাল হক : আমিই হক]। কাজেই এ সময় জোরাজুরি করা কিছুতেই সঙ্গত হবে না।’

হযরত তার সেই মন্তব্যের সত্যায়ন করে বলেন, সে সময় আমার ওপর তাওহিদের প্রাবল্য ছিলো। যার কারণে ওয়াজ করা ছেড়ে দিয়েছিলাম, না

www.banglakitab.weebly.com

জানি, মুখ ফসকে কী বেরিয়ে আসে। আর জনগণ ভুল বুঝবে। যার ফলে দীনি ক্ষতি হয়ে যাবে।

দেখুন, এমন ভাবাবেগাচ্ছন্ন অবস্থাতেও সাধারণ মানুষের কল্যাণের বিষয়টি মাথায় রাখা কতোটা বিস্ময়কর ও দুর্লভ। এমনটি একমাত্র সেই ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব যাকে মহান আল্লাহ উম্মতের সংশোধনের নিমিত্ত চয়ন করেছিলেন।

যাই হোক! এমন জ্বলাপোড়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। পীরজি ইমদাদ আলি সাহেব তখন কানপুরেই অবস্থান করছিলেন। মামা হওয়ার সুবাদে তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিলো। এমতবস্থায় তারও শরণাপন্ন হন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুসতফার পথের পথিকের জ্বালাপোড়া ও হৃদয়ের ভাবাবেগ ওই ব্যক্তি কী করে বুঝবে, যে উদ্ভূত আকাবাঁকা তেপান্তর পেরিয়ে কোনো মতে এক স্থানে পৌঁছেছে!!

যার ফলে পীরজি সাহেবের প্রতিটি তদবির বিফলে গেলো। তার প্রতিটি ঔষধ অকার্যকর হলো। উপরন্তু এর কারণে রোগীর রোগ যেন আরো বেড়ে গেলো। অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হলো। ঘটনাক্রমে ওই সময় জনৈক ব্যক্তি মককা মুয়াজ্জমা যাচ্ছিলেন। হাকিমুল উম্মত রহ. তার মাধ্যমে গোটা বৃত্তান্ত জানিয়ে পত্র লিখলেন।

পত্রটি যখন আরব ও অনারবের অবিসংবাদিত শায়খ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ.-এর কাছে পৌঁছে তখন তিনি এতোটাই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, একবার ঘরের বাইরে যেতেন আবার ঘরে প্রবেশ করতেন। অস্থির পায়চারী করতে করতে বারংবার একথাই বলতেন—

> 'যুবক মানুষ। অবস্থার প্রাবল্যের শিকার। সংযমে কুলাচ্ছে না। কিন্তু আমি এতো দূরে থেকে কী করতে পারি?'

পত্রটি যিনি বহন করছিলেন, তিনি তাগাদা দিয়ে বললেন, হযরত! আমাকে দ্রুত ফিরতে হবে।

কথাটি যেন শায়খের মনের মাঝে প্রশান্তির আবেশ ছড়িয়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে জবাবিপত্র বাহকের হাতে সোপর্দ করলেন এবং বললেন—

> 'তাঁকে বলবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত তোমার সেবক জীবিত আছে কেনো অন্যের দ্বারস্থ হচ্ছেন?'

www.banglakitab.weebly.com

**যখন পত্র বাহক হিন্দুস্তান ফিরে এলো এবং হাকিমুল উম্মত রহ. তার আগমনের সংবাদ পান সঙ্গে সঙ্গে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদের ভেতর দিয়ে উদ্বেলিত মন নিয়ে তার ঘরে হাজির হয়ে গেলেন। তিনি জবাবিপত্র ও মৌখিক পয়গাম পৌঁছে দিলেন। তার ফলে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিলো তা খোদ তাঁর মুখ থেকেই শুনুন—**

> 'যোহরের পূর্বে তিনি আমাকে হযরতের সেই পয়গাম শুনিয়েছিলেন। শুনতেই মনে হলো, প্রচণ্ড অগ্নিতপ্ত চুলোর ওপর কেউ যেন জলভরা মশক ঢেলে দিয়েছে। উত্তপ্ত বুকের ওপর বরফের খণ্ড রেখে দিয়েছে। আসরের সময় মনে হলো, পেরেশানি অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে। মাগরিবের সময় তো মনে হলো, দিগন্ত পরিস্কার স্বচ্ছ হয়ে গেছে।'

হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.-এর ভাষায়—

سر بسر "شوق" وہمہ درد ہماری تحریر
سر بسر مایہ "تسکین" ہے تمہارا مکتوب

আমার চিঠির আষ্টেপৃষ্ঠে জমাট কষ্ট ভরা
পত্র তোমার নিয়ে এলো যেন সুখের ফল্গুধারা।

অবশেষে 'শাওক'-এর সেই কায়ফিয়াত বদলে গেলা 'উনস'-এ। এই গভীর ভাবাবেগ যেমন পূর্বের ভাবাবেগের চেয়ে উন্নততর ছিলো, তদ্রুপ এই 'উনস'ও ছিলো পূর্বের চেয়ে কয়েক গুণ উচ্চকিত। আসল কথা হলো, সুলুকের এই পথ যদিও সরল কিন্তু অসমতল ও বন্ধুর। পথে পথে পড়ে পাহাড়-পর্বত। যার কারণে সবসময় এখানে উপরে উঠতে হয় আবার নিচেও নামতে হয়। কিন্তু এখানকার প্রতিটি নিম্নযাত্রা পূর্বের উর্ধ্বারোহন থেকেও উত্তম হয় এবং প্রতিটি উর্ধ্বারোহন পেছনের নিম্নযাত্রা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়। কারণ হলো, এটি অভীষ্ট লক্ষ্যকে কাছে এনে দিচ্ছে।

একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। از حق انس گیرد از خلق وحشت گیرد : মাওলার সঙ্গে বন্ধন যতো গভীর হবে, সৃষ্টিজীবের সঙ্গে বন্ধন ততোটা শিথিল হবে। সেমতে মানবিক বন্ধন থেকে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.ও ধীরে ধীরে অচেনা হতে লাগলেন। এমনকি কানপুরের মতো প্রিয় এলাকা আর নিজ হাতে গড়া

www.banglakitab.weebly.com

মাদরাসা থেকেও মনের আকর্ষণ হারাতে শুরু করলো। তখন মনে পড়লো, শায়খের সেই নসিহত যে, 'কখনো যদি কানপুর থেকে মন উঠে যায়, তাহলে খোদার ওপর তাওয়াক্কুল করে থানাভবন গিয়ে বসে যাবে'।

১৩১৩ হিজরি শেষ হতেই থানাভবনের খানকার প্রতি মন ছুটতে শুরু করলো। যেই খানকার সঙ্গে মিশে আছে হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি রহ. হযরত হাফেজ যামেন শহিদ রহ. ও হযরত শায়খ মুহাম্মাদ সাহেব মুহাদ্দিসে থানভি রহ.-এর বরকত। যাকে বলা হতো 'মারেফাতের বিপণী'। মন সেদিকে চললো। কিন্তু কানপুরের এই ভক্ত অনুরক্তদের সঙ্গে অসৌজন্যতা প্রকাশ করতে মন সায় দিচ্ছিলো না। ঘটনাচক্রে সেসময় মাদরাসার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিলো না। এটিকে বাহানা হিসেবে পেশ করে প্রথমে নিজের বেতন থেকে হাত গুটিয়ে ফেললেন। এরপর নিজের স্থানে মৌলভি ইসহাক বরদুয়ানি সাহেবকে প্রধান শিক্ষক বানিয়ে ফেললেন। নিজের জন্যে শুধু পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বটি রাখলেন। এরপর কানপুরবাসীদের কাছ থেকে কিছু দিন বিশ্রাম নেওয়ার ওযর পেশ করে ১৩১৫ হিজরির সফর মাসের শেষদিকে খুশিমনে কানপুর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এরপর থানাভবনে এসে বিশদ সংবাদ হযরত শায়খের খেদমতে পাঠিয়ে দিলেন। যার উত্তর আসে—

> 'ভালো হয়েছে যে, আপনি থানাভবনে চলে এসেছেন। আশা করি, আপনার মাধ্যমে প্রচুর মানুষ বাহ্যিক ও আত্মিকভাবে উপকৃত হবেন। আপনি আমাদের মাদরাসা নতুন করে আবাদ করুন। আমি সবসময় আপনার জন্যে দুআ করি ও মনে রাখি।
>
> [মাকতুব নং : ৩৬, ১২ রবি ১৩১৫ হি.]

এখানে থেকেও হযরত মাওলানা থানভি রহ. সবসময় কানপুরের মাদরাসার খোঁজ-খবর নিতেন। যাতে করে কানপুরবাসী একথা মনে না করে যে, তিনি চিরদিনের জন্যে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু যখন তিনি পুরোপুরি আশ্বস্ত হলেন যে, মাদরাসার গাড়ি সঠিক পথেই চলছে এবং এখন সংকল্পের কথা জানালে কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে না, তখন তিনি মাদরাসা কর্তৃপক্ষকে লিখে পাঠালেন—

www.banglakitab.weebly.com

از قیل و قال مدرسہ حالے دلم گرفت
یکچند نیز خدمت معشوق می کنم

পাঠশালার এ জটিলতা থেকে মন যে আমার উবে গেছে
ভেবেছি এখন বসতে হবে আমার প্রিয়র সেবার কাজে ॥

সংবাদটি কানপুরবাসীদের হৃদয়ে বজ্রাঘাত হয়ে পড়লো। তারা নিবেদন করলো যে, মাদরাসার কোনো কাজ আপনার দায়িত্বে থাকবে না। আপনি শুধু কানপুরে অবস্থান করবেন।

উত্তরে তিনি তাদের কাছে বাস্তবতা খুলে বললেন যে, যা কিছু করা হয়েছে তার সবটাই শায়খের নির্দেশে হয়েছে।

অগত্যা তারা হযরত হাজি সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কানপুরে থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলো। কিন্তু হযরত রহ. তাদেরকে এবং খোদ হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে এ কথা লিখে পাঠালেন—

> 'আমার মতে, আপনাকে থানাভবনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে হবে। অবশ্য ছুটি ইত্যকার অবসর মিললে অথবা কোনো সময় মানসিক অস্থিরতা বোধ করলে কানপুর ঘুরে আসবেন এবং সেখানকার লোকদের খোঁজ-খবর রাখবেন। আর অনুসন্ধিৎসুর জন্যে কানপুর থেকে থানাভবন বেশি একটা দূর নয়।'

## ১৩১৫ হিজরি বর্ষ থেকে স্থায়ীভাবে থানাভবনে অবস্থান

১৩১৫ হিজরি বর্ষ থেকে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জীবনের সেই পর্ব সূচিত হয়, যা শেষ জীবন পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। অর্থাৎ স্থায়ীভাবে থানাভবনে অবস্থান। হযরত শায়খ মুহাম্মাদ সাহেব মুহাদ্দিসে থানভি রহ.-এর প্রস্থান, হযরত হাফেজ যামেন শহিদ রহ.-এর শাহাদাৎ ও হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর হিজরতের কারণে[১] মারেফাতের যেই কেন্দ্রটির ঔজ্জ্বল্য

[১]. শায়খ মুহাম্মাদ সাহেব রহ.-এর স্বাভাবিক ইন্তিকাল হয়েছিলো। হাফেজ যামেন শহিদ রহ. ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সময় ইংরেজদের গুলির নিশানা হয়েছিলেন। সেই বিশৃঙ্খল পরিবেশের কারণে সে সময় হযরত হাজি সাহেব রহ. মককা মুয়াজ্জমায় হিজরত করে চলে যান। –সংকলক

www.banglakitab.weebly.com

ফিকে পড়েছিলো, সেখানে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর শুভাগমনের ফলে পুরনো সেই ঔজ্জ্বল্য পুনরায় আলো ছড়াতে শুরু করলো। কানপুর ফেলে এসেছেন, নিজের হাতে গড়া মাদরাসার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রদ্ধেয় পিতাজানের রেখে যাওয়া বিত্ত-বৈভব সন্দেহযুক্ত মনে হওয়ায় তাঁর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে এক দানাও গ্রহণ করলেন না। শুধু মহান শায়খের নসিহতের ওপর আমল করে মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তনুমন নিয়ে তাঁরই মাঝে ডুবে গেলেন।

এসময় উপার্জনের কোনো মাধ্যম না থাকার কারণে প্রথমদিকে ঋণী হয়ে পড়েন। তখন তিনি হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর খেদমতে দুআ চেয়ে পত্র লিখেছিলেন। হযরত গাঙ্গুহি রহ.-এর কাছেও একই আবেদন পেশ করেছিলেন। গাঙ্গুহি রহ. তখন বলেন—

> 'যদি বলো, তাহলে দেওবন্দ মাদরাসায় তোমার জন্যে মুদাররিসি ঠিক করে দিই।'

হাকিমুল উম্মত রহ. তখন স্বসম্ভ্রমে নিবেদন করেন—

> 'এসময় তো আমার সকল নিবেদনের একমাত্র উদ্দেশ্য দুআ কামনা। হযরত হাজি সাহেব রহ. কানপুর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর অন্যকোনো স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যদি এটাই আপনার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমি মনে করবো, এটা হযরত হাজি সাহেবের-ই সিদ্ধান্ত। আর ধরে নেবো যে, হযরত হাজি সাহেবই পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে এখন এটিকেই তাঁর সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন। কেননা পরবর্তী সিদ্ধান্ত পূর্বের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রহিতকারী হয়ে থাকে।'

এ কথা শুনে হযরত গাঙ্গুহি রহ. বললেন—

> 'না না। যদি হযরত হাজি সাহেবের নিষেধাজ্ঞা থেকে থাকে তাহলে আমি কখনই তার বিপরীত পরামর্শ দেবো না। মহান আল্লাহর কাছে আমার দুআ, তিনি আপনাকে ঋণমুক্ত করুন।'

এভাবে মহান দুবুজুর্গের দুআর ফলশ্রুতিতে বেশ দ্রুত ঋণমুক্তির পথ বেরিয়ে এলো। তিনি নিজ স্থানে বসে আধ্যাত্মসাধনার কাজে নিমগ্ন হয়ে গেলেন।

www.banglakitab.weebly.com

ধীরে ধীরে খানকার দীপ্তি আলো ছড়াতে শুরু করলো। সেসময় হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বর্ণ বদলে গিয়েছিলো। আদ্যোপ্রান্ত প্রেমানলে উদ্ভিভূত কোমল হয়ে পড়েন। এ কারণে যেই আসতো সেও লেলিহান শিখায় জ্বলে পুড়ে কোমল হয়ে যেতো। দৃষ্টিতে যেন ছিলো মধুমাখা তীর। কবির ভাষায়—

نگاہوں سے بھر دی رگ وپے میں بجلی
نظر کردہ برق تپاں ہو رہا ہے

দৃষ্টি তোমার মনে হয় যেন তড়িতাহত বজ্র
যেদিকে তাকাও সেদিকেই যেন আগুনের রণতুর্য।

## আধ্যাত্ম সাধনার বন্ধুর পথের শেষ গিরিপথ

বেলায়েত তো পরের কথা, নবুওয়াতও কোনো পুষ্পশোভিত প্রাপ্তি নয়। যদিও নবুওয়তের মুক্তো প্রত্যেক নবীর মাঝে জন্মসূত্রেই গ্রথিত; কিন্তু এরপরও সেই মুক্তোকে মুজাহাদা, সাধনা, শারীরিক ও আত্মিক কষ্ট স্বীকারের আগুনে প্রজ্জ্বলিত হতে হয়।[১] যার মর্যাদা যতো বেশি, তাকে কষ্টের বেদনা ততো বেশি সইতে হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

أشد الناس بلاءً الأنبياء فالأمثل فالأمثل.

'মানবজাতির মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপদ এসেছে আম্বিয়ায়ে কেরামের ওপর। এর পর নবীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে অন্যরা বিপদগ্রস্থ হয়েছেন স্তরে স্তরে।'

নবিদের রুহানি বেদনার মর্ম অন্যকারো পক্ষে অনুভব করা সম্ভব নয়। তদ্রুপ একজন ওলিও আধ্যাত্ম সাধনার যেসব স্তর অতিক্রম করে থাকেন, তা এ পথের পথিক ছাড়া অন্যকারো পক্ষেও অনুধাবন করা সম্ভব নয়। বিষয়টি যুক্তি দিয়ে বুঝা যাক। একজন মানুষ বিশ্রাম ও উপকার পেলে খুশি এবং কষ্ট

---

১. বিস্তারিত জানতে অধ্যয়ন করুন 'মাদারিজুন নবুওয়ত' হযরত আবদুল হক দেহলভি রহ. প্রণীত।

www.banglakitab.weebly.com

ও ক্ষতি হলে ব্যথিত কখন হন? যখন তার মানবিক দেমাগ সুস্থ থাকে। যদি কোনো ব্যক্তি পাগল হয়ে পড়েন বা তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি লোপ পেয়ে যায় তাহলে তো তার পক্ষে কোনো নিয়ামতপ্রাপ্তিতে খুশি ও হারানোয় ব্যথা হওয়ার কথা নয়। এখন ভেবে দেখুন, এই যে আনন্দ ও বেদনা এগুলো তো আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। যেগুলো সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকেরই ভালোভাবে জানা আছে যে, এগুলো ক্ষণস্থায়ী। তাহলে যখন এই ক্ষণস্থায়ী জিনিসগুলো পাওয়া না পাওয়ার কারণে শুধুমাত্র দেমাগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির সুস্থতার ভিত্তিতে যেই কষ্ট হয়, যা অনেকে সহ্যও করতে পারে না, তাহলে চিরস্থায়ী ধ্বংসহীন নেয়ামত পাওয়া না পাওয়ার কারণে যেই আনন্দ-বেদনা নেমে আসে, তার অবস্থা কেমন হবে? সে অন্তহীন শাশ্বত জীবনে কোনো ক্ষতি হওয়া-না হওয়ার অনুভূতির প্রেক্ষিতে পাওয়া না পাওয়ার যে আবেদন সৃষ্টি হয়, তার অবস্থা কেমনতর হবে? কাজেই যে বোধ উপলব্ধি করার জন্যে শুধু দেমাগ সুস্থ হলেই চলবে না, কলবও সুস্থ হতে হবে, আত্মিক জাগরণও সৃষ্টি হতে হবে, সেই অনুভূতি কতোটা সুতীব্র ও প্রগাঢ় হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। জনৈক মরমী কবির ভাষায়—

بر دل سالک ہزاراں غم بود!!
گر ز باغ دل خلالے کم بود!!

এ পথের যারা পথিক হবে, হাজার দুঃখ বেদনা রবে
যদিও তাদের দৃষ্টি ছিলো না ধরার বাগের ফুল-পল্লবে ॥

হাকিমুল উম্মত রহ.ও আধ্যাত্মসাধনার স্তরগুলো অতিক্রম করতে লাগলেন। এ পথের কত পাহাড়-পর্বত, গিরি-প্রান্তর আরোহন করেছেন, আবার অতিক্রমও করেছেন। অবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে গৃহিত হলো যে, তাঁকে একটি সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করবেন এবং এ পথের সবচেয়ে বন্ধুর সীমান্ত পার করিয়ে দেবেন। যাতে করে অন্যদের পথপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের পেরেশানি বা হয়রানির শিকার না হন।

ঘটনাটি হলো, হযরতের সহধর্মিণীর এক খালু সাহেবকে জমি-জমা নিয়ে বিবাদের সূত্র ধরে শত্রুপক্ষ শহিদ করে ফেলে। তিনি যখন তার সংবাদ পান

www.banglakitab.weebly.com

তখন নিজ স্ত্রীর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ চরথাওল পৌঁছেন। দাফন-কাফনের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা নিজের সামনে সম্পন্ন করেন। ওইসময় পর্যন্ত তার ওপর কোনো প্রভাব পড়ে নি। কিন্তু দাফন শেষে যখন বাড়ি ফিরে আসেন এবং মহিলাদের কান্নার শব্দ কানে পড়ে, তখন আহত হৃদয়ের ওপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। কেমনযেন ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এই শোক কাটিয়ে ওঠার আগেই দুতিন দিনের ভেতর সংবাদ আসে যে, গাঙ্গুহে হযরতের আরেক আত্মীয় ইন্তিকাল করেছেন। সেই শোকানুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। যার ফলে কেমনযেন ক্ষতস্থানের ওপর লবন মেখে যায়। এমতবস্থায় পরবর্তী রাতের শেষাংশে যখন তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করার নিয়তে ওযূ করছিলেন, তখন অকস্মাৎ একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনের ভেতর একটি 'বাজে ভাবনা'[১] উড়ে আসে। তখন খেয়ালিভাবে কয়েকটি শব্দও এসে পড়েছিলো। যদিও এটি নতুন কিছু ছিলো না। কিন্তু এবারের প্রভাব এতোটাই সুতীব্র ছিলো যে, জীবনের রং ফিকে হয়ে যায়, বাঁচার ইচ্ছে উবে যায়, আত্মহত্যার প্রবণতা মাথার ভেতর ঘুরপাক খেতে থাকে। খোদ হযরতের ভাষায়—

> একবার এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এলেন। তার হাতে গুলিভরা বন্দুক ছিলো। বারবার মন চাচ্ছিলো, তাকে বলি, খোদার ওয়াস্তে ফায়ার করে আমার নাপাক অস্তিত্ব থেকে পৃথিবীকে পাক করুন। কেননা আমি ফেরাউন-হামান থেকেও নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। এর ফলে সে যে মুসিবতে পড়বে, ঈমান গ্রহণ করলে তার থেকে এক মিনিটেই নিষ্কৃতি পেয়ে যেতে পারে আর আমি যে বিপদে আক্রান্ত আছি, তার থেকে বছরের পর বছরেও মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।'

শুধু এটাই নয়, বিপদের ওপর আপদ হয়ে সমস্যা আরো জটিল হয়ে ওঠছিলো।

> 'তিনি যখনি যিকির করতে বসতাম সঙ্গে সঙ্গে সেই 'বাজে ভাবনা'ও ফিরে আসতো। এখন এই 'বাজে ভাবনা'-এর প্রত্যাবর্তন থেকে বাঁচার জন্যে যদি যিকির বন্ধ করতে যাই,

---

১. অর্থাৎ ঈমানি চাহিদার পরিপন্থী কুমন্ত্রণা; যা মনোজগতে এসে গেঁথে গেছে।

www.banglakitab.weebly.com

**তাহলে তাতে মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিলো। মোটকথা, ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছিলাম। অবস্থা এতোটাই জটিল হয়ে ওঠছিলো যে, শারীরিক সুস্থতা সত্ত্বেও মৃত্যুকে জীবনের ওপর হাজার বার এগিয়ে রাখছিলাম।'**

ভাগ্যে সুপ্রসন্নতা বলতে হয়, সমস্যাটি গাঙ্গুহে অবস্থানকালেও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের এ গোপন বৃত্তান্ত হযরত মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহ.-এর কাছে পেশ করেন। তিনি এতোটাই মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন, যার মূল্যায়ন একমাত্র সংশ্লিষ্ট মহলই বুঝতে সক্ষম হবেন। হযরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন,

التفات نہ کیا جائے : ধর্তব্যে নেবেন না।

হাকিমুল উম্মত রহ. মাতৃভূমি ফিরে এলেন। কিন্তু অবস্থার কোনো উত্তরণ ঘটছিলো না। বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিলো। এমনকি সমস্যা এতোটাই জটিল আকার ধারণ করে যে, হৃদয়ের চরম অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার কারণে অল্প কদিনের ভেতর শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়লো। ঘটনাচক্রে তখন হাকিম মুহাম্মাদ সিদ্দীক গাঙ্গুহি সাহেব থানাভবন এসেছিলেন। তার দ্বারস্থ হলেন। হাকিম সাহেব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমার বুঝে আসে না যে, সে কীভাবে বেঁচে আছে! তার ভেতরের উত্তাপ তো পুরোপুরি লোপ পেয়ে গেছে। তিনি তার চিকিৎসাজ্ঞানের পুরোটাই ব্যয় করলেন, কিন্তু কোনো উন্নতিই দেখা গেলো না। আর কীভাবেও বা সম্ভব; এ যে অতিপ্রাকৃতিক চিকিৎসা ছাড়া নিরাময়যোগ্য নয়।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. পুনরায় খানকার অবস্থান ত্যাগ করে সফরের জীবন গ্রহণ করলেন। সে ছিলো এক বিস্ময়কর অবস্থা। কখনো শূন্য বন্দুক নিয়ে ফায়ার করতেন আর এতেই মজা পেতেন। কয়েকবার হযরত গাঙ্গুহি রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের বৃত্তান্ত পেশ করেন কিন্তু প্রাজ্ঞ এ চিকিৎসক প্রথম দিন যে ঔষধ বাতলে দিয়েছিলেন তা বদলানোর কোনো কারণ পেলেন না। তিনি ঔষধ না বদলে শুধু এক কথাই বলতেন, মনের এ জাতীয় কল্পনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। এ সময় হযরত হাকিমুল উম্মত

www.banglakitab.weebly.com

রহ. তাঁর মহান শায়খকেও নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। উত্তর আসে—

> 'আল-হামদুলিল্লাহ! আপনার কলবের অবস্থা বেশ ভালো। এটি হলো ভীতি ও আশার মধ্যবর্তী অবস্থা। একেই 'হায়বাতে উনস' (هيبت انس) বলে। কখনো হায়বাত (هيبت) এর প্রাধান্য হবে, কখনো উনস (انس) এর প্রাধান্য হবে। উভয়টিকে এক মনে করা উচিৎ। ফকির দুআ করছে। মনে যা কিছু আসবে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করবে। মন্দ কোনো কিছু এলে এই মুরাকাবার মাধ্যমে সব কিছু দূর হয়ে যাবে। আধ্যাত্মপথের অনুসন্ধানীদের জীবনে এ ধরনের ঘাঁটি আসে। ইনশাআল্লাহ! সব কিছু পেরিয়ে যাবেন।' [মাকতুবাত নং ৪৪-৪৬]

আরো একটি চিঠি আসে। যেখানে এমন হৃদয় প্রশান্তকারী কথা ছিলো—

> 'আপনার অবস্থা এখন অনেক ভালো। ফকির আপনার জন্যে দুআ করছে। আল্লাহ তাআলা উন্নতি দান করবেন'।

মোটকথা, প্রায় এক বছর পর্যন্ত এই 'হায়বাত'-এর প্রাধান্য থাকে। হযরত মুহাজিরে মককি রহ.-এর জীবদ্দশাতেই সেই বন্ধুর পথ উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন। এই এক বছরে তাঁর ওপর কী বিভীষিকা নেমে এসেছিলো তার অনুমান এথেকে করা যায় যে, একবার কোনো এক মুরিদ তার আধ্যাত্মিক কিছু পেরেশানির বিবরণ লিখে পাঠায়। তার উত্তরে তিনি লিখেন—

> 'যেই যেই সমস্যা, বিপদ-আপদ, পরীক্ষার কথা আপনি লিখেছেন, তা অনেকের জীবনে নেমে আসা বিপদের শতভাগের একভাগও নয়। এ সময় আমার কারো কারো অবস্থা (উদ্দেশ্য তার নিজের অবস্থা) মনে পড়ছে আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে ওঠছে।'

অর্থাৎ সেই ভীতিপ্রদ অবস্থার প্রাবল্য কেটে যাওয়ার পনেরো বছর পরও যখন শুধু সেসময়ের কথা মনে পড়ে তখন মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। তাহলে ভাবুন, ঠিক সে সময়ে কি কি ঘটেছিলো! আসলে যার জীবনে ঘটে, সেই জানে তার ভয়াবহতা।

www.banglakitab.weebly.com

সংশ্লিষ্টজনেরা জানেন, এই ভীতিপ্রদ তীব্র হায়বাত (আধ্যাত্মত্রাস) কেটে যাওয়ার পর কী পরিমাণ অসীম উন্নতিময় 'উনস' অর্জিত হয় এবং দীনের ওপর কতোটা গভীরতা ও দৃঢ়তা আসে!। কেননা প্রতিটি কষ্টের পর সুখ সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি বিপদের পর প্রাপ্তির পুরস্কার প্রদান করা মহান আল্লাহর চিরন্তন নীতি। এ কারণে এ ধরনের মুসিবতও মূল্যবান। এজন্যে কোনো মুরিদের জীবনে এ জাতীয় ঘটনা ঘটলে শায়খ তাঁর জন্যে মুবারকবাদ জানিয়ে থাকেন।

মোটকথা, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. 'আবদিয়্যত'-এর মাকামে উন্নীত হন। যার আবশ্যিক গুণ হলো, বন্দেগি ও আত্মবিসর্জন। গোলাপের সুঘ্রাণ বুঝানোর জন্যে তার একটি পাপড়িই যথেষ্ট; কথাটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর 'আবদিয়্যত'-এর চিত্র ফুটিয়ে তোলার জন্যে তার নিম্নের এই একটি অমিয় বাণীই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন—

> 'আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি নিজেকে কোনো মুসলমান থেকে এমনকি সেই মুসলমানদের থেকে –যাকে সবাই ফাসেক-পাপাচারী বলে জানে– তাৎক্ষণিকভাবে এবং কোনো কাফের থেকে তাৎক্ষণিকতার সম্ভাবনাময়তার সঙ্গে উত্তম মনে করি না। আখেরাতে অনেকস্তরের অধিকারী হওয়ার খুঁতখুঁতে ভাবও আমার মধ্যে নেই। কেননা এ জাতীয় স্তরের অধিকারী হন একমাত্র মহান লোকেরা। আর আমি যদি জান্নাতীদের জুতোর মাঝে ঠাঁই পাই, তাহলে সেটি হবে আল্লাহর অনেক বড় রহমত। এরচে বেশি কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। আর এতটুকু আকাঙ্ক্ষা কোনো যোগ্যতা বলে করি নি; বরং এজন্যে করেছি যে, জাহান্নামের শাস্তি সহ্য করতে পারবো না। আর আমি যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনে মাঝে-মধ্যে যেই ধমকি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকি, তার একটি উদাহরণ এ মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভাসছে। তা হলো, যদি কোনো রাজপুত্র অপরাধ করে বসে আর জল্লাদের প্রতি রাজনির্দেশ আসে যে, রাজপুত্রকে বেত্রাঘাত করা হোক তখন কি কোনোভাবে

www.banglakitab.weebly.com

জল্লাদের মনে এ কুমন্ত্রণা উকি দেবে যে, আমি এই রাজপুত্র থেকেও উত্তম? মোটকথা, একজন মুমিন যতোই বদআমলি হোক না কেনো; আমি তাকে হীন মনে করি না। বরং এমতবস্থায় চোখের সামনে এ উদাহরণ ভেসে উঠে যে, যদি কোনো সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি আপন মুখের ওপর কালি মাখে, তাহলে যে ব্যক্তি তাকে পূর্ব থেকেই চেনে ও জানে, সে ব্যক্তি কালিকেই খারাপ মনে করবে কিন্তু সুন্দরকে সুন্দরই জানবে। আর মনে মনে ভাববে যে, এ ব্যক্তি যখন সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে নেবে তখন তার সেই চাঁদের মতো মুখটি বেরিয়ে আসবে। কাজেই শেষ কথা হলো, আমার যতো ঘৃণা তার সবই হলো, কর্মের ওপর। কর্মকারীর ওপর আমার কোনো ঘৃণা নেই।'

তাসাওউফ ও আত্মাধ্যাতিক যাবতীয় সাধনার সারমর্ম এটাই যে, বান্দা নিজেকে গোলামিয়তের ওপর অবিচল রাখবে এবং তার চিন্তা-ভাবনা থেকে বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়ে সেখানে বিনম্রতার উচ্চ গুণ প্রজ্জ্বলিত হবে। এই জগতে সেই শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ যে 'আবদিয়্যত' তথা গোলামিয়তের ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এটা হলো সেই মাপকাঠি যা মহান আল্লাহ নিজেই স্থাপন করেছেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

'আমার গোলাম হয়ে থাকবে; এ ছাড়া দ্বিতীয় অন্যকোনো উদ্দেশ্যে আমি মানব ও জিনজাতিকে সৃষ্টি করি নি।'

## ইরশাদ তথা পথপ্রদর্শনের সিংহাসনে

দ্বিতীয় হজ সম্পন্ন করার পর কানপুরে থাকাকালেই রুশদ-হিদায়াত ও আত্মশুদ্ধির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এ সময় হযরত গাঙ্গুহি রহ. তাঁর বেশ কয়েকজন শিষ্যকে তাঁর খেদমতে পাঠিয়েছিলেন। থানাভবনে চলে আসার পর সেই সংখ্যা স্ফীত হতে শুরু করে। কিন্তু সেই 'হায়বাত'-আচ্ছন্ন দিনগুলোতে প্রায় বছরখানেক এ কাজটি বন্ধ ছিলো। তিনি নিজ থেকেই এ কাজটিকে স্থগিত রাখাকে সমীচিন মনে করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন মহান

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহ এই সর্বশেষ কঠিন স্তরটিও পেরোনোর তাওফিক প্রদান করেন তারপর থেকে তিনি নিয়মিতভাবে 'ইরশাদ' তথা অন্যকে পথ দেখানোর আসনে সমাসীন হন। সবসময়ের জন্যে তিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আত্মশুদ্ধি ও পরিশুদ্ধতার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েন।

প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী ও মরমী কবি মুহসিন কাকুরি রহ.-এর সুযোগ্য ছেলে মাওলানা নুরুল হাসান কাকুরি রহ.-এর একটি স্বপ্ন নিম্নে প্রদত্ত হলো। স্বপ্নটির মাঝে সুস্পষ্ট সুসংবাদ রয়েছে যে, হাকিমুল উম্মত রহ. আল্লাহর নির্দেশেই ইরশাদের এই আসনে সমাসীন হয়েছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সমকালীন সময়ের মুজাদ্দিদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তা হলো—

> 'আমি হজ আদায়কালে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করছিলাম তখন হযরত মাওলানা থানভি রহ.-কে নিয়ে একটি স্বপ্ন দেখি। অথচ সে সময় হযরত মাওলানার সঙ্গে আমার কোনো ভক্তিমূলক সম্পর্ক ছিলো না। শুধু এতটুকুই ছিলো যে, তাকে অনেক বড় আলেম মনে করতাম। ওদিকে আমাদের বংশও হক্কানী উলামায়ে কেরামের বেশি একটা ভক্ত-অনুরক্ত ছিলো না। মদীনা তাইয়্যেবায় অবস্থানকালে হযরত মাওলানাকে জড়িয়ে কোনো দূরবর্তী ভাবনাও ভাবিনি। কিন্তু হঠাৎ একরাতে স্বপ্নে দেখলাম যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি চৌকিতে অসুস্থ অবস্থায় শুয়ে আছেন। আর হযরত থানভি রহ. তাঁর সেবা-যত্ন করছেন। খানিকটা দূরে একজন বুজুর্গ বসে আছেন। যার সম্পর্কে স্বপ্নের ভেতরই আমার মনে হলো, তিনি চিকিৎসক। চোখ খুলতেই আমার মনে স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা চলে এলো যে, নবীজি অসুস্থ নন; বরং তাঁর উম্মতই অসুস্থ। আর হযরত মাওলানা যে সেবা-শুশ্রুষা করছেন তার অর্থ হলো, তিনি উম্মতের সংশোধনের কাজ করছেন। কিন্তু যে বুজুর্গকে দূরে বসে থাকতে দেখেছিলাম, বুঝে আসছিলো না যে, তিনি কে? হিন্দুস্তানে ফিরে আসার পর হযরত মাওলানার খেদমতে স্বপ্নের বৃত্তান্ত

www.banglakitab.weebly.com

জানিয়ে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। স্বপ্নের যেই ব্যাখ্যা আমার মনে এসেছিলো, সেটিও জানিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সংযুক্ত করে দিলাম যে, যেই বুজুর্গকে দূরে বসে থাকতে দেখেছি, বুঝে আসছে না যে, তিনি কে? উত্তরে হযরত মাওলানা লিখলেন যে, তিনি হলেন, হযরত মাহদি আলাইহিস সালাম। তবে যেহেতু তার আগমনের বিষয়টি সময়ের বিচারে অনেক দূরে এজন্যে স্বপ্নে তাঁকে অবস্থানগত দূরে দেখানো হয়েছে।'[১]

একই তাৎপর্যপূর্ণ আরেকটি স্বপ্ন দেখেছেন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর আরেকজন ইযাজতপ্রাপ্ত খলিফা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ হাসান অমৃতসরি মাদ্দাযিল্লুহু। যিনি পরবর্তীতে লাহোর নিবাসী হয়ে গেছেন। স্বপ্নটি নিম্নরূপ—

'কিছুদিন হলো, (এটি ১৩৫০ হিজরির ঘটনা) খানকাহ শরিফের মসজিদের মাঝখানে বাইতুল্লাহ শরিফ ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওযা দেখতে পেলাম। দুটোই খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। বাইতুল্লাহ শরিফকে মনে হলো, হযরত রহ.-এর সেহদরির দিকে। কিন্তু রওযা পাককেও মনে হলো, ঠিক বাইতুল্লাহ শরিফের আকৃতি ধারণ করেছে। অর্থাৎ তার ওপর গম্বুজ নেই। বাইতুল্লাহ শরিফ ও রওযা পাক; দুটোর ওপরই এতোটা সবুজ ও সুন্দর গেলাফ আবৃত রয়েছে যে, দুনিয়ার কোথাও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। উভয়টির ওপর প্রচণ্ড রকম দ্যুতি ও আলোকচ্ছটা জ্বলজ্বল করছে। হযরত রহ. বাইতুল্লাহ শরিফের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তাকে খুবই প্রফুল্ল ও উল্লসিত দেখাচ্ছিলো। আমি এতোটা হাস্যোজ্জ্বল তাকে আর কখনই দেখি নি। তিনি ঝাড়ু হিসেবে খেজুরের একটি ডালা হাতে

[১]. উক্ত স্বপ্নে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, সম্ভবত হযরত মাওলানা থানভি রহ. ও ইমাম মাহদি আলাইহিস সালামের মধ্যবর্তী সময়ে অন্যকোনো মুজাদ্দিদ জন্ম নেবেন না। মহান আল্লাহই ভালো জানেন। –সংকলক



www.banglakitab.weebly.com

ধারণ করে আছেন। যার লাঠির মাঝে হাতলের অংশ ছাড়া অন্যান্য অংশে ওদিক-ওদিক বিভিন্ন শাখা বেরিয়ে আছে। হযরত রহ. তখন এ সংকল্প করেছেন যে, বাইতুল্লাহ শরিফ ও রওযা পাকের আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধুলো-বালি পরিস্কার করে ফেলবেন।'

সুবহানাল্লাহ! কতোটা সুস্পষ্টভাবে এই উম্মতে মুহাম্মাদির কাছে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে যে, হাকিমুল উম্মত রহ. আগমন করেছেন এ উম্মতের সংস্কারক ও সুন্নাতের মুজাদ্দিদ হিসেবে।

তাইতো হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. থানাভবনের নিভৃত প্রান্তে বসে দুনিয়ার যাবতীয় প্রলোভন এড়িয়ে মুসলিম উম্মাহর যেই মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের মনজগতে যেভাবে রাজত্ব করেছেন, এরকম সৌভাগ্য কম খুব কম ব্যক্তিত্বের জীবনেই আসে।

শুধু হিন্দুস্তানের উত্তর-দক্ষিণ আর পুব-পশ্চিমেই নয়; বরং শষ্যসুশোভিত ইরানের সবুজ ভূমি থেকে, আফ্রিকার পাথুরে তেপান্তর থেকে, বৃটেনের অন্ধকার থেকেও সত্যসন্ধানী এই আলোকবর্তিকার কাছে ছুটে এসেছেন। এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী এই আলোর মিনার থেকে আলো ধারণ করে ঋদ্ধ হয়েছেন। যাদের তৃষ্ণা অন্য কোথাও নিবারিত হতো না, তারাও এসেছেন এবং এই সমুদ্রবৎ উৎস থেকে আহরণ করেছেন।

বছরের ১২ মাসই এ পরিমাণ ভক্ত, অনুরক্ত ও মুরিদ নিয়মিত থানাভবন আসতো যে, ফলশ্রুতিতে সরকার শুধু এ কারণেই থানাভবনকে একটি স্বতন্ত্র রেলস্টেশন ঘোষণা করে। মারেফাতের এই বাতিঘরে আলোকসন্ধানীদের এ পরিমাণ ভীড় লেগে থাকতো যে, হযরত সুলতানুল আওলিয়া রহ. ও হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর পর হিন্দুস্তানের ইতিহাসে তৃতীয় কোনো নজির খুঁজে পাওয়া যায় না।

হযরতের হাতে বাইআত হয়েছেন; এমন লোকের সংখ্যা শতসহস্র ছাড়িয়ে যাবে। অথচ অন্যত্রের মতো বাইআত জিনিসটি এখানে সস্তা ছিলো না। যা সহজেই অন্যত্র পাওয়া যেতো, তা এখানে ছিলো অতি কষ্টসাধ্য প্রাপ্তি।

www.banglakitab.weebly.com

এতদ্‌সত্ত্বেও হযরতের ইযাজতপ্রাপ্তদের সংখ্যা ১৩৯ পর্যন্ত পৌছেছিলো। যাঁদের মধ্য হতে ৭০ জন ছিলেন বাইআতের ইযাজতপ্রাপ্ত। সাধারণ পরিভাষায় যাঁদেরকে 'খলিফা' বলা হয়ে থাকে। আর ৫৯ জন ছিলেন 'সুহবতের ইযাজতপ্রাপ্ত'। যাঁরা বাইআত গ্রহণের অনুমতি পান নি, তবে তাবলিগের অনুমতি পেয়েছিলেন। ওই ৭০ জন খলিফার তালিকায় সমাজে সর্বশ্রেণির লোক রয়েছেন। এমনও লোক রয়েছেন যারা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত।

যেমন, খাজা আজিজুল হাসান গাওরি মাজযুব (বি.এ.এল.এল.বি. আলিগড়) রহ. ডক্টর মুহাম্মাদ আবদুল হাই (বি.এ.এল.এল.বি. আলিগড় [হোমিওপ্যাথি]) রহ. প্রমুখ।

আবার এমনও খলিফা রয়েছেন, যাদের বাহ্যিক শিক্ষার সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক ছিলো না। যেমন, হাজি মুহাম্মাদ উসমান খান দেহলভি রহ. (মালিক. কুতুবখানায়ে আশরাফিয়া) হযরত মাহমুদুল গনি সাহারানপুরি রহ.।

হযরতের এমনও খলিফা রয়েছেন, যারা ছিলেন আপন সময়ের অনেক বড় আল্লামা তথা জ্ঞানবিশারদ ও সফল শিক্ষক। যেমন, ১. সাইয়্যেদুল উলামা আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.। ২. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ হাসান সাহেব অমৃতসরি (সাবেক শায়খুল হাদিস. জামিয়া আশরাফিয়া লাহোর)। ৩. মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি দেওবন্দি সাহেব রহ. (প্রতিষ্ঠাতা. দারুল উলুম করাচি)। ৪. মাওলানা আবদুল বারি নদভি রহ. (সাবেক প্রফেসর. দর্শন বিভাব, জামিয়া উসমানিয়া হায়দারাবাদ, দকন। ৫. মাওলানা আবদুর রহমান কেম্বলপুরি সাহেব রহ. (সাবেক প্রধান শিক্ষক. মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর)। ৬. মাওলানা মুহাম্মাদ তাইয়্যেব কাসেমি রহ. (মুহতামিম. দারুল উলূম দেওবন্দ) প্রমুখ।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর এটিও একটি বৈশিষ্ট্য যে, যেভাবে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর সময় সে যুগের প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম তাঁর ফয়যের সমুদ্র থেকে আপন তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে সারিবদ্ধভাবে সমবেত ছিলেন, অনেকটা সেরকমই হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সময়েও অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম ও খোদাভীরুগণ তাঁরই

www.banglakitab.weebly.com

দস্তরখানের মেহমান ছিলেন। এটি মহান আল্লাহর অপার দান ছাড়া আর কিছুই নয়। কবির ভাষায়—

یہ بلند رتبہ جس کو مل گیا

'যে পেয়েছে, পেয়েছে সে-ই পরম এ সম্মান'

এ অধ্যায়ের শেষাংশে এসে এমন কিছু স্বপ্নের বৃত্তান্ত তুলে ধরছি, যার থেকে অনুমতি হবে যে, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. মহান আল্লাহর কাছে কতোটা প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁর কার্যক্রমের পদ্ধতি কতোটা পরিশুদ্ধ ছিলো! যদিও হযরতের জীবনের আদ্যোপান্ত চক্ষুষ্মান ব্যক্তিত্বদের নখদর্পণে। যাদের জন্যে এ সকল 'স্বপ্নবৃত্তান্ত'-এর আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। তারপরও অন্যদের দিকে তাকিয়ে কিছু স্বপ্নকথন পেশ করছি, হয়তো এটি তাদের হৃদয়ে বয়ে দেবে শান্তির অফুরান ফল্গুধারা। থানভি বাগানের শান্তিময় বাতাস সততই অফুরান।

১. একবার আমি অধম নিজেই হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে স্বপ্নে দেখেছি যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা বলছেন। যদিও সেখানে আরো অনেক উলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন কিন্তু আমি দেখলাম, সবার পক্ষ থেকে তিনিই প্রশ্ন করছেন আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উত্তর জানিয়ে দিচ্ছেন। আমি দেখলাম, অন্যদের তুলনায় তিনিই নবীজির সব থেকে কাছে রয়েছেন।

[মুহাম্মাদ আতিকুল্লাহ, থানা, ইসরাঈলগাঁও, বাঙ্গাল]

২. সেদিন ছিলো বৃহস্পতিবার। স্বপ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ করি। দেখতে পেলাম যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধমের শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের দোকানে আগমন করেছেন। এসময় তাঁর হাতে ছিলো হযরত থানভি রহ.-এর লেখা বিভিন্ন কিতাব। [আবদুল মান্নান খান দেহলভি]

ওই স্বপ্নে হযরতের রচনাবলি ও সংকলনসমগ্রের মকবুলিয়্যাতের দিকে ইশারা করা হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

**৩. অধম দেখতে পেলাম যে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথ চলছেন। তাঁর ঠিক পেছনেই রয়েছেন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.। তার পেছনে আমিও পথ চলছি। মোটকথা, আমরা তিনজন একসঙ্গেই পথ চলছি। [কানপুর থেকে]**

ওই স্বপ্নে বুঝানো হয়েছে যে, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মতাদর্শ সুন্নতে রাসুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৪. জুমুআতুল বিদার রাত আমি একটি স্বপ্ন দেখি যে, কোনো একটি স্থানে বসে মজলিস করছি। ইত্যবসের উপর থেকে একটি সিংহাসন নেমে এলো। যার ওপর চারটি প্রদীপ আলো ছড়াচ্ছিলো। চার ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তারা আমাকে সিংহাসনে বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সমুদ্র দেখতে পেলাম। সিংহাসনটি সেই সমুদ্রও পেরিয়ে গেলো। এভাবে পথ মাড়াতে মাড়াতে একপর্যায়ে একটি মসজিদ দেখতে পেলাম। সেখানে এসে সিংহাসনটি থেমে গেলে। ওখানে আমি নামায আদায় করলাম। মসজিদের পেছন দিক দিয়ে একটি নদী বইছিলো। সেখান থেকে ওই চারজন সঙ্গীসহ আমি পানি পান করলাম। এরপর আবার সিংহাসনে চড়ে বসলাম। সেটি চলতে শুরু করলো। কিছুক্ষণ পর একটি বাজার দেখতে পেলাম। সেখানে সবধরনের পণ্য বিক্রি হচ্ছে। তারা বাজারে এসে সিংহাসনটিকে থামালেন। সেখানে একটি দোকানের ওপর লেখা দেখতে পেলাম যে, 'এখানে রশিদিয়া ও আশরাফিয়ার কিতাব পাওয়া যায়'।

আমি লেখাটি পড়ার পর সেই লোকদেরকে বললাম যে, আমাকে মাওলানা রশিদ আহমদ সাহেব ও মাওলানা আশরাফ আলি সাহেবের কিতাবগুলো এনে দাও।' তারা আমাকে চারটি কিতাব এনে দিলেন। তাদের থেকে কিতাবগুলো নিয়ে পুনরায় সিংহাসনে আরোহন করে বিদায় নিলাম। কিছুক্ষণ পর একটি সাদা গৃহ দেখতে পেলাম। যার ওপর সবুজ পর্দা রয়েছে। এখানে এসে সিংহাসনটি থেমে গেলো। আমাকে ওই চারজন সঙ্গী গৃহের ভেতর নিয়ে গেলেন। তার ভেতর এতো বেশি আলো জ্বলজ্বল করছিলো যে, চোখ সহ্য করতে পারছিলো না। অথচ কোনো প্রদীপও দেখলাম, বাতিও দেখলাম

www.banglakitab.weebly.com

না। সেখানে কার্পেট ও আরামবালিশ রাখা ছিলো। যার ওপর দোজাহানের সর্দার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চারজন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান করছেন। তখন আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাদা সুতোর তৈরি কাপড় পরানো হচ্ছিলো। কাপড় পরার পর সেই আরাম বালিশে হেলান দিয়ে বসে পড়লেন। আমি দরোজার বাইরে তাদের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে ভেতরে ডেকে পাঠালেন। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদি. বললেন, ও হলো শরিফ আহমদ। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে ডেকে নাও। সে মাওলানা আশরাফ আলির খাদেম'। আমি সালাম নিবেদন করে বসে গেলাম এবং মুসাফাহা করলাম। ইতোমধ্যে সেখানে এক গ্লাস পানি এলো। প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন। এরপর তাঁর সঙ্গীকে দিলেন। সবশেষে আমাকেও দিলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মাওলানা সাহেবের কিতাবের ওপর আমল করে যাবে এবং অন্যদের বলা থেকে বিরত থাকবে না'।

[শরিফ আহমদ সিককাহ কানাজপুরি, জেলা : কারনাল]

ওই স্বপ্ন থেকে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর আধ্যাত্মিক সিলসিলার পরিশুদ্ধতা ও মকবুলিয়্যত, তাঁর ইলমি প্রজ্ঞার শুদ্ধতা এবং বর্তমান যুগে তাঁর রেখে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডারের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতির বিষয়গুলো বুঝে আসে।

৫. ঢাকার জনৈক বুজুর্গ হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে তেমন একটা চিনতেন না। স্বপ্নে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন যে, তিনি বলছেন, 'আশরাফ আলির কাছে আমার সালাম পৌঁছে দেবে'। সেই বুজুর্গ নিবেদন করলেন, 'হুযূর, আমি তার সম্পর্কে অবহিত নই'। নবীজি বললেন, যাফর আহমদের মাধ্যমে অবহিত হয়ে নাও। [মাওলানা যাফর আহমদ উসমানি রহ. হলেন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর আপন ভাগিনা। তিনি তখন ঢাকায় বসবাস করতেন। সেই বুজুর্গ তাকে চিনতেন।]

www.banglakitab.weebly.com

সেমতে সকালবেলা ওই বুজুর্গ হাজির হয়ে মাওলানা যাফর আহমদ উসমানি রহ.-এর কাছে স্বপ্নে বৃত্তান্ত তুলে ধরলেন। মাওলানা তখন স্বপ্নের সংবাদ হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে পৌঁছে দেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে যখন সংবাদটি পৌঁছে তখন তাঁর সত্তায় অন্যরকম অবস্থা নেমে আসে। স্বতস্ফূর্তভাবে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে 'ওয়া আলাইকাস সালামু ইয়া নবীয়্যাল্লাহ'। এরপর বলেন, 'আজ তো সারাদিন শুধু দরুদ শরিফই পাঠ করবো। অন্যসব কাজ বন্ধ'।

ওই স্বপ্ন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর উচ্চ মর্যাদা ও আল্লাহর কাছে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও ভালোবাসার দিকে ইঙ্গিত করছে।

## অসুস্থতা ও চিরবিদায়

সত্য ও হিদায়াতের যে প্রদীপ ১২৮০ হিজরিতে থানাভবনে উদিত হয়েছিলো এবং ১৩১৫ হিজরি থেকে পৃথিবীর বুকে শরিয়ত ও তরিকতের দ্যুতি ছড়াচ্ছিলো, অবশেষে ১৩৬২ হিজরিতে চিরদিনের জন্যে দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

মৃত্যুসন থেকে সম্ভবত পাঁচবছর আগ থেকেই পাকস্থলি ও যকৃৎ এমনভাবে অক্ষম করে ফেলেছিলো যে, যখন দাস্ত শুরু হতো তখন একাধারে চলতেই থাকতো। আবার এর বিপরীতে যখন পেটকষা শুরু হতো তখন অনেক দিন এমন অবস্থা বিরাজ করতো। যারফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে সমস্যা দেখা দিতে লাগলো। নিয়মিত চিকিৎসা চলতে থাকে। মহান আল্লাহর এই মূল্যবান আমানত টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে চেষ্টার ত্রুটি ঘটেনি। কিন্তু একমাত্র তদরিব ছাড়া বান্দার পক্ষে কী আর করা সম্ভব। বান্দার শক্তির সীমাবদ্ধতা এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রকট আকারে ফুটে ওঠে। দিনে দিনে রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। শেষদিকে ক্ষুধামন্দা দেখা দিতে শুরু করে। হাড্ডি-কঙ্কালসার দেহ নিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। অধিকাংশ সময় অর্ধহুশ-অর্ধবেহুশ অবস্থায় কেটে যেতো। কিন্তু যখনি হুশ ফিরে আসতো এবং যতোক্ষণ এ অবস্থা থাকতো তখনি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে বিজ্ঞসুলভ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত উত্তর জানিয়ে বাধিত

www.banglakitab.weebly.com

**করতেন। তন্ময় হয়ে যে কোনো শ্রোতারই মনে হতো যে, এটি বেহুশ অবস্থা নয়; বরং মাওলার প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত (ইসতিগরাক)-এর অবস্থা। নয়তো যে কোনো বিবেকের পক্ষেই এ কথা মেনে নেওয়া কষ্টকর হতো যে, এতোটা দুর্বলতা আর উপর্যুপরি বেহুশি সত্ত্বেও হযরতের বিচক্ষণ ক্ষমতা ও চিন্তনশক্তি কীভাবে প্রভাবিত না হয়ে পারে?**

একটি উদাহরণ দেখুন, সেই শয্যাশায়ী অবস্থা একবার ৩০০ রুপির একটি মানি-অর্ডার আসে। যার মাঝে লেখা ছিলো—

> 'আমি একবার মান্নত মেনেছিলাম যে যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য আসে, তাহলে আপনার খেদমতে ৩০০ রুপি পাঠাবো। সেমতে আপনার খেদমতে পাঠিয়ে দিলাম। আপনিই এর মালিক। যথেচ্ছা ব্যয় করতে পারেন।'

এর উত্তরে তিনি প্রচণ্ড দুর্বলতা নিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে লেখেন—

> 'প্রথমে তো তুমি লিখেছো, 'আপনি মালিক'। কিন্তু পরের বাক্যে তুমি ব্যয় করার অধিকার দিয়েছো। এটি হচ্ছে 'উকিল' নিয়োগের শব্দ। যেহেতু মালিক বানানো আর উকিল বানানো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি বিষয়, কাজেই তা ফিরিয়ে দেওয়া হলো।'

শরিয়তের বিধান অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি এতোটা যত্ন ও গুরুত্বারোপ কোনো অচেতন ব্যক্তির পক্ষে কী করে সম্ভব?

বাঙ্গাল[১] থেকে একবার এক নিষ্ঠাবান ভক্তের পত্র আসে। যার মাঝে লেখা ছিলো, হাদিস শরিফে এসেছে যে, যখন কোনো নবীর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাঁকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক্তিয়ার দেওয়া হয় যে, চাইলে আপনি দুনিয়ায় থেকে যেতে পারেন, অথবা আপনার ইচ্ছে হলে আল্লাহর কাছে চলে যেতে পারেন। ওই ভূমিকার পর পত্রে লেখা ছিলো যে, আমি এ বিশ্বাস করি যে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ

---

১. বাঙ্গাল দ্বারা উদ্দেশ্য, তৎকালীন সুবিশাল ভারতবর্ষের অবিভক্ত প্রদেশ 'বাঙ্গাল'। এর মাঝে বর্তমান সময়ের পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন বাংলাদেশ উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। –অনুবাদক

www.banglakitab.weebly.com

অনুসারী হবেন তারাও তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী ওই এক্তিয়ারের কিয়দাংশ পাবেন। এ কারণে আমার নিবেদন হলো, আমাদের মতো দুর্বলদের শিক্ষা-দীক্ষার দিকে তাকিয়ে আপনি আরো কিছু দিন এ দুনিয়ায় থেকে যাওয়ার উদ্যোগ নিন। উত্তরে তিনি লিখেন—

'তুমি কোনো ভালো চিকিৎসককে দিয়ে তোমার মাথার চিকিৎসা করাও।' এরপর তিনি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে সম্বোধন করে বলেন, 'প্রথম কথা হলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম যা যা পেয়ে থাকেন, ওলি-আউলিয়া ও মাশায়েখরাও তা পাবেন; এ কথা প্রমাণিত নেই।' এরপর তিনি আরো বল্লেন— 'যদি এমনটি হয়েও থাকে তাহলে প্রশ্ন হলো, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কোনটি গ্রহণ করেছেন? (অর্থাৎ তারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন)।

এতবস্থাতেই তিনি তাঁর মুরিদ খাজা আজিজুল হাসান সাহেব মাজযুব রহ. সম্পর্কে বলেন, তার একটি কবিতা আমার এতোটাই প্রিয় যে, যদি আমার কাছে এক লাখ টাকা হতো, তাহলে আমি তার বিনিময় স্বরূপ ওই অঙ্ক তাকে দিয়ে দিতাম। এরপর তিনি অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী কণ্ঠে আবৃত্তি করেন,

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی

'যতো চাওয়া মনে ছিলো, উবে গেছে সব
তুমি ছাড়া আর কোনো চাওয়া নেই।
এসো প্রিয়, বাধা সব হয়ে গেছে দূর
তুমি বিনে কারো সনে মায়া নেই ॥

অবশেষে ঘনিয়ে এলো প্রস্থানক্ষণ। ১৫ রজব ১৩৬২ হিজরি সোমবার সকাল থেকেই ঘনঘন দস্তা হচ্ছিলো। দেহকাঠামো এতোটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলো যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্যে বিছানা থেকে ওঠার শক্তিও ছিলো না। বাধ্য হয়ে বারংবার কাপড় বদলাতে হচ্ছিলো। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, নামায আদায় সহ অন্যান্য হক আদায়ের প্রতি হাকিমুল উম্মত রহ.-এর গভীর গুরুত্বারোপ অন্তিম নিঃশ্বাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। সেই সোমবার মাগরিবের

www.banglakitab.weebly.com

পর তিনি ছোট স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি দুজনেরই মাসিক খরচ দিয়েছি?'

সান্ত্বনা দিয়ে স্ত্রী বললেন, 'আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আপনি সব আদায় করেছেন। এখন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

হযরত বললেন, 'আজ তো আমি চলে যাচ্ছি'।

স্ত্রী নিবেদন করলেন, 'কোথায়?' ইরশাদ হলো, 'তুমি জানো না?'... এরপর আবার অচেতন হয়ে পড়েন। এভাবেই সোয়া ঘণ্টা কেটে যায়। তীক্ষ্ণ শব্দ করে নিঃশ্বাস বেরোচ্ছিলো। যখন নিঃশ্বাস উপর দিকে চলে আসতো, তখন একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য হলো, এসময় হযরতের মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুলির মাঝখান থেকে হাতের পৃষ্ঠদেশ থেকে এতোটাই তীব্র আলোকচ্ছটা বেরোতো যে, বৈদ্যুতিক বাতির আলো পর্যন্ত তার সামনে ম্লান হয়ে যেতো। নিঃশ্বাসের উত্থান-পতনের সঙ্গে ওই আলোকচ্ছটা যাওয়া-আসা করতো। যখন তা শেষ হতো তখন এটিও হারিয়ে যেতো।

এতে আশ্চর্যের কী আছে? দীর্ঘদিন যাবত যে অঙ্গুলি দিয়ে সত্য ও মারেফাতের সীমাহীন লেখনি অস্তিত্ব পেয়েছে সেখান থেকে এমন আলোকচ্ছটা বেরোতেই পারে।

তীব্র ঝড়ো বাতাস আর ঝঞ্ঝাবায়ুর সঙ্গে মোকাবিলা করে সত্যের মাহফিলের যেই প্রদীপ নিভু নিভু করে হলেও সমান দ্যুতি ছড়িয়ে আসছিলো, অবশেষে সেই প্রদীপ সোমবার দিবাগত রাত (অর্থাৎ ১৩৬২ হিজরির ১৬ ও ১৭ রজব, মোতাবেক ১৯৪৩ ঈসাব্দের জুলাই মাসের ১৯ ও ২০ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে চিরদিনের জন্যে অস্তমিত হয়। এসময় হযরতের বয়স হয়েছিলো, ৮২ বছর ৩ মাস।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

বিশাল এই দুঃসংবাদ বাতাসের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। উলামায়ে কেরাম ও মাশায়েখদের হৃদয়ের ওপর এটি বজ্র হয়ে নিপতিত হয়। হাজার সহস্র জনতা পূর্বে হৃদয়ভরা ভালোবাসা ও প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষার নৈবেদ্য নিয়ে যেই মঞ্জিলের পথে রওয়ান হতেন, আজ তারা উষর প্রভাতেই রাজ্যের বেদনা ও হাহাকার নিয়ে থানাভবনের পথে কদম ফেলছেন। আহ্! থানাভবনের শান্তিকুটির আজ তাদের জন্যে শোকাহত নীড়!

www.banglakitab.weebly.com

সাহারানপুর সহ অন্যান্য শহর থেকে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। হাজারো শোকাহত জনতা হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর শেষযাত্রার সঙ্গী হন।

عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے

বুকের ব্যথাগুলো চাপা থাক বুকে
সমারোহে হবে শবযাত্রা
প্রিয় মোর যাবে আজ বহু দূর
প্রেম পাবে আজ শেষ মাত্রা ॥

ঈদগাহে জানাযার নামায আদায় করা হয়। হযরত থানভি রহ. বেঁচে থাকা অবস্থায় একটি কবরের জন্যে কিছু জায়গা ওয়াকফ করেছিলেন। জায়গাটির ঐতিহাসিক নাম, 'কবরিস্তানে ইশকে বাঝাঁ'। সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরতের ইন্তিকালে গোটা দেশে হাহাকার পড়ে যায়। দেশের বৃহৎ দরসগাহ ও খানকাহগুলোতে উদাসীনতা ছেয়ে পড়ে। مَوتُ العَالِمِ موتُ العالم : একজন আলিমের ইন্তিকাল একটি জগতের প্রস্থানের সমান।

দেশের শীর্ষস্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ইলমি ও আমলি অবদান এবং তাঁর অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের ওপর অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়।

যারা হযরতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন, তাদের ব্যাপারে একটি কথা আমি নিজে কুতুবখানায়ে আশরাফিয়ার তৎকালীন কর্ণধার হাজি মুহাম্মাদ উসমান খান সাহেব রহ.-এর মুখে শুনেছি যে, যেসব সম্পর্কধারী ব্যক্তিগণ হযরতের জানাযায় শরিক হতে পেরেছেন, তারা পরবর্তীতে বেশ দ্রুত প্রশান্তি ও প্রশস্তি লাভ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যারা জানাযায় শরিক হতে পারেন নি, তাদের মনের বিচ্ছেদের আগুন নিভতে দীর্ঘ যুগ লেগেছে।

اے آتش فراقت جانہا کباب کردہ

'হায়, বিরহানল, কত প্রাণ তুমি করেছো ভস্ম'

www.banglakitab.weebly.com

## শাহাদাতের সুমহান মর্যাদায় অধিষ্ঠান

হযরত থানভি রহ.-এর ইন্তিকালের পর তাঁরই ইজাজতপ্রাপ্ত জনৈক খলিফা স্বপ্নে দেখেছেন যে, হযরত শায়খ বলছেন, আমি শাহদাতের সুমহান স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছি। এমনিতে তো এ ধরনের অসংখ্য সুসংবাদ আল্লাহর অনেক মুখলিস বান্দা স্বপ্নযোগে পেয়েছেন। তবে সেগুলোর মধ্য হতে এই একটিকে এখানে উল্লেখ করার কারণ হলো, 'শাহাদাতের' সুমহান মর্যাদা অধিষ্ঠিত হওয়ার সুসংবাদটি হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ.-এর একটি মন্তব্যের আলোকে যুক্তিসংগত মনে হচ্ছে এবং হযরত থানভি রহ.-এর আমল থেকে তার সমর্থনও পাওয়া যায়। হযরত শাহ সাহেব রহ. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার এক স্থানে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মাদির গুণী ব্যক্তিত্বগণ সবাই সমান নন। তাদের মাঝে স্তরগত ও মর্যাদাগত ভিন্নতা রয়েছে। সেখানে তিনি একথা লিখেছেন যে,

> 'শহীদ' হলেন সেসব লোক, যারা মানবজাতির পথপ্রদর্শনের জন্যে আদিষ্ট। উচু স্তরের ফেরেশতাদের মতো তারাও কাফেরদের প্রতি লানত করেন এবং ঈমানদারদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। নেককাজের দিকে পথ দেখান এবং অন্যায়কাজ থেকে বাঁধা দেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ইসলামকে বিজয়ী করার কাজে নিমগ্ন থাকেন। যেদিন কিয়ামত সংঘঠিত হবে, সেদিন তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে শত্রুতায় অবতীর্ণ হবেন এবং তাদের কাফের হওয়ার সাক্ষ্য দেবেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেই মিশন দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে সেই মিশনকে একটি দেহ ধরা হলে তারা হবেন সেই দেহের একেকটি অঙ্গের মতন। মিশনের উদ্দেশ্য তাদের মাধ্যমে পূর্ণতা পাবে। কাজেই তাদেরকে অন্যদের থেকে উত্তম মনে করা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমীহ প্রদর্শন করা সকলের ওপর ওয়াজিব।'

www.banglakitab.weebly.com

`

# দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

## দীনি ইলমের ময়দানে হযরত রহ.-এর অবদান

www.banglakitab.weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

## অবদানের সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতা

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর রচনাবলি ও দীনি ফয়য ও বরকতের এই সংকলিত ভূবন এতোটাই বৈচিত্রময় যে, সেগুলোকে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে একত্র করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এর মাধ্যমে হযরতের ইলমের সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়। হযরতের গুণাবলির তালিকায় এ গুণটিকে অবশ্যই সর্বাগ্রে রাখতে হবে।

তিনি ছিলেন কুরআন কারীমের হাফিয, অনুবাদক, তাজবিদ বিশ্লেষক, মুফাসসির, তার মধ্যকার অন্তর্নিহিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ব্যাখ্যাকার, তার ওপর আরোপিত সংশয় ও সন্দেহের অপনোদনকারী।

পাশাপাশি তিনি ছিলেন মুহাদ্দিস, হাদীসের অন্তর্নিহিত রহস্য ও গোপন তথ্যের উদ্ঘাটনকারী। উপর্যুপরি তিনি ছিলেন, ফকীহ, যিনি হাজারো ফিকহি মাসআলার উত্তর লিখেছেন, নিত্য নতুন প্রশ্নাবলির উত্তর দিয়েছেন, নব উদ্ভাবিত সমস্যাবলির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ফতোয়া দিয়েছেন।

তিনি ছিলেন মহান খতিব। নবীজি হতে বর্ণিত খুতবাগুলো সংকলন করেছেন। তিনি ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ বক্তা; তাঁর সহস্র বয়ান ও নসিহত প্রকাশিত হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক সাধনাকারী সুফি। ইলমে তাসাউফের গভীর থেকে গভীরতর রহস্য উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর জ্ঞানের মজলিসগুলোতে ইলম, মারেফাত এবং দীন-হিকমতের মুক্তো বৃষ্টির মতো বর্ষিত হতো। সেই মুক্তোগুলো আজ 'মালফুযাত' নামক সুতোর মালায় শোভা পাচ্ছে। এ ধরনের মালফুজাত গ্রন্থসংখ্যায় বিশ ছাড়িয়ে গেছে।

তিনি ছিলেন একজন সার্বিকভাবে পরিপূর্ণতার অধিকারী মুরশিদ। হাজারো হেদায়াতপ্রার্থী ও উপকারকামী জনতা তাঁর কাছে নিজের অবস্থা ও ঘটিত বিষয়াবলি পেশ করতেন আর তিনি তার প্রশান্তিদায়ক উত্তর প্রদান করে

www.banglakitab.weebly.com

বাধিত করতেন। যারফলে তারা পেয়ে যেতো তাদের হেদায়াতের কাঙ্ক্ষিত রাজপথ। 'তারবিয়াতুস সালিক' যার ওপর সংকলিত সামগ্রিক গ্রন্থ।

তিনি বিগত সময়ের অসংখ্য বুজুর্গদের অবস্থা ও তাদের কামালাত সংকলন করেছেন। জ্ঞানের এই ভাণ্ডারের সঙ্গে সকলকে পরিচিত করেছেন। এ বিষয়ের ওপর তাঁর সংকলিত রচনা অসংখ্য। চিশতি সিলসিলার বিভিন্ন বুজুর্গদের জড়িয়ে কথা ও কাজের বৈপরিত্যের যেসব অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে সতর্কতাপূর্ণ পথ কী? এবং এক্ষেত্রে সঠিক ব্যাখ্যা কী? তা জানিয়ে তিনি উম্মতকে বাধিত করেছেন। হযরতের বিভিন্ন আলোচনা থেকে সারাংশ বের করে, বা সেখান থেকে নির্বাচিত অংশ চয়ন করে, কিংবা সেগুলোকে পরবর্তী সময়ের ভাষার প্রবাহ অনুপাতে সহজীকরণের মাধ্যমে অন্যরা যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন, সেগুলোর কথা না হয়ই বাদই দিলাম। এগুলো তো হলো মুরিদদের বিন্যাস।

তিনি ছিলেন উম্মতের সংস্কারক। উম্মতের সহস্র ত্রুটির তিনি সংশোধন করেছেন। বিভিন্ন রুসুম ও বিদআত নির্মূল করেছেন। সংশোধন, প্রথানির্মূল ও ব্যক্তিজীবনের অবস্থার পরিবর্তনের ওপর তিনি অজস্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন উম্মতের চিকিৎসক। মুসলমানদের চিকিৎসা ও পুনর্জাগরণের ওপর 'হায়াতুল মুসলিমিন' ও 'সিয়ানাতুল মুসলিমিন' সহ প্রভৃতি পুস্তিকা রচনা করেছেন।

মোটকথা, মুসলিম উম্মাহর এমন কোনো ধর্মীয় প্রয়োজনের ক্ষেত্র নেই, যার ওপর হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর কথা বা কাজের মাধ্যমে অবদান রাখেন নি। হযরতের কর্মময় জীবনের অবদান কতোটা ব্যাপক ও বিস্তৃত; গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার পরই তা অনুমিত হয়।

তাঁর রচনাবলি ছড়িয়ে পড়েছিলো গোটা ভারতবর্ষের দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এবং তা সহস্র মুসলমানের জীবনে নিয়ে এসেছিলো কল্যাণ ও পরিবর্তনের অভূতপূর্ব আলোকবর্তিকা। অনেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ আপন আপন দেশের ভাষায় সেগুলোর অনুবাদ করেছেন। আরবি থেকে শুরু করে ইংরেজি, বাংলা, গুজরাটি ও সিন্ধি ভাষায় তার অসংখ্য রচনা অনূদিত হয়ে আলোর মুখ দেখেছে।

ছোট-বড় পুস্তক-পুস্তিকা ও বিশাল কলেবর সমৃদ্ধ রচনাবলি মিলিয়ে হযরতের সংকলিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় আট শো। ১৩54 হিজরিতে হযরতেরই এক

www.banglakitab.weebly.com

খাদেম মৌলভি আবদুল হক ফতেহপুরি সাহেব তাঁর রচনাবলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলেন। প্রমাণ সাইজের ৮৬ পৃষ্ঠা লেগেছিলো সেই তালিকা প্রকাশে। এরপর পরবর্তী ৯ বছরে আরো অনেক পুস্তিকা ও গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিলো। যা ছিলো ওই তালিকার বাইরে। কাজেই যে কথা বলা হয়ে থাকে যে, প্রতিটি শতাব্দির মুজাদ্দিদ তাঁর শতাব্দির গুণাবলির শ্রেষ্ঠ নমুনা হয়ে থাকেন।

ইসলামী জগতের উলামায়ে কেরামের ইতিহাসে এমন অনেক বুজুর্গ রয়েছেন, যাঁদের রচনাবলির পৃষ্ঠাসংখ্যা যদি তাঁদের জীবনের দিনগুলোর ওপর ভাগ করে দেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, রচনার পৃষ্টাসংখ্যা জীবনের দিনসংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। ইমাম জারির তাবারি, হাফেজ খতিব বাগদাদি, ইমাম রাযি, হাফেজ ইবনে জাওযি, হাফেজ সুয়ুতি প্রমুখের নাম নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মাওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই ফেরেঙ্গেমহল্লি এবং মরহুম নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রমুখের নাম নেওয়া যেতে পারে। হযরত থানভি রহ. ছিলেন সেই মহান ব্যক্তিত্বের তালিকার অন্যতম সংযোজন।

## হযরত থানভি রহ.-এর রচনাবলির বৈচিত্র

মাওলানা রহ.-এর পুস্তিকা ও রচনাবলির সংখ্যা প্রায় আট শো। তবে সেখানে অনেকগুলো ছোট ছোট পুস্তিকায় রয়েছে। আজকের পরিভাষায় যাকে প্রবন্ধ-নিবন্ধ বলা যেতে পারে। সেগুলোর কয়েকটি এতোটাই সংক্ষিপ্ত যে, তার কলেবর সাকুল্যে দুপৃষ্ঠা হবে। আবার কিছু কিছু রচনা কয়েক খণ্ড ও ভলিয়মে প্রকাশিত হয়েছে।

## ভাষা

অধিকাংশ রচনাই গদ্যাকারে, উর্দু ভাষায় সংকলিত হয়েছে। তবে বারো-তেরোটি গ্রন্থ ও পুস্তিকা আরবি ভাষায় রচিত হয়েছে। যেমন—

১. سبق انعايات في نسق الآيات

২. أنوار الوجود

৩. التجلي العظيم



www.banglakitab.weebly.com

৪. حواشي تفسير بيان القرآن

৫. تصوير المقطعات

৬. التلخيصات العشر

৭. مأة دروس

৮. الخطب المأثورة

৯. وجوه المثاني

১০. سبع سيارة

১১. زيادات

১২. جامع الآثار

১৩. تأئيد الحقيقة

হযরত থানভি রহ. ফারসি ভাষায় তিনটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন—

১. مثنوی زیر وبم

২. تعلقات فارسي

৩. عقايد باني كالج

## গদ্য ও পদ্য

পদ্যে তিনি একটি গ্রন্থই সংকলন করেছেন। مثنوی زیر وبم। এটি ছিলো ছাত্রজীবনের শেষদিকের রচনা। মূলত সেখানে একজন নির্বোধ প্রেমিক ও চতুর প্রেমাস্পদের ঘটনা উপজীব্য করে রচনা করা হয়েছে। গল্প হলেও সেখানে মানবপ্রবৃত্তির জন্যে অনেক শিক্ষণীয় খোরাক রয়েছে।اوراد رحماني এর শেষাংশে একটি কবিতা রয়েছে।

হযরত থানভি রহ. ফারসি ভাষায় অসংখ্য কবিতা জানতেন। হাফেজ সিরাজি ও মাওলানা রুমি রহ.-এর অনেকগুলো কবিতা হযরতের জবান মুবারকে উপস্থিত থাকতো। কবিতাচর্চার প্রতিভা ছিলো, কিন্তু কখনো সেটিকে প্রয়োগ করেন নি। শ্রদ্ধেয় ভাইজান মৌলভি মাসউদ আলি নদভি রহ. একসময় থানাভবনে বসবাস করতেন। একবার আমি তার উদ্দেশে আমার আসার

সংবাদ জানিয়ে একটি পত্র লিখেছিলাম। সেখানে আমি মরহুম রিয়াদের এই পংক্তিটুকু জুড়ে দিয়েছিলাম,

زندگی ہے تو فقیروں کا بھی پھیرا ہوگا

ভবঘুরেদের জীবন যখন,
পথে-প্রান্তে কাটছে তখন।

ভাইজান হযরত রহ.-এর কাছে আমার আগমনের সংবাদ পেশ করার সময় ওই কবিতাটিও উপস্থাপন করেন। তখন হযরত রহ. তৎক্ষণাৎ সংশোধনী দিয়ে فقیروں শব্দের স্থলে سلیماں শব্দ সংযুক্ত করে বলেন—

زندگی ہے تو سلیماں کا بھی پھیرا ہوگا

সুলাইমানী জীবন যখন,
খোদার পথেই কাটবে তখন।

## রচনার বিষয়বস্তু

হযরত থানভি রহ.এর অধিকাংশ রচনাই সমাজ সংশোধনমূলক ও ফেকাহসংশ্লিষ্ট। গুটিকয়েক রচনা পাঠ্যক্রম সম্পর্কিত। হযরত রহ.-এর ধর্মীয় পুস্তিকাগুলো উলূমুল কুরআন, উলূমুল হাদিস, ইলমে কালাম ও আকায়িদ, ফেকাহ ও ফাতাওয়া, আত্মশুদ্ধি ও তাসাওউফ এবং নসিহত বিষয়ক আলোচনা সমৃদ্ধ।

## কুরআন কারীম সম্পর্কিত বিদ্যাচর্চা

ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রথম সোপান হলো, কুরআন কারীম। এই কুরআন কারীমের খেদমতে হযরত থানভি রহ. যে অবদান রেখেছেন, সেটিকে অবশ্যই তাঁর ইলমি কারামত স্বীকার করতে হবে। কানপুরে নিবাসের দিনগুলোতে সেখানকার মাতবায়ে ইনতিযামিতে তিনি প্রায়সময় গমন করতেন। সেখানে তিনি মুফাসসিরে কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদি.-এর স্বপ্নে দর্শন লাভ করেন। এই সেই মহান মনীষী, যার জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছিলেন, اللّٰهُمَّ علمه الكتاب : [হে আল্লাহ, আপনি তাকে কুরআনের ইলম দান করুন]। যার জন্যে নবীজি সুসংবাদ জানিয়েছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

থানভি রহ. বলেন, ওই স্বপ্নের পর কুরআন কারীমের সঙ্গে আমার মানসিক সম্পর্ক পূর্বাপেক্ষা বেড়ে যায়। স্বপ্নটি ছিলো তারই ইঙ্গিতবাহক।

তিনি শুধু কুরআন কারীমের অর্থগত খেদমতই আঞ্জাম দেন নি, বরং শাব্দিক খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেছিলেন। তিনি কুরআন কারীমের শব্দ ও অর্থ; উভয়ের হাফেজ ছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চ মানসম্পন্ন হাফেজ ও কারী। তাজবিদ ও কেরাত শাস্ত্রে তিনি গভীর বুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। শেষজীবনে পানিপথের প্রখ্যাত কারী আবদুর রহমান পানিপথি রহ.-এর সাহচার্যের বদৌলতে কিরাত শাস্ত্রের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিলো।

একবার হযরত থানভি রহ. পানিপথ গমন করেন। সেসময় স্থানীয় লোকদের অনুরোধে তিনি স্বশব্দে কিরাত বিশিষ্ট এক নামাযে ইমামতি করেন। নামাযের মাঝে তিনি কোনো ধরনের ভনিতা ছাড়াই অকৃত্রিমভাবে তিলাওয়াত করেন। পেছনের মুসুল্লিগণ তাঁর তিলাওয়াতে এতোটাই মুগ্ধ হন যে, নামায শেষে তারা স্বীকার করেন যে, আজ পর্যন্ত অকৃত্রিম কণ্ঠে এমন বিশুদ্ধ মাখরাজ বিশিষ্ট তিলাওয়াত ইতোপূর্বে কখনই শুনি নি।

আরেক স্থানে তিনি ফজরের নামাযে ইমামতি করেন। সেই জামাতে একজন কণ্ঠশিল্পী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। নামায শেষে লোকটি মন্তব্য করেন, আপনার তিলাওয়াতে সংগীত শিল্পের পরিভাষায় প্রভাত রাগিণীর সুর ঝংকৃত হয়।

হযরত থানভি রহ.-এর তিলাওয়াতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সেখানে আরবি ভাষার মাখরাজ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসৃত হতো। কিন্তু তার কণ্ঠসুরে কখনো প্রচলিত কারীদের কৃত্রিমতা ফুটতো না। সেখানে কণ্ঠকে সুন্দর করার অযাচিত প্রয়াসও পরিলক্ষিত হতো না। সেখানে শব্দের তাল ও লয়ের উত্থান-পতনও হতো না। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত কণ্ঠে অকৃত্রিমভাবে স্থানভেদে শব্দতরঙ্গ উচু-নিচু হতো। যার কারণে শ্রোতামণ্ডলীর অন্তকরণে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতো। কবির ভাষায়—

ہر چہ از دل خیزد بر دل ریزد

মনের ভাষণ মনেই বসত পাতে।

www.banglakitab.weebly.com

## ১. তাজবিদ, কিরাত ও কুরআনসংশ্লিষ্ট রচনা

**কুরআন কারিম সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহের তালিকায় এ শাস্ত্রটি সর্বাগ্রে আসে। এ সম্পর্কে হযরত রহ. যেসকল সৃষ্টিকর্ম পেশ করেছেন, তা নিম্নরূপ—**

**১. جمال القرآن : এটি তাজবিদ শাস্ত্র সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা। এর মাঝে** কুরআন কারিম তারতিল ও তাজবিদসহকারে তিলাওয়াত করা সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসায়িল আলোচিত হয়েছে। মাখরাজ, সিফাত, ইযহার ও ইখফার বর্ণসমূহ, ইবদাল, ইদগাম, তাফখিম, তারতিক, ওয়াকফ ও ওয়াসাল সম্পর্কিত বিভিন্ন মাসআলাও উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. تجويد القرآن : এটি একটি সংক্ষিপ্ত ছন্দাবদ্ধ পুস্তিকা। শিশু-কিশোরদের সহজে তাজবিদের সাধারণ মাসায়িল মুখস্থ করতে এটি অত্যন্ত সহায়ক।

৩. رفع الخلاف في حكم الأوقاف : কুরআন কারীমের কিছু কিছু ওয়াকফ নিয়ে কারী সমাজে যেই মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, ওই গ্রন্থে সেগুলোর কারণ ও সমন্বয় সাধনের উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে।

৪. وجوه المثاني : এর মাঝে কুরআন কারীমের প্রসিদ্ধ কেরাতের মতভেদগুলোকে কুরআন কারীমের সূরাসমূহের বিন্যাস সহকারে সরল আরবিতে সংকলন করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষাংশে তাজবিদ ও কিরাতের কিছু কায়দাও লিখে দেওয়া হয়েছে।

৫. تنشيط الطبع في إجراء السبع : সাত কিরাত ও এ শাস্ত্রের বর্ণনাকারীদের পূর্ণ বৃত্তান্ত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. زيادات على كتب الروايات : গ্রন্থটিতে কিরাতের অপ্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতগুলোর সনদ উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি وجوه المثاني-এর শেষে সংযোজিকা আকারে যুক্ত হয়েছে।

৭. ذنابات لما في الروايات : এটি পূর্বের গ্রন্থটির সংযোজিকা।

৮. يادگار حق القرآن : গ্রন্থটির মাঝে কুরআন কারীমের আদব, তাজবিদের বিভিন্ন মাসআলা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এটি আদতে تجويد القرآن গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ও সংযোজিত রূপ।

www.banglakitab.weebly.com

৯. متشابهات القرآن لتراويح رمضان : তারাবিহ নামাযে কুরআন কারিম শোনানোর সময় হাফেজগণ সাধারণত যেই প্রসিদ্ধ স্থানগুলোতে 'মুতাশাবিহাত'-এর শিকার হয়ে থাকেন, তার থেকে উত্তরণের জন্যে এখানে কিছু মূলনীতি, কৌশল ও উপায় বাতলে দেওয়া হয়েছে।

১০. آداب القرآن : কুরআন কারীমের তিলাওয়াতের শিষ্টাচার এবং তিলাওয়াতকারী সাধারণত যেসব উদাসিনতার শিকার হয়ে থাকেন, সে সম্পর্কে সংশোধনমূলক কিছু নির্দেশনা গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

## ২. কুরআন কারীমের তরজমা ও তাফসির

১. ترجمة : এটি কুরআন কারীমের সরল ও পারিভাষিক অনুবাদ। এখানে ভাষার সাবলীলতার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার শুদ্ধতার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। কুরআন কারীমের অনেক বহুল ও ব্যাপক পঠিত অনুবাদগ্রন্থে এ ধরনের সতর্কতার ছাপ দেখা যায় না। এ পর্যন্ত কুরআন কারীমের সবচেয়ে বিশুদ্ধ উর্দু অনুবাদ হলো, হযরত মাওলানা শাহ রফি উদ্দীন দেহলভি রহ.-এর তরজমা। কিন্তু সেখানে অনেক ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে। সাধারণ উর্দুভাষীদের পক্ষে সেখান থেকে মর্মোদ্ধার করা নিতান্তই মুশকিল। হযরত থানভি রহ.-এর অনুবাদের মাঝে ওই দুই বৈশিষ্ট্য চমৎকার ফুটে ওঠেছে। অর্থাৎ অনুবাদের বিশুদ্ধতা ও ভাষার পারিভাষিকতা।

ওই অনুবাদগ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, বর্তমান সময়ের লোকদের স্বল্পজ্ঞানের কারণে বা অনুবাদের ক্ষেত্রে অসতর্কতার কারণে কুরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াত সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের মনে কিছু সন্দেহ বা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হযরত থানভি রহ. কুরআন কারীমের আয়াতসমূহের অনুবাদ এমনভাবে আদায় করেছেন যে, তা পাঠ করার সময় পাঠকদের মনে এমনিতেই সেই সন্দেহগুলো সৃষ্টি হবে না। অথচ তিনি কুরআন কারীমের শব্দ থেকে সামান্যতমও স্থানচ্যুত হন নি। এজন্যে তিনি কোথাও কোথাও অধিকতর স্পষ্টতার লক্ষ্যে বন্ধনীর মাঝে প্রয়োজনীয় তাফসিরি শব্দও সংযোজন করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এটি হযরত রহ.-এর একটি বিশাল অবদান।

২. تفسیر بیان القرآن ১২ খণ্ডের বিশাল এ গ্রন্থে কুরআন কারীমের পূর্ণাঙ্গ তাফসির উঠে এসেছে। এ গ্রন্থটি তিনি আড়াই বছরে সম্পন্ন করেছেন। ওই তাফসিরগ্রন্থের মাঝে নিম্নের বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে ওঠেছে—

সরল ও পারিভাষিক শব্দপ্রয়োগ, যথাসাধ্য শব্দে শব্দে অনুবাদ, তার নিচে [ف] ইঙ্গিতে ফায়িদা বলে আয়াতের তাফসির, তাফসিরের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বর্ণনা ও

www.banglakitab.weebly.com

**মহান পূর্বসূরীদের অমিয়বাণী সংযোজনের বাধ্যবাধকতা অবলম্বন করা হয়েছে। এর সঙ্গে ইলমে ফিকাহ ও ইলমে কালাম সম্পর্কিত বিষয়গুলোকেও স্পষ্ট করা হয়েছে। শব্দের বিশ্লেষণ ও ইলমে নাহুর বিভিন্ন তারকিবও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সন্দেহ ও আপত্তি খণ্ডন করা হয়েছে। ইলমে তাসাওউফ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিগূঢ় তত্ত্বও সংযুক্ত করা হয়েছে। তাফসিরের সমস্ত কিতাব সামনে রেখে সেগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি তাফসিরকে** দলীলের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। টীকার মাঝে জ্ঞানানুরাগীদের জন্যে আরবি ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ সম্পর্কিত নানা জটিলতার নিরসন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে আরবীতে নানা রকম তথ্য, তত্ত্ব ও গূঢ় বক্তব্যও সংযুক্ত করা হয়েছে। জ্ঞানের উৎস হিসেবে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করা হয়েছে প্রখ্যাত হানাফি মুফাসসির আল্লামা আলুসি বাগদাদি রচিত 'রুহুল মাআনী'-এর ওপর। যেহেতু ওই তাফসিরগ্রন্থটি হিজরি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা হয়েছে, যার কারণে এটিকে বলা যেতে পারে পূর্বের সকল তাফসিরগ্রন্থের সারাংশ। বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখানে এক স্থানে দক্ষতার সঙ্গে সংকলন করা হয়েছে।

সাধারণত মনে করা হতো, উর্দু তাফসিরগ্রন্থগুলো উলামায়ে কেরাম সাধারণ উর্দুভাষীদের জন্যে রচনা করেছেন। হযরত থানভী রহ.-এর ওই তাফসিরগ্রন্থকেও ওই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হতো। কিন্তু একবার ঘটনাচক্রে হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. ওই তাফসিরগ্রন্থটি হাতে নিয়ে অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নশেষে তিনি মন্তব্য করেন, আমি মনে করতাম, উর্দু ভাষায় এ তাফসিরগ্রন্থটি সাধারণ মানুষের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিলো। কিন্তু এখন আমার অনুভূতি হলো, এটি উলামায়ে কেরামের জন্যেও উপকারী গ্রন্থ।

আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.-এর অভিমত হলো, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এই তাফসিরগ্রন্থ সংকলনের সময় সবসময় প্রাচীন তাফসিরগ্রন্থসমূহের সর্বাধিক প্রনিধানযোগ্য ব্যাখ্যাকে সামনে রেখেছেন। তদুপরী আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক (ربط آيات) বিষয়টি তিনি কখনই ভুলে যান

www.banglakitab.weebly.com

নি। যা হযরত হাকীমুল উম্মত রহ.-এর লেখনীর মাঝে স্পষ্টাকারে ফুটে উঠেছে। তবে যেহেতু প্রথমতঃ আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের নীতিমালা সবার সম্মুখে একরকম নয়; এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পর্কের সঠিক অভিব্যক্তি প্রকাশকালে অবশ্যই মানবিক উপলব্ধি ও অভিরুচির আশ্রয় নিতে হয়; যার কারণে হযরত থানভি রহ.-এর পেশকৃত সুরাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ((ربط آيات-এর সঙ্গে হয়তো অন্যকোনো গভীর জ্ঞানের অনুরাগী ব্যক্তির দ্বিমত করতে পারেন এবং এটা স্বাভাবিক বিষয়। তদ্রুপ মুফাসসিরীনে কেরামের বিভিন্ন মতামতের মধ্য হতে নির্দিষ্ট আকারে কোনো একটি অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে যুগচাহিদার বৈশিষ্ট্য ও অভিরুচির ভিন্নতাও একটি স্বাভাবিক বিষয়। কাজেই শেষকথা হলো, কেউ যদি কোনো অভিমত প্রদানের ক্ষেত্রে মহান পূর্বসূরীদের স্বতসিদ্ধ নীতিমালা থেকে খুব বেশি সরে না যান, তাহলে তা মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই উদারতা প্রদর্শন করতে হবে।

৩ : যেহেতু হযরত থানভি রহ. মুসলিম উম্মাহর প্রতি স্বভাবজাতভাবে স্নেহপরবশ ছিলেন; এ কারণে তাদের আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের বিষয় নিয়ে তিনি সবসময়ই ভাবনামগ্ন থাকতেন। তাদেরকে কীভাবে গুমরাহি থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, রাত-দিন সেই চিন্তাতেই আকণ্ঠ মগ্ন থাকতেন। উর্দু ভাষায় হযরত শাহ আবদুল কাদের ও হযরত শাহ রফিউদ্দীন সাহেবের পরিশ্রমে কুরআন কারীমের যেই তরজমা প্রকাশিত হয়েছে, তা অবশ্যই সমকালের প্রেক্ষিতে যথেষ্ঠ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে যখন সর্বপ্রথম স্যার সাইয়্যেদ আহমদের তরজমা প্রকাশিত হয় এবং তার পথ ধরে শামসুল উলামা ডেপুটি নযির আহমদ তার অনুবাদ প্রকাশ করেন, তখন দেখা যায়, তারা সেই তরজমার মাধ্যমে নিজেদের চেতনা ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছেন। তারা তাদের তরজমার মাঝে ভাষার সাবলীলতার ওপর পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে তারা মহান পূর্বসূরীদের অভিমতের ওপর কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন নি। তাদের এই এজেন্ডা উলামায়ে কেরামকে ভাবিয়ে তোলে। তখন তারা এক্ষেত্রে একটি

www.banglakitab.weebly.com

শুদ্ধিমূলক পদক্ষেপের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ওই প্রেক্ষাপটে হযরত রহ. নতুন শৈলীতে তরজমা লেখার কাজে হাত দিতে বাধ্য হন। যার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ডেপুটি মৌলভী নযির আহমদ অনূদিত তরজমাতুল কুরআন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে তার ভুলগুলো চিহ্নিত করেন এবং এ তার সংশোধনী হিসেবে 'ইসলাহে তরজমায়ে দেহলবিয়াহ' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।

৪ : মৌলভী নযির আহমদ সাহেবের তরজমার ব্যাপক প্রকাশনা দেখে দিল্লির ডাকসাইটে সাংবাদিক মির্যা হায়রাত নিজেই হয়রান হয়ে পড়েন। যার কারণে প্রথমে তিনি ডেপুটি নযির সাহেবের তরজমার ওপর বিভিন্ন আপত্তি তুলে ধারাবাহিক কলাম লিখতে শুরু করেন। এরপর নিজের নামে একটি তরজমা প্রকাশ করেন। তরজমাটি সম্পর্কে একটি কথা খুব বেশি প্রসিদ্ধ যে, এটি মূলত লাখনৌর জনৈক আলেমের অনুবাদকর্ম; কিন্তু কারণবশত তা মির্যা হায়রাত সাহেবের নামে প্রকাশিত হয়েছে। কেননা মির্যা সাহেব আরবি ভাষা জানতেন না। ওই তরজমার মাঝেও প্রভূত ভুল-ত্রুটি ঘটে। যার কারণে হযরত থানভী রহ. তার সংশোধনী হিসেবে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যার নাম, ইসলাহে তরজমায়ে হায়রাত'।

৫ : হযরতের সমকালে তৎকালীন কয়েক জন আলেম কুরআন কারীমের ওপর একটি টীকাগ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থের মাঝে সূরাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক (ربط آيات) বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছিলো এবং আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যা করার সময় তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা হয়। যার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভারসাম্যের পতন ঘটে। হাকিমুল উম্মত রহ. সেই অপব্যাখ্যা সম্পর্কে সতর্ক করে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি التقصير في التفسير নামে প্রকাশিত হয়।

৬ : লাহোরের স্থানীয় এক আলেম কুরআন কারীমের বিভিন্ন আলোচ্য বিষয় সংকলন করে কয়েক খণ্ডে تفصيل البيان في مقاصد القرآن নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। রচয়িতা হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে, গ্রন্থটির কোথাও কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হলে জানিয়ে দিন। তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে তিনি الهادي للحيران في وادى تفصيل البيان নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন।

www.banglakitab.weebly.com

**৭ : হযরত হাকিমুল উম্মৎ রহ.-এর কাছে তার পরিবারের কয়েকজন মেয়ে কুরআন কারীমের তাফসির শিখেছিলেন। তারা তখন নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন আয়াতের তাফসির ও তৎসংলগ্ন আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। যার ফলে এটি একটি সংকলনগ্রন্থের রূপ ধারণ করে।** تقرير بعض البنات في تفسير بعض الآيات। নামে সেটি সংকলিত হয়; কিন্তু পরবর্তীতে সেই পাণ্ডুলিপি আলোর মুখ দেখেনি।

**৮ :** رفع البناء في نفع السماء " الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء " **: এর তাফসির আলোচনা করে হযরত রহ. একটি মূল্যবান তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা সংকলন করেন। সেখানে তিনি আলোচনা করেন যে, আসমানের মাধ্যমে আমরা কি কি উপকার পাই। এটি মূলত একটি প্রশ্নের উত্তরে সংকলিত হয়েছিলো।**

**৯ :** أحسن الأثاث في نظر الثاني في تفسير المقامات الثلاث : সূরা বাকারার শেষ ৩ আয়াতের তাফসিরই গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য।

**১০ :** أعمال قرآني : বুজুর্গানে দীন নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াতের যেই বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ পেয়েছেন, সেগুলোকে তিনি এ পুস্তিকায় সংকলন করেন।

**১১ :** خواص قرآني নামের এই পুস্তিকাতেও তিনি পূর্বের পুস্তিকার মতো কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। এই পুস্তিকাগুলো হযরত রহ. বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে নিয়ে রচনা করেছেন। তাহলো, যেন সাধারণ মানুষ নাজায়েয তাবিজ, ঝাড়ফুক ও ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডের ছোবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কুরআন কারীমের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতার প্রতি মনোযোগী হয়। এ ধরনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হাদিসেও আলোচিত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

## ৩. উলুমুল কুরআন

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সমস্ত রচনা, বয়ান, বাণী ও পুস্তিকাসমূহের মাঝে কুরআন কারিম সম্পর্কিত মূল্যবান নিগূঢ় তত্ত্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যদি সেগুলোকে এক মলাটে সংকলন করা হয় তাহলে বেশ দীর্ঘ কলেবরের একটি গ্রন্থ দাঁড়িয়ে যাবে। সেগুলো থেকে বিভিন্ন স্বতন্ত্র বিষয়ের ওপরও একাধিক গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর ওপর বিশদ আলোকপাত করা হলো—

১. سبق انعايات في نسق الآيات : এটি কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ ও সূরাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও نظم (পদ্যরীতি)-এর ওপর পনেরো পাতার একটি আরবী পুস্তিকা। ১৩১৬ হিজরিতে আড়াই মাস শ্রম ব্যয় করে তিনি পুস্তিকাটি সংকলন করেন। এর মাঝে তিনি সূরা ফাতেহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সমস্ত সূরা ও আয়াতের ربط তথা পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন। পুস্তিকাটির উল্লেখযোগ্য অংশ ইমাম রাযি রহ.-এর তাফসিরে কাবির ও মুফতি আবুস সাউদ বাগদাদি (মৃত ১৯৫১ হিজরি)–এর إرشاد العقل السليم إلى ضرايا القرآن الكريم গ্রন্থদ্বয় থেকে চয়ন করা হয়েছে। পুস্তিকার ভুমিকায় তিনি সে কথা জানিয়েও দিয়েছেন। এর বাইরে হযরত রহ. নিজস্ব অভিমত قال المسكين বলে বিবৃত করেছেন। পুস্তিকার উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে হযরত রহ.-এর সেই নিজস্ব মূল্যায়ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে শেষ সূরাগুলোতে এ জাতীয় আলোচনার সংখ্যা প্রচুর। সেখানে হযরত রহ. ওই সূরাগুলোর বিশেষ আলোচনা ও প্রতিপাদ্য জানিয়ে দিয়েছেন। তবে যেহেতু এক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব অভিরুচির ভুমিকাই সর্বাধিক; সেহেতু এক্ষেত্রে অন্যদের দ্বিমত করার অবশ্যই সুযোগ রয়েছে। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, হযরত রহ. কুরআন কারীমের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন এবং এর সবাদে তিনি গভীর জ্ঞানের

www.banglakitab.weebly.com

অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। হযরত রহ. তাঁর 'বয়ানুল কুরআন'-এর মাঝেও ربط (সূরা ও আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক) ও نظم (পদ্যরীতি)-এর গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

## ربط (সূরা ও আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক)

কুরআন কারীমের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি তাহকীক ও গবেষণার ময়দানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রসঙ্গ। যা উলামায়ে কেরামের কাছে সুবিদিত। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বিষয়টি সম্পর্কে ততোটা ওয়াকিফহাল নন। এ কারণে হযরত থানভী রহ.-এর সারগর্ভ আলোচনা থেকে প্রাসঙ্গিক দুটি আলোচনা পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি। আশা করি, সাধারণ পাঠকবর্গ এতে সামান্য হলেও ধারণা পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ ময়দানে হযরত রহ.-এর অভিরুচি ও অভিব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়াস পাবেন। 'সাবিলুন নাজাহ' পুস্তিকার ৯ নং পৃষ্ঠায় হযরত রহ. লিখেছেন—

### 'একটি সংশয় নিরসন

কতিপয় আপত্তিকারীকে এ কথা বলতে শোনা যায় যে, মুফাসসিরিনে কেরাম আয়াতসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে যে আলোচনা পেশ করেছেন, তার সমুদয়ই তাদের কল্পনাপ্রসূত। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদের পেশ করা সেই সম্পর্কের নীতিমালা মেনে কুরআন তৈরি করেন নি।

এর উত্তর হলো, কুরআন কারীমে যদিও আমাদের সাহিত্যিকদের রচনাশৈলীর অনুসরণ করা হয় নি; আদ্যোপান্ত মানুষের প্রতি স্নেহময় বাচনভঙ্গী অনুগমন করা হয়েছে, তারপরও আপনি দেখতে পাবেন যে, সেখানে আয়াতসমূহের পরস্পরে গভীর সম্পর্ক ও সেতুবন্ধন রয়েছে। কাজেই এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, মুফাসসিরদের পেশকৃত ربط (রবত) তাদের স্বকোল্পিত। কুরআন কারীমে মাঝে যে ربط (রবত)-এর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তার দলিল হলো, বিভিন্ন হাদিসের আলোকে এ কথা

www.banglakitab.weebly.com

প্রমাণিত যে, আয়াতসমূহের নাজিলের তারতিব (বিন্যাস) আর কুরআন কারীমের তিলাওয়াতের তরতিব (বিন্যাস) এক নয়। ব্যাপারটি খুলে বলছি। কুরআন কারীমের আয়াতসমূহ নাজিল হয়েছে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। ঘটনা ঘটেছে আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাজিল হয়েছে। আরেকটি ঘটনা ঘটেছে আর তার প্রেক্ষাপটে অন্যআয়াত নাজিল হয়েছে। কাজেই বুঝা গেলো, কুরআন কারিম নাজিল হয়েছে ঘটনার তরতিবে। যদি সেই বিন্যাসেই কুরআনের তিলাওয়াত হতো, তাহলে বাস্তবেই আয়াতসমূহের পরস্পরে কোনো ربط বা সম্পর্কের প্রয়োজন পড়তো না; কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, আল্লাহ তাআলা নিজেই তিলাওয়াতের তারতিব বদলে দিয়েছেন। অর্থাৎ হাদিস শরীফে এসেছে, যখন কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো আয়াত নাজিল হতো, তখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিতেন যে, এ আয়াতটিকে উদাহরণ স্বরূপ সূরা বাকারার অমুক আয়াতের পরে সংযুক্ত করুন। এই আয়াতকে অমুক আয়াতের পর রাখুন। এ সূরাটিকে অমুক সূরার সঙ্গে রাখুন। কাজেই কুরআন কারীমে আয়াতের বিন্যাস নাজিলের বিন্যাস অনুযাই হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা নিজেই সেটিকে ভিন্ন বিন্যাসে রেখেছেন। এথেকে বুঝে আসে যে, একটি আয়াতকে অন্য যেই আয়াতের সঙ্গে মেলানো হয়েছে, সেই দুই আয়াতের মাঝে অবশ্যই স্বতন্ত্র কোনো সম্পর্ক, সাজুয্য ও মেলবন্ধন অবশ্যই রয়েছে। কেননা যদি এ দুটোর মাঝে কোনো ربط (রবত) না থেকে থাকে, তাহলে নাজিলের বিন্যাসের মাঝে এভাবে পরিবর্তন আনার ফায়দা কী?' [সাবিলুন নাজাহ : ৯]

ওই কিতাবেরই ৬ নং পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন,

'কুরআন কারিম প্রতিটি ক্ষেত্রের ওপর এভাবে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে. অন্যকারো কথা বা লেখায় এভাবে সর্বক্ষেত্রের প্রতি লক্ষ্য

www.banglakitab.weebly.com

কারিম স্রেফ নীতিমালা পূরণ করেছে। বিষয়টিকে আরেকটু সহজ করে বলছি। শাসক দুধরনের হয়ে থাকে। এক প্রকারের শাসক হলো, যে কঠোর হস্তে আইন মেনে চলে। আইনের আলোকে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে চলে। আইনমতে জনগণের ওপর বিধান কার্যকর করে। কিন্তু কোনো আইন পালন করা যদি জনগণের জন্যে কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে সেটিকে সংবিধান থেকে বের করা, বা সহজ করা, কিংবা সেটির কোনো ধারা সহজ করার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করে না।

দ্বিতীয় প্রকার শাসক হলো, যে তার জনগণকে খুব বেশি ভালোবাসে। সে চায়, জনগণের শান্তি। যথাসম্ভব সংবিধানের মাঝে কোনো কঠিন আইন অন্তর্ভূক্ত হোক; এটা সে কোনোভাবেই কামন করে না। যদি কর্মকৌশল হিসেবে সংবিধানের মাঝে কোনো কঠিন আইন থেকে থাকে, তাহলে সে জনগণকে সেটি সহজ করে তোলার কৌশলও শিখিয়ে দেয়। যদি এ ধরনের পদক্ষেপ তার অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে, কিন্তু সে আগাগোড়া জনগণের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড জোগান দিয়ে থাকে।

এধরনের ছাড় একমাত্র সেই শাসকের পক্ষেই সম্ভব; যার অন্তর জনগণের ভালোবাসায় টইটুম্বর।

আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। পিতা ও উসতায উভয়েই নসীহত করে থাকেন। অন্যদের নসিহত থেকে পিতার নসিহত অনেকটাই ভিন্ন। উসতায তো শুধুমাত্র বিধিবদ্ধতার ভেতরে থেকে নসিহত করেন; কিন্তু একজন পিতা নসিহত করার সময় সেই নীতিমালার পরোয়া করেন না। তিনি নসিহত করার সময় এ বিষয় খেয়ালে রাখেন যে, ছেলেকে এমনভাবে নসিহত করতে হবে যেন সেটি তার মনে গেঁথে যায়। কেননা সে মন থেকে কামনা করে যে, আমার ছেলের মাঝে যেন কোনো ধরনের অপূর্ণতা না থাকে। যদি সে তার সন্তানকে কোনো কঠিন কাজের কথাও বলে, তখনও সে এমন

www.banglakitab.weebly.com

পদ্ধতি অবলম্বন করে, যেন কাজটি তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। এতো কিছু লক্ষ্য করার একটাই কারণ, স্নেহ। স্নেহ থাকলে অনেক কিছুই লক্ষ্য করা যায়। এ কারণে দেখা যায়, নসিহত করার সময় পিতার কথাগুলোর মাঝে কোনো ربط (রবত) থাকে না, ترتيب (তরতিব) থাকে না। যেমন, ছেলে খাবার খাচ্ছে; এমন সময় পিতা তার ছেলেকে নসিহত করছেন যে, বাবা, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ো না। তাদের সঙ্গ খুবই খারাপ। এ জাতীয় কিছু কথা তিনি সন্তানকে বলছেন। ইত্যবসরে দেখতে পেলেন যে, ছেলেটি বেশ বড় এক লোকমা মুখে পুরে দিয়েছে। তখন তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্বের প্রসঙ্গে ছেদ টেনে বলবেন, এটি কী করছো? এতো বড় লোকমা নিতে নেই। এরপরই তিনি আবার তার পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে যাবেন।

বাইরের কোনো লোক যখন দৃশ্যটি দেখবে, যদি সে পিতার স্নেহের বিষয়টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হয়, তাহলে সে নির্ঘাত মন্তব্য করে বসবে যে, এটি কোনো নসিহত হলো? কোনো বিন্যাস নেই। খারাপ সংস্পর্শ সম্পর্কে নসিহতের মাঝপথে খাবারের লোকমার প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু যে ব্যক্তির পিতা হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে সে অবশ্যই বুঝবে যে, এ ধরনের অবিন্যস্ত কথা পৃথিবীর অনেক সুবিন্যস্ত ও পরিপাটি কথা থেকে ঢের উত্তম। স্নেহের এটাই দাবি যে, একটি কথা বলার সময় অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথার প্রয়োজন অনুভব করলে সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলবে। কথার বিষয়বস্তুর মিল ও সম্পর্কের পরোয়া করবে না। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথাটিকে মাঝখানে রেখে প্রথম কথাটিকেও পূর্ণ করা যায়।

আল্লাহ তাআলার কালাম কুরআন কারীমকে যে বাহ্যিকভাবে অমিল ও আয়াতসমূহকে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কহীন দেখা যায়, এটাই তার রহস্য। এই বাহ্যিক মিলহীনতার কারণ সেই স্নেহ। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সাধারণ লেখকদের মতো এই নীতি অবলম্বন করেন নি যে, এক প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু করার পর

www.banglakitab.weebly.com

তার মাঝে অন্যকোনো প্রসঙ্গ তুলেন নি; বরং একটি প্রসঙ্গে আলোচনা করার মাঝপথে যখনি অন্যকোনো বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, সেই স্নেহের আতিশয্যে চলমান প্রসঙ্গের আলোচনায় ছেদ টেনে তার ওপর সতর্কবার্তা জানিয়ে দিয়েছেন। এরপর সেই পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে গেছেন।

এ মুহূর্তে সূরা কিয়ামাহ-এর একটি আয়াত মনে পড়ে গেলো। লোকেরা আয়াতটিকে সামঞ্জস্যহীন ও অমিল বলে বেড়ান। সূরা কিয়ামাহ-এর মাঝে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, সেদিন সমস্ত মানুষ নিদারুন পেরেশান হবে। সবাই পলায়নের ফাঁক খুঁজবে। নিজ নিজ আমলনামা হস্তগত হবে। সেদিন সকলকে তার অতীতের সমস্ত কর্মকাণ্ডের বিবরণ জানিয়ে দেওয়া হবে। এরপর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ○ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ○

অর্থাৎ এটা আবশ্যক নয় যে, মানুষের অতীত জানাটা অন্যের বলে দেওয়ার ওপর নির্ভরশীল; বরং প্রত্যেক মানুষ তার নিজের অবস্থা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভালোই অবহিত। যদিও সে তার মানববৈশিষ্ট্যের কারণে না-জানার ভান করে থাকে। যেমন, কাফেররা বলবে, আমরা তো শিরককারী ছিলাম না। অথচ সে ভালোভাবেই জানে যে, এ মুহূর্তে সে মিথ্যা বলছে। মোটকথা, সেদিন মানুষ তার সমস্ত কৃতকর্ম সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হবে। এর অর্থ এ নয় যে, এর মাধ্যমে তাকে মনে করিয়ে দেওয়া হলো। বরং এটি করা হবে, তার ওপর إتمام حجت তথা আইনী নীতিমালার স্বার্থক প্রয়োগের জন্যে। এতটুকু আলোচনার পর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ○ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ○ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ○ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ○

ওই আয়াতের অর্থ হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লামকে বলা হচ্ছে, কুরআন নাজিল করার প্রাক্কালে আপনি আয়াতগুলো মুখস্থ করার জন্যে জিহ্বা নড়াবেন না। আপনার অন্তরে কুরআন কারিম জমিয়ে দেওয়া আমার দায়িত্ব। আপনাকে পড়িয়ে দেওয়ার সমস্ত দায়িত্ব আমারই। কাজেই যখন আমি কুরআন নাজিল করবো তখন আপনি সেসময় শুধু ফেরেশতার কেরাতের অনুসরণ করবেন। কুরআনের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেওয়াও আমারই দায়িত্ব। এতটুকু বলার পর পুনরায় কেয়ামত সম্পর্কিত আলোচনা চলে এসেছে যে,

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ○ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ○

যে তোমাদের অভ্যাস হলো, তোমরা দুনিয়ার প্রত্যাশী। পরকালের কোনো মূল্যই নেই।

এরপর বলেছেন—

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ○ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ○

'সেদিন কিছু লোকের চেহারা হবে লাবণ্যময়ী, হাস্যোজ্জ্বল। তারা তাদের পরওয়ারদিগারের দিকে তাকিয়ে থাকবে'।

এখন দেখুন, لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ আয়াতের আগেও কেয়ামত সম্পর্কিত আলোচনা। পরেও কেয়ামত সম্পর্কিত আলোচনা। মাঝখানে এ আলোচনা এসেছে যে, কুরআন পাঠের সময় জলদি মুখস্থ করার জন্যে জিহ্বার আলোড়ন তুলতে হবে না। এই স্থানে এসে অনেককেই দেখা যায় যে, তারা আগ-পিছের আয়াতের সঙ্গে তার সংশ্লিষ্টতার বিবরণ জানাতে গিয়ে গলদঘর্ম হচ্ছেন। ইনিয়ে-বিনিয়ে কারণ দর্শাচ্ছেন। কিন্তু তাদের সমস্ত আলোচনাকেই কৃত্রিমতার স্তুপ মনে হয়। জনৈক কবি চমৎকার কবিতা বলেছেন—

کلامے کہ محتاج یعنی باشد لا یعنی است

'যে কথা 'অর্থাৎ'-এর মুখাপেক্ষী, সেটি আদতেই অর্থহীন কথা।'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র



তাআলার কতোটা গভীর সম্পর্ক; এটি যে জানে, সে সূর্যালোকের মতো সুস্পষ্টত বুঝবে যে, পূর্বাপরের আয়াতসমূহের সঙ্গে ওই আয়াতের কী সম্পর্ক। ভাইয়েরা, এটিই তো সেই প্রেক্ষাপট যার কথা আমি পিতা-পুত্রের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছিলাম যে, পিতা তার পুত্রকে নসিহত করছেন, বেটা আমার, খারাপ ছেলেদের আড্ডায় বসো না। সেখানে বসলে তোমার এই এই ক্ষতি হবে। এ কথা বলার মাঝপথে লক্ষ্য করলেন যে, ছেলে অনেক বড় এক লোকমা মুখের ভেতরে পুরে দিচ্ছে। ছেলের এই কাণ্ড দেখে তখন ওই পিতা নির্ঘাত বলবেন— এটি কী করছো? এতো বড় লোকমা খেতে নেই। বাহ্যিকভাবে মনে হবে, কথার বিন্যাসের সঙ্গে লোকমার প্রসঙ্গের কোনো সম্পর্কই নেই। কিন্তু যার পিতা হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে সে বুঝবে যে, নসিহত করার মাঝপথে লোকমার প্রসঙ্গটি তুলবার কারণ হলো, ছেলে তখন বড়-সড় একটি লোকমা মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলেছিলো। এজন্যে স্নেহের আতিশয্যে পিতা কথার মাঝপথে তাকে এ ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। তদ্রুপ এই আয়াতগুলোতেও আল্লাহ তাআলা কিয়ামত প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আয়াতগুলো যেন মন থেকে ছুটে না যায়; এজন্যে নবীজি জলদি জিহ্বা আন্দোলিত করে রটে যাচ্ছিলেন। তখন আলোচনার মাঝপথে আল্লাহ তাআলা স্নেহের প্রাবল্যে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আপনি মুখস্থ করার টেনশন নেবেন না। এটি আমার দায়িত্বাধীন বিষয়। আপনি চিন্তামুক্ত হয়ে শুনে যান। কুরআন কারিম স্বয়ংক্রীয়ভাবে আপনার মনে সংরক্ষিত হয়ে যাবে।

কাজেই ওই আলোচনাটিকে মাঝপথে উল্লেখ করার কারণ, সেই স্নেহ। যদিও মাঝপথে এ জাতীয় কথা আলোচনার সাবলীল গতির পরিপন্থী। কিন্তু প্রসঙ্গের এ ধরনের সম্পর্কহীনতা হাজারও সম্পর্কযুক্ততা থেকে অতি উত্তম। কাজেই এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, এই কথাগুলো নিতান্তই সম্পর্কহীন। এটাই আল্লাহ তাআলার কালামের إعجاز; তথা বিস্ময়কর মুজিযা যে,

www.banglakitab.weebly.com

যেখানে ربط (রবত)-এর প্রয়োজন নেই, সেখানেও কথার মাঝে গভীর ربط (রবত) বিদ্যমান। [সাবিলুন নাজাহ : ৬]

২. أشرف البيان لما في علوم الحديث والقرآن : হযরত রহ.-এর ওয়াজ ও মালফূযাতের মাঝে কুরআনের আয়াত ও হাদিসে রাসুল সম্পর্কিত যেই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলোকে এক মলাটে একত্র করার একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন হযরতেরই জনৈক খাদিম ও শিষ্য। ওই গ্রন্থটি সেই উদ্যোগের ফসল। আফসোসের বিষয় হলো, সেই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। যদি সেটিকে ব্যাপকাকারে বাস্তবায়ন করা যেতো তাহলে কয়েক খণ্ডের এক মূল্যবান সংকলনগ্রন্থের রূপ পেতো।

৩. دلائل القرآن على مسائل النعمان : হযরত থানভি রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর ফিকহি খেদমতের সীমাহীন অনুরক্ত ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবত তাঁর ইচ্ছে ছিলো, আবু বকর জাসসাসের أحكام القرآن ও মোল্লা জিয়ূনের تفسيرات احمدية-এর অনুরূপ তিনি তাঁর বিশেষ তাহকীক ও কুরআনি রুচিবোধের আলোকে সেই সমস্ত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা-দলিল-দস্তাবেজ সংকলন করবেন; যেগুলো থেকে হানাফি ফিকহের কোনো মাসআলা استنباط (ইসতিম্বাত) তথা উদ্ভাবিত হয়েছে। কিন্তু কোনোমতেই ইচ্ছেটি পূরণ হচ্ছিলো না। অবশেষে তিনি এই দায়িত্ব তাঁর একান্ত শিষ্য মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি দেওবন্দিকে অর্পণ করেন। হযরতের নির্দেশনার আলোকে তিনি সংকলনের কাজে পুরোপুরি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি যখন দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন তখন খানকায় এমদাদিয়ায় যোগদান করে ওই মহতী উদ্যোগকে অনেক দূর এগিয়ে নেন। হযরত থানভি রহ. তাঁর প্রাত্যহিক মজলিসে ওই প্রতিপাদ্যের যেই নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করতেন, জনাব মুফতি সাহেব গৃহে এসে সেগুলোকে লিখে রাখতেন। এভাবেই কার্যক্রম অগ্রসর হচ্ছিলো; কিন্তু এক পর্যায়ে হযরত রহ.-এর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে, কার্যক্রমটি বাধাগ্রস্থ হয়। এরপর হযরত রহ. ইন্তিকালও করেছেন। যার কারণে উদ্যোগটি মাঝপথে থেমে পড়ে। আশাকরি, মুফতি সাহেব ওই কার্যক্রমটি অব্যাহত রাখবেন এবং আল্লাহ চাহেন তো পূর্ণতা দান করবেন।[১]

---

১. আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কাঠখড় পেরিয়ে কার্যক্রমটি পূর্ণতাও পেয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

মাওলানা আবদুল বারি সাহেব –যিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে কুরআন কারীমের একনিবিষ্ট পাঠক ও উপলব্ধি সন্ধানী– তিনি বর্ণনা করেছেন যে, মজলিসের মাঝে যখন হযরত রহ. কোনো আয়াতের ওপর আলোচনা করেন এবং ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো হানাফি মাসআলার শুদ্ধতার ওপর দলিল পেশ করেন তখন আচম্বিত মনে হয় যে, ওই আয়াতের মাঝে তো এই মাসআলাটি পূর্ব থেকেই ছিলো; কিন্তু এতোদিন ওই দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে লক্ষ্য করা হয়নি। তখন মনে হতো যে, সূর্যের ওপর থেকে মেঘের আড়াল সরে গেছে আর পূর্ণ দেদীপ্যমাণ হয়ে সূর্য বেরিয়ে এসেছে। এছাড়াও মাওলানা আবদুল বারি সাহেব মুফতি শফি' সাহেবের মুখস্থ শক্তিরও প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, হযরত রহ.-এর কাছ থেকে শোনার পর যখন মুফতি সাহেব তার আবাসস্থলে ফিরে কলম নিয়ে বসতেন, তখন হুবহু হযরত রহ.-এর বর্ণিত শব্দেই লিখে ফেলতে সক্ষম হতেন।

৪. تصوير المقطعات لتيسير بعض العبارات : তাফসিরে বায়যাবির মাঝে حروف مقطعات (হরুফে মুকাত্তআত) প্রসঙ্গে যেই সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে, এই পুস্তিকার মাঝে হযরত রহ. আরবি ভাষায় বেশ প্রাঞ্জল আকারে সেটিকে স্পষ্ট করে পেশ করেছেন। এই পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে হরুফে মুকাত্তআতের ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

৫. مسائل السلوك من كلام ملك الملوك : ইলমে কালাম সম্পর্কে হযরত রহ. আরো এমন দুটি গ্রন্থ রচনা করেছেন; যেখানে তিনি সুলুক সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি সেই দুটি মূল্যবান গ্রন্থেরই একটি।

৬. تائيد الحقيقة بالآيات العتيقة : এটি হলো সুলুকের আলোচনা সম্বলিত ইলমে কালাম সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই দু গ্রন্থের মাঝে তিনি কুরআন কারীমের সেই আয়াতসমূহের তাফসির পেশ করেছেন; যেগুলো থেকে সুলুকের বিভিন্ন মাসআলা উদ্ভূত হয়। এই দ্বিতীয় গ্রন্থটি মূলত অন্য এক লেখকের লেখার ওপর হযরত রহ.-এর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সংযোজন। যার হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি তিনি ১৩২৭ হিজরিতে বাহাওয়ালপুর থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

www.banglakitab.weebly.com

## ৪. উলূমুল হাদিস

হাদিস শাস্ত্রে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। হযরত রহ.-এর ওয়াজ ও রচনার হাজারো পৃষ্ঠা তার সাক্ষী। যেখানে রয়েছে অসংখ্য হাদিসের উদ্ধৃতি, সারকথা ও ইঙ্গিত। রয়েছে হাদিসের কতিপয় জটিল স্থানের সরল ব্যাখ্যা। রয়েছে হাদিস থেকে উদ্ভূত সূক্ষ্ম তথ্য। বিশেষত হযরত রহ.-এর মৌখিক ওয়াজগুলোতে যেভাবে স্থানোপযোগী হাদীসের শব্দে শব্দে উল্লেখ পাওয়া যায়, যেভাবে হাদিসের কিতাবের হাওয়ালা পাওয়া যায়, সেগুলো পড়ে যেকোনো স্বচ্ছ বুদ্ধির মানুষ এ কথা অকপটে স্বীকার করবেন যে, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. সন্দোহাতীতভাবে হাফিজুল হাদিস ছিলেন।

এছাড়াও আপনি যদি হযরত রহ.-এর রচনাবলি দেখেন –যেগুলো যদিও ফিকাহ, ফতোয়া, আহকাম, মাসায়িল, সমাজসংস্কার ও আত্মশুদ্ধিমূলক রচনা– কিন্তু সেগুলোর মূল বুনিয়াদ হাদিসের ওপর। আলোচনার সত্যায়ন, দলিলের দৃঢ়তা ও প্রসঙ্গের প্রামাণ্যের জন্যে তিনি অসংখ্য হাদিস পেশ করেছেন। যা হযরত রহ.-এর হাদিস শাস্ত্রে গভীর বুৎপত্তির অকাট্য প্রমাণ।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে আল্লাহ তাআলা সুলুক শাস্ত্রে যেই গভীর জ্ঞান দান করেছেন, তার বরকতময় ফলশ্রুতিতে হযরত রহ. হাদিসের বিভিন্ন কিতাব থেকে ওই সকল হাদিস একত্র করেছেন, যার মাঝে সুলুকের অজস্র মাসায়িল ছড়িয়ে–ছিটিয়ে রয়েছে। যদিও আমরা দেখতে পাই যে, কতিপয় মুহাদ্দিসিনে কেরাম তাঁদের গ্রন্থসমূহে أبواب الزهد والرقاق নামে একটি অধ্যায় দাঁড় করিয়েছেন; কিন্তু বাস্তবতা হলো, সেগুলোকে 'শাস্ত্র' আকারে একত্র করা হয়নি। আমাদের মুতাকাদ্দিমিন (মহান পূর্বসূরী)-দের মধ্য হতে একমাত্র ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃত ১৮১ হি.)-এর কথাই আমরা পেয়েছি, যিনি كتاب الزهد والرقاق নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন। তবে

www.banglakitab.weebly.com

এখনো গ্রন্থটি আমার চোখে পড়েনি। যার কারণে তার ব্যাপারে অতিরিক্ত কোনো মন্তব্য করতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে, গ্রন্থটির মাঝে তিনি ইবনু আবিদ দুনয়া রহ.-এর কিতাবের মতো দুনিয়া ত্যাগ, পার্থিব বিনোদনের প্রতি নির্মোহ বৈরাগ্য ও দুনিয়ার মন্দত্ব সম্পর্কিত হাদিসগুলোই একত্র করেছেন।

অতীতের পাতা মেললে দেখা যায় যে, সুলুকপন্থীগণ তাদের মতাদর্শের স্বপক্ষে যেসকল হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেছেন, সেগুলো সাধারণত ضعيف তথা দুর্বল, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে موضوع বা জাল হাদিসও হতো। যার কারণে উলামায়ে কেরাম সুলুক শাস্ত্রকে নিতান্ত দুর্বল শাস্ত্র মনে করতেন। ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, হাদিসবেত্তাগণ ধরে নিয়েছেন, সুলুক শাস্ত্র ও তার মাসআলাগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। শত বছর যাবত এই আপত্তি জোরালোভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

যদিও বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকজন মুহাদ্দিস এদিকে মনোযোগ নিবিষ্ট করেছেন এবং এই ময়দানে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনু আবি হামযাহ উন্দুলুসি রহ. (মৃত ৬৯৯ হি.) بهجة النفوس [বাহজাতুন নুফূস] নামে সহিহ বুখারি শরিফের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। যার প্রথম খণ্ডটি ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে এই খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন যে, প্রতিটি হাদিসের ব্যাখ্যা করার প্রাক্কালে সেখান থেকে সুলুক সম্পর্কিত মাসআলা ও নিগূঢ় তত্ত্বগুলোর দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এই শাস্ত্রের ওপর স্বতন্ত্রভাবে কলম ধরেছেন এবং حقيقة الطريقة من السنة الأنيقة নামে মূল্যবান দুটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন।[১]

১. حقيقة الطريقة من السنة الأنيقة :

এটি ১৩২৭ হিজরিতে সংকলিত হয়। এটি মূলত হযরত রহ.-এরই আরেকটি গ্রন্থ التكشف بمهمات التصوف নামক গ্রন্থের শেষাংশ। তবে এটি

---

[১]. সহীহ হাদীসের আলোকে তাসাওউফ নামে গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন, প্রিয়াঙ্গন জামে মসজিদ, মিরপুর, ঢাকা-এর খতীব মুফতী ফজলুদ্দীন শিবলী। প্রকাশ করেছে মাকতাবাতুল আযহার, ঢাকা। –অনুবাদক

www.banglakitab.weebly.com

স্বতন্ত্রাকারেও মুদ্রিত হয়েছে। ওই গ্রন্থের মাঝে হাদিসের বিশুদ্ধ গ্রন্থাবলি থেকে ৩৩৩ টি হাদিস সংকলন করা হয়েছে এবং সেগুলো থেকে সুলূক ও তাসাওউফের অসংখ্য মাসআলা ইসতিম্বাত (উদ্ভাবন) করা হয়েছে। সেগুলোকে আখলাক, আহওয়াল, আশগাল, তা'লীমাত, আলামত, ফাযায়েল, আদাত, রুসূম, মাসায়িল, আকওয়াল, তাওজীহাত, ইসলাহ, মুতাফাররিকাত; এভাবে দশটি ভিন্ন অধ্যায়ের অধীনে বিন্যাস করা হয়েছে। বিদ্যানুরাগীগণ গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে প্রভূত উপকারী বিষয় অবহিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

২. التشرف :

এটি চার অংশে বিভক্ত একটি মূল্যবান রচনা। এর মাঝে তাসাওউফের কিতাব ও সুফিদের আলোচনায় সচরাচর প্রচলিত হাদিসগুলোর তাহকীক (গবেষণা) করা হয়েছে। সেখানে প্রদর্শন করা হয়েছে যে, হাদিস শাস্ত্র ও তার মূলনীতির আলোকে এ হাদিসটি কোন স্তরের? সেটি হাদিসের কোন কিতাবে রয়েছে? যদি কোনো বর্ণনা প্রকৃত বিচারে হাদিস না হয়ে থাকে; বরং জনগণ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে সেটিকে হাদিস ধরে নিয়ে থাকে তাহলে দেখা হয়েছে যে, সেটি পরিণতির বিচারে অন্যকোনো আয়াত বা হাদিস দিয়ে প্রমাণিত কিনা? যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে সেই আয়াত, হাদিসও তুলে ধরা হয়েছে এবং সেগুলোর আলোকে কথাটির শুদ্ধতার বিচারিক পর্যালোচনাও পেশ করা হয়েছে।

التشرف (আত তাশাররুফ)-এর প্রথম খণ্ডে ইমাম গাযালি রহ.-এর অনবদ্য রচনা إحياء العلوم (ইয়াহইয়াউল উলুম)-এর হাদিসগুলোর তাখরিজ করা হয়েছে। যার কারণে এ গ্রন্থটির সিংহভাগ উৎস হলো সেই ইয়াহইয়াউল উলূম। যার হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও হাদিসের অন্য গ্রন্থগুলোকেও مأخذ (উৎসগ্রন্থ) হিসেবে প্রতিটি বর্ণনার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ অংশটি ১৩৪১ হিজরিতে রচিত হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে মাওলানা রুমি রহ.-এর مثنوی شریف (মসনভি শরিফ) ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ کلید مثنوی (কলিদে মসনভি)-এর মাঝে আলোচিত বিভিন্ন হাদিস ও রেওয়ায়েতের তাখরিজ করা হয়েছে। হাদিসের সনদের শুদ্ধতা যাচাইয়ের

www.banglakitab.weebly.com

**ক্ষেত্রে সিংহভাগ ক্ষেত্রে ইমাম বুখারি রহ.-এর المقاصد الحسنة গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। এ খণ্ডটি ১৩৪৯ হিজরিতে আলোর মুখ দেখে।**

**তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে হাফেজ সুয়ুতি রহ.-এর জামে' সগির থেকে সেই হাদিসগুলোকে একত্র করা হয়েছে, যেগুলো থেকে সুলুকের মাসআলাগুলো উদ্ভূত হয়। জামিয়ে সগিরের মাঝে ইমাম সুয়ুতি রহ. হাদিসের সমস্ত কিতাবগুলো থেকে হাদিসগুলোকে حروف تهجي-এর বিন্যাসে সংকলন করেছিলেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.ও এই দুই খণ্ডের মাঝে তাসাওউফের উৎস হাদিসগুলোকে حروف تهجي-এর বিন্যাসে সংকলন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিভিন্ন স্থানে নিজের বিশেষ তাহকীকগুলো সংযোজন করেছেন। হাদিসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা যুক্ত করেছেন। বাহ্যত সাংঘর্ষিক বর্ণনাগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করেছেন। জটিল স্থানগুলোর প্রাঞ্জল বিশ্লেষণ জানিয়ে দিয়েছেন। তৃতীয় খণ্ডের মাঝে الف (আলিফ) অদ্যাক্ষরের বর্ণনাগুলো উঠে এসেছে। যা ১৩৫০ হিজরিতে সংকলিত হয়। অবশিষ্ট অদ্যাক্ষরের বর্ণনাগুলো চতুর্থ খণ্ডে স্থান পেয়েছে। এটি মুহাররম ১৩৫১ হিজরিতে লিপিবদ্ধ হয়।**

৩. جامع الآثار :

আহলে হাদিসের একটি চরমপন্থী দল সবসময়ই হানাফি মহলের ওপর কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করে এসেছে। তারা এই অপপ্রচারের ধুয়ো তুলে বেড়ায় যে, হানাফি মাযহাবের সমর্থনে হাদিস খুব একটা পাওয়া যায় না। যেহেতু হাদিসের কিতাবগুলোর সিংহভাগই শাফেয়ি মতাবলম্বী মুহাদ্দিসিনের রচনা; এ কারণে সেখানে হানাফি মাযহাবের সমর্থক হাদিস একসঙ্গে পাওয়া যায় না। যদিও ইমাম মুহাম্মাদের الموطا (মুয়াত্তা), কাজি ইউসুফের كتاب الآثار (কিতাবুল আসার), খাওয়ায়েমির مسند أبي حنيفة ও ইমাম ত্বহাভির রচনাবলির আলোকে তার উত্তর দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে; কিন্তু صحاح, مصنفات ও مسانيد (সিহাহ, মাসানিদ ও মুসন্নাফাত) –যেগুলো সর্বত্র প্রচলিত ও মুহাদ্দিসিনে কেরামের মহলে সর্বাধিক সমাদৃত– সেগুলো থেকে ওই সকল হাদিস ও রেওয়ায়েতগুলো একত্র করা হয়নি, যেগুলো থেকে হানাফি মাযহাবের বলিষ্ঠ সমর্থন হয়।

www.banglakitab.weebly.com

**যদিও ওই পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা সর্বযুগেই ছিলো; কিন্তু বর্তমান যুগে** আহলে হাদিসদের অত্যধিক দৌরাত্ম্য ও তৎপরতার কারণে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা পূর্বের যেকোনো যুগ থেকে বহুলাংশে বেড়ে গিয়েছিলো। যেহেতু ওই আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিলো পূর্বাঞ্চল (আযিমাবাদ, পাটনা) থেকে; সেহেতু সেখানে ওই প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সর্বাধিক অনুভূত হচ্ছিলো। সেমতে হযরত মাওলানা আবদুল হাই ফেরেঙ্গি মহল্লি রহ.-এর একান্ত শিষ্য মাওলানা মুহাম্মাদ ইবন আলি যুহাইর আহসান শাওক নিম্ভী আযিমাবাদি آثار سنن নামে হাদিসের বিভিন্ন কিতাব থেকে কুড়িয়ে এনে এ জাতীয় হাদিসের একটি মূল্যবান সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির ২টি অংশ আলোর মুখ দেখেছিলো। দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেয়েছিলো ১৩২১ হিজরিতে। হানাফি উলামায়ে কেরাম উষ্ণতার সঙ্গে গ্রন্থটি বরণ করে নেন। এমনকি মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. –যিনি সেসময় মাদরাসায়ে আমিনিয়া দিল্লিতে কর্মরত ছিলেন– গ্রন্থটির প্রশংসায় আরবিতে কাসিদা তথা প্রশংসাগীতি লিখেছিলেন। আফসোসের বিষয় হলো, আল্লামা নিম্ভী রহ.-এর ইন্তিকালের কারণে কার্যক্রমটি পূর্ণতা পায়নি।

৪ : إحياء السنن :

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.ও ওই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তিনি إحياء السنن (ইয়াহইয়াউস সুনান) নামে এ ধরনের হাদিস সম্বলিত একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। ফিকহি অধ্যায়ের বিন্যাস অনুপাতে তিনি গ্রন্থটির বুনিয়াদ রেখেছিলেন। আফসোসের বিষয় হলো, পরবর্তীতে তার পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়ে যায়।

৫. جامع الآثار :

কিছু দিন পর তিনি পুনরায় ওই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দ্বিতীয়বার সেটিকে নতুন পদ্ধতিতে তৈরি করে এ জাতীয় হাদিসগুলোর সমষ্টি একত্র করে جامع الآثار নামে সংকলন করেন। তবে কার্যক্রমটি أبواب الصلوة এ এসে থেমে যায়। তবে যতটুকু সংকলিত হয়েছিলো ততোটুকু প্রকাশিতও হয়েছিলো।

www.banglakitab.weebly.com

৬. تابع الآثار :

এ গ্রন্থটিও উল্লেখিত বিষয়বস্তুর ওপর রচিত। এটিকে جامع الآثار এর যুক্তাংশ বলা যেতে পারে।

৭. إحياء السنن :

১৩৩১ হিজরিতে হযরত রহ.-এর মনে হলো, কাজটি এতো বিশাল যে, একজনের পক্ষে সামাল দেওয়া মুশকিল। সেজন্যে এ কাজের জন্যে কয়েকজন নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামকে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেমতে মাওলানা মুহাম্মাদ আহসান সাহেব সাম্ভলি সাহেবকে ওই কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। তিনি কাজটির সূচনা করেন। তিনি যতোটুকু কাজ করতেন ততোটুকু কাজ হযরত রহ.-কে দেখাতেন। এভাবে কিতাবুল হজ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। এ গ্রন্থটির নামও পুনরায় إحياء السنن রাখা হয়। যাতে করে এটি পূর্বের إحياء السنن এর স্মারক হয়। গ্রন্থটির দুটি অংশ প্রকাশিত হয়েছিলো। তবে কিছু কারণে গ্রন্থটির কয়েকটি প্রতিপাদ্য মাওলানার পছন্দ হচ্ছিলো না। তখন তার ওপর استدراك লেখার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং কাজটির জন্যে মাওলানা যাফর আহমদ থানভি-কে নির্বাচন করেন।

৮. الاستدراك الحسن :

মাওলানা যাফর আহমদ থানভি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর নির্দেশনায় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে, ব্যাপক ও বিস্তৃত গবেষণা, নিরীক্ষণের আলোকে আঞ্জাম দিতে শুরু করেন। এজন্যে সর্বপ্রথম إحياء السنن-এর মুদ্রিত অংশের ওপর পুনর্দৃষ্টি প্রদান করে সেটিকে الإستدراك الحسن নামে প্রকাশ করেন।

৯. إعلاء السنن :

এরপর إحياء السنن-এর নাম পরিবর্তন করে إعلاء السنن নামে কাজটিকে দ্বিতীয়বার শুরু করেন। এসময় পর্যন্ত গ্রন্থটির ১২টি খণ্ড মুদ্রিত হয়েছে। সেগুলোর মাঝে হানাফি মাযহাবের সমর্থক হাদিসগুলোকে ব্যাপকাকারে একত্র করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রবিদদের গবেষণা, তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ টীকা আকারে সংযোজন করা হয়েছে। আশা করি, মাওলানা যাফর আহমদ উসমানি কাজটিকে

www.banglakitab.weebly.com

অব্যাহত রাখার মাধ্যমে প্রথম সূচনাকারীর আমলনামায় সদকায় জারিয়া প্রেরণের অনুঘটক হবেন।

১০. الخطب المأثورة من الآثار المشهورة :

জুমুআ ও দুই ঈদের খুতবার মাঝে এ পরিমাণ কৃত্রিমতা, ভনিতা ও বিষয়বস্তুর অবান্তরতা রয়েছে যে, সেটিকে বাজারি বক্তৃতা বলে বোধ হয় অতিরঞ্জন হবে না। ভাষার আবেদন ও বিষয়বস্তুর গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো নববি যুগ ও খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতি থেকে সরে এসে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের যোগ্যতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। মেম্বার ও মেহরাবের এই অসঙ্গতি সংশোধনের বিষয়টি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। এ কারণে তিনি الخطب المأثورة من الآثار المشهورة নামে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত খোলাফায়ে রাশেদিনের খুতবাগুলোকে বিশুদ্ধ হাদিসগ্রন্থ থেকে সুচয়ন করে এক মলাটের মাঝে সংকলন করেন। উদ্দেশ্য হলো, যেন মসজিদের খতিবগণ এই খুতবাগুলো পাঠ করে অর্থহীন কৃত্রিমতার হাত থেকে রক্ষা পান।

১১. خطبات الأحكام :

হযরত রহ.-এর মাঝে জুমুআ ও দুই ঈদের পঞ্চাশটি খোতবাসমগ্র সংকলন করেন। যার মাঝে তিনি অসংখ্য হাদিস, আসার ও রেওয়ায়েত থেকে জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভীতি জাগানিয়া বিষয়বস্তু সম্বলিত ভাষণ ছাড়াও আকিদা, আমল ও আখলাক সম্পর্কিত বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ বয়ান লিপিবদ্ধ করেন।

১২. مناجات مقبول :

বিভিন্ন হাদিসের মাঝে বর্ণিত দুআ, ওযিফা, যিকিরের জন্যে হিসনে হাসিন ও হিযবে আযম প্রভৃতি কিতাবগুলো সবাই পাঠ করে আসছেন। কিন্তু সেগুলো দীর্ঘ হওয়ার কারণে অনেকের পক্ষেই উপকার বয়ে আনতে পারছিলো না। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. সাধারণ মুসলমানদের উপকারার্থে সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে مناجات مقبول قربات عند الله وصلوت الرسول নামে একটি সংক্ষিপ্ত সংকলনগ্রন্থ তৈরি করেন। সংক্ষিপ্ত অথচ সর্বধারক হওয়ার কারণে এটি সীমাহীন জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

www.banglakitab.weebly.com

## ৫. উলূমুল ফিকাহ

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বিভিন্ন ফিকহি মাসআলা সন্ধান করে সেগুলোর ওপর বিস্তর গবেষণা করতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এই আগ্রহী চেতনা ও অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা তিনি তাঁর বিভিন্ন শায়খ ও আসাতিযায়ে কেরাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। যার কারণে দেখা যায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে না করতেই হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকূব রহ. তাঁকে ফতোয়া লেখার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। সে কারণে যদি বলা হয়, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ফিকহি খেদমত ১৩০১ হিজরিতে সূচিত হয়েছিলো, তাহলে ১৩৬২ হিজরি পর্যন্ত জীবনের ব্যাপ্তি ধরে বলা যেতে পারে যে, এই মহান শাস্ত্রের খেদমতে তিনি সুদীর্ঘ ৬০ বছর নিরন্তর দায়িত্ব পালন করেছেন।

এই দীর্ঘ সময়ে তিনি সহস্র মাসআলার জবাব লিখেছেন। হাজারো ফতওয়া লিখেছেন। অজস্র ছোট-বড় ফিকহি পুস্তিকা সংকলন করেছেন। বিশাল আকারের অনেকগুলো খণ্ডে প্রকাশিত 'ইমদাদুল ফাতওয়া' ও 'তাতিম্মায়ে ইমদাদুল ফাতওয়া'-এর নামে হযরত রহ.-এর ফতওয়াগুলো একত্র করা হয়েছে। নিদেনপক্ষে ভারতবর্ষের বুকে এ গ্রন্থটির দ্বিতীয় কোনো নজির নেই। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় ইহসান।

১. حوادث الفتاوى :

হযরত রহ.-এর সমকালে যে সকল নতুন নতুন মাসআলা ও অভিনব পণ্য-দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছিলো, যেগুলোর বিধান সচরাচর অতীতের ফতোয়াগ্রন্থে সুলভে পাওয়া যায়, সেগুলোর বিশদ বিধান ওই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে।

২. بہشتی زیور :

দশ খণ্ডের এই উপকারী গ্রন্থটি যদিও নারী সমাজের উদ্দেশ্যে সংকলিত হয়েছিলো, কিন্তু সেগুলোর মাঝে যাবতীয় ফিকহি অধ্যায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত

www.banglakitab.weebly.com

মাসআলা চলে এসেছে। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সকল মাসআলা ও সমাজশুদ্ধিমূলক সকল সংস্কার প্রস্তাব গ্রন্থটির মাঝে স্থান পেয়েছে।

৩. ترجيح الراجح :

এটি এমন এক সংকলনগ্রন্থ; যার দৃষ্টান্ত যদিও মহান পূর্বসূরীদের মাঝে কম নয়; কিন্তু পরবর্তী যুগে এ ধরনের উদ্যোগ নিতান্তই বিরল। সংকলনটির মাঝে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর নিজের ওই সকল মাসআলা একত্র করেছেন, যেগুলোর মাঝে তিনি নিজের পক্ষ থেকে বা অন্যকারো দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে কোনো ভুল বা অসঙ্গতি দেখতে পেয়েছেন। যারফলে তিনি পূর্বের মাসআলা থেকে সরে এসে অধিকতর গবেষণা করে সংশোধনী দিয়েছেন।

ওই উদ্যোগটি হযরত রহ.-এর ন্যায়ানুগ দৃষ্টিভঙ্গি, ইনসাফপূর্ণ মনোভাব, বিনম্রতা ও আত্মভরিতামুক্ত ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রমাণ। এটাই ছিলো হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাদি. তাবেঈন, তাবে' তাবেঈন ও মুজতাহিদিনে কেরামের আদর্শ। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. সেই হারিয়ে যাওয়া আদর্শকে নতুন জীবন দান করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে নিজের আখেরাতের বোঝা লাঘব করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

৪. فتاوی اشرفیہ :

এ নামে প্রয়োজনীয় দীনি মাসআলা তিনটি পৃথক অংশে মুদ্রিত হয়েছিলো। এটি খুবই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।

৫. بہشتی گوہر :

এটি বেহেশতি যেওরের অনুরূপ পুরুষদের উদ্দেশ্যে সংকলিত মাসআলাগ্রন্থ। এর মাঝে বিশেষত ওই মাসআলাগুলো একত্র করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যা নিতান্তই পুরুষসমাজ সংশ্লিষ্ট। যেমন, জুমুআ, জামাত, দুই ঈদ প্রভৃতি।

এছাড়াও পর্দা, রিবা, ঘুষ, ব্যাংক, সিনেমা, ফিল্ম, রেডিও প্রভৃতি বিষয়ের প্রয়োজনীয় মাসআলার ওপর ছোট আকারে অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা সংকলন করেছেন। যার কয়েকটির একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

### ৬. ইলমে কালাম

ইলমে কালাম, আকাইদ ও ইলমে তাওহিদের ওপর হযরত রহ. অনেকগুলো পুস্তক-পুস্তিকা সংকলন করেছেন। যা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা ও জনসমাদর লাভ করেছে। বিশেষ করে আধুনিক যুগের চাহিদা ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির উপযোগী করে তিনি নিজেও অনেকগুলো গ্রন্থ সংকলন করেছেন এবং অন্যদেরকে দিয়েও অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যেমন,

১. الحصون الحميدة নামে একটি আরবিগ্রন্থকে মাওলানা ইসহাক সাহেবের মাধ্যমে 'ইসলাম আওর সাইন্স' নামে অনুবাদ করান। এটি আরবি ভাষায় ইলমে কালামের ওপর একটি আধুনিক রচনা। যার মূল রচয়িতা হলেন, আল্লামা জিসরি। যিনি সুলতান আবদুল হামিদ খানের শাসনামলে সিরিয়ায় গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন। আধুনিক মহলে গ্রন্থটি ব্যাপক সমাদর লাভ করেছিলো। গ্রন্থটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, তার মাঝে অপব্যাখ্যার কোনো অবকাশ রাখা হয়নি।

২. المصالح العقلية للأحكام النقلية : এটি তিনটি পৃথক অংশে সংকলিত। এতে ইসলামি বিধান ও মাসায়িলের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা তথা হিকমত বয়ান করা হয়েছে। প্রথমাংশে নামায ও যাকাত, দ্বিতীয়াংশে রোযা, দুই ঈদ, সদকায়ে ফিতর, কুরবানি, হজ, বিয়ে ও তালাক, গোলামি ইত্যকার মাসায়িলের হিকমত বয়ান করা হয়েছে। তৃতীয়াংশে ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন, হুদূদ ও কিসাস, ফারায়েয, কবরের আযাব ও পরকাল বিষয়ক ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন হিকমত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. الإنتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة : এটিও ইলমে কালামেরই একটি অধ্যায়। এর মাঝে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্পর্কিত সন্দেহ-সংশয়ের যুক্তিযুক্ত উত্তর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৪. أشرف الجواب : এটিও পূর্বোক্ত ধরনেরই একটি সংকলনগ্রন্থ। এর মাঝে বিভিন্ন ওয়াজ ও মালফূযাত সংকলন করা হয়েছে। এছাড়াও অনেকগুলো নতুন ও পুরাতন সংশয়-সন্দেহের সদুত্তর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

## ৭. ইলমে সুলুক ও তাসাওউফ

ইসলামি শরিয়তের হৃদয়স্পন্দন হলো ইলমে সুলুক ও তাসাওউফ। যার মাঝে দীনের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠতা ও আমল এবং আহকাম ও সূক্ষ্মদর্শিতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়। প্রাচীন সুফিগণ এ বিষয়ে যতোগুলো কিতাব লিখেছেন, ইমাম কুশাইরির رسالة قشيرية আবু তালেব মক্কীর قوت القلوب আবু নসর আবদুল্লাহ ইবনু আলি সিরাজ আত তুসি-এর كتاب اللمع আবু সাঈদ খায্যার-এর كتاب الصدق শায়খ সোহরাওয়ার্দি-এর فتوح الغيب শায়খ আবদুল কাদির জিলানি-এর غنية الطالبين এবং পরবর্তীকালের ইমাম শা'রানি রহ.-এর রচনাবলি অধ্যয়ন করলে এ শাস্ত্রটির অনেক হাকিকত জানা হয়।

আফসোসের বিষয় হলো, বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির ভনিতা সুফি ও বিদআতিদের নব আবিস্কার তার ওপর এমনভাবে পর্দা ঢেলে দিয়েছে যে, আজ কখনো তাসাওউফকে মনে হয়, এক দলা বিদআতের সমষ্টি। কখনো তো এটিকে বাতিল বিভ্রান্তির জঞ্জালও মনে হয়। পরবর্তীতে ভারতবর্ষে হিন্দুদের যোগশাস্ত্র ও বেদান্তের প্রভাবে তার মাঝে অসংখ্য ইসলামবৈরী অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এমনকি ওয়াহদাতুল উজূদ, ওয়াহদাতুশ শুহূদ, লাতাইফ ও দাওয়াইর ইত্যকার আলোচনাও এই শাস্ত্রের মূলকাঠামো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। এগুলোর অধিকাংশগুলোরই সম্পর্ক হলো, ইলমে কালাম, দর্শন, খেয়ালাত ও ওয়াহামের সঙ্গে।

আসল বিষয় হলো, দীনের ক্ষেত্রে ইখলাস তথা একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির অভিলিপ্সু হওয়া, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা, আমল-আখলাক তথা কর্ম ও নৈতিকতাকে উন্নত করা। তাসাওউফ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিন্দনীয় আচরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং বিভিন্ন ফজিলত তথা সুন্দর গুণাবলি নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠা করা। অথচ আজ এগুলোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। কয়েক শতাব্দীর শূন্যতা শেষে হযরত থানভি রহ. তাঁর

www.banglakitab.weebly.com

তাজদিদি প্রচেষ্টার মাধ্যমে শাস্ত্রটিকে সালফে সালেহীন তথা প্রাচীন পূর্বসূরীদের পদ্ধতিতে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। যুগে যুগে তার কাঠামোর মাঝে সংযোজিত অতিরঞ্জন ও সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র করে এটিকে কুরআন ও সুন্নাহর আদলে গড়ে তুলেছেন। যার ফলে মাঝখানের অন্ধকার ভেদ করে নতুন করে হিদায়াতের নূর উদ্ভাসিত হলো। তিনি তার অব্যাহত মৌখিক বয়ান ও কলমের মাধ্যমে শাস্ত্রটির বিভিন্ন মাসআলার ওপর এতো প্রচুর লিখেছেন যে, এখন কোনো সত্যানুসন্ধানী ব্যক্তির সঠিক পথ খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

এক্ষেত্রে তালিকার প্রথমেই থাকছে قصد السبيل। এটি যদিও পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, তবে এটিকে বিন্দুর মাঝে সিন্ধু বললে অত্যুক্তি হবে না। সুলুক শাস্ত্রের ওই সকল শিক্ষা ও হাকিকত –যা হাজার বছরের সাধনায় অর্জিত হয়েছে এবং যেগুলো না জানার কারণে আধ্যাত্মপথের পথিক (সালিক) ও আত্মশুদ্ধিকামী (ত্বালিব) সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অভিষ্ঠ লক্ষ্য থেকে ছিটকে পড়ে– সেগুলোকে তিনি অতি সংক্ষেপে এখানে একত্র করে দিয়েছেন। যদি কোনো আধ্যাত্মপথের পথিক (সালিক) ও আত্মশুদ্ধিকামী (ত্বালিব) এই একটি ছোট্ট পুস্তিকার ওপর যথাযথভাবে আমল করতে সচেষ্ট হয়, তাহলে –আল্লাহ চাহেন তো– এটিই তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।

তথাকথিত মুর্খ পীর ও বাজারি সুফিরা এ তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে দিয়েছে যে, শরিয়ত ও তরিকত; এ দুটি ভিন্ন। তারা এ তত্ত্বকে এতোটা জোরে-সোরে প্রচার করে বেড়িয়েছে যে, সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম, অনেক জ্ঞানী-গুণীকেও এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হতে দেখা যায়। অথচ এটি শতভাগ মিথ্যা তত্ত্ব। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. সারা জীবন মানুষকে এ দীক্ষা দান করেছেন যে, তরিকত ও শরিয়ত একই জিনিস। আল্লাহর বিধানাবলি পূর্ণ ইখলাসের সঙ্গে আমল করাই হলো তরিকত। অন্যকিছু নয়। যুগে যুগে উম্মতের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীগণ এ অভিমতই পোষণ করতেন। যদি এর বিপরীত কেউ কোনো কথা বলে, বুঝতে হবে সে দীনের হাকিকত সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞ। সুলুক শাস্ত্র সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এই শাস্ত্রের মাসআলাগুলোকে সর্বপ্রথম কুরআন কারিম থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে مسائل السلوك من كلام ملك الملوك ও تائيد الحقيقة بالآيات العنيقة নামে আরো দুটি পুস্তিকা সংকলন করেছেন। যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

এরপর তিনি সুলুকের ওই সকল মাসআলার ব্যাখ্যা করেছেন যেগুলোর উৎস নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ও সহিহ সুন্নত। এ প্রসঙ্গে তিনি حقيقة الطريقة من السنة الأنيقة ও التشرف নামে দুটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

আহলে তাহকিক তথা গবেষকদের জন্যে এ শাস্ত্রের ওপর একটি সর্বব্যাপী গ্রন্থ التكشف بمهمات التصوف সংকলন করেছেন। যা ৫ খণ্ডে সমাপ্ত। তার মাঝে তিনি حقيقت طريقت، حقوق طريقت، تحقيق كرامت সহ তাসাওউফ সম্পর্কিত অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান দিয়েছেন।

তরিকত ও সুলুকের হাকিকত ও রহস্যগুলো এতোটাই সূক্ষ্ম, নাজুক ও স্পর্শকাতর যে, তা বুঝার ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা প্রদর্শন করা হলে এটি হিদায়াতের পরিবর্তে গুমরাহির হাতিয়ার হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে হযরত মাওলানা রূমি রহ.-এর রচনা মসনভি শরিফ একটি কালজয়ী বুনিয়াদি গ্রন্থ। যার কারণে তাসাওউফের বুজুর্গগণ নিজ নিজ খানকার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে সর্বযুগেই এ গ্রন্থটিকে সম্মান দিয়ে এসেছেন। হযরত হাজি ইমদাদুল্লাহ রহ. এ গ্রন্থটির চরম আশেক ছিলেন। যার কারণে তিনি নিজে তার খাস শিষ্যদেরকে এ গ্রন্থের দরস দিতেন। হযরত হাজি সাহেবের নির্দেশনায় মাওলানা আহমদ হাসান কানপুরী সাহেব অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সঙ্গে এ গ্রন্থটির টীকা লিখেছেন। মুনশি রহমতুল্লাহ সাহেব তা মুদ্রণ করেছেন। যার কারণে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে যে, মাওলানা বাহরুল উলূমের পর মসনভি শরিফের এরচেয়ে অধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বিতীয়টি লেখা হয়নি।

হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর খলিফাবৃন্দের মধ্য হতে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে মসনভি শরিফের ওপর খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। সুলুকের বিভিন্ন মাসআলা, তরিকতের প্রাকৃত শিক্ষা ও মসনভি শরিফের আলোচনাগুলোকে কুরআন ও হাদিসের আলোকে এতোটা দক্ষতা ও

www.banglakitab.weebly.com

কৃতিত্বের সঙ্গে কালিদে মসনভির ওপর গেঁথে দিয়েছেন যে, এখন যদি কোনো সাধারণ মানের পাঠকও ইচ্ছুক হয়, তাহলে সে কালিদে মসনভির সহায়তায় মসনভির খাজানার দুয়ার খুলতে পারবে।

এর বিপরীতে দেওয়ানে হাফিজের কবিতাগুলো খুবই নেশাকর। পাগল করা সেই নেশায় বুঁদ হয়ে অনেকেই পথহারা হয়েছে। এই মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে কতোজন যে আল্লাহহারা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

মা'রেফাতের ভালো-মন্দ মিশ্রিত এই মদের বিষয়টি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি জানতেন, দেওয়ানে হাফিজ আদ্যোন্ত মদ। তার মাঝে যেমন ক্ষেত্রবিশেষে উপকারিতা রয়েছে, তদ্রুপ তার কিছু অংশ ভীষণ ক্ষতিকরও বটে। এ কারণে তিনি 'ইরফানে হাফেজ' নামে এমন একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন, যা তার ফুলকে কাঁটা থেকে পৃথক করে দিয়েছে। কবির ভাষায়—

ساقی پلائے پھول تو کانٹا نکال کے

আধ্যাত্মপথের পথিক (সালিক) ও আত্মশুদ্ধিকামী (ত্বালিব)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে পৃথকাকারে تربية السالك وتجية الهالك সংকলন করেছেন। যার মাঝে তিনি আধ্যাত্মপথের পথিক (সালিক) ও আত্মশুদ্ধিকামী (ত্বালিব)-এর জন্যে পথের বিড়ম্বনা ও জটিলতা এবং যিকিরকারী, শুকরকারী ও শোগলকারীদের মনে জেকে বসা সন্দেহ ও সংশয় এবং আত্মশুদ্ধির পথে পথে সম্ভাব্য আশংকা প্রসঙ্গে বিশদ পথনির্দেশনা জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাসাওউফ শাস্ত্রে ব্যক্তিচরিত্রের তাবৎ সংশোধনী সম্বলিত, নৈতিকতা ও চরিত্রগঠন সম্পর্কিত এতো ব্যাপক ও সর্বব্যাপী তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ আরেকটি নেই। গ্রন্থটির কলেবর সর্বসাকুল্যে প্রায় ১২৭২ পৃষ্টা।

হযরত রহ.-এর আরেকটি অবদান হলো, তাঁর জ্ঞানগর্ভ মালফুযাত (অমিয় বাণী)। প্রাচীন যুগ থেকেই বুজুর্গানে দীনের মালফুজাত সংকলনের প্রচলন চলে আসছে। চিশতি সিলসিলার বুজুর্গানে দীনের মধ্য হতে হযরত সুলতান খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরি রহ. হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকি রহ. ও হযরত সুলতানুল আউলিয়া নিযামুদ্দীন দেহলভি রহ. প্রমুখের মালফুজাতও গ্রন্থাকারে বিদ্যমান রয়েছে।

www.banglakitab.weebly.com

আফসোসের বিষয় হলো, গুণগ্রাহী ভক্তবৃন্দ তাঁদের সেই মালফুজাত সমগ্রাকারে সংকলন করতে পারেন নি। তাঁদের পূর্ণ জীবনের মালফুজাত পাওয়া যায় না। তারা বড়জোর কয়েক মাস ও কয়েক বছরের মালফুজাত সংরক্ষণ করতে পেরেছেন। তারচেয়েও গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো, সেই মালফুজাতগ্রন্থের ওপর ওই বুজুর্গানে দীন দৃষ্টি বুলিয়েছেন কিনা? সেটিও সুনিশ্চিত নয়। তবে যেহেতু সেগুলোর সংকলকগণ নিজেরাও যথেষ্ট গুণাবলি ও সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন, এ কারণে সেগুলোর শুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই এই অতি সংক্ষিপ্ত সংকলনও আমাদের জন্যে অনেক বড় কল্যাণ ও বরকতের বাতিঘর।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মালফুজাতগুলো প্রায় ৬০ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। প্রকাশের আগে হযরত রহ. সেগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টির সম্পাদনাও করেছেন। এর সিংহভাগই حسن العزيز ইত্যকার নামে প্রকাশিত হয়েছে। সেই মালফুজাতগ্রন্থের মাঝে বুজুর্গানে দীনের কেসসা, প্রজ্ঞাময় বাণী, কুরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা, ফিকহি মাসায়িলের বিবরণ, সুলুকের নিগূঢ় তত্ত্ব, আকাবির তথা মহান পূর্বসূরীদের জীবনবৃত্তান্ত, আত্মশুদ্ধিকামী তালিবের জন্যে পথনির্দেশনা ও সতর্কবাণী, শিষ্টাচার ও নৈতিকতার দীক্ষা, আত্মশুদ্ধির অভিজ্ঞতালব্ধ আমল (مجربات) ইত্যকার প্রসঙ্গ হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

সেই স্বচ্ছবিধৌত জলধারা কতো শত পথিকের আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করেছে, তা গুণে শেষ করা যাবে না।

www.banglakitab.weebly.com

## ৮. আত্মশুদ্ধি ও সমাজ সংস্কার

বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য হবে না যে, এটি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তিনি মুসলমানদের সংশোধনের যেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি পেয়েছিলেন, তার খানিকটা ঝলক তার সংস্কারমূলক রচনাবলির মাঝে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সংস্কার ও সংশোধনের পরিধি এতোটাই বিস্তৃত ছিলো যে, আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা থেকে শুরু করে উলামায়ে কেরাম ও গুণীমহল পর্যন্ত তার ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়েছিলো। নর-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্যে সমান উপকারী জ্ঞানভাণ্ডার উপহার দিয়েছেন।

অন্যদিকে তাঁর সংশোধন ও আত্মশুদ্ধির পরিধি এতোটাই বিস্তৃত যে, মজলিস, মাদরাসা, খানকাহ থেকে শুরু করে বিয়ে, শাদি, শোক অনুষ্ঠান পর্যন্ত তথা প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলজনক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মোটকথা, একজন মুসলমান যেদিকে যাত্রা করুক; তাঁর কলমের রেখে যাওয়া পথনির্দেশ দেদীপ্যমাণ দেখতে পাবে।

এক্ষেত্রে হযরত রহ.-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হলো, তাঁর মূল্যবান ওয়াজ। ইসলামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি প্রায় ১২০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই ১২ শতাব্দীতে অবশ্যই অসংখ্য অগণিত বুজুর্গানে দীন ও সমাজ সংস্কারক অতিবাহিত হয়েছেন; কিন্তু সম্ভবত এই ধর্মীয় বক্তা তথা ওয়ায়েযিনে কেরামের মধ্য হতে 'ইবনে নুবাতাহ' ও সুলুকের ইমামগণের তালিকা হতে হযরত শায়খ আবদুল কাদির জিলানি রহ.-এর ওয়াজ ছাড়া অন্যকারো নির্ভরযোগ্য ও উপকারী ওয়াজসমগ্র সংরক্ষিত নেই। আল্লাহ তাআলা এই শেষ যুগে মুসলিম উম্মাহর সংশোধনের নিমিত্ত অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন এভাবে যে, তিনি হযরত রহ.-এর শিষ্যগণের অন্তরে তাঁর সেই মূল্যবান ওয়াজগুলো সংগ্রহ করে এক মলাটে সংকলন করার প্রত্যয়ী সংকল্প ঢেলে দিয়েছেন। হযরত যদিও বিভিন্ন নগরীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁর মূল্যবান ওয়াজ পেশ করেছেন; কিন্তু তাঁরা পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে ওয়াযের সময় হযরত রহ. যেই শব্দে তাঁর মূল্যবান নসিহত পেশ করেছেন, ঠিক সেই শব্দে শব্দে তারা সেটিকে লিপিবদ্ধ করতে পেরেছেন। পরবর্তীতে সেগুলোকে হযরত রহ.-এর সতর্ক সম্পাদনার পর সাধারণ মুসলমানদের উপকারার্থে প্রকাশ করেছেন। এভাবে পূর্ণ সতর্কতা ও মনোযোগের সঙ্গে আনুমানিক ৮ শতাধিক ওয়াজ সংকলিত হয়েছে। যেখানে বিদআত প্রতিরোধে ইসলামের বিধান, মূল্যবান উপদেশ, হৃদয়গ্রাহী

www.banglakitab.weebly.com

পরামর্শ, উপকারী তদবির ও যুগোপযুগী প্রস্তাবনা উঠে এসেছে। তাত্ত্বিক সেই বয়ানগুলো অবশ্যই প্রত্যেক শ্রোতার অন্তর্জগতে আলোড়ন তুলে যায়।

আত্মশুদ্ধি ও সংস্কারের ময়দানে হযরত রহ.-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যেখানে সাধারণত বক্তাগণ শুধুমাত্র আকাইদ ও ইবাদত সম্পর্কে আলোচনা করেন, সেখানে হযরত রহ. ওই বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্বারোপের পাশাপাশি মুসলমানদের নৈতিকতা ও লেনদেনসহ সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনের কায়-কারবারের শুদ্ধতার ওপরও জোর দিয়েছেন। বরং তিনি তাঁর প্রশিক্ষণ ও আধ্যাত্মিক দীক্ষার পাশাপাশি এগুলোর ওপরও সমান দৃষ্টি রাখতেন। অথচ শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত সাধারণ শায়খগণ এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ পাঠ বিস্মৃত করে রেখেছিলেন।

ওয়াযের বাইরে এক্ষেত্রে আরেকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তাঁর লেখা 'হায়াতুল মুসলিমিন' গ্রন্থ। যার মাঝে তিনি কুরআন কারিম ও হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোকে মুসলমানদের দীনি, দুনিয়াবি কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনের পরিপূর্ণ রূপরেখা বাতলে দিয়েছেন। হযরত রহ. নিজেই বারংবার এ কথা ইরশাদ করেছেন যে, তিনি তাঁর সমস্ত রচনাবলির মধ্য হতে এ কিতাবটির রচনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শ্রম দিয়েছেন, অন্যকোনো রচনায় তার সমপরিমাণ শ্রম ব্যয় করতে হয়নি। যার কারণে তিনি ইরশাদ করেছেন যে, 'আমি আমার সমস্ত কিতাবের মধ্য হতে এ কিতাবটিকেই আমার নিজের নাজাতের মাধ্যম মনে করি'।

এ প্রসঙ্গে হযরত রহ.-এর আরো কিছু রচনা হলো— ইসলাহুর রুসূম, সফাইয়ে মুআমালাত, ইসলাহে উম্মত, ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত ইত্যাদি। রচনাগুলো তৈরি করার পেছনে উদ্দেশ্য হলো, যেন মুসলমানদের নৈতিক, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনকে খাঁটি ইসলামি পদ্ধতি ও শরঈ কাঠামোর আদলে গড়ে তোলা যায়। তাদের সামনে যেন সেই সিরাতুল মুসতাকিম স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যা তাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শারীরিক অসুস্থতা ও দীর্ঘসূত্রিতার ভয়ে আমি হযরত রহ.-এর ইলমি অবদানের ফিরিস্তি সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে আসছি। নয়তো ইসলাম ও মুসলমানদের উপকারে হযরত রহ.-এর বর্ণিল অবদানের তালিকা শুধু এতটুকুতেই ক্ষ্যান্ত নয়। কবির ভাষায়—

طوفان اشک لانے سے اے چشم فائدہ
دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے

অশ্রুর তুফান এনে কী লাভ যদি হয় তা অরণ্যে রোদন,
দু ফোটা অশ্রুই অনেক; যদি তা ছুঁয়ে যায় হৃদয় কারো।

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

# তৃতীয় অধ্যায় ॥

## আমলের ময়দানে হযরত রহ.-এর অবদান

www.banglakitab.weebly.com

www.banglakitab.weebly.com

## খানকার মৌলিকত্ব ও তার তাৎপর্য

এমন কিছু শব্দ রয়েছে; যেগুলোর বাস্তবতাও রয়েছে; কিন্তু স্রেফ প্রাচীন ও আদি হওয়ার কারণে সেগুলোকে অনেকেই বাস্তব বলে স্বীকার করতে চান না। কারণ হলো, তাদের চোখে আধুনিকতার চশমা লাগানো রয়েছে। নয়তো যাদের অন্তর্চক্ষু আছে, বস্তুর গভীরে প্রবেশের মতো দূরদৃষ্টি রয়েছে, তারা সেগুলোকে অবশ্যই বাস্তব বলে স্বীকার করে থাকেন।

'খানকাহ'-এর শব্দ নিয়ে দুষ্টজনদের আপত্তির শেষ নেই। কেউ বলে, শব্দটির সঙ্গে অনারবের গন্ধ সেপ্টে আছে। কেউ বলে, এটি থেকে ইসলামবিরোধী বৈরাগ্যের দুর্গন্ধ বেরোয়। খোদা মালুম, এমন কতো শত অভিযোগ অনেকের মনের ভেতরে বুদবুদ ছড়ায়। অথচ এগুলো বাস্তবতার শতভাগ পরিপন্থী। 'খানকাহ' হচ্ছে আমল করার এমন এক জায়গা যেখানে বাতেনি ইলমের ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হয়। অথবা বলতে পারেন, এটি এমন এক পরিবেশ যা ব্যক্তিকে অনৈসলামিক বিষাক্ত প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে পবিত্র করে তোলে, যা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে তোলে। আপনি বলুন, পৃথিবীর বুকে কোথায় এমন শিক্ষাব্যবস্থা রয়েছে যা প্রশিক্ষণমূলক কার্যক্রম ছাড়াই সফল হতে পারে। পৃথিবীতে কি এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটি ও কলেজ আছে যার জন্যে একাডেমিক ভবনের সঙ্গে সঙ্গে বোর্ডিং হাউস ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক নয়। এমন কোনো শিক্ষাবিশেষজ্ঞ আছেন কি, যিনি পাঠকক্ষের পাশাপাশি একটি আবাসিক ভবন তৈরি করে সেখানে সম্পূর্ণ শিক্ষানুকুল পরিবেশ তৈরির আবশ্যকীয়তাকে অস্বীকার করেছেন?

আপনি যদি প্রখ্যাত ইংরেজি সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞ নিউম্যান (Newman)-এর নিবন্ধ পাঠ করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন যে, তিনি এর ওপর কতোটা গুরুত্বারোপ করেছেন?

www.banglakitab.weebly.com

এটি আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো, শুধু বই আর ভাষণ দিয়ে মানসিকতা ও নৈতিকতার পরিবর্তন করা যায় না। বরং এর জন্যে একটি বিশেষ পরিবেশ গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। সেই পরিবেশের প্রভাব এতোটাই গভীর ও শক্তিশালী হয়ে থাকে যে, সেখানে যদিও ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও প্রতিভার লোক এসে বাস করতে শুরু করেন এবং নিজস্ব আগ্রহ অনুপাতে বিদ্যা অর্জনে মনোনিবেশ করে থাকেন; কিন্তু দু-চার বছর এখানে একসঙ্গে বসবাস করার সুবাদে সমব্যপ্তিকহারে একটি বিশেষ চিন্তাধারা, একটি সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং একটি সামগ্রিক জীবনপদ্ধতি সৃষ্টি হয়ে যায়। যার কারণে তারা পরস্পরে একই বর্ণ ও একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে ওঠেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্যে আবাসিক ভবন তৈরির পেছনে এই একটাই উদ্দেশ্য নিয়ামক হয়ে থাকে।

বর্তমান পৃথিবীর অনেক বড় বড় মনোবিদ পরিবেশের এই শক্তিশালী প্রভাবের অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন। তাদেরই একজন জি. ডব্লিউ ওয়াটসনের দাবি হলো—

> ‘তুমি ১২ জন সুস্থ ও কর্মোক্ষম শিশু আমার হাতে অর্পণ করো আর আমাকে একটি সবিশেষ পরিবেশে তাদেরকে প্রশিক্ষণের সুযোগ দাও। আমি তাদের মধ্য থেকে কোনো ধরনের বাছ-বিচার ছাড়াই যাকে যেই জিনিসের বিশেষজ্ঞ বানানোর ইচ্ছে করবো অবশ্যই বানাতে পারবো। ডক্টর, শিল্পী, আর্টিস্ট যা ইচ্ছে; এমনকি চোর ডাকাত চাইলেও বানাতে পারবো। পূর্বে তাদের প্রতিভা, মানসিকতা, তাদের যোগ্যতা এমনকি তাদের পিতা-দাদাদের পেশা যাই হোক না কেনো; তার কারণে কোনো তফাত পড়বে না’।

সন্দেহ নেই, তার কথার মাঝে অতিরঞ্জন রয়েছে। অপরাপর মনোবিদগণ তার কথাকে ‘বাহুল্য’ বলেও মন্তব্য করেছেন। কিন্তু এস এস সার্জেন্টের এ কথাটি অবশ্যই ন্যায়ের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে। যার সত্যতা কেউ অস্বীকার করবে না। তিনি বলেছেন—

> ‘পৈত্রিক বৈশিষ্ট্য আসল নিয়ামক নাকি ‘পরিবেশ’? যদি কেউ এ প্রশ্ন করে, তাহলে তার প্রশ্নটি অনেকটা সেই প্রশ্নের মতো,

www.banglakitab.weebly.com

> যেখানে প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করেছে যে, মোটরগাড়ির পথচলার জন্যে কোন জিনিসটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঞ্জিন নাকি পেট্রোল?
>
> একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, দুটোই আবশ্যক। পৈত্রিক বৈশিষ্ট্যের মাঝে মূলত কাঁচামাল থাকে। এই কাঁচামাল দিয়েই মানবিক কাঠামো গড়ে ওঠে। কিন্তু সেই কাঁচামাল দিয়ে আপনি কী তৈরি করতে চান, সেই কাঁচামালকে আপনি কোন কাঠামোতে গড়ে তুলতে চান, তা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে 'পরিবেশ'-এর ওপর। যদি ভালো কাঁচামাল ভালো কারিগর (অর্থাৎ পরিবেশ)–এর হাতে পড়ে তাহলে তা একটি 'অতি উন্নত বস্তু'-এর আকৃতি ধারণ করে। এর বিপরীতে বাজে কাঁচামালকে আপনি যতো দক্ষ ও পোড় খাওয়া অভিজ্ঞের হাতে সোপর্দ করুন; সেটি দিয়ে কখনই 'প্রথম শ্রেণির পণ্য' তৈরি করা সম্ভব হবে না।'

অর্থাৎ হয়তো তা দিয়ে কোনো বস্তু তৈরি করা যাবে; কিন্তু সেটি কখনই প্রথম শ্রেণির হবে না। মাজযুব রহ.-এর ভাষায়—

میخانہ کا محروم بھی محروم نہیں ہے

মানবিক পরিবেশ-এর প্রভাব স্রেফ 'কিছু মানবিক ব্যক্তিসত্ত্বা'-এর মাঝে সীমিত থাকে না; বরং এই মানবগোষ্ঠীর সৎ কাজ বা অসৎ কাজের কারণে গোটা প্রকৃতি –যেখানে সেই গোষ্ঠীর লোকজন বসবাস করে– 'প্রভাবিত' হয়। পরবর্তীতে সেই প্রকৃতি নিজেও একজন 'প্রভাব বিস্তারকারী'-তে পরিণত হয়। একটি জায়গা; যা শশ্মান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা সেটি দীর্ঘদিন যাবত অনেকগুলো খুনের ঘটনাস্থল; সেই স্থানটিতে যদি আপনি এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে যান, যিনি স্থানটির এই পরিচিতি সম্পর্কে অবহিত নন, তারপরও সেখানে ওই লোকটি হাজির হলে নিজের অজ্ঞাতসারে কেঁপে ওঠবে। তার গায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে যাবে। ওই ব্যক্তিকে যদি আপনি এরপর এমন এক স্থানে নিয়ে যান; যে স্থানটি কোনো সময় অব্যাহতভাবে 'আল্লাহ আল্লাহ' ও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর যিকিরে মুখরিত ছিলো; স্থানটির এই পরিচিতি সম্পর্কে যদি লোকটি অবহিত নাও হয়, তারপরও সে এখানে এসে চরম আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করবে। তার সমগ্র

www.banglakitab.weebly.com

সত্ত্বা পুলকিত হবে। এর কারণ কী? এর কারণ হলো খোদ সেই প্রকৃতি এখন 'প্রভাব বিস্তারকারী'-তে পরিণত হয়েছে।

মোটকথা, মানবিক পরিবেশ ও প্রকৃতি এমন এক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি যা মানুষের মন ও মননে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ওই প্রভাবের কারণে তার সত্ত্বা ও কর্ম একটি বিশেষ কাঠামোতে গড়ে ওঠে। বর্তমান যুগ –যেখানে অনৈসলামিক পরিবেশের কারণে মুসলমানদের ব্যক্তিগত অবস্থা খুবই বিপর্যস্ত সেখানে মুসলমানদের দীনি দীক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে প্রয়োজন একটি বিশেষ দীক্ষালয়। প্রয়োজন একটি বিশেষ প্রশিক্ষণকেন্দ্র। তাঁদের বিপর্যস্ত অবস্থার পরিশুদ্ধির জন্যে প্রয়োজন একটি বিশেষ প্রকৃতি ও পরিবেশ। এটি ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। স্রেফ ওই উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই খানকাহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। খানকাহ তৈরির পেছনে দ্বিতীয় কোনো মাকসাদ নেই। এটাই খানকার মৌলিকত্ব।

ওই কথাগুলো আমরা বুদ্ধিপুজারীদের উদ্দেশ্যে বলেছি। কিন্তু আজ এমন একটি দল দাঁড়িয়ে গেছে যারা নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষার সমর্থক দাবি করে থাকে। যারা নিজেদেরকে 'ইসলামি আন্দোলন'-এর কর্মী পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের অস্বচ্ছ দৃষ্টি যেহেতু ওই সর্বজন স্বীকৃত বাস্তবতা ও মানসিকতা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি, এজন্যে তারা 'খানকাহ' শব্দ শুনামাত্রই তার ওপর 'অনারবত্ব'-এর লেবেল সেপ্টে দেয়। তারা দাবি করে যে, এই খানকাহ ছাড়াই আমরা 'দীনি নৈতিকতা' গড়তে সক্ষম। যদি কোনো হাতুড়ে ডক্টর এ দাবি করে যে, কলেরা মহামারীতে আক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, তাকে মহামারী আক্রান্ত এলাকায় রেখেই আরোগ্য করে তোলা সম্ভব; তাহলে তার কথার যেই পরিণতি, তার চেয়ে ওই আন্দোলনের কর্মীর দাবির পরিণতি ভিন্ন হবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোনালী যুগ এমনকি খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগগুলোতেও মুসলমানগণ ইলম ও আমলের মাঝে ফারাক করতেন না। তাঁরা দীনির সত্যিকার চেতনা সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ছিলেন। যার কারণে তাদের জন্যে ভিন্ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রের প্রয়োজন পড়েনি। দেখুন, সেই যুগের লোকদেরকে ইতিহাস 'সাহাবা ও তাবেঈন'-এর উপাধি দিয়েছে। এই উপাধিই প্রমাণ করে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.banglakitab.weebly.com

ওয়াসাল্লামের শিক্ষার মাঝে 'সাহচার্য্য' ও 'পরিবেশ'-এর কী পরিমাণ প্রভাব ছিলো। তাঁদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে 'সাহচার্য্য ও পরিবেশ'-এর কতো বড় অবদান ছিলো। যার বদৌলতে একজন মুসলমান মুহূর্তে কোত্থেকে কোথায় পৌঁছে যেতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আসহাবে সুফফা নামে একটি বিশেষ দলের অস্তিত্ব ও তাঁদের জন্যে নবীজির বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বুনিয়াদ রেখে এবং সেই আদর্শের অনুসরণ করেই খানকাহ গড়ে ওঠেছে।

যখন ইলম ও আমলের ওই সমন্বয় সাধনের যুগ শেষ হয়ে যায়, রাজনীতি ও প্রশাসনের লাগাম চলে যায় এমন এক শ্রেণির হাতে; যারা দীনের মূল কার্যক্রম-তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) ও কিতাব-সুন্নাহর তালিম (শিক্ষাদান)-কে দ্বিতীয় স্তরের দায়িত্বে ফেলতো আর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, ভোগবাদ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে প্রথম স্তরের দায়িত্ব মনে করতো, তখন সেই সময়ের কতিপয় পবিত্র আত্মার অধিকারী মাহাত্মগণ সময়ের বিপর্যস্ত অবস্থা ও তার ক্ষতিকর পরিণতির বিষয়টিকে আঁচ করতে সক্ষম হন। তাঁরা কেঁপে ওঠেন এ আতঙ্কে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেই মিশনে প্রেরণ করা হয়েছিলো, সেই মিশনের ভবিষ্যত কি ভঙ্গুর হতে চলেছে? এই অনুভূতিই তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে যে, এখন আমাদেরকেই দীনের মূল কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বভার তুলে নিতে হবে। এটিকেই তারা তাদের একক দায়িত্ব জ্ঞান করতে শুরু করেন। সমকালীন রাজনীতি থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে এমন কিছু প্রশিক্ষণশালা প্রতিষ্ঠা করেন যেখান থেকে সত্যিকার দীনে হানিফের ধারক গড়ে ওঠবে, যেখান থেকে শাশ্বত পবিত্র সুন্নতের প্রতি প্রেম ভাবাপন্ন আশেক সৃষ্টি হবে। সেই প্রশিক্ষণশালা-ই পরবর্তীতে 'খানকা' শব্দে পরিচিতি লাভ করে। আর সেই পরিবেশে গড়ে ওঠা প্রজন্মকেই 'সুফিয়ায়ে কেরাম' বলা হতে থাকে। সেই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সুফিগণ ওই ধারার অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমে দীনের প্রচার ও প্রসারের যেই অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেন, যা ইসলামের ইতিহাসের পাতায় অন্যতম বর্ণিল অধ্যায়।

যদিও এ কথা আজ অস্বীকার করা যাবে না যে, বর্তমান সময়ের অনেকগুলো 'খানকাহ' থেকে তার মূল লক্ষ্য ও চেতনা উঠে গেছে। কিন্তু তার অজুহাতে এ জাতীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে

www.banglakitab.weebly.com

হবে? এই দোহাই দিয়ে সবগুলো খানকাহর সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করতে হবে? যদি গুটিকয়েক ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার মাঝে অজ্ঞতা ও আত্মসর্বস্বতা প্রবেশ করার কারণে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থা ও কার্যক্রম দুষ্ট হয়, তাহলে এক সঙ্গে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও মূলনীতির বিলোপ সাধন করতে হবে?

যদি এটাকেই পৃথিবীর সংবিধানের মূলনীতি ঠাওরে নেওয়া হয় যে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো এক অঙ্গে রোগ দানা বাঁধে তাহলে গোটা প্রতিষ্ঠানকে উপড়ে তুলে ফেলতে হবে তাহলে পৃথিবীর বুকে যতো মসজিদ-মাদরাসা রয়েছে, সবগুলোর দরোজা বন্ধ করতে হবে। কেননা এমন আংশিক সমস্যাক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেহায়েতই কম নয়। আল্লাহ রক্ষা করুন। কাজেই নিবেদন করবো যে, আপনার এ প্রস্তাব সংস্কারধর্মী প্রস্তাব নয়, এটি বিনাশী প্রস্তাব। এতে শুদ্ধি হয় না, ধ্বংস হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বেশ আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, প্রতিটি শতাব্দীতে পৃথিবীর বুকে একজন মুজাদ্দিদ তথা সংস্কারকের আগমন ঘটবে যিনি সত্য থেকে মিথ্যার মিশ্রণ দূর করবেন এবং আসলকে তার সত্যিকারের বর্ণে ফিরিয়ে দেবেন। এটাই তো ইসলাহ। এটিকেই সংস্কার বলে।

www.banglakitab.weebly.com

## খানকায়ে ইমদাদিয়া

যেমনটি ইতোপূর্বে নিবেদন করেছি যে, খানকাহ শব্দটি যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিলো না; কিন্তু খানকাহি চেতনার ধারক প্রশিক্ষণকেন্দ্র ইসলামের সূচনা যুগে অবশ্যই ছিলো। যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিলো এবং অদ্যাবধি ছড়িয়ে চলেছে; কিন্তু যুগের চাকা যতোই সামনে এগিয়েছে ততোই অধিকাংশ খানকাহ তার প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে পড়েছে। আজ যা গুটিকয়েক রুসুম ও রেওয়াজের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। তবে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রতিটি যুগেই এমন কিছু খানকাহ অবশ্যই বিদ্যমান ছিলো, যা চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা বিকাশের সুমহান এই দায়িত্ব স্বার্থকতার সঙ্গে আঞ্জাম দিয়েছে। যেখানে এসে বড় বড় আলিমগণ নিজেদের জ্ঞানগরিমা বিসর্জন দিয়েছেন। বিত্তশালীগণ নিজেদেরকে মাটির ধুলোয় নামিয়ে এনেছেন। দুনিয়াদারগণ নিজেদের দুনিয়াপ্রীতি ভুলে মাটির মানুষে পরিণত হয়েছেন। যেই আত্মগঠনমূলক পরিবেশে অবস্থান করে ধৈর্য্য, শোকর, স্বার্থবিসর্জন, আত্মত্যাগ, বিনম্রতা, আল্লাহর্নিভরতা, অল্পেতুষ্টি, ইখলাস ও সৎসাহসের উচ্চ মানবিক গুণাবলি নিজের মাঝে সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এ কথা কে বলতে পারবে যে, বিগত অর্ধশতাব্দীতে গঞ্জেমুরাদাবাদে শাহ ফযলুর রহমান রহ.-এর মাধ্যমে; ভুপালে শাহ আবু আহমদ সাহেব রহ.-এর কল্যাণে; থানাভবন, দেওবন্দ ও সাহারানপুরে হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককি মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম নানুতুবি রহ. মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরি রহ.-এর অবস্থানের বদৌলতে এবং হায়দারাবাদ দকনে শাহ সা'দুল্লাহ মুজাদ্দেদি সাহেবের হাত ধরে সেই দীনি পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি? সেখানে কি মানবগড়ার সত্যিকারের খানকাহ বিদ্যমান ছিলো না? সেই ধারাবাহিকতার

www.banglakitab.weebly.com

মাঝে সর্বশেষ সংযোজন হলো, থানাভবনের খানকায়ে ইমদাদিয়া। যেখানে হযরত হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি রহ.-এর মাধ্যমে শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও নৈতিকতা গঠনের এক সুবিস্তৃত ও সুবিশাল কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম পেয়েছে। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এতোটা ব্যাপক ও সর্বব্যাপী কাজ দ্বিতীয়টি হয়নি।

আল্লাহওয়ালা বুজুর্গদের উপস্থিতিতে এবং তাঁদের ইখলাসদীপ্ত নেককাজের বরকতে থানাভবনের পরিবেশ ও প্রকৃতি এতোটাই নুরান্বিত ও আত্মগ্রাহী হয়ে উঠেছিলো যে, এখানে যে ব্যক্তিই কয়েক দিন অবস্থান করেছে তার জীবনের কাঠামা আমূল বদলে গেছে। কতো জেন্টেলম্যান এখানে এসে এমনভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে যে, তার তাকওয়া-তহারাত দেখে অনেক আলেমও লজ্জা অনুভব করেছেন। কতো আলেম এখানে এসে বুদ্ধির জঞ্জাল থেকে মুক্তি পেয়ে পূর্ণ ইয়াকিনের মূল্যবান দৌলত লাভ করেছেন। কতো দুর্বল চরিত্র, ক্রটিপূর্ণ লেনদেনের অধিকারী ব্যক্তি এখানে এসে দীক্ষা লাভ করে নিজেরাই সচ্চরিত্র ও লেনদেনের শুদ্ধতার শিক্ষক বনে গেছেন। তথাকথিত বাজারী পীরদের খপ্পরে পড়ে এতোদিন অস্বচ্ছ কাশফ, কারামাত ও লাতাইফ (সূক্ষ্ম তত্ত্ব)-এর অর্জনে জীবন ধ্বংস করা পথহারা পথিক এখানে এসে সত্যিকার নববি দীনের মৌলিকত্ব অর্জন করেছেন। যার ফলে আজ তিনি নিজেকে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকামী বান্দায় পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন।

থানাভবনের পরিবেশ-প্রকৃতির সেই পরশ পাথুরে শক্তির চমৎকার চিত্রায়ণ করেছেন খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব রহ.। তিনি তার কবিতায় চাক্ষুষ দেখা বাস্তবতাকে বিমূর্ত করেছেন সফলতার সঙ্গে। খাজা সাহেব একজন স্বভাবজাত কবি ছিলেন। যার কারণে তিনি স্বার্থকতার সঙ্গে সেই পরিবেশ ব্যক্ত করতে পেরেছেন। নয়তো খানকার আকাশে-বাতাসে, রেণুতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অলৌকিক ক্ষমতাকে যে কেউ এসে তার কবিতায় বিমূর্ত করতে সক্ষম হতো না।

এছাড়াও মরহুম ওসল বালগেরামিও তাঁর স্বরচিত কবিতায় থানাভবনের চিত্র এঁকেছেন। তিনি তার অমর কাব্যগ্রন্থ 'আরমুগানে জাভেদ'-এর মাঝে 'মুশাহাদাত' শিরোনামে কবিতাগুলো সংযুক্ত করেছেন।

www.banglakitab.weebly.com

খানকায়ে ইমদাদিয়া থানাভবন শহরের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এরপর শহরটি শেষ হয়ে গেছে। আর কোনো জনবসতি নেই। এখান থেকে দুই ফার্লঙ দূরে শহরের রেলওয়ে স্টেশন অবস্থিত। সে যুগে শহরের পুরাতন ভবনগুলোর মতো রাস্তা-ঘাটও ছিলো সেকেলে ইটের তৈরি। খানকার দরোজা পর্যন্ত একটি ইটের রাস্তা রয়েছে। ফটকের ভেতরে একটি বিস্তৃত আঙ্গিনা, চারদিকের প্রতিটি কোণে একটি করে পাকা বারান্দা ও টিনের ছাউনি রয়েছে। ছাউনিটি যথেষ্ট প্রশস্ত। বৃষ্টি-বাদলের দিনেও অনায়াসে যে কেউ সেই ছাউনির নিচে হাঁটা-চলা করতে পারবে।

আঙ্গিনার মাঝখান থেকে একটি পাকা হাউজের বৃহৎ অংশ ভেতরের দিকে ঢুকে গেছে। যার অর্ধেক অংশ ছাদ দেওয়া আর অর্ধেক অংশ উন্মুক্ত। ফটক দিয়ে প্রবেশ করতেই আপনি দুদিকেই গোসলখানা দেখতে পাবেন। গোসলখানাগুলো আয়তনে ছোট হলেও যথেষ্ট। শীতের দিনে সেখানে গরম পানির ব্যবস্থা থাকে। ছাউনির নিচে একেবারে লাগোয়া কুয়ো রয়েছে। ছাউনি পেরিয়ে যখনি আপনি প্রবেশ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জুতো খুলে ফেলতে হবে। কেননা এখান থেকে মসজিদের বারান্দা শুরু হয়ে গেছে। জুতো রাখার জন্যে সেখানে একটি বাক্স রয়েছে।

এখন যদি আপনি পূর্ব দিক থেকে হাতের বাম দিকে ঘুরে তাহলে সেখানে একটি কুয়ো ও তার পরে বাথরুমে যাওয়ার রাস্তা পেয়ে যাবেন। এরপরে রয়েছে মেহমানখানার ফটক। মেহমানদের জন্যে নির্দিষ্ট ভবনটি যদিও অনাড়ম্বরপূর্ণ; কিন্তু সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে। কুঠুরিগুলোর আয়তন হলো, সেখানে অনায়াসে চারজন মেহমান অবস্থান করতে পারবেন। সিড়ি দিয়ে কয়েক কদম অগ্রসর হয়ে সামনের দিকে এগুলে অনতিদূরেই নিজের ডান হাতকে পশ্চিম দিকে ফেরাতে হবে। তখন একটি লম্বা বারান্দা পাওয়া যাবে। সেই বারান্দাতে পাশাপাশি তিনটি দুয়ার দেখা যাবে। প্রথম দুয়ারের পেছনে কুতুবখানার কামরা রয়েছে। দ্বিতীয় দুয়ারে হযরত রহ.-এর বিশেষ বৈঠকখানা রয়েছে। তার পেছনে আরেকটি কামরা। তার পশ্চিম কোণে দ্বিতীয় আরেকটি কামরা রয়েছে। এ কামরাটিই হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর বিশ্রামাগার ছিলো।



www.banglakitab.weebly.com

তার সঙ্গে লাগোয়া আকারে বারান্দার পূব কোণে আরো একটি কামরা রয়েছে। এখন দ্বিতীয় দুয়ার পেরোলে আপনি মসজিদে চলে আসবেন। মসজিদটি খুব বেশি বড় নয়। তবে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ আলো ঝলমলে। ভেতরের পরিবেশ খুবই আরামদায়ক ও স্বস্তিজনক। মসজিদ পেরোলে আপনি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আগমনকারী সালিকদের জন্যে কামরা পাবেন। দালানের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে আগত ছাত্রদের জন্যে কুরআনি মাদরাসা রয়েছে। শেষাংশে সিড়ি ও ছোট-খাট কয়েকটি কামরা রয়েছে। উপর-নিচের এই কামরাগুলো ছাত্রদের আবাসস্থল।

এখন আপনাকে আপনার ডান দিকে অর্থাৎ পূব দিকে মোড় নিতে হবে। সেখানে রয়েছে দখিনা বারান্দা। যার অর্ধেক অংশ মাদরাসা ও মেহমানদের জন্যে। সেখানে অনায়াসে বেশ কয়েকজন মেহমান বসতে পারবেন। বারান্দার অপরাংশে মাদরাসার উচ্চমাধ্যমিক জামাত যথা হেদায়ার ছাত্রদের পাঠকক্ষ। যার পেছনের অংশে 'আন নুর' পত্রিকার অফিস। হযরতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও খানকার তত্ত্বাবধায়ক মৌলভি শাব্বির আলি সাহেবের কিতাব বিক্রয়ের লাইব্রেরিটি সেখানে অবস্থিত। এরপর আপনাকে বামদিকে আরেক বার মোড় নিতে হবে। পূবদিক ঘেষে কয়েক কদম হাঁটলেই ফিরতে পথে দরোজায় এসে হাজির হবেন। এদিকেই সারিবদ্ধভাবে বেশক'টি কামরা রয়েছে। সেখানে ওযূর জন্যে রীতিমত লম্বাটে নালা রয়েছে। নালাগুলো উত্তর-দক্ষিণ করে লম্বা আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। [হাকিমুল উম্মত : ১৭-১৯। রচনায়, মাওলানা দরিয়াবাদি]

এই খানকার ওপর আল্লাহর রহমতের যেই নুর বর্ষিত হয়, তা অনেকেই শুধু অনুভবই করেন নি; বরং চাক্ষুষ প্রত্যক্ষও করেছেন। হযরত হাফেজ জলিল আহমদ আলিগড়ি সাহেব (যিনি হযরত থানভি রহ.-এর খলিফা ছিলেন) একবার রাতের ট্রেনে থানাভবনে এসে হাজির হন। তিনি যখন ট্রেন থেকে নেমে খানকার দিকে হেঁটে আসছিলেন তখন পরিস্কার দেখতে পান যে, খানকার মসজিদের গম্বুজ থেকে আসমান পর্যন্ত নুরের অবিচ্ছিন্ন লম্বা সারি জ্বলজ্বল করছে।

www.banglakitab.weebly.com

## সময়ানুবর্তিতা ও কাজের বিন্যাস

আজকাল 'বাউণ্ডুলিত্ব' ও 'দীনদারিত্ব'-কে সমার্থক মনে করা হয়। অনেকেই মনে করে থাকে যে, যেখানে দীন থাকবে তার চতুর্সীমার মাঝে বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, কর্মকৌশল প্রবেশ করতে পারবে না। অনেক শিক্ষিত লোকও এই ভুল ধারণার শিকার যে, যিনি দীনদার হবেন তিনি কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন না; তিনি কোনো নিয়ম-নীতির ধার ধারবেন না; সময়ের মূল্য দিতে জানবেন না; কোনো কাজ শৃংখলার সঙ্গে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবেন না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বড় দীনদার। যার জীবনী আমাদের জন্যে সর্বোত্তম আদর্শ। যিনি যুগপৎ অকৃত্রিম, সরল জীবনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার উজ্জ্বল উদাহরণ ছিলেন। তাঁর জীবনে দীনদারিত্ব ও শৃঙ্খলাবোধ পরস্পরে সাংঘর্ষিক হয়নি।

তাজ্জবের বিষয় হলো, সেই মহান সত্ত্বা– যিনি ইরশাদ করেছেন, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ : আমাকে সর্বোত্তম নৈতিকতার পূর্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে– তাঁর অনুসারীগণ আজ চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, লেনদেন সহ জীবনের সর্বক্ষেত্রে-সর্বস্তরে শৃঙ্খলা ও নিয়ম-নীতির কোনোরূপ তোয়াক্কাই করছে না। হাকিমুল উম্মত রহ.-এর মাঝে এই বিরল (মুজাদ্দিদসুলভ) বৈশিষ্ট্য বিরাজমান ছিলো যে, তিনি তাঁর ঘরোয়া ও বাইরের জীবনের মাধ্যমে এমন নৈতিক আদর্শ পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, একদিকে দুনিয়াবাসী জানতে পেরেছেন, হকপন্থীগণ কেমন হয়ে থাকেন আর অপরদিকে বোদ্ধামহল জানতে পেরেছেন যে, দীনের সংস্কারক এমন-ই হয়ে থাকেন। যদিও আল্লাহর পৃথিবীতে অজ্ঞ লোকের অভাব নেই। যারা মুর্খতার পরিচয় রেখে এ আপত্তি তুলে বেড়ায় যে, এভাবে নিয়ম-নীতির ধার ধরে চলা তো ইংরেজদের সংস্কৃতি। সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট। কথা-বার্তার পদ্ধতি নির্ধারিত। এটি কোনো দরবেশি হলো?

খানকায়ে ইমদাদিয়ার মাঝে সবসময় নীতিমালা মেনে চলা হতো। কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রয়োগ হতো। যার কারণে একজন শিষ্য তার উস্তাদ থেকে, একজন শিষ্য তার শায়খ থেকে অধিক উপকার গ্রহণের সুযোগ

www.banglakitab.weebly.com

পেতো। হযরত রহ.-এর নীতিমালা অনুসরণের বিস্ময়কর উপকার হলো, তিনি এর কারণে ইলম ও আমল; উভয় ময়দানেই এমন অনন্য কীর্তি রেখে গেছেন যে, তাঁর ইলম ও আমলের প্রাচুর্য দেখে যে কেউ বিস্মিত না হয়ে পারবে না। এ কথা উলামায়ে কেরামের অজ্ঞাত নয় যে, হযরত থানভি রহ.-এর সকল নীতি নৈতিকতার মহান পাঠদাতা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান জীবনী থেকেই উদ্ভূত।

## বহির্জাগতিক জীবন

অন্যদের সুবিধা ও নিজের স্বস্তির জন্যে হাকিমুল উম্মত রহ. খানকার দেয়ালে তাঁর নিযামুল আওকাত (নিয়মানুবর্তিতা)-এর প্রজ্ঞাপন টানিয়ে দিয়েছিলেন। যা নিম্নরূপ—

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### অধমের সময়ানুবর্তিতার প্রজ্ঞাপন

যাতে করে কোনো প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষীর অসুবিধা না হয়
এবং অধমের কোনো কষ্ট না হয়

১. সকাল থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত আমাকে এমন কিছু টুকটাক কাজ করতে হয়, যা শুধু নির্জনেই করা সম্ভব। যার কারণে এ সময় কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, কথাবার্তা বলা আমার জন্যে পীড়াদায়ক ও সমস্যাজনক।

২. তবে ওই ধারা থেকে ৩ ধরনের ব্যক্তি ব্যতিক্রম। ১. যে সদ্য আগমন করেছে এবং শুধু মুলাকাতের মুসাফাহা করতে ইচ্ছুক। ২. যে ব্যক্তি বিদায় নেবে এবং বিদায়ী মুসাফাহা করতে ইচ্ছুক। ৩. যে ব্যক্তি এমন কোনো প্রয়োজনে এসেছে, যার জন্যে অবকাশ বের করা যায় না। যেমন, তীব্র ব্যথা-বেদনার তাবিজ নিতে এসেছে অথবা তাৎক্ষণিক এমন কোনো মাসআলা জানতে এসেছে; যার জন্যে দেরি করা সমীচিন হবে না। এই ৩ ব্যক্তির করণীয় হলো, সে এসে আমাকে তার আগমনের কারণ জানিয়ে দেবে, যেন কারণ অজ্ঞাত না থাকার কারণে মনোপীড়া না হয়।

www.banglakitab.weebly.com

৩. দুপুর ১২ টা থেকে যোহর নামায আদায় করে মজলিসে বসার পূর্ব পর্যন্তের এ সময়টি আমার বিশ্রাম ও নামায পড়ার সময়। এ সময় আমি যে কোনো ধরনের সাক্ষাৎ ও খেদমত গ্রহণ করা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

৪. এরপর যখন যোহর নামায পড়ে মজলিসে হাজির হবো সে সময় থেকে শুরু করে আসরের আযানের পূর্ব পর্যন্ত সময়টি সকলের জন্যে উম্মুক্ত। এ সময় যে কেউ এসে বসে সব ধরনের কথা-বার্তা বলা, তাবিজ ইত্যাদি চাইতে পারবে। তবে জুমুআর দিন তাবিজ নেওয়া যাবে না।

৫. আসরের আযান থেকে শুরু করে নামায থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত সময়টিতে পূর্বের ৩ নং ধারাটি (বিশ্রাম সম্পর্কিত) প্রযোজ্য।

৬. আসরের পর থেকে ঈশার নামায আদায় করা পর্যন্ত সময়টিতে পূর্বের ১ নং ধারা প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকাল থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সময়ের জন্যে যে ধারাটি কার্যকর। ওই সময়টিতে ২ নং ধারায় বর্ণিত ৩ শ্রেণির লোক ব্যতিক্রম।

৭. ঈশার পর থেকে সবার কাছ থেকে ওজর কামনা করছি। তীব্র কোনো প্রয়োজন ব্যতিরেকে।

৮. ওই নীতিমালা তাদের জন্যে যারা সবার সম্মুখে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে সক্ষম। এর বিপরীতে যদি কেউ গোপনে কোনো কথা বলতে চায় তাহলে তার জন্যে নিয়ম হলো, সে যদি লেখে ব্যক্ত করাকেই যথেষ্ট মনে করে তাহলে আমার মজলিস লাগোয় তিন দুয়ারির দেয়ালে একটি বাক্স লাগানো রয়েছে। সেখানে তার কথা লিখে রেখে দেবে। যেই ঠিকানায় উত্তর পেতে ইচ্ছুক, তার পূর্ণ ঠিকানাও লিখে দেবে। যেমন, অমুক নম্বর কামরায় অথবা মসজিদের মিম্বরে। সবসময় ফজরের নামাযের পর এ ধরনের উত্তরপত্র পাঠানো হয়ে থাকে। ওই নিয়ম অনুসরণ করলে লিখিত উত্তর পাওয়া যাবে।

যদি কেউ তার গোপন কথা মৌখিক জানাতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে পূর্বের নিয়মে কাগজে লিখে নির্জনতার সময় জেনে নেবে।

www.banglakitab.weebly.com

আমি তাকে যে সময়ের কথা বলবো সে সময়টিতে এসে কথা বলবে। এর জন্যে আমি অধিকাংশ সময় বাদ মাগরিবের সময়টি নির্ধারণ করে থাকি।

৯. কিছু মেহমানকে আমি বিশেষ সময় দিয়ে নির্জনতার সময় একত্রে বসিয়ে নিই। অন্য কেউ নিজেকে এর ওপর অনুমান করতে যাবেন না। তদ্রু কাউকে কোনো খেদমত যথা বাতাস করা ইত্যাদি করতে দেখে তার অনুসরণ করতে যাবেন না। এ ধরনের খেদমতের জন্যেও পূর্ব থেকে অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। তদ্রু স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া অন্যকোনো খেদমত যথা, জুতো উঠানো, বদনায় পানি ভরে রাখা ইত্যাদির জন্যে এগিয়ে আসা সমীচিন হবে না।

১০. পথিমধ্যে কোনো ব্যক্তি আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করবেন না। ঘরে এসেও কেউ ডাকাডাকি শুরু করবেন না।

নোট : ওই নিয়ম-নীতি ওই সকল ব্যক্তির জন্যে যারা সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন। যদি কারো সঙ্গে অন্যকোনো সম্পর্কও থেকে থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে ওই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

অবশ্য যদি কাউকে কোনো বিশেষ নীতির অনুসরণ করার নির্দেশ নিয়ে থাকি তাহলে তার জন্যে ওই নীতি মানা অত্যাবশ্যক।

নোট : কোনো সময় অনিবার্য কারণবশত ওই নিয়মের মাঝে খানিকটা পরিবর্তন এনে থাকি। সেসময় ওই পরিবর্তিত নিয়মই প্রযোজ্য হবে। তদ্রুপ ব্যক্তিগত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম প্রযোজ্য; যা তাদেরকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

আশরাফ আলি

নতুন আগন্তুকদের জন্যে খানকার পক্ষ থেকে পরিচয় জানার জন্যে হযরত থানভি রহ. একটি ফরম বানিয়ে দিয়েছিলেন। তার ছকগুলো এমনভাবে সাজানো যে, খুব সহজেই পরিচয় জেনে নেওয়া যায়।

যেহেতু হযরত রহ. মসনদে ইরশাদ তথা নসিহতদাতার আসনে সমাসীন আর তাঁর দীক্ষালয়ের ভেতর শিক্ষিত ও সাধারণ সর্বশ্রেণির মানুষের জন্যে

www.banglakitab.weebly.com

উন্মুক্ত; শুধু শত শত নয়, হাজার হাজার সাধারণ ও অসাধারণ লোক সাক্ষাৎ করতে আগমন করতো, এ কারণে তিনি এমন এক বিরল নীতিমালা ব্যবহার করতেন এবং তাদেরকে শিখিয়েও দিতেন যে, তার সুফলে তাদের নিজস্ব জীবনও সুশৃঙ্খল, সুগঠিত ও স্বস্তিদায়ক রূপে গড়ে ওঠার প্রয়াস পেতো।

খোদ হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ভাষায় তার হিকমত জেনে নিন। তিনি লিখেছেন—

> 'কেউ কেউ আমার কাছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করে থাকেন। যা পূরণ করাটা তাদের বিশদ অবস্থা জানার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু অধিকাংশের অবস্থা হলো, তাদেরকেও জিজ্ঞেস করলেও উত্তর জানা যায় না বা যথেষ্ট পরিমাণ উত্তর জানা যায় না, অথবা বারংবার জিজ্ঞেস করতে হয়। যার কারণে মানসিক কষ্ট হয়। এ ধরনের কষ্টের কারণে সংকোচ ও বিরক্তি বোধ হয়। যা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে।
>
> অনেককেই আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের অধিকাংশজনেরই উত্তর হলো, মৌখিক প্রশ্নের সম্মুখীন হলে উত্তর এলোমেলো হয়ে যায়; এ কারণে আমি সবার জন্যে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে নিম্নের ছক প্রস্তাব করছি। তাদের জন্যে আমি ছক আকারে একটি ফরম পেশ করছি। ছকে বর্ণিত প্রশ্ন নিজে বা অন্যকারো সহায়তায় পূরণ করে দিলে কৃতার্থ হবো। আশা করি, এতে দুপক্ষই সুফল পাবেন।'

| ক্র. | প্রশ্ন | উত্তর |
|---|---|---|
| ১ | নাম | |
| ২ | স্থায়ী ঠিকানা | |
| ৩ | এ সময় কোথেকে এসেছেন এবং এখানে কতো দিন অবস্থান করবেন? | |
| ৪ | পেশা ও জীবিকা কী? | |
| ৫ | আপনার কাছে কোনো পৈত্রিক সম্পত্তি নেই তো? | |

www.banglakitab.weebly.com

| | |
|---|---|
| ৬ | **উর্দু অথবা আরবি অথবা ইংরেজিতে যোগ্যতা কী পরিমাণ?** |
| ৭ | **আগমনের কারণ কী? শুধু সাক্ষাৎ নাকি কিছু বলা নাকি কিছু লিখে দেওয়া নাকি মুখে জানানো? সবার সম্মুখে নাকি নির্জনে?** |
| ৮ | কারো কাছে বাইআত কিনা? হলে কার কাছে? আমার কাছে বাইআত হলে সময়কাল কতো? কার থেকে শিক্ষাগ্রহণ চলছে? |
| ৯ | আমার মাওয়ায়েয ও রাসাইল থেকে কি কি পড়েছেন? |
| ১০ | ইতোপূর্বে আমার সঙ্গে চিঠিপত্র হয়েছে কি? সেগুলো কি সঙ্গে আছে? এখন দেখানো যাবে? |
| ১১ | কতো দিন অবস্থান হবে? |
| ১২ | কোথায় অবস্থান হবে? |
| ১৩ | খানকায় এবারই প্রথম এলেন নাকি পূর্বেও এসেছেন? পূর্বে এলে কতোদিন অবস্থান করেছেন? |
| ১৪ | এখানকার খাবারের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আপনি কি জানেন? |
| ১৫ | বাইরে প্রদর্শিত হাতে লেখা বড় এলানটি কি পড়েছেন? |

এছাড়াও সর্বস্তরের সদস্যদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-নীতি নির্ধারিত ছিলো। প্রত্যেকেই সে নিয়ম-নীতি মেনে চলতেন। হযরত রহ. একথাই ভাবতেন যে, পীর ও মুরিদ, আগমনকারী ও বিদায়গ্রহণকারী; প্রত্যেকেই যেন স্বস্তি বোধ করে। এক মুহূর্ত সময়ও যেন নষ্ট না হয়। অহেতুক সাক্ষাতের পথ যেন বন্ধ হয়ে যায়। এখন আপনি ন্যায়-নিষ্ঠার সঙ্গে বলুন, এরকম সময়ানুবর্তিতা কি ইংরেজদের সংস্কৃতিক দাসত্ব? আপনি যদি এভাবে সময়ের মূল্যায়ন না করেন তাহলে কি আপনার পক্ষে এতোগুলো বই-পুস্তক, অসংখ্য মাওয়ায়েয, সহস্র মালফজাত এবং প্রত্যহ ২৫-৩০টি পত্রের বিজ্ঞোচিত উত্তর লেখা সম্ভব?

www.banglakitab.weebly.com

## খানকার চিঠি-পত্র

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে প্রতিদিন এতো বেশি চিঠি-পত্র আসতো আর প্রতিদিনের চিঠির উত্তর যেভাবে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে সেদিনেই জানিয়ে দিতেন যে, খোদ এটিকেই আপনার চোখে একটি দিব্য কারামত মনে হবে। আপনার বিশ্বাস করতে হয়তো কষ্ট হবে; এজন্যে বিশদ বিবরণ জানিয়ে দিচ্ছি।

'ডাক বহনকারী ট্রেনটি সাহারানপুরের দিক থেকে দুপুরে বা তার কিছুটা পূর্বে থানাভবন শহরের রেলস্টেশনে এসে পৌঁছে। কিছুক্ষণ পরেই স্টেশন থেকে চিঠিপত্র ডাকঘরে এসে পড়ে। এসময় চিঠিপত্র বাছাই করতে কিছুটা সময় লেগে যায়। এরপর হযরত রহ.-এর চিঠিগুলো টিনের ব্যাগে নিরাপত্তার সঙ্গে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। চিঠি-পত্রের প্রতি এতোটাই গুরুত্ব দেওয়া হতো যে, হযরতের বেতনভুক্ত কর্মকারী (অধিকাংশ সময় একাধিক কর্মচারীকে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যেতো)-দের মধ্য হতে একজন অবশ্যই নির্দিষ্ট সময়ে ডাকঘরে হাজির হয়ে যেতো। ডাকপিয়ন এসে চিঠি বাছাই করে দেবে; তার অপেক্ষা না করে সে নিজেই দ্রুততা ও কর্মদক্ষতার সঙ্গে নিজেদের চিঠিগুলো বাছাই করে বুঝে নিতো। এরপর সঙ্গে সঙ্গে হযরত রহ.-এর খেদমতে হাজির হয়ে যেতো। হযরত এসময় কখনো তিন দুয়ারি ভবনে অবস্থান করতেন, কখনো অন্দরমহলে চলে যেতেন। ডাক আসতেই যাদের লেখার সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত, বিশেষত যারা পোস্টকার্ডে লিখেছে, তাদের পত্র তৎক্ষণাৎ পড়ে নিতেন। তবে চিঠির উত্তর জানাতেন এর থেকে দুঘণ্টা পরবর্তী যোহরের মজলিসে। প্রতিদিন ন্যূনতম ত্রিশ-পয়ত্রিশটি চিঠি আসতো। কোনো দিন চিঠির সংখ্যা বেড়ে যেতো। এছাড়া সব চিঠি সংক্ষিপ্ত হতো না। কিছু কিছু চিঠি অনেক দীর্ঘ হতো। যেখানে ফিকাহ, সুলুক, কালাম প্রভৃতি শাস্ত্রের মাসআলাও থাকতো।

যোহরের মজলিসে সেই চিঠিগুলো নিয়ে বসতেন। চারপাশে শুভানুধ্যায়ীগণ বসে আছেন। হযরত উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে আলোচনা করছেন। দরখাস্তকারীদেরকে তা'বিজও লিখে দিচ্ছেন; সঙ্গে সঙ্গে প্রেরিত পত্রের উল্টো পিঠে বা কোনো এক প্রান্তে এক দু লাইনে উত্তরও লিখে দিচ্ছেন। আর উত্তরের প্রতিটি শব্দ কতোটা বিপুল অর্থবোধক। আল্লাহু আকবার। তিনি

www.banglakitab.weebly.com

কতোটা উপস্থিত জ্ঞানসম্পন্ন প্রত্যুতপণ্যমতিত্বের অধিকারী ছিলেন। চিঠি পড়ে সঙ্গে সঙ্গে উল্টো পিঠে উত্তর জানিয়ে দিচ্ছেন। এমন বিপুল অর্থবোধক ও দ্ব্যর্থবোধক উপস্থিত উত্তর অন্যকারো পক্ষে নির্ঘাত সম্ভব নয়। অন্যরা দীর্ঘ প্রহর ভেবেও বোধ হয় এতো সঠিক ও শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে না। তবে মাঝে-মধ্যে এক-দুটি চিঠি এমনও হতো, যেগুলো তিনি অন্যদের হাতে সঁপে দিতেন। এগুলো হলো সেই চিঠি, যার উত্তর হাওয়ালা সমেত দিতে হবে।

অনেক সময় এমনও হতো যে, চিঠি-পত্রের ওই স্তুপ সরতে না সরতেই মধ্যাহ্নের আরেকটি ডাক চলে আসতো। এসময় দিল্লি থেকে একটি ট্রেন আসতো। সেই ট্রেনেও দু-চারটি চিঠি থাকতো। উত্তর লেখার সময় খুবই চেষ্টা করা হতো, যেন যথাসম্ভব দ্বিতীয় দিনেই চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া যায়। এমনই হতো যে, চিঠির উত্তর লেখার আগেই দিনের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। তখন হযরত রহ. বয়সের ভারে ন্যুব্জ হওয়া সত্ত্বেও মাগরিবের নামাযের পর ওয়াযিফা আদায় শেষে প্রদীপ সামনে নিয়ে বসে যেতেন। মিটমিটে আলোতে নিজ হাতে কলম তুলে নিয়ে উত্তর লিখতেন। অনেক সময় উত্তর লিখতে লিখতে রাত গভীরও হয়ে যেতো। এভাবে তিনি নিজ হাতে চিঠির উত্তর লেখা শেষ করে উঠতেন।

[নুকুশ ও তাআসসুরাত : ১৯৫-১৯৭]

এমনই ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এভাবে আল্লাহ যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে অসংখ্য উপকারিতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। মুখের মাধ্যমে, লেখার মাধ্যমে, বাতেনি তাওয়াজ্জুহের মাধ্যমে তাঁর উপকার ছড়িয়ে পড়েছিলো দিগন্তের সীমা ছাড়িয়ে সর্বখানে।

## সফরের মূলনীতি

এতোক্ষণ আমরা নিজ খানকায় অবস্থানকালে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দিনরাতের একটি চিত্র ফুটিয়ে তোলার কসরত করেছি। এখন আমরা তাঁর সফরের বিবরণ পেশ করবো।

ঘরে কিবা বাইরে তিনি কখনই ফরমাইশি বক্তা ছিলেন না। তিনি কখনই ওয়াজ করার ওপর কোনো ধরনের বিনিময় গ্রহণ করেন নি। বরং তিনি এ

www.banglakitab.weebly.com

পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, যেখানেই যেতেন কঠোরতার সঙ্গে দাওয়াত-নিমন্ত্রণ এড়িয়ে চলতেন। কেননা এটিও এক প্রকার বিনিময় গ্রহণ। এমনকি সফরসঙ্গীদের দায়িত্বভারও কারো ওপর ছেড়ে দিতেন না। সফরসঙ্গীদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে জানিয়ে দিতেন যে, যতোক্ষণ পর্যন্ত মেজবান হযরত রহ.-এর কাছে খাসভাবে দরখাস্ত না করবে এবং তাঁর কাছ থেকে এ ব্যাপারে অনুমতি না নেবে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না। তিনি কখনো এমন স্থানে অবস্থান করতেন না যেখানে আসা-যাওয়া করতে, সাক্ষাত করতে সাধারণ মুসলমানদের কষ্ট হবে। যদি কোনো একান্ত ভক্ত আমিরের বাড়িতে দাওয়াত গ্রহণ করতে হয়, তখন তিনি মেজবানের ঘরের লোকদের জন্যে একটি বিশেষ সময় নির্ধারণ করে দিতেন আর অবশিষ্ট পুরোটা সময় জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত রাখতেন। সাধারণ জমিদার, রাজন্যবর্গের দাওয়াত এড়িয়ে চলতেন। কেননা হযরত রহ.-এর দৃষ্টিতে তার মাধ্যমে কোনো ধরনের উপকারিতার সম্ভাবনা নেই।

হাকিমুল উম্মত রহ. যখন সফরের ইচ্ছে করতেন তখন প্রথমে তার পরিমাণ ও উদ্দেশ্য চূড়ান্ত করে নিতেন। তখন সেই মোতাবেক সামান-পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র গুছিয়ে নেওয়া হতো। সেই দিনগুলোর জন্যে ডাকের যাবতীয় ব্যবস্থা পূর্ব থেকেই নিয়ে নেওয়া হতো। সফরের দিনগুলোতে প্রতিটি স্থান থেকে ঘরের উদ্দেশ্যে পত্র লিখতেন। উদ্দেশ্য হলো, এর মাধ্যমে ঘরবাসী ও খানকাহবাসীদেরকে আশ্বস্ত থাকেন। সফরকালে তিনি সবসময় তৃতীয় শ্রেণির আসন প্রাধান্য দিতেন। তবে সুযোগ-সুবিধা অনুসারে কখনো কখনো দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণিতেও সফর করতেন। সফরকালেও চিঠিপত্রের উত্তর প্রদান ও লেখালেখির কাজ অব্যাহতভাবে জারি রাখতেন।

সফরকালে কখনো কোনো অমুসলিমের সঙ্গে আলাপচারিতা ঘটলে এমন হৃদয়গ্রাহী ও ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করতেন, যেন অমুসলিম ব্যক্তির মনে ইসলামের সত্যতার সিলমোহর গেঁথে যায়। তবে সফরে থাকা অবস্থায় কাউকে বাইআত করতেন না; বরং তার কাছে এ ইচ্ছে পেশ করতেন যে, আপনি থানাভবনে এসে কিছু সময় দেখে নিন। শুধু কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। মিষ্টি মিষ্টি কথা বানানো খুবই সহজ। আসল লক্ষ্যণীয়

www.banglakitab.weebly.com

হলো, আমল ও ইখলাস। এই আমল ও ইখলাস ছাড়া বাইআতের উদ্দেশ্য কখনই অর্জিত হবে না।

ওই সিদ্ধান্তের পেছনে আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেন বাইআত হওয়াকে স্রেফ রুসুম মনে না করে। তারা যেন এটিকে সস্তা সওদা মনে না করে। তাদের মনে যেন বাইআতের মৌলিকত্ব ও মূল্য গেঁথে যায়। তবে নারীদের বিষয় এর চেয়ে ব্যতিক্রম।

আল্লাহ তাআলার অনেক বড় দয়া ও ইহসান হলো, হযরত রহ. কখনো সফর কালে অসুস্থ হন নি। যার কারণে দীনের প্রচার-প্রসারের কাজে কোনো ধরনের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি।

www.banglakitab.weebly.com

# ঘরোয়া জীবন

আমরা এখন হযরত রহ.-এর ঘরোয়া জীবন জানবো। এ বিষয়টি পেশ করার উদ্দেশ্য হলো, এ কথা যেন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ওয়াজ-নসিহত, সময়ানুবর্তিতা ও নিয়ম-কানুন শুধু অন্যদের জন্যে নয়; বরং ঘরের ভেতরের নিজস্ব জীবনেও সেগুলোর ওপর পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। নিজ আমলের মাধ্যমে সেগুলোর উপকারিতা অন্যদের বুঝানোর চেষ্টা করতেন। তবে স্থান-কাল ও পাত্রভেদে নিয়ম-নীতিও ভিন্ন হতো এবং সেটাই স্বাভাবিক ও সমীচিন।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দুজনস্ত্রী ছিলো। যার কারণে নগদ বা আকৃতিবিশিষ্ট যা-ই আসতো, সমান সমান ভাগ করে নিজ হাতে বণ্টন করতেন। এতোটাই আত্মসম্মানবোধের অধিকারী ছিলেন যে, তিনি দুজনেরই দেনমোহর আদায় করে দিয়েছিলেন। অপরপক্ষের কাছ থেকে দাবি প্রত্যাহার করা ও অর্থ ফিরিয়ে নেওয়ার উপর্যুপরি অনুরোধ সত্ত্বেও কখনই ফেরত নিতে সম্মত হন নি। ডক্টর আবদুল হাই মাদ্দাযিল্লুহু –যিনি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর খলিফা ছিলেন এবং হযরত রহ.-এর ঘরোয়া জীবন সম্পর্কে সুবিদিত ছিলেন– তাঁর কাছ থেকে শুনেছি যে, হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ২টি বাড়ি ছিলো। ২টি বাড়িই তিনি তাঁর ২ স্ত্রীর মালিকানায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওই ২ বাড়ি দান করার পর হযরত রহ. মনে মনে এ সংকোচবোধ করতেন যে, আমি বাড়ি ভাড়া ছাড়া তাদের বাড়িতে থেকে নিজের স্ত্রীদের অনুগ্রহ ভোগ করছি। যার কারণে একদিন তিনি খুবই সুন্দরভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করলেন যে, আপনারা আমার কাছ থেকে প্রতি মাসে কিছু টাকা ভাড়া হিসেবে গ্রহণ করুন।

এ কথা শুনে তারা দুজনই মনোক্ষুন্ন হয়ে বললেন, আপনি দেখি, غیریت পরসুলভ প্রস্তাব পেশ করছেন। হাকিমুল উম্মত রহ. তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলেন যে, غیریت তথা এটি পরসুলভ প্রস্তাব নয়; এটি غیرت তথা আত্মসম্মামবোধ প্রসূত সিদ্ধান্ত।

www.banglakitab.weebly.com

তারা দুজন কোনোমতেই সম্মত হলেন না। তিনিও চুপ হয়ে গেলেন; কিন্তু এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময় এ নীতি অবলম্বন করে এসেছেন যে, নিজের ইচ্ছের কথা গোপন রেখে ভাড়ার নিয়তে কিছু টাকা তাদের দুজনের হাতে গুজে দিতেন। যেন তাদের হৃদয় আহত না হয় এবং নিজের আত্মসম্মানও বজায় থাকে। আল্লাহু আকবার।

হযরত রহ. রুক্ষ মেজাযের ছিলেন না। ঘরের লোকদের সঙ্গে কখনই শাসকসুলভ বা কৃত্রিম আচরণ করতেন না। বরং সবসময় তাদের সঙ্গে স্নেহ ও প্রীতিময় আচরণ করতেন। ঘরের মাঝে সবসময় হাসি-খুশি থাকতেন। তাঁর কথা-বার্তায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সুমহান বাণী চিত্রিত হতো যে, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি হলো, যে তার ঘরের লোকদের কাছে উত্তম'। নিজ স্ত্রীদের অতিথিদের পূর্ণ সমাদর করতেন। তাদের শিশুদের সঙ্গেও হাস্যমুখে রসিকতা করতেন। কেননা এটিই তো ছিলো মহান আদর্শ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিরন্তন অভ্যাস।

যারা খুব বেশি নিয়ম-নীতির শ্লোগান তোলে তাদেরকে দেখা যায়, অন্যদের ওপর নিয়ম-নীতি অনুসরণের কঠোর বোঝা চাপিয়ে দেয়; কিন্তু নিজেকে আইনের প্রতিটি বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রাখে। হাকিমুল উম্মত রহ. কখনই এমন ছিলেন না। তিনি নিজেও নিয়ম মেনে চলতেন, অন্যদেরকে নিয়ম মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করতেন। মৌলভি শাব্বীর আহমদ রহ. সম্পর্কে হযরত রহ.-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। জীবনের শুরু থেকেই তিনি হযরত রহ.-এর ছায়াতলে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন। তাঁর ওপর হযরত রহ.-এর নানাভাবে অধিকারও ছিলো। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রেও তিনি কখনোই অনিয়ম করতেন না। যখন তিনি নিজ থেকে কোনো উদ্দেশ্যে হযরত রহ.-এর কাছে আসতেন তখন কখনো নিজের কোনো কাজ তার হাতে অর্পণ করতেন না। কারণ হলো, যেন আগামীতে তার আবার আসতে কষ্ট না হয়; যেন তার মনে এ কল্পনা না আসে যে, সেখানে গেলে কোনো না কোনো কাজে লাগিয়ে দেবে। তার কাছ থেকে কোনো কাজ নিতে হলে তিনি নিজেই তার কাছে হাজির হয়ে যেতেন। এসময় যদি দেখতেন যে, তিনি অবসর রয়েছেন তাহলে কাজের কথা পেশ করতেন; নয়তো ফিরে আসতেন।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত শাব্বীর রহ. তো ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। কখনো হযরত রহ. নিজের স্ত্রীকে খানা খাওয়ার পর এ কথা বলতেন না যে, 'বরতন ওঠাও'। বরং বলতেন, 'কাউকে দিয়ে বরতন ওঠিয়ে নাও'। উদ্দেশ্য হলো, যেন তাদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত না লাগে; যেন তাদের মানসিকতা আহত না হয়। এর চেয়েও বড় বিষয় হলো, কখনো যদি গৃহভৃত্য ঘুম থেকে দেরি করে ওঠতো তাহলে তিনি নিজেই ইচ্ছেকৃতভাবে কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। উদ্দেশ্য হলো, গৃহভৃত্য যেন নিজ প্রয়োজনাদি স্বস্তির সঙ্গে পূর্ণ করতে পারে; যেন সে এ কথা না মনে করে যে, তিনি তার অপেক্ষায় আছেন।

হযরত রহ. সবসময় তাদেরকে গুরুত্বের সঙ্গে বলতেন যে, তারা যেন অহেতুক দাঁড়িয়ে না যায়। ঘরে এসে সালাম দিয়ে বসে যাবে এবং নিজ চাহিদা পরিস্কার জানিয়ে দেবে। তিনি কখনই কর্মচারী ও গৃহভৃত্যদের দিকে পয়সা ছুড়ে মারতেন না; বরং নিজের সামনে রেখে তাদের বলতেন, উঠিয়ে নাও। উদ্দেশ্য হলো, যেন একদিকে তাদেরকে হেয় করা না হয়, অন্যদিকে ধন-সম্পদ =যা আল্লাহ তাআলার দান– তার অবমূল্যায়ন না ঘটে।

ঘরের লোকদের ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে না দিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন। এমনকি কখনো কোনো বিশেষ খাবার রান্না করতেও বলতেন না। অবশ্য যখন অপরপক্ষের কাছ থেকে কোনো ফরমায়েশ করার উপর্যুপরী অনুরোধ আসতো তখনও তিনি এমন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, যেন তাদের মন না ভাঙ্গে এবং তাদের ওপর বোঝা না হয়ে দাঁড়ায়। বলতেন—

> 'তুমি নিজ থেকে এমন কয়েকটি খাবারের নাম বলো, যা তুমি সহজেই রান্না করতে পারবে। সেগুলোর মধ্য হতে যেটি আমার পছন্দ হবে তোমাকে জানিয়ে দেবো'।

প্রচুর ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতিদিন নিয়ম করে ঘরে আসতেন; যেন তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া হয় ও মন রক্ষা হয়। ঘরের কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসায় মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করতেন। প্রয়োজন দেখা দিলে নিজেই দূর-দূরান্তে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতেন।

এভাবে তিনি 'তাআল্লুক মাআল্লাহ তথা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক'-এর দোহাই দিয়ে 'বান্দার হক' নষ্ট হতে দিতেন না। এটিতো হলো, সন্ন্যাসি, বৈরাগী, যোগী ও বাজারীদের প্রতীক। কিছু লোক আছে, যারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত সম্পর্কে অবহিত নয়; যাদের মতে, ইবাদত ও

www.banglakitab.weebly.com

আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি এতোটাই ভঙ্গুর ও দুর্বল যে, মসজিদ ও খানকার বাইরে পা ফেললেই তা ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। অথচ সুন্নতের অনুসরণ করে কিছু কাজ মসজিদ ও খানকায় আদায় করলে যেমন ইবাদত হয়, তদ্রুপ এমন কিছু কাজও রয়েছে, যা সুন্নতের অনুসরণের নিয়তে গৃহে আদায় করলেও আল্লাহর কাছে ইবাদত সাব্যস্ত হয়। ঘরোয়া এ কাজগুলোও বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য পেতে সহায়ক হয়। بے ہمہ و با ہمہ 'সবার থেকে ছিন্ন অথচ সবার সঙ্গে যুক্ত' এ গুণটিই ব্যক্তির পূর্ণতার প্রমাণ। নয়তো বাস্তবতা হলো, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস কঠিন কোনো সাধনা নয়।

বর্তমান যুগে যেখানে ইনসাফের ভয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে অনেকেই সাহস পর্যন্ত করে না; সেখানে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. দুই বিয়ে করে ন্যায় ও ভারসাম্যের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। হযরত রহ. নিজেই বলতেন—

> 'আমি তো একজনের পালা চলাকালে অন্যজনের কথা কল্পনা করাটাকেও বেইনসাফি মনে করি। কেননা এতে যার পালা চলছে, তার প্রতি মনোযোগ হ্রাস পায়। যার ফলে তার অধিকার নষ্ট হয়। আমি তো এখন ব্যবহারের কাপড় খানকাতেই রেখে দিই। কেননা একজনের ঘরে রাখলে অপরজন এ অভিযোগ তুলবে যে, তার সঙ্গে যতোটা গভীর সম্পর্ক, আমার সঙ্গে ততোটা নয়'।

একেই বলে ইনসাফ। আল্লাহর ভয়, আত্মসংবরণ ও অন্যের অধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মানদানের এরচেয়ে উত্তম উদাহরণ আর কী হতে পারে?

মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকিমুল উম্মত হযরত রহ.-এর ওই অনুভূতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন আর জেনে নিন যে, দীনদারিত্বের ক্ষেত্রে আকাইদ (বিশ্বাস) ও ইবাদত (কায়িক ও আর্থিক আমল) যতোটা গুরুত্বপূর্ণ, মুআশারাত (সামাজিকতা), মুআমালাত (লেনদেন) ও আখলাক (আচরণ)-ও ততোটা গুরুত্বপূর্ণ। দীনের পূর্ণতার জন্যে এই ৫টি বিষয়ের ওপর সমান দৃষ্টি রাখতে হবে।

যখন হযরত রহ. কারো কাছ থেকে স্বামীদের অত্যাচার-অবিচারের নানা ঘটনা শুনতেন তখন খুবই মর্মাহত হতেন। তিনি প্রত্যেককে গুরুত্ব সহকারে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে স্নেহ-মায়া, ক্ষমা-উপেক্ষা ও মানবিকতার নসিহত করতেন।

www.banglakitab.weebly.com

# ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ ও মানসিকতা

নিজের মন ও মননের মাঝে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা বসানোর পরও নিজের আবেগকে বিবেকের অনুগত করে রাখা আর বিবেককে শরিয়তের অনুগত বানিয়ে রাখা চাট্টিখানি বিষয় নয়। এটি শুধু কামেল ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের শুরুর দিকে এ তথ্যটি অতিবাহিত হয়েছে যে, হাকিমুল উম্মত রহ. বংশগতভাবে 'ফারুকি' ছিলেন। ফারুকি রক্তের ধারক হওয়ার সুবাদে দীনের প্রতি ভালোবাসা, দীনি মর্যাদাবোধ, সুব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক দক্ষতা মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে লাভ করেছেন; কিন্তু কতিপয় মূর্খ হযরত রহ.-এর ওই মানসিক দৃঢ়তাকে 'কঠোরতা' ও 'রুক্ষ আচরণ' বলে ধরে নিয়েছিলো এবং এগুলোকে উপজীব্য করে সমালোচনার তীর ছুড়তো। অথচ এটি ছিলো তাদের অজ্ঞতাপ্রসূত সিদ্ধান্ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো এ কথা ইরশাদ করেছেন যে,

> 'আসমানে এমন দুজন ফেরেশতা রয়েছেন, তাদের একজন কঠোরতার আদেশ করতে থাকে আর অপরজন কোমলতার আদেশ করতে থাকে। যদিও দুজনই ন্যায়সঙ্গত কাজ করছেন। এদের একজন হলেন, হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম, আর অপরজন হলে মিকাইল আলাইহিস সালাম।
>
> সেখানে এমন দুজন নবীও আছেন, যাদের একজন কোমলতার নির্দেশ করতে থাকেন আর অপরজন কঠোরতার। যদিও দুজনেই হকের ওপর আছেন। তাঁদের একজন হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আর অপরজন হযরত নূহ আলাইহিস সালাম।
>
> আমার উম্মতের মাঝেও এমন দুজন আছেন, যাদের একজন কোমলতার আর অপরজন কঠোরতার নির্দেশ করতে থাকেন। তাঁরা হলেন, আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা'।



www.banglakitab.weebly.com

নবিজি আরো ইরশাদ করেছেন—

বিশ্ববাসী দেখেছে, এক দিন-দু দিন নয়; বছরের পর বছর দেখেছে যে, একদিকে দীনের বিপরীত কোনো কাজ দেখলে যদিও হযরত রহ. খুবই অসন্তুষ্ট হতেন; কিন্তু অন্যদিকে তাঁর অন্তরে স্নেহের এতোটাই সর্বজনীন প্রাবল্য ছিলো যে, সাধারণ মুসলমানগণ পঙ্গপালের মতো প্রতিদিন তাঁর দিকে ছুটে আসতো। যিনি বাহ্যত মুখ দিয়ে ঝাড়ি দিচ্ছেন, তিনি প্রকৃত বিচারে মন থেকে ডাকছেন। মাজযুব সাহেবের ভাষায়—

زباں سے وہ کچھ ہی کہے جائیں مجھ کو
نگہ دے رہی ہے پیام محبت

আমাকে লক্ষ্য করে তিনি মুখ দিয়ে যাই বলুন; আমি তো জানি
তার দু চোখ আমাকে দিচ্ছে গভীর অনুরাগের বার্তা।

কাজেই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে নিয়ম-নীতির অনুসরণের ওপর কঠোরতা করা আদৌ অন্তরের রুক্ষতার পরিচয় নয়; বরং এটি অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষা ও মঙ্গল কামনার প্রমাণ। অন্তরের রুক্ষতা কখন হয়? তার বিবরণ কুরআন কারিম দিয়েছে। ইরশাদ করেছে, 'হে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনি যদি কঠোর অন্তরের অধিকারী হতেন তাহলে লোকেরা আপনার চতুর্পাশে ভিড় করতো না'। কাজেই এখন যদি যেহেতু লোকেরা দলে দলে আপনার দরবারে ছুটে আসছে, কাজেই নিশ্চয়ই আপনার অন্তর প্রবল স্নেহ, বিগলিত ভালোবাসা ও স্বার্থহীন মঙ্গলকামনায় টইটুম্বর।

আসল কথা হলো, স্নেহের অর্থ ও শায়খ-মুরশিদের দায়িত্বের ব্যাপকতা সম্পর্কে মানুষের সঠিক ধারণা নেই। শায়খে আকবার (মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবি রহ.) ইরশাদ করেছেন—

'স্নেহ ও রহমতের এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অর্থ নেই যে, তুমি তোমার ভাইকে জাহান্নামের আযাব থেকে বের করে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও। তাদেরকে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের দিকে, নিন্দা থেকে প্রশংসার দিকে এবং ত্রুটি থেকে পূর্ণতার দিকে স্থানান্তর করো। শায়খ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, মুরিদের প্রতিটি ত্রুটি –যা

www.banglakitab.weebly.com

তার থেকে প্রকাশ পায়– তার ওপর তাকে সতর্ক ও ধমকি দাও। এই ত্রুটিগুলোকে উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। যদি এ ধরনের ত্রুটি দেখেও এড়িয়ে যায়, তাহলে তার পদবি ও মর্যাদা –যার ওপর সে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে– তার হক আদায় হবে না। বরং এমতবস্থায় সে হবে ওই রাজা যে একদিকে তার জনগণের সঙ্গে খেয়ানত করছে এবং অপরদিকে আপন রবের বড়ত্ব ও হুরমত প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এ কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের সামনে তার চেহারা প্রকাশ করবে (অর্থাৎ যার অপরাধ প্রকাশ পাবে) তার ওপর আমরা হদ কায়েম করবো'।

কাজেই হাকিমুল উম্মত রহ.-কে আল্লাহ তাআলা যেই মাকাম ও মানসাব (অবস্থান ও পদ) দান করেছিলেন, সেই অবস্থান ও পদ তাঁকে আইনের কঠোর প্রয়োগের ওপর বাধ্য করেছিলো। বারংবার তিনি এ কথা বলতেন—

'এই পদ্ধতি আমার মানসিকতা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এর ফলে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তা আমাকে প্রচণ্ড রকম ব্যথিত করে। অবসর মুহূর্তে আমাকে এ ভাবনা তাড়িয়ে বেড়ায় যে, আমি তো ওভাবে না বলে এভাবেও বলতে পারতাম। ওই প্রস্তাবের স্থলে তো এ প্রস্তাবও দিতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা ঘটার ঠিক মুহূর্তে সংশোধন ও পরিশুদ্ধির চেতনা এতোটাই প্রবল হয়ে ওঠতো যে, অন্যকোনো কর্মকৌশল দৃষ্টির সম্মুখে ধরা দিতো না। যখন থেকে আমি সংশোধন ও পরিশুদ্ধির দায়িত্বকে নিজের খেদমত মনে করতে শুরু করছি, তখন থেকেই আমি এমন হয়ে গেছি। যদি কখনো এই দায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিই তাহলে ইনশাআল্লাহ সর্বাধিক কোমল আকৃতি নিয়ে আবির্ভূত হবো। আমার আসল অভিরুচি এটাই তো, কখনো কোনো বিষয় নিয়ে কারো ওপর আপত্তি তুলবো না। নিজেকে সবার সঙ্গে একসঙ্গে জুড়ে রাখবো।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এতোটা স্নেহপরায়ণ ও কোমল অন্তরের অধিকারী ছিলেন যে, একবার এক প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন যাবত চতুস্পদ জন্তুদের

www.banglakitab.weebly.com

জন্যে দুআ করেছিলেন। তাহলে বলুন, মানবজাতির জন্যে, বিশেষত মুসলমানদের জন্যে তার মন কতোটা আকুল থাকতো। তুর্কিদের পরাজয়ের ওপর তিনি তার মনের বেদনা এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন—

> 'আল্লাহ তাআলা আমাকে সবসময় আরাম ও শান্তিতে রেখেছেন। যার কারণে আমার জানা নেই, দুঃখ-কষ্ট কাকে বলে? কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কষ্ট কাকে বলে? তুর্কিদের পরাজয় ও মুসলমানদের লাঞ্ছনা-অবমাননা দেখে মনের ওপর এতোটাই প্রচণ্ড বেদনা পড়েছে যে, খাদ্য-পানীয়ও তেতো লাগছে'।

শরিয়তের বিধি-বিধানের শতভাগ পালনের ওপর তাঁর অবস্থান এতোটাই কঠোর ছিলো যে, শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের চার স্ত্রীর অনাদায় মোহর আদায় করার জন্যে পূর্ণ ২বছর অনুসন্ধান ও খোঁজ-খবর নিয়ে প্রত্যেকের ওয়ারিসদের পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন এবং পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে মোহরের পূর্ণ অঙ্ক আদায় করে দিয়েছিলেন। যতো দিন পর্যন্ত মোহরের এক পয়সাও অনাদায় ছিলো, এক মুহূর্তও শান্তি অনুভব করেন নি। একেই বলে, আমলি ওয়াজ। যদি বর্তমান যুগের সমস্ত ওয়ায়েজ (বক্তাগণ) এমন আমলি বক্তা হতে পারতেন, তাহলে এই উম্মাহর সোনালি ইতিহাস হয়তো আরেকবার হেসে ওঠতো।

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অভ্যাস ছিলো না এবং তিনি পছন্দও করতেন না যে, বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির উত্তর দেওয়া হোক। তাঁর অভ্যাস ছিলো, তিনি হক কথা বলে চুপ হয়ে যেতেন। বলতেন—

> 'যখন আমি শুনতে পাই যে, কোনো মুনাজারার মাঝে বিদআতপন্থীদের মোকাবেলায় আমাদের দল বিজয় লাভ করেছে, তখনও আমি বেদনাহত হই; এ কারণে যে, জনগণ বলে বেড়াবে, মৌলভিরা পরস্পরে বিবাদ করছে। এ ধরনের মুনাজারার কারণে জনগণ খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাতিলদের অপপ্রচারও হয়ে যায়। যদি তাদের দিকে দৃষ্টি না দেওয়া হতো, তাহলে তাদের হিম্মত এতোদূর গড়াতো না'।

হযরত রহ. নিজে তো কখনই বিরুদ্ধবাদীদের অতিরঞ্জনের জবাব দিতেন না; এমনকি হযরত রহ.-এর পক্ষ থেকে কেউ জবাব দিলে তিনি তাও পছন্দ

www.banglakitab.weebly.com

করতেন না। এর একটি কারণ উপরে বর্ণিত হলো। আরেকটি কারণ রয়েছে, যা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর স্নেহপ্রসূত ও বিজ্ঞোচিত। বিষয়টি খুলে বলছি। একবার বিরুদ্ধবাদীরা হযরত রহ.-এর ওপর সম্পূর্ণ অবান্তর একটি অপবাদ সেপ্টে দেয়; যেখানে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তিনি বৃটিশ সরকারের সমর্থক। 'সাচ' পত্রিকার সম্মানিত সম্পাদক তার পূর্ণ প্রতিবাদ করেন এবং এ সম্পর্কিত হযরত রহ.-এর সত্যিকার অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে তিনি হযরত রহ.-কেও অবহিত করেন। এর উত্তরে হযরত রহ. যেই জবাব পাঠিয়েছিলেন, তা পড়ুন এবং শীতল মস্তিষ্কে ভাবুন। হযরত রহ. লিখেছিলেন—

> 'আপনি যা করেছেন আপনার আন্তরিক ভালোবাসা থেকেই করেছেন; কিন্তু বিষয়টি মানসিকভাবে কখনই আমার পছন্দ নয়। ওই অপবাদ আরোপের কারণে তাদের যেমন ক্ষতি হবে না, আমারও কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু জবাব দেওয়ার কারণে তাদের এই ক্ষতি হয়ে যাবে যে, পূর্বে তো তারা অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে মাযূর ছিলো, এখন যদি জবাব অবহিত হওয়ার পরও গ্রহণ না করে তাহলে গুনাহগার হয়ে যাবে। একজন মুসলমানকে গুনাহগার বানালে কী ফায়দা হবে, বলুন?'
>
> [হাকিমুল উম্মত : নুকূশ ও তাআস্সুরাত : ২৩৪]

আল্লাহু আকবার! মানবিকতার পূর্ণ উদ্ভাস বুঝি একেই বলে? মানসিকতার মাঝে কতোটা ভারসাম্য থাকলে চরম বৈরী বিরুদ্ধবাদীর গুণাবলির ওপরও পূর্ণ দৃষ্টি থাকে। যেভাবে তিনি বিনাকারণে কারো সঙ্গে মতভেদে জড়াতেন না; তদ্রুপ প্রতিপক্ষের মাঝে কোনো গুণের সমাহার থাকলে পূর্ণ উদারতার সঙ্গে তিনি সরল স্বীকারোক্তি করতেন। মরহুম মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জওহর –যার সঙ্গে হযরত রহ.-এর রাজনৈতিক বিরোধের কথা সর্বজনবিদিত– দেখুন, তার গুণের প্রতিও হযরত রহ.-এর কী অসাধারণ দৃষ্টি ছিলো। তিনি কতোটা নিঃস্বার্থভাবে তার স্বীকারোক্তি দিয়ে লিখেছেন–

> 'মুহাম্মাদ আলির ইন্তিকাল আমার হৃদয়কে কতোটা আহত করেছে তা আমি ব্যক্ত করতে পারবো না। আল্লাহ জানেন, আমি তার

www.banglakitab.weebly.com

জন্যে কতো বার দুআ করেছি এবং এখনও করছি। মরহুমের যেই গুণটিকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং সেই শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তাকে ভালোবাসি; যেই গুণ একটাই। আর তা হলো, মুসলমানদের প্রতি সাচ্চা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তার মাঝে নিশ্চয়ই আরো অনেক গুণ রয়েছে; যা অন্যরা দেখেছেন, তবে আমি দেখি নি। আমি আমার দেখা সেই একটি গুণের ওপরই তাকে হৃদয় থেকে ভালোবাসি। আমি মনে করি, এ গুণটি অন্য সমস্ত গুণের আত্মা।'

[হাকিমুল উম্মত রহ. : নুকুশ ও তাআসসুরাত : ১৭৬]

اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى (তোমরা সাম্য বজায় রাখো; কেননা এটাই খোদাভীরুতার সবচেয়ে নিকটবর্তী)-এর বাস্তবাশ্রিত পাঠ একেই বলে।

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ইনসাফপূর্ণ মানসিকতা ও সুন্নতপ্রেমী চেতনার অধিকারী হওয়ার আরেকটি দলিল হলো, তিনি সর্বক্ষেত্রে যথাসম্ভব সহজ পন্থা অবলম্বন করার চেষ্টা করতেন। কেননা হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে যে, 'যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুটি বিষয় হতে যে কোনো একটি বাছাই করে নেওয়ার এক্তিয়ার দেওয়া হতো, তখন তিনি সর্বদা ওই দুটির মধ্য হতে অপেক্ষাকৃত সহজটিকেই চয়ন করতেন'। কারণ হলো, এর মাধ্যমে নিজের কম শক্তির স্বীকারোক্তি হতো; নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা, বিনম্রতার প্রকাশ ঘটতো। এটিইতো 'আবদিয়্যত' (عبديت)-এর বৈশিষ্ট্য। অন্য এক হাদিসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ

'যে ব্যক্তি কঠোরতা করে, তার ওপর আল্লাহও কঠোরতা করেন'।

হাদিসে এতো কিছু ইরশাদ হওয়ার পর নববি আদর্শের ধারক অবশ্যই সাম্যপন্থী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে থাকবেন।

নৈতিকতার সকল সীমারেখা মেনে চলতে তিনি এতোটাই বদ্ধপরিকর ছিলেন যে, একবার জনৈক ব্যক্তি 'নজদি মতাদর্শ' ও 'নজদিপন্থী'-দের বিরুদ্ধে

www.banglakitab.weebly.com

কঠোর ভাষায় আক্রমণোদ্যত শব্দে একটি খণ্ডনগ্রন্থ লিখেছিলো। লোকটি যখন তার সেই রচনা হযরত রহ.-এর সম্মুখে পেশ করেন তখন তিনি পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন—

> 'এ ধরনের পুস্তিকা –যা নজদপন্থীদের বিরুদ্ধে রচিত- সেগুলোর উপকারিতা থেকে সম্ভবত আমি বঞ্চিত থাকবো। কারণ, তাদের কর্মকাণ্ডের যথোচিত তথ্যভাণ্ডার আমার হাতে আসে নি। সে কারণে 'স্বপক্ষে-বিপক্ষে' না গিয়ে আমি বরং মৌনতা অবলম্বন করবো। কারণ শরিয়তাশ্রিত তাহকিক করার মতো মাধ্যম আমার হস্তগত হয় নি। অবশ্য তাদের কিছু মাসআলা সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি। সেগুলোর মধ্য হতে কিছু মাসআলা এমন; যেগুলো সম্পর্কে আমি পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করি। যেমন, 'শিরকের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, তাওয়াসসুল ও শাদ্দে রিহাল-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি'। কিন্তু এগুলোর অপনোদন করার সময়ও কঠিন শব্দ ব্যবহার করা ঠিক হবে না।'

হাকিমুল উম্মত রহ. একদিকে ছিলেন এমন সূক্ষ্মদর্শী, নীতিবান ও সুদৃঢ় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অন্যদিকে শত সহস্র মুরিদ ও জীবনোৎসর্গী ভক্ত-অনুরক্তদের দল থাকা সত্ত্বেও তাঁর অন্তর কখনই বৈষয়িক কোনো বন্ধনে বাঁধা পড়েনি। এটি তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব। আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি পূর্ণ স্নেহ ও ভালোবাসা এবং তাদের ছোট থেকে অতি ছোট চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও তাঁর অন্তর সদা-সর্বদা আল্লাহ তাআলার স্মরণে ব্যাকুল হয়ে থাকতো। প্রতিটি বিষয়ে তিনি তাঁকেই মুশাহাদাহ করতেন। এক স্থানে তিনি নিজেই লিখেছেন—

> 'এই মাজযুব সাহেবের তাওয়াজ্জুহের বদৌলতে –যাঁর দুআয় আমি সৃষ্টি হয়েছি– এই প্রভাব গড়ে ওঠেছে যে, আমার মন কারো সঙ্গে বাঁধা নেই। যদিও আমার হিতাকাঙ্ক্ষী ও অনুরক্তদের প্রতি আমি সীমাহীন ভালোবাসা পোষণ করি; কিন্তু এমন নয় যে, কারো বিচ্ছেদে পেরেশান হয়ে যাবো আর সেদিকেই সকল ধ্যান লেগে

www.banglakitab.weebly.com

থাকবে। ব্যস, সামান্য আফসোস বোধ হয়। আলহামদুলিল্লাহ, আমার অন্তরে 'হারারাত' (উষ্ণতা) আছে; 'কাসাওয়াত' (রুঢ়তা) নেই। মানসিকতার মাঝে 'হিদ্দত' (তেজোস্বী) আছে, 'শিদ্দত' (তীব্রতা) নেই।

হযরত রহ. যুগপৎ 'সাহিবুল জালাল' (প্রতাপের অধিকারী মহাত্মা) ও 'সাহিবুল জামাল' (আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মাহাত্মা) ছিলেন। একসঙ্গে দুটি বিপরীত ব্যক্তিত্বের ধারণের মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে দেখিয়ে গেছেন যে, এমন ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ সত্ত্বা শতবছরে একজনই জন্মান।

www.banglakitab.weebly.com

# দীনের প্রচার-প্রসারে হযরত রহ.-এর ভূমিকা

## মুজাদ্দিদের আত্মপ্রকাশ

খাইরুল কুরুন তথা ইসলামের প্রাথমিক সোনালি যুগসমূহের পর থেকে তো এমনই হয়ে আসছে যে, ইসলামি শরিয়তের পরিস্কার নিষ্কলুষ চেহারার ওপর একদিকে দুনিয়াদার অজ্ঞমুর্খরা একের পর এক দাগ ফেলতে চেষ্টা করেছে। আর অপরদিকে মুজাদ্দিদগণ তাঁদের সমকালে প্রতিটি স্থানে সেই আপতিত ধুলো-বালি ও কলঙ্ক-দাগের কবল থেকে শরিয়তের সুন্দর চেহারাকে উদ্ধার করে সেটিকে পূর্ববৎ ঔজ্জ্বল্যে ফিরিয়ে এনেছেন।

প্রথম শতাব্দীতে উমর বিন আবদুল আযিয, হাসান বসরি, ইমাম বাকের প্রমুখ; দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইমাম শাফেয়ি, ইয়াহইয়া ইবন মায়িন প্রমুখ; তৃতীয় শতাব্দীতে হাফেজ ইবনে শুরাইহ, ইমাম আবুল হাসান আশআরি, ইমাম নাসায়ি, প্রমুখ; চতুর্থ শতাব্দীতে ইমাম বাকেল্লানি, ইমাম সাহল, আবু হামেদ, ইমাম হাকিম (মুসতাদরাকের সংকলক) প্রমুখ; পঞ্চম শতাব্দীতে ইমাম গাযালি; ষষ্ট শতাব্দীতে ইমাম রাযি, ইমাম রাফেয়ি; সপ্তম শতাব্দীতে ইমাম ইবনু দাকিকিল ঈদ, ইবনে তাইমিয়াহ; অষ্টম শতাব্দীতে ইমাম বুলকিনি, হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকি; নবম শতাব্দীতে সুয়ুতি, ইমাম সাখায়ি; দশম শতাব্দীতে শামসুদ্দীন ইবনে শিহাবুদ্দীন; একাদশ শতাব্দীতে শায়খ আহমাদ সেরহিন্দি, ইবরাহিম ইবন হাসান কারাঈ নাজিলে মাদিনা; দ্বাদশ শতাব্দীতে শাহওয়ালি উল্লাহ দেহলভি, শায়খ সালেহ মুহাম্মাদ ইবন নুহ নাজিলে মাদিনা; ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ বেরেলভি, মাওলানা ইসমাঈল শহিদ (রহিমাহুমুল্লাহু তাআলা); তাঁরা প্রত্যেকেই সেই মুজাদ্দিদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁরা তাঁদের সমকালে অক্লান্ত ত্যাগ-স্বীকারের মাধ্যমে অনারবি প্রথা, বিদআত, কুপ্রথা, কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির মূলোৎপাটন

www.banglakitab.weebly.com

করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতে মুতাহহারা (পবিত্র আদর্শ)-কে নবজীবন দান করেছিলেন। তাঁদের অবদান ও কর্মের পরিধি, বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অবলোকন করে জ্ঞানী-গুণী-প্রজ্ঞাবান মুত্তাকিগণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তাঁরাই ছিলেন তাঁদের সমকালের মুজাদ্দিদ। নয়তো কারো মুজাদ্দিদ হওয়াটা কোনো পূর্বঘোষিত বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয় নয়। এমন নয় যে, তাঁরা নিজেদেরকে 'মুজাদ্দিদ' দাবি করেছেন বা অন্যদের কাছে নিজেকে 'মুজাদ্দিদ' নামে পরিচয় দিয়েছেন।

যদি কোনো যুগে কেউ নিজেকে 'মুজাদ্দিদ' দাবি করে তাহলে বুঝতে হবে, নির্ঘাত লোকটি গুমরাহ ও বাতিল। কেননা মুজাদ্দিদকে 'মুজাদ্দিদ' মানা ঈমানের ক্ষুদ্রতম অংশও নয়।

এ বাস্তবতা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মুজাদ্দিদ নির্ধারণ করাটা কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়। প্রতি শতাব্দীর মুজাদ্দিদ নির্ধারণ করতে গিয়ে দুজনের সিদ্ধান্ত দুরকম হতে পারে। এবং এমনটি হয়েছেও। এর কারণে একজন অপরজনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে আপত্তি তুলতে পারে না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এ ধরনের একটি নিতান্তই ধারণানির্ভর কিয়াসি মাসআলাকে এতোটা গুরুত্ব দেওয়ার কী প্রয়োজন? এর উত্তর হলো, যদি আপনি আপনার সময়ের মুজাদ্দিদকে চিনতে না পারেন এবং যার কারণে তাকে আপনার নিজের পথপ্রদর্শন স্বীকার না করেন তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনাকে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা ও শতভাগ শুদ্ধ অনুসরণের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যার কারণে আপনি তখন বিদআত ও ফ্যাসাদের এমন চোরাবালিতে আটকে পড়বেন যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসা আপনার পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। তখন আপনি যথাযথভাবে সিরাতুল মুস্তাকিমের ওপর অবস্থানকারী থাকবেন না। যদি 'মুজাদ্দিদ' চিনতে পারা ও ধরতে পারাটা এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ না হতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযথাই আগ বাড়িয়ে এ ভবিষ্যদ্বাণী করতে যেতেন না যে, 'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের মাঝে প্রতি শতাব্দীর শুরুতে এমন কাউকে প্রেরণ করেন যিনি তাঁর জন্যে তাঁর দীনকে নবজীবন দান করেন'।

www.banglakitab.weebly.com

## চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাওলানা ইসমাঈল শহিদ রহ. ও তাঁর শায়খ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ বেরেলভি রহ.-এর চেষ্টা-সাধনার পর কিছুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিদআত-কুসংস্কারের গতিবিধি থেমে ছিলো। কিন্তু কিছু দিন পরেই সেগুলো আবার পূর্বের মতো ডাল-পালা গজাতে থাকে। তরিকত-হাকিকতের নামে দীনবিরোধী কার্যক্রম ছড়াতে শুরু করে। বনিয়া সুফিদের অথর্ব কার্যক্রম দেখে শিক্ষিতমহল ধর্মের প্রতি নাক কুচকাতে লাগে। এমন বিপর্যস্ত পরিবিশে আল্লাহ তাআলার রহমত আরেকবার আন্দোলিত হয়ে ওঠে। তিনি থানাভবনের মাটিতে ১২৮০ হিজরিতে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেন। যিনি ১৩০১ হিজরিতে মাসনাদে ইরশাদে আরোহন করেন। আর এরপর থেকে অব্যাহতভাবে ১৩৬২ হিজরি পর্যন্ত নিজের বাকশক্তি, লেখনি, ইলম ও আমলের মাধ্যমে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিস্মৃতপ্রায় জীবনাদর্শকে নতুন জীবন দানের স্বার্থক প্রয়াস ব্যয় করেন।

তাঁর সামগ্রিক সংস্কার ও শুদ্ধি আন্দোলনের কল্যাণে তাঁর জীবদ্দশাতেই জনগণ বুঝে ফেলেছিলেন যে, আল্লাহ তাঁকে তাঁর সমকালের মুজাদ্দিদ বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। একবার জনৈক মৌলভি সাহেব সাহস করে খোদ হাকিমুল উম্মত রহ.-কে বিষয়টি জিজ্ঞেস করেছিলেন। তখন তিনি উত্তর পেয়েছিলেন—

> 'যেহেতু না হওয়ার কোনো দলিল নেই; এ কারণে তার সম্ভাবনাকে আমি তাড়িয়ে দিই না। তবে এটাকে অকাট্য ধরে নেওয়ার সুযোগ নেই। এটি স্রেফ একটি ধারণা মাত্র। আমি কেনো; কোনো ব্যক্তিরই মুজাদ্দিদ হওয়াটা অকাট্য ও সুনিশ্চিত নয়।'

যখন স্পষ্ট হলো যে, 'মুজাদ্দিদ' নির্ধারণ করাটা একটি নাজুক ও জটিল বিষয়। খোদ হাকিমুল উম্মত রহ. বিষয়টিকে নিজের ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন; কাজেই এখন কারো সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, হযরত রহ.-কে জোরপূর্বক 'মুজাদ্দিদ' বানানোটা একটি অসঙ্গত ও অনুচিত পদক্ষেপ। যদি এমনটি করা হয় তাহলে তা হবে আশরাফি শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপকতাকে

www.banglakitab.weebly.com

একটি সীমিত বলয়ে গণ্ডিভূত করার অর্থহীন প্রয়াস। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর শিক্ষাকে আপনি যেভাবেই পেশ করেন; দুনিয়া সাদরে বরণ করে নেবে এবং স্বীকার করবে যে, সমকালে এ শিক্ষা অবশ্যই দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও বিরল। কবির ভাষায়—

عطر آنست کہ خود ببوید، نہ کہ عطار بگوید

'আসল সুগন্ধি নিজের গন্ধ নিজেই ছড়াবে; বিক্রেতার বলতে হবে না'।

## ওয়াযের মাধ্যমে দীনপ্রচার

ইতোপূর্বে আমরা বিভিন্ন অধ্যায়ে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ইলম ও লেখালেখির ময়দানে অনবদ্য অবদানের বিবরণ পেশ করেছি। এখানে শুধু হযরত রহ.-এর মৌখিক ও আমলি কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরবো। হযরত রহ. তাঁর জীবনের প্রথম ওয়াজ শ্রদ্ধেয় জনকের আদেশে সম্ভবত ১৮ বছর বয়সে থানাভবন জামে' মসজিদে পেশ করেছিলেন। যার বিবরণ হযরত রহ. নিজেই এভাবে দিয়েছেন—

'সর্বপ্রথম ওয়াজ –যতোদূর আমার মনে পড়ে– শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নির্দেশে পেশ করেছিলাম। দিনটি ছিলো আমার বিয়ের দিন। খাবার পরিবেশনের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে শ্রদ্ধেয় আব্বাজান অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি হাউজওয়ালি মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করেন। আমি ও আমার প্রিয় মামা ওয়াজেদ আলি সাহেব জুমুআর নামায আদায়ের উদ্দেশে জামে মসজিদে উপস্থিত হই। আব্বাজান মামাজানকে বলে দিয়েছিলেন, নামাযের পর ওয়াজের ঘোষণা জানিয়ে দেবে। সেমতে তিনি ঘোষণা করলেন। আমি তখন ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, কীভাবে ওয়াজ করবো? আমি মামাকে বললাম, আপনি যখন ঘোষণা দিয়েছেন, কাজেই আপনিই ওয়াজ করুন। তিনি বললেন, তোমাকে ওয়াজ করতেই হবে।

অবশেষে বাধ্য হয়ে এগিয়ে গেলাম। মেম্বারের উপরে না উঠে নিচেই বসে গেলাম। এরপর মাথা নিম্নমুখী করে الم ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا

www.banglakitab.weebly.com

رَيْبَ فِيْهِ সহ পরবর্তী কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করলাম। এরপর সেগুলোর তরজমা পেশ করলাম। কিছুক্ষণ সেগুলোর ব্যাখ্যা পেশ করে আলোচনার ইতি টানলাম।

ওয়াজ শেষে যখন মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলাম তখন মামুজান আমাকে আগে আগে হাঁটতে বললেন। আমি অপরাগতা পেশ করলাম যে, আপনার আগে আগে আমি কীভাবে হাঁটবো?

তিনি জবাব দিলেন, এখন তো তুমি মুক্তাদা (অনুসরণীয়) হয়ে গেছো। তোমার ইকতিদা তথা অনুসরণ করা জরুরি হয়ে গেছে। আমরা ঘরের লোকেরাই যদি তোমার প্রতি সম্মান না দেখাই তাহলে অন্যরা কীভাবে সম্মান দেখাবে? কাজেই আমি হুকুম করছি, তুমি আগে আগে চলো।

বাধ্য হয়ে আমাকে আগে আগে হাঁটতে হলো। আর তিনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন। আল্লাহু আকবার। আগের যুগের বুজুর্গানে দীন কীভাবে সকল প্রজ্ঞার ওপর দূরদৃষ্টি রাখতেন। এরপর রাতে আমি মাওলানা শায়খ মুহাম্মাদ থানভি রহ.-কে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। মাওলানা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বয়ান করতেন। তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসার কমতি ছিলো না। তিনিও আমাকে হৃদয় থেকে গভীর মমতায় ভালোবাসতেন। মাওলানা যেদিন ইন্তিকাল করেন সেদিন আমি প্রচণ্ড দুঃখ পেয়েছিলাম।

আমি স্বপ্নে সে কথাই নিবেদন করলাম যে, আপনার ইনতিকালে আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছি। উত্তরে তিনি বললেন, আমি জীবিত থাকা অবস্থায় যেভাবে তোমার ওপর পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতাম; বর্তমানেও তোমার প্রতি আমি সেরকম তাওয়াজ্জুহ দিচ্ছি। এ স্বপ্নের পর থেকে আমার আর ওয়াজ করতে কোনো সমস্যা হয়নি। এখন তো লোকে আমাকে 'সিরাজুল ওয়ায়েজিন' বলে'।
–বযমে জামশেদ

ভারতবর্ষের সিংহভাগ ছোট-বড় নগরী, বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীগুলোতে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. ওয়াজ করেছেন। প্রত্যেক জায়গাতেই দেখা

www.banglakitab.weebly.com

গেছে, হযরতের কারণে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির বক্তাদের বাজার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তাদের গ্রাহক কমে গেছে। শিক্ষিত মহলের চোখ খুলে গেছে। তারা তাঁর বয়ানে দীনির সিরাতুল মুস্তাকিমের সহজ পথ খুঁজে পেয়েছেন। মনের ভেতরে এতোদিন পুঞ্জিভূত সন্দেহ-সংশয়ের বুদবুদগুলো উড়ে গেছে। দীনের সঠিক মানচিত্র তাদের দৃষ্টির সম্মুখে দেদীপ্যমাণ হয়ে ওঠেছে। যার ফলশ্রুতিতে দেখা গেছে, হাজারও মানুষ –যারা এতোদিন বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছিলো– এখন তারা রাসুলের সত্যিকার আশেক হয়ে ওঠছেন। হযরত রহ.-এর ওয়াযের প্রভাবের ওপর এরচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ আর কী হতে পারে যে, তিনি যেই শহরেই ওয়াজ করেছেন সেই শহরের মসজিদগুলো আবাদ হয়ে গেছে। সেখানকার লোকদের অন্তরাত্মা সুন্নতের অনুসরণের দীপশিখায় আলোকিত হয়ে উঠেছে। কবির ভাষায়—

سو سو کو مست کرتے ہیں اک اک نگاہیں
جس بزم میں گئے اسے میخانہ کر دیا

তোমার চোখের এক পলকেই মুগ্ধ হয়েছে শতেক জন
যেখানে পড়েছে পদচিহ্ন, হয়েছে তা প্রেম-কুঞ্জবন।

আজ যদি কেউ নিদেনপক্ষে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত রহ.-এর মাওয়ায়েজ (বয়ানসমূহ) অধ্যয়ন করে তাহলে তার অন্তরের মাঝে দীনের বড়ত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি হতে বাধ্য। তার মাঝে তখন সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অবিচল পদচারণার হিম্মত চলে আসবে। দু পয়সার দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মাবে। যার ফলে সৃষ্টিজীবের ওপর থেকে মনোযোগ উঠে এক স্রষ্টার প্রতি নিবদ্ধ হবে। জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে ওঠবেন মহান আল্লাহ।

## ইংল্যান্ডে দীন-প্রচার

যদিও হযরত রহ.-এর দীন-প্রচার ভারতবর্ষের মাঝেই সীমিত ছিলো; কিন্তু তার প্রভাব মাধ্যম হয়ে আফগানিস্তান, ইরান এমনকি ইংল্যান্ডেও পৌঁছে গিয়েছিলো। হযরত রহ.-এর এক স্বদেশী ভক্ত মরহুম হাবিব আহমদ থানভি ইউরোপে নিবাস পেতেছিলেন। তাঁর মুখ থেকে ইসলামের সৌন্দর্য ও

www.banglakitab.weebly.com

সৌকর্য্যের বিবরণ শুনে শুনে কয়েকজন ইংরেজ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে কয়েকজন ছিলেন অভিজাত বংশ ও শ্রেণির সন্তান। যেহেতু হাবিব আহমাদ সাহেব হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সঙ্গে পত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন; এ কারণে কয়েকজন ইংরেজ হযরত রহ.-এর কাছে তাদের নাম প্রস্তাব করার অনুরোধ জানান।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর প্রতিটি পদক্ষেপই হতো বিজ্ঞতাপ্রসূত। একজন মহিলা ইংরেজ প্রফেসর –যার নাম ছিলো ব্রাডো– তিনি যখন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর নাম রাখেন, বারিদাহ। যার অর্থ, কেটে আগত। উদ্দেশ্য হলো, তিনি কুফর থেকে কেটে ইসলামের দিকে এসেছেন। তিনি যখন তার নতুন নামটি শুনতে পান তখন খুবই খুশি হন। কারণ এতে তার নামটি ইসলামি নামও হলো, উচ্চারণেও ব্যত্যয় ঘটলো না।

আরেকটি ইংরেজ পরিবার মুসলমান হওয়ার পর হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সঙ্গে এ পরিমাণ ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তারা ভারতে এসে সরাসরি সাক্ষাত করে পদধুলি লাভের জন্যে অস্থির হয়ে ওঠেছিলো। বংশটির পরিবারের কর্তার নাম ছিলো, শায়খ ফারূক আহমদ। তিনি ইসলামি শিক্ষার প্রতি এ পরিমাণ আগ্রহী হয়ে ছিলেন যে, নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ; শারীরিক গড়-গঠন সম্পূর্ণ ইসলামি ধাঁচে বদলে ফেলেছিলেন।

এভাবে হাবিব আহমদ সাহেবের মাধ্যমে হযরত রহ.-এর ফয়য (দীনি প্রজ্ঞা) ইংল্যান্ডে গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন তিনি খুব বেশি আশাবাদী হয়ে হযরত রহ.-কে ইংল্যান্ড আসার দাওয়াত প্রদান করেন। উদ্দেশ্য হলো, হযরত রহ. এখানে সফর করে গেলে দীন প্রচারের কাজটি পূর্বাপেক্ষা বেগবান হবে। হযরত রহ. তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সফর করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েছিলেন এবং সফরসঙ্গী হিসেবে একজন ইংরেজি জানা দীনি ভাইকেও নির্বাচন করেছিলেন। সতর্কতাবশত তিনি সেই দাওয়াত প্রদানকারীকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন—

www.banglakitab.weebly.com

> 'যদি আমার দীন প্রচারের পদ্ধতি ও পদক্ষেপগুলো সেখানকার লোকদের জন্যে খুশির কারণ হয় এবং এর মাধ্যমে উপকারিতার শক্তিশালী সম্ভাবনা থাকে তাহলে আমি এ সফরের জন্যে প্রস্তুত। এর বিপরীত হলে সফর করা সমীচিন হবে না।'

ইংল্যান্ডের অন্ধকার সহসাই দূর হোক; আল্লাহ তাআলার তা মঞ্জুর ছিলো না। হযরত রহ.-এর ওই চিঠির উত্তর দেওয়ার পূর্বেই জনাব হাবিব আহমদ থানভি সাহেব ইন্তিকাল করেন। যার ফলে হযরত রহ. ইংল্যান্ড সফরের ইচ্ছে চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করেন।

## দীন-প্রচারের জোর তাগিদ ও 'দাওয়াতুল হক' প্রতিষ্ঠা

হযরত রহ.-এর ইচ্ছে ছিলো, দীন শিক্ষার ওপর যেভাবে বর্তমানে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তদ্রুপ দীনের তাবলিগের ওপরও সমান গুরুত্বারোপ করা হোক; এ কারণে তিনি সবসময় দীনি মাদরাসাগুলোকে এদিকে মনোযোগী করতেন এবং নিজ মাদরাসাতেও এর ওপর আমল করতেন। তিনি লিখেছেন—

> 'বিভিন্ন নস (আসমানি নির্দেশনা) কল্যাণকামিতার সঙ্গে অন্যদের সংশোধনের ওপর জোর তাগিদ দিয়েছে। সুরা আসর একমাত্র এ বিষয়টির গুরুত্ব জানিয়ে নাজিল হয়েছে। এ সূরার মাঝে অন্যকোনো প্রসঙ্গের অবতারণা হয়নি। সেখানে প্রথমে আকিদা বিশুদ্ধ করা ও আমল সংশোধন করাকে নাজাতের শর্ত বলা হয়েছে। চরম ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে এই একটি পথকেই মুক্তির পথ বলা হয়েছে। এরপর وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ বলে অন্যদেরকে আকিদা ও আমল শিক্ষা দেওয়াকেও নাজাতের শর্তের মাঝে শামিল করা হয়েছে।
>
> এভাবে কুরআন ও হাদিসের অসংখ্য অগণিত স্থানে ওই বিষয়বস্তুর ওপর জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে সৎ কাজের

www.banglakitab.weebly.com

আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ ও ওয়াজ-নসিহত করাকে খুবই গুরুত্ব ও তাগিদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আলসেমি ও উদাসীনতা প্রদর্শনের ওপর কঠিন শাস্তির ধমকিও বিবৃত হয়েছে।

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিস সালাম বিশেষভাবে এ দায়িত্বই পালন করে এসেছেন। দীনের বাকি যতো শাখা রয়েছে যেমন, ফতোয়া দেওয়া, দরস প্রদান করা, লেখালেখি করা; সবগুলো এই দীনপ্রচারেরই নানা মাধ্যম ও ভূমিকা। এমনকি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা (সরকার গঠন) যার প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত এই দীনপ্রচারেরই একটি অংশমাত্র। একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ (তাদেরকে আমি যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি)...। সেখানে বলা হয়েছে— তাদেরকে পৃথিবীর রাষ্ট্রক্ষমতা দান করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের ওপর আমল করবে।'

মোটকথা, ওই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে 'হায়াতুল মুসলিমীন' নামে একটি পুস্তিকা যথেষ্ট সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে সংকলন করেন। ওই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর লোকদের মাঝে দীনের তাবলিগ ও প্রচারের একটি বিশেষ পদ্ধতিও বাতলে দেন। সেমতে 'মজলিসে দাওয়াতুল হক' নামে তার একটি সাংগঠনিক কাঠামোও প্রস্তুত করেন। কাঠামোটি নিম্নরূপ—

'১. এই মজলিসে দাওয়াতুল হকের লক্ষ্য হলো, تعليم المسلمين وتفهيم المسلمين তথা মুসলমানদেরকে দীন শেখানো ও দীন বুঝানোর কার্যক্রমটির আমলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে দীনি চেতনা সৃষ্টি করা; তাদের সামনে সফলতার পথ প্রদর্শন করা। আর তা করতে হলে, মুসলমানদেরকে আল্লাহর

www.banglakitab.weebly.com

সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। যার একমাত্র পদ্ধতি হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ছোট-বড় প্রতিটি বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। যথাসম্ভব শরিয়তের বিপরীত কোনো কাজই করা যাবে না। এটাই বন্দেগির প্রাণ ও মুসলিম জীবনের মূলনীতি'।

ওই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে হযরত রহ. নিম্নের কার্যপ্রণালী প্রস্তুত করেন—

'১. মুসলমানদের দীন শেখানো ও দীন বোঝানোর যতোগুলো দফা রয়েছে সেগুলোর ওপর গুরুত্ব ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে, স্বতন্ত্র মৌলিক দায়িত্ব জ্ঞান করে সদা-সর্বদা আমল করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আসল আকাঙ্ক্ষা হতে হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মনে করতে হবে, আমার জীবনের এটাই একমাত্র কাজ ও দায়িত্ব।

২. যথাসম্ভব গুরুত্বের সঙ্গে কুরআন কারীমের তরজমা শোনার ওপর মনোযোগী হতে হবে।

৩. প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব হলো, প্রতিটি ক্ষেত্রে আবেগকে শরিয়তের অনুগামী বানাবে।

৪. ইসলামি শিষ্টাচারকে নিজের প্রতীক বানাতে হবে। আকার-আকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদকে পবিত্র শরিয়তের কাঠামোতে গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে ইংরেজ ও হিন্দু; কারোরই অনুসরণ করা যাবে না।

৫. আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের চিরন্তন আদর্শ ছিলো, তাঁরা হাতে লাঠি রাখতেন। কাজেই সকল মুসলমানকে ওই সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে।

৬. মানবসেবার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। মেহনত ও সাধনার অভ্যাস করার জন্যে ব্যায়াম ও শরীরচর্চাও করবে। লাঠি ইত্যাদি চালনাও শিখে রাখবে। অকৃত্রিম সিপাহিসুলভ জীবন যাপন করবে। এর অর্থ এ নয় যে, অহেতুক অন্যদের সঙ্গে বিবাদ করবে; বরং

www.banglakitab.weebly.com

উদ্দেশ্য হলো, বিলাসী হবে না। সেবিত হয়ে থাকবে না। সেবক হওয়ার চেষ্টা করবে। যদি কোনো মানুষ; বিশেষত কোনো মুসলমানের সহায়তা করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে মজলুমের সহায়তা করাকে নিজের অবধারিত দায়িত্ব জ্ঞান করবে।

৭. প্রত্যহ প্রত্যেক মুসলমান ঈশার নামাযের পর ঘুমানোর পূর্বে নিজের গুনাহগুলোর ওপর চিন্তা করবে। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যেই নিআমতগুলো সে লাভ করছে, সেগুলোকে স্মরণ করবে। এ দুটিকে স্মরণ করার পর নিজের তীব্র সমালোচনা করবে যে, আমার ওপর যেই মালিকের এতো এতো অনুগ্রহ আমি একদিনে তার কতোগুলো নাফরমানি করেছি। এরপর মন থেকে সেই গুনাহগুলো থেকে তাওবা-ইসতিগফার করে ঘুমুবে। প্রত্যহ এর ওপর আমল করবে। কোনো দিন এর ব্যত্যয় করবে না।'

এরপর হযরত রহ. কিছু বিশেষ দুআ লিখে দেন যা প্রতিটি নামাযের পর পাঠ করার জোর নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত রহ. তাঁর জীবদ্দশাতেই ওই মূলনীতির অধীনে কয়েকজন মুবাল্লিগ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। তাদের মাধ্যমে গোটা দেশে বিশেষকরে সাহারানপুর ও তার পাশ্ববর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ব্যাপকহারে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। আর্যবাদীদের ফেতনার বিলোপ ঘটে। ধর্মত্যাগের হিড়িক বন্ধ হয়ে যায়। ওই ময়দানে মৌলভি আবদুল হামিদ বিছরাউনি সাহেবের অবদান কোনোভাবে বিস্মৃত হবে না।

দাওয়াতুল হকের কার্যপ্রণালী ও তার কর্মসূচির ব্যাপারে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার মনে করছি। তাহলো, ওই পরিকল্পনা একটি বিশেষ অপারগ পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তৈরি করা হয়েছিলো। খোদ হযরত রহ.-এর ভাতিজা মাওলানা শাব্বির আহমদ সাহেব –যাঁর হাতে تعليم المسلمين وتفهيم المسلمين তথা মুসলমানদেরকে দীন শেখানো ও দীন বুঝানোর দফাগুলো লেখা হয়েছিলো– তাঁর কাছ থেকে আমি অধম শুনেছি যে, হযরত রহ. কয়েকবার কাট–ছাঁটের পর সেসময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতির বিবেচনায় পালনযোগ্য একটি কর্মসূচী পেশ করেছিলেন। নয়তো উল্লেখিত সংগঠনের উদ্দেশ্য আরো

www.banglakitab.weebly.com

অনেক বড় ছিলো। হযরত রহ. চাইতেন, প্রত্যেক মুসলমান তাসবিহ ও জায়নামাযের সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-তরবারিতেও সুসজ্জিত হোক। কাজেই বর্তমানে পাকিস্তানের খানিকটা মুক্ত পরিবেশে তা'লিমুল মুসলিমিন-এর ওই দফাগুলোর প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি ধারাকে আবশ্যক মনে করতে হবে না; বরং মজলিসে দাওয়াতুল হকের প্রকৃত চেতনাকে অবিকৃত রেখে সেটির কর্মসূচির মাঝে যুগচাহিদা মেনে পরিবর্তন করতে হবে। আর ওই কাজটি অবশ্যই হযরত রহ.-এর চেতনার ধারক জ্ঞানীমহল আঞ্জাম দেবেন।

## তাবলিগ জামাতের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক ও সুসংবাদ

মাওলানা ইলয়াস রহ.-এর তাবলিগি জামাতের প্রতি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর আন্তরিক দুআ ছিলো। তিনি এ জামাতটিকে নিয়ে খুবই আশাবাদী ছিলেন। যার কারণে ওই জামাতের কয়েকটি কর্মসূচীর সঙ্গে খানিকটা মতবিরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর কয়েকজন খাদেমকে সেখানে শরিক হওয়ার তাগিদ করেছিলেন। হযরত রহ. তাঁর জনৈক অনুরক্তের এক চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন—

> 'পরিস্থিতির কারণে আমি খুবই আশাবাদী। আপনার মতো মুখলিসদের সেখানে সম্পৃক্ত হওয়া এবং মৌলভি মুহাম্মাদ ইলয়াস সাহেবের সঙ্গী হওয়াটা আমাকে পূর্ব থেকেই সফলতার বিশ্বাস জোগাচ্ছিলো। গায়বের জ্ঞান তো একমাত্র আল্লাহর কাছে; তবে আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ইনশাআল্লাহ অন্য প্রতিনিধিদের তুলনায় আপনিই বেশি লাভবান হবেন। মৌলভি মুহাম্মাদ ইলয়াস সাহেবের খেদমতে আমার মাসনুন সালাম জানিয়ে দেবেন।'

## ভারতীয় সংবিধানে 'কাজি' পদ যুক্ত করার প্রয়াস

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বড় ইচ্ছে ছিলো, ভারতবর্ষের প্রাচীন সংবিধানের অনুসরণ করে কাজি নির্ধারণ করা হোক। তিনি এর জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক মুহতামিম হাফেজ মুহাম্মাদ

www.banglakitab.weebly.com

আহমাদ সাহেবের মাধ্যমে তৎকালীন সরকারের মন্ত্রী মিস্টর ম্যানিগোর কাছে প্রয়োজনীয় বার্তাও প্রেরণ করেছিলেন। আইনপরিষদের কয়েকজন সদস্যকে ওই বিষয়টি পেশ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে বিষয়টি 'সায়মন কমিশন'-এর সামনেও উপস্থাপন করেছিলেন।

তারই ধারাবাহিকতায় হযরত রহ.-এর আদেশে মিরাঠে 'আনজুমানে নসবুল কাযা' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠনটির মাধ্যমে 'আল কওলুল মাযি' (অতীতবার্তা) সহ প্রভৃতি পুস্তিকা মুদ্রণ করে জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করার প্রয়াস করা হয়। ১৩৪৭ হিজরিতে দিল্লিতে এতদসংক্রান্ত একটি কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। যেখানে এসেম্বলির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব ছাড়াও হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. মাওলানা মুহাম্মাদ আলি জাওহার সহ সাহারানপুর দেওবন্দের প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম অংশগ্রহণ করেন। খানকায়ে ইমদাদিয়ার পক্ষ থেকে মাওলানা আবদুল করীম সাহেব প্রতিনিধিত্ব করেন। ওই কনফারেন্স থেকে আইনপরিষদের সদস্যগণ কাজি পদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। কিন্তু আল্লাহর ফয়সালায় ওই উদ্যোগগুলো কোনো ফলপ্রসু পরিণতি বয়ে আনে নি।

## জীবনের শেষাংশ

১৩৩৭ হিজরি পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থান ও গুরুত্বপূর্ণ নগরীগুলোয় হকের বার্তার প্রচার-প্রসারে নিমগ্ন ছিলেন। অবশেষে এমন এক সময় ঘনিয়ে আসে যখন তাঁকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খানকাহে ইমদাদিয়ায় সবসময়ের জন্যে থিতু হয়ে পড়তে হয়। এসময় তিনি হার্নিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। চিকিৎসকগণ সফরের ওপর অলঙ্ঘনীয় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। যার ফলে তিনি এ'লান করে দেন যে, এখন থেকে কেউ যেন সফরের দাওয়াত পেশ না করে। এভাবে فسبح بحمد ربك واستغفره-এর যুগ শুরু হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের এই অংশটির ওপর আমল করার তাওফিক লাভ

www.banglakitab.weebly.com

করেন। রোগের প্রকোপ সত্ত্বেও খানকায় আগত যিয়ারতকারীদেরকে অন্তিম নিঃশ্বাষ পর্যন্ত মালফূযাত (অমিয় বচন)-এর মাধ্যমে, সত্যানুসন্ধিৎসুদেরকে চিঠি-পত্রের মাধ্যমে অব্যাহতভাবে দীক্ষা দিয়ে গেছেন। বাস্তবতা হলো, সে সময় তিনি চলা-ফেরার শক্তিটুকুও খুইয়ে ফেলেছিলেন। আর তখন তার প্রয়োজনও ছিলো না। কেননা যেখানে তিনি ষাট বছরের অব্যাহত সাধনা ও প্রয়াস্যের মাধ্যমে হাজার মানুষের জীবনের চিত্র বদলে দিয়েছিলেন; যার ফলে এখন সহস্রসংখ্যক 'জীবন গড়ার কারিগর' গড়ে ওঠেছেন। যারা এখন ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকেই আপন আপন স্থান ও ক্ষেত্রে সত্য পথ প্রদর্শনের মহান সাধনায় নিয়োজিত আছেন।

আমি দুজন সত্যবাদী[১] সাক্ষীর কাছ থেকে এ কথা শুনেছি যে, যখন আল্লামা সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ. খানকায়ে আশরাফিয়ার সঙ্গে তাআল্লুক কায়েম করেন তখন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.- একাধিকবার এ কথা বলেছেন,

> 'এখন আর আমার কোন কাজটা বাকি আছে। আল হামদু লিল্লাহ– আমি এখন প্রশান্ত যে, আমার অভিরুচি ও চেতনা বোঝার মতো এবং সেটিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান'।

---

১. হাজি মুহাম্মাদ উসমান খান সাহেব রহ. ও ড. আবদুল হাই দা.বা.।

www.banglakitab.weebly.com

# হাকিমুল উম্মত রহ.-এর তরবিয়ত [দীক্ষা]

কবি বলেছেন—

ہزار نکتہ باریک ترز مو اینجاست
نہ ہر کہ سر تیراشد قلندری داند

হাজার রহস্যের আধার এই একটি কথা বুঝে নাও
যার তার কাজ নয় কলন্দর তথা দূরদর্শী বুজুর্গ হওয়া।

আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ কোনো সহজ চাট্টিখানি কাজ নয়। সত্যিকারের রূহানি চিকিৎসক সচরাচর পাওয়া যায় না। বণিক শায়খ তো হাত বাড়ালেই ভুরি-ভুরি পাওয়া যায়। গলিতে গলিতে তাদের উপস্থিতি ও বেশরা কর্মকাণ্ড দেখে লোকেরা মনে করতে শুরু করেছে যে, উরস আয়োজন করা, চেরাগ বাতি জ্বালানো, নযর-মান্নত ভোগ করা; এগুলোই বুঝি দরবেশি। এখন যদি কিছু লোক বিস্মিত হয়ে বলে ফেলে; যেমনটি মরহুম ইকবালও বলে ফেলেছেন—

کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی

খানকাহের এই জীবনধারায় আমি চমৎকৃত নই।

তাহলে তাকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। শুধু ইকবাল সাহেবই নন; খানকার বিচিত্র অবস্থা পরিদৃষ্টে আমাদের অনেক আকাবিরের মুখ থেকে এরচেয়ে আরো কঠিন শব্দও বেরিয়ে এসেছে। যেমন—

یارب سبیل حادثہ طوفاں رسیدہ باد
تبخانۂ کہ خانقہش نام کردہ اند

হে প্রভু, তোমার তুফানের কুজ্ঝটিকা যেন পৌঁছে যায়
সেই মহামারী আক্রান্ত গৃহে; যাকে লোকেরা ‘খানকা’ নাম দিয়েছে।

ইরাকি লিখেছেন—

www.banglakitab.weebly.com

چو به صومعه رسیدم همه یافتم ریائی

**যতোগুলো খানকায় গিয়েছি,**
**সবখানে লৌকিকতা ও আত্মপ্রদর্শনই পেয়েছি।**

এরকম অনেকেই তাদের কবিতায় খানকাহকে 'সওমাআহ' ও 'তাবখানা' নামে ব্যক্ত করেছেন। তবে যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে প্রমাণিত করেছি যে, ওই বাণিজ্যিক মনোবৃত্তির তথাকথিত পীরদের জঞ্জাল ও তাদের হাতে প্রকৃত খানকাহের শিক্ষার বিকৃত হওয়ার কারণে খোদ খানকাহ-কে অস্বীকার করে বসা আদৌ সমীচিন হবে না। এরকম চিত্র তো সর্বত্রই দেখা যায় যে, কতিপয় ভ্রান্ত লোকের কারণে ভালো ভালো প্রতিষ্ঠানও তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; কিন্তু সেগুলোর সংস্কার এভাবে সাধিত হয় যে, পরবর্তীতে বেশ কিছু সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি সেগুলোর লাগাম নিজ হাতে তুলে নেন। তারা তাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেগুলোকে বিরাজমান ত্রুটি-বিচ্যুতির কবল থেকে উদ্ধার করেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.ও ইতিহাসের পাতার সেই ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বদের একজন; যিনি 'খানকাহ'-কে তার আসল বর্ণে সক্ষমতার সঙ্গে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। যোগীসুলভ সুফিগিরি ও বৈরাগী কর্মযজ্ঞের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া 'ব্যক্তিগঠন'-এর সঠিক পদ্ধতিকে পুনর্জীবন দান করেছিলেন। এভাবে সমকালের সামনে তিনি ইসলামি আধ্যাত্মবাদের পূর্ণ মানচিত্র তুলে ধরেন। সেই মানচিত্রের তিনি ছিলেন সফল রূপকার ও তার প্রদর্শিত পথের প্রাতঃস্মরণীয় অগ্রপথিক।

## যাহের-বাতেন; উভয় ক্ষেত্রে শরিয়তই বিধায়ক

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, ইহলৌকিক ও পরলৌকিক; যাহেরি ও বাতেনি সর্বপ্রকার সৌভাগ্য ও সাফল্যের একমাত্র গ্যারান্টি হলো, শরিয়ত। তিনি বিভিন্ন দলিলের মাধ্যমে ওই বিষয়টি প্রমাণিত করেছেন এবং নানামাত্রিক উদাহরণের মাধ্যমে সেটিকে স্পষ্ট করেছেন। যারা শুধুমাত্র যাহের নিয়ে থাকে অথবা যারা শুধু বাতেনিরই দাবিদার; সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচন করে তিনি তার এক বয়ানে বলেছেন—

'একটি দল আছে; যারা রূহের দিকে ভ্রুক্ষেপই করে না। আরেকদল আছে, যারা শুধু যাহেরের ধার ধারে না। কিন্তু এ দুদলের মাঝে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। প্রথম পার্থক্য হলো, যারা রূহের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা কিন্তু রূহকে অস্বীকারও করে না। আর যারা স্রেফ রূহ নিয়ে পড়ে আছে তারা কিন্তু যাহেরকে অস্বীকার করেছে। দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, যারা রূহের দিকে ভ্রুক্ষেপই করেনি তারা কিন্তু রূহকে একেবারেই ছেড়ে দেয়নি। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। অর্থাৎ রূহের অনেকগুলো স্তর আছে। আর মানুষ বেঁচে থাকে রূহের মাধ্যমে। কাজেই রূহের স্তরের ভিন্নতার কারণে মানুষের স্তরের মাঝেও তারতম্য হয়। যেমন একজন পালোয়ানের রূহ আর একজন ক্ষীণকায় ব্যক্তির রূহের মাঝে বিস্তর ফারাক আছে। যদিও ক্ষীণকায় লোকটি রূহ থেকে শূন্য নয়; কিন্তু তার রূহ অত্যন্ত দুর্বল। তদ্রুপ মানুষের আমলের রূহের মাঝেও তারতম্য হয়। যাহেরের অস্বীকারকারীরা ব্যঙ্গ করে বলে, শুধু শুধু সূরত নিয়ে বসে আছে? এই আপত্তিকারী মূর্খ বুঝে না যে, এটি তো শুধু সুরত নয়। এর মাঝে রূহও আছে। হোক না সামান্যতম; তারপরও তো রূহ আছে।

কাজেই যখন নামাযের নিয়ত বাধা হয়েছে সেই নিয়তই নামাযের রূহ। নিয়ত না থাকলে রোযাও সহিহ হয় না। যদি সে দিনভর খাদ্য-পানীয় ও নারীসংশ্রব এড়িয়ে চলে তবুও সেটি রোযা হিসেবে বিবেচ্য হবে না। কেননা রোযার জন্যে নিয়ত শর্ত। নিয়ত হলো অন্তরের কাজ। যখন নিয়ত করা হয়েছে তখন তার মাঝে রূহ চলে এসেছে।

আপত্তিকারীরা আমাদের নামায-রোযাকে 'মগজবিহীন হাড্ডি' বলে ব্যঙ্গ করে থাকে। তাদের সেই আপত্তি ভুল। এটিকে 'মগজবিহীন হাড্ডি' বলা ভুল। বড়জোর, দুর্বল হাড্ডি বলা যেতে পারে। হয়তো সুস্থ ও সবল হাড্ডি থেকে এক সের মগজ বের হতো। এখন দুর্বল হাড্ডি থেকে এক ছটাক মগজই বেরোবে। কাজেই

www.banglakitab.weebly.com

তারা যাকে বলে, রূহহীন সুরত; আমরা তাকে বলবো, দুর্বল রূহবিশিষ্ট সূরত।

এখন আমি আরো এক কদম অগ্রসর হয়ে বলবো, যারা শুধু রূহের দাবি করে বেড়াচ্ছে, তাদের মাঝে রূহই নেই। তারা নামায না পড়ে যেটিকে রূহ মনে করছে সেটি রূহই নয়। নামাযের রূহ হলো, توجه إلى الله তথা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হওয়া। যা বিভিন্ন নস (আসমানী নির্দেশনা)-এর মাধ্যমে প্রমাণিত। এখন যদি কেউ নামাযেই না দাঁড়ায় তাহলে তার নামাযের সূরতই হলো না; সূরত না হলে তার মাঝে রূহও তো আসবে না। কাজেই যখন নামাযের মাঝে توجه إلى الله তথা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হওয়াকে ফরয করা হয়েছে তখন এথেকে প্রমাণিত হলো যে, শুধু আল্লাহমুখী হওয়াটাই নামাযের রূহ নয়। যেভাবে মানুষের রূহের চাঞ্চল্যের জন্যে মানবদেহ হওয়া আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ, আপনার সম্মুখে একটি গাভি এলো আর কেউ বললো— এর মাঝে মানুষের রূহ আছে তাহলে তার কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। কেননা এটাই আল্লাহর শাশ্বত নীতি যে, মানবরূহ তথা মানবাত্মা তখনি বিদ্যমান হবে যখন সেটি কোনো মানবদেহ বা মানবকাঠামোর মাঝে হবে। কাজেই বুঝা গেলো, নামাযের রূহ নামায থেকে আলাদা হয়ে কখনই পাওয়া যাবে না। যখন সেই কাঠামোই নেই তাহলে তারা যেই রূহের দাবি করে বেড়াচ্ছে, সেটি নামাযের রূহ নয়। হয়তো অন্যকোনো জিনিসের রূহ হবে। যেই জিনিসটি হয়তো দেখতে নামাযের সদৃশ্য।

এখন আমি আরেকটু উপরে উঠে বলবো, যেমনিভাবে সেটি নামাযের রূহ নয়; তদ্রূপ সেটি অন্যকোনো জিনিসেরও রূহ নয়। এটি কোনো ধরনের রূহ-ই নয়। কীভাবে? খুলে বলছি। নামাযের রূহ হলো, আল্লাহর স্মরণ বা আল্লাহর যিকির অথবা একনিষ্ঠতার সঙ্গে আল্লাহ। যেমন ধরুন, ইবাদতের রূহ হলো ইশক ও মুহাব্বাত। সেই ইশক ও মুহাব্বাত তখনি পাওয়া যাবে যখন সেটি

www.banglakitab.weebly.com

> কোনো ব্যক্তির মাঝে হবে। (এমন তো নয় যে, ইশক ও মুহাব্বাত বাতাসে ভেসে বেড়াবে।) ব্যক্তি যখন ইবাদতের জন্যে কষ্ট স্বীকার করবে, ত্যাগ স্বীকার করবে, হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করবে, তখন তার মাঝে ইবাদত আসবে। ইবাদতের রূহ আসবে। যখন সেই ইবাদতই করলো না, তখন তার মাঝে তো কোনো রূহই এলো না। নামাযের রূহও এলো না, অন্যকিছুর রূহই এলো না।
>
> আল্লাহর আশেক তো তখন হবে যখন সে আল্লাহর নির্দেশিত পথে আল্লাহকে খুঁজবে। [রুহুল আরওয়াহ]

উল্লেখিত বয়ানের সারকথা হলো, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শরিয়তের অনুসরণ করা। কেননা বেলায়েত হলো নবুওয়াতের শাখা। কাজেই যে ব্যক্তি নবীর যতো বেশি সদৃশ্য হবে সে ততো বড় ওলি হবে।

## পীর জান্নাতের ঠিকাদার নয়; রাহবার মাত্র

আজ সিংহভাগ লোকের মানসিকতা হলো, শায়খের হাতে বাইআত হওয়া ও তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করাই বুঝি মূল কাজ। লোকেরা মুরিদ হওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে যায় যে, ব্যস, এখন তো শায়খই আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। যার কারণে সে নিজের আমল-আখলাককে ইসলামি কাঠামোতে গড়ে তোলার বিন্দুমাত্র ফিকির করে না। হাকিমুল উম্মত রহ. তাদের সেই ভ্রান্ত অমূলক ধারণার খণ্ডন করেছেন। তিনি স্পষ্টাকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শায়খ জান্নাতের ঠিকাদার নন যে, তার হাতের নিচে হাত ছোঁয়ালেই জান্নাতের সিট বোগলদাবা হয়ে গেছে। বরং শায়খ হলেন, জান্নাতের পথ প্রদর্শনের একটি মাধ্যম মাত্র। কিন্তু সেই পথে চলা ও নির্দেশনা অনুযায়ী অগ্রসর হয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনা করা; এগুলো খোদ মুরিদেরই কাজ। তিনি এক স্থানে লিখেছেন—

> ‘কিছু লোক মনে করে, আমার পীর আমার জন্যে ক্ষমা এনে দেওয়ার যিম্মাদার। অথচ খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদরের কন্যা ফাতেমাকে বলেছেন— ও ফাতেমা, নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তাহলে বলুন,

www.banglakitab.weebly.com

**যতোক্ষণ পর্যন্ত মুরিদ নিজেই তার জন্যে সচেষ্ট না হবে, তাকে কোন পীর বাঁচাতে পারবে?**

**আরেক দল আছে যারা কামনা করে, পীর সাহেব আমার প্রতি এমন এক দৃষ্টি দেবেন যে, আমি তৎক্ষণাৎ কামেল হয়ে যাবো। আরে, যদি তাই হতো, তাহলে সাহাবায়ে কেরামকে এতো সাধনা করতে হতো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি অপেক্ষা শক্তিশালী দৃষ্টি কার আছে? হয়তো এক-দুবার ব্যতিক্রমি দৃষ্টান্ত হিসেবে এমনটি ঘটেছে; তাই বলে সবসময় এমনটি হবে, এমনটি ভাবা বোকার কাজ। কারণ, অস্বাভাবিকের ওপর ভরসা করে বসে থাকা চরম ভুল।**

এ কারণেই দেখা গেছে, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. যতোক্ষণ পর্যন্ত কারো মাঝে সত্যপথে চলার প্রেরণা না দেখতে পেতেন এবং সে বাবদ পরীক্ষা না করতেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাইআত করতেন না। এমনও হয়েছে যে, বাইআতপ্রত্যাশী ব্যক্তির মাঝে দীনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলোর অনুভূতি না থাকার কারণে; দীনদারিত্বের বাস্তব চিত্র অনুপস্থিত থাকার কারণে; পবিত্র শরিয়তের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকার কারণে বছরের পর বছর তাকে বাইআত করান নি।

## বাইআতের নীতিমালা

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বাইআত না করে প্রথমে কিছু শর্তের ওপর তরবিয়ত তথা প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ—

১. কুরআন কারিম যতোটুকু পড়া আছে বা মুখস্থ আছে তা কোনো বিশুদ্ধ কারীর কাছ থেকে শুদ্ধ করে নিতে হবে।

২. বেহেশতি যেওরের সবগুলো খণ্ড অথবা প্রথম ৭ খণ্ড এবং বেহেশতি গাওহার, ইসলাহুর রুসূম ও কসদুস সাবিল পড়ে বা শুনে সেগুলোর ওপর নিয়মিত আমল করতে হবে।

৩. আমার প্রকাশিত ওয়াজগুলো নিয়মিত পড়তে বা শুনতে হবে।

৪. প্রাথমিক শিক্ষা আমার কোনো ইজাযতপ্রাপ্ত (যার কথা আমি লিখে দেবো বা দরখাস্তকারীর প্রস্তাবনার ওপর অনুমতি দেবো) তার কাছ থেকে অর্জন

www.banglakitab.weebly.com

করতে হবে। যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ২৫ বার চিঠির আদান-প্রদান না হবে ততোক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি আমার কাছে শিক্ষার্জনের আবেদন পেশ করা যাবে না।

যখন কেউ উল্লেখিত শর্তাবলি পূরণ করতে সক্ষম হতো, তাকে তিনি বাইআত করে নিতেন। হযরত রহ.-এর মুরিদানদের বৃত্তে ওই সকল লোক আসতে পারতো না যার প্রতি তাঁর মনে কোনো ধরনের খটকা বা দ্বিধা হতো। সেই খটকা মানবপ্রবৃত্তির ভিন্নতার কারণেও হতে পারে, বা মাসলাকের ভিন্নতার কারণেও হতে পারে, বা দুনিয়াবি কোনো কারণেও হতে পারে। এধরনের কোনো খটকা বা দ্বিধা না থাকলে তিনি বাইআত করিয়ে নিতেন। এজন্যে দেখা গেছে, কট্টর নয়– এমন অনেক গায়রে মুকাল্লিদ-কে হযরত রহ. বাইআত করিয়ে নিয়েছিলেন।

মহিলাদের বাইআতের ক্ষেত্রে ততোটা কড়াকড়ি করতেন না। তবে তাদের ক্ষেত্রে শর্ত ছিলো, স্বামী থাকলে স্বামীর কাছ থেকে অন্যথায় অন্যকোনো মাহরাম অভিভাবকের কাছ থেকে স্পষ্ট অনুমতি নিয়ে পেশ করতে হবে। এরপর পর্দার পূর্ণ অনুশাসনের ভেতরে অবস্থান করে বাইআত করিয়ে নিতেন। এসময় তিনি এতোটাই সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, বাইআতের সময় মহিলার কোনো মাহরামকে অবশ্যই সঙ্গে রাখতেন। অথবা নিজের স্ত্রী বা কোনো মাহরাম মহিলাকে পাশে রাখতেন। যখন তার কাছ থেকে নেক কাজ করা ও গুনাহ থেকে বাঁচার অঙ্গীকার নিতেন তখন গুরুত্বের সঙ্গে বলতেন—

میں جو کچھ کہتا جاؤں تم بھی چپکے چپکے کہتی جاؤ، پکار کر نہ کہو

'আমি যা-ই বলবো, তুমিও চুপ-চাপ বলে যাবে। শব্দ করে বলবে না।'

সফরকালে মহিলাদের ছাড়া অন্য কাউকে বাইআত করতেন না। তবে যে সকল লোকের সঙ্গে পূর্ব থেকেই সম্পর্ক রয়েছে, তাদেরকেও সফর অবস্থায় বাইআত করাতেন। উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেন ব্যবসায়ী পীর ও বাউণ্ডুলে পীরদের এড়াতে শেখে।

পূর্ব থেকে কোনো বিশুদ্ধ সিলসিলার শায়েখের হাতে বাইআতাবদ্ধ এবং বর্তমানে সেই শায়খ ইন্তিকাল করেছেন, যদি এমন কোনো ব্যক্তি বাইআত

www.banglakitab.weebly.com

হওয়ার জন্যে উপর্যপূরী দরখাস্ত পেশ করতো তাহলে তাকে হাকিমুল উম্মত রহ. বলতেন—

‘পূর্বের বাইআত এবং তার সমস্ত বরকত যথারীতি বহাল থাকবে। নতুন করে বাইআতের প্রয়োজন নেই। তবে তরিকা শেখানোর জন্যে বান্দা হাজির’।

তবে যদি তার পক্ষ থেকে উপর্যুপরি আব্দার হতো এবং সে মনে করতো যে, এর মাঝে আমার আন্তরিক প্রশান্তি; তাহলে কখনো কখনো তাকে বাইআত করিয়ে নিতেন। তবে যার সিলসিলা সঠিক হতো না, কোনো ফাসেকের মুরিদ হতো, তাকে অবশ্যই বাইআত করিয়ে নিতেন। তবে তাকে পূর্বের শায়খের ব্যাপারে কোনো ধরনের বেয়াদবি করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কেননা তরিকতের এ পথ শুধুমাত্র আদব ও শিষ্টাচারের-ই পথ। কবির ভাষায়—

بے ادب محرم باند از لطف رب

‘বেআদব আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত’।

## শায়খ কখনো মুরিদের অনুসারী হতে পারেন না

তা‘লিম ও তরবিয়ত তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ-এর ক্ষেত্রে তিনি কখনই মুরিদদের অনুসারী হতেন না; বরং সবসময় তাকে নিজের অনুগত বানিয়ে রাখতেন। তবে অবশ্যই তার সঠিক আবেগের সর্বধরনের মূল্যায়ন করতেন।

বংশগতভাবে তিনি যেহেতু ফারূকি রক্তের ধারক ও বাহক ছিলেন, সেহেতু মুরিদের মাঝে যদি সামান্যতম কোনো অসদাচরণ লক্ষ্য করতেন বা অপ্রকাশ্য কোনো ইঙ্গিতও অনুভব করতে তাহলে তার ওপর এমনভাবে পাকড়াও করতেন এবং এমনভাবে সংশোধন করতেন যে, যেন সে নিজ থেকেই নিজের ভুলের স্বীকারোক্তি করে আগামীর জন্যে পূর্ণ সংশোধিত হয়ে যায়; এমনকি অন্তরের কুপরিকল্পনা থেকেও সতর্ক হয়ে যায়। যেসকল মুরিদ হযরত রহ.-এর কাছে শুধুমাত্র ফিকহি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো তাদেরকে এ পরামর্শ দিতেন যে, ‘এই মাসআলাগুলো অন্যকাউকে জিজ্ঞেস করো’। উদ্দেশ্য হলো, এগুলোর কারণে মুরিদের মনোযোগ নিজের ভেতরের ক্রটি-

www.banglakitab.weebly.com

বিচ্যুতি সরে গিয়ে শুধুমাত্র মাসআলা-মাসাইলের মাঝেই ঘুরপাক খায়। ফলে বাইআতের উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়ে পড়ে।'

## শায়খের অনুসরণের স্তর

শায়খের অনুসরণ হলো আত্মশুদ্ধির চাবিকাঠি। তবে সেই অনুসরণের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। আফসোসের বিষয় হলো, কতিপয় সুফিদের মুখ থেকে এমন কিছু কথা ও বচন বেরিয়ে এসেছে যেগুলোর কারণে মানুষ ভুল বুঝাবুঝির শিকার। ব্যবসায়ী পীররা তরিকতের বুলি আওড়িয়ে দেদারছে শরিয়তের সীমারেখা লংঘন করে চলেছে। তাদেরকে এর ওপর পাকড়াও করতে গেলে তারা গর্বভরে সদম্ভে বলে ওঠে— আরে মিয়া, এটাতো তরিকত। এর দস্তুরই তো আলাদা।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাদের সেই মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তিনি শায়খের অনুসরণের বিষয়টিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

الاعتدال في متابعة الرجال

মনীষীদের অনুসরণের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখা

আকাইদের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যাবে না, কাশফিয়াতের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা যাবে না, ফিকহি মাসাইল ও অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রেও অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না; শায়খের অনুসরণ হবে তরবিয়তের পদ্ধতির ক্ষেত্রে, আত্মিক ব্যাধির নিরূপণের ক্ষেত্রে, প্রস্তাবিত ঔষধ ও ব্যবস্থাপত্রের ক্ষেত্রে এবং সেই সকল মাসআলায় –যার সম্পর্ক বাতেনি তরবিয়ত ও আত্মশুদ্ধির সঙ্গে। এই অনুসরণ একমাত্র তখনিই হবে যখন বিষয়টির বৈধতার ওপর শায়খ ও মুরিদ একমত হবেন। যদিও সেটির বৈধতার ওপর উভয়জন সম্মত না হন, তাহলে এমতবস্থায় শায়খের সঙ্গে বিতর্ক করাটা তরিকতের শিষ্টাচারের পরিপন্থী। তখন যদি এমন মনে হয় যে, শায়খের নির্দেশ মানতে গেলে শরিয়তের পরিপন্থী হয়ে যাবে তাহলে এমতবস্থায় উভয়কুল রক্ষাকারী শিষ্টাচার হলো, উলামায়ে কেরামের কাছ থেকে ফতোয়া জেনে বা নিজস্ব তাহকিকের

www.banglakitab.weebly.com

ভিত্তিতে হুকুম নির্ধারণ করে শায়খকে জানাবে যে, আমি অমুক কাজটিকে জায়েয মনে করি না। কিন্তু আমাদের সিলসিলায় সেই কাজটির শিক্ষা দেওয়া হয়। কাজেই আমার কী করা উচিত?

এরপরও শায়খ যদি সে কাজের হুকুম দান করেন তাহলে সেই শায়খকে পরিত্যাগ করা চাই। আর যদি শায়খ কাজটি ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন তাহলে সুন্দরভাবে শায়খের অনুসরণ হয়ে গেলো। إتباع كامل তথা পূর্ণ অনুসরণ এটাকেই বলে। কাজেই শায়খ যেই আত্মিক ব্যাধি নির্ধারণ করে দেবেন বা তার জন্যে যেই ব্যবস্থাপনার প্রস্তাবনা করবেন বা যেই আমল করবেন, সেটি যদি শায়খ ও মুরিদ উভয়ের যৌথমতে শরিয়তসম্মত হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে শায়খের পূর্ণ অনুসরণ করবে। নিজের রায়ের বিন্দুমাত্র অনুপ্রবেশ ঘটাবে না। এর ব্যত্যয় হলেও অনুসরণ করতে হবে; এমনটি ঠিক নয়।

[হাকিমুল উম্মত : নুকূশ ও তাআসসুরাত : ৩০৯]

## শায়খের ইজাযতের রকমভেদ

একটি ভুল ধারণা ব্যাপক হারে ছড়িয়ে রয়েছে যে, যদি কোনো বুজুর্গ কাউকে খেলাফত দান করেন, বাইআতের ইজাযত দেন তখন অনেকেই এ কথা মনে করতে শুরু করে যে, সেই ইজাযতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এখন সর্বদিক থেকে শায়খের স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছেন। তিনিও এখন কামেল ব্যক্তি হয়ে গেছেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. ওই বিভ্রান্তির এমনভাবে খণ্ডন করেছেন যে, একদিকে জনসাধারণের ভুল ধারণারও অবসান ঘটেছে, অপরদিকে খোদ খোলাফা ও ইজাযতপ্রাপ্তদের উদ্দেশ্যে এ নসিহতও হয়ে গেছে যে, 'কিছু একটা' হয়ে গেছো; এমন খেয়াল অন্তর থেকে ঝেটিয়ে দূর করো এবং পূর্বাপেক্ষা আরো বেশি চেষ্টা ও সাধনার প্রতি মনোযোগী হও। তিনি লিখেছেন—

اجازت دلیل کمال نیست، بلکہ دلیل مناسبت است...

'ইজাযত লাভ করাটা কামেল ব্যক্তি হয়ে যাওয়ার দলিল নয়; বরং এটি শাইখের সঙ্গে বন্ধন গড়ে ওঠার দলিল। যেমনটিভাবে

www.banglakitab.weebly.com

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপন করার পর দস্তারে ফযিলত দেওয়া হয়। এর অর্থ এ নয় যে, সে আল্লামা হয়ে গেছে। বরং তার অর্থ হলো, এখন কিতাবের সঙ্গে তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে গেছে। কামেল হওয়াটা এখনও শত ক্রোশ দূরে।'

## সব শায়খই ওলি নন

অনেকেই মনে করে, মুরশিদ ওলি হয়ে থাকেন। কেউ খেলাফত পেলে মনে করে, সে বেলায়েত পেয়ে গেছে। অথচ এটি ভুল। খেলাফত হলো, বান্দার দান। আর বেলায়েত হলো আল্লাহর দান। এ দুটোর মাঝে অবিচ্ছেদ্য কোনো সম্পর্ক নেই। হযরত থানুভি রহ. এই বহুলচর্চিত ভুল ধারণার অপনোদন এভাবে করেছেন—

'অনেক জ্ঞানীরাও শায়খ ও ওলীর মাঝে ফারাক করতে পারে না। ওলী বলা হয় আল্লাহর মকবুল বান্দাকে। কোনো গণ্ডমূর্খও ওলী হতে পারেন। পক্ষান্তরে শায়খ বলা হয় শাস্ত্রবিদকে। একজন ফাসেক-পাপাচারীও শায়খ হতে পারেন। হ্যাঁ, এতোটুকুন পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, শায়খ যদি মুত্তাকি হন তাহলে তার শিক্ষার মাঝে বরকত হবে। আর যদি তিনি মুত্তাকি না হন তাহলে বরকত হবে না। অধিকাংশ লোক যেহেতু এর অর্থ জানে না, এ কারণে সে শায়খের ওলি হওয়াকে আবশ্যক মনে করে থাকে। ব্যাপারটি নিতান্তই ভুল।

[আল ইফাদাতুল ইয়াওমিয়্যাহ : ৫/৪২৮]

## আত্মশুদ্ধিকামীর জন্যে চারটি বিষয় আবশ্যক

তালেব তথা আত্মশুদ্ধির অভিলিপ্সু ব্যক্তির জন্যে চারটি বিষয় আবশ্যক। দুটি বাইআতের পূর্বে আর দুটি বাইআতের পর থেকে সবসময়ের জন্যে। প্রথমদুটি হলো, اعتقاد واعتماد তথা শ্রদ্ধা ও ভরসা। যদি শাইখের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকে তাহলে কোনো ফায়দা হবে না। কাজেই শায়খ সম্পর্কে এ বিশ্বাস লালন করতে হবে যে, তাঁর তা'লিম ও তরবিয়ত আমার জন্যে অন্যসবার চেয়ে সবচেয়ে বেশি উপকারী। দ্বিতীয়ত শায়খের প্রতি আস্থা-ভরসা থাকাও

জরুরি। কেননা শায়খের প্রতি আস্থার সংকট থাকলে তাহলে তার দেওয়া শিক্ষা ও পরামর্শের ব্যাপারে মনের ভেতর খচখচানি থাকবে।

বাইআতের পর আবশ্যক দুটি জিনিস হলো, اطلاع و اتباع তথা অবহিত করণ ও অনুসরণ। শায়খ যদি তালেব সম্পর্কে অবহিত না হন তাহলে তার জন্যে চিকিৎসা ও অনুশাসন কীভাবে বাতলে দেবেন? কেননা সব শায়খ কাশফওয়ালা হন না। আর সব কাশফওয়ালার সবসময় কাশফ হওয়াও জরুরি না। অবহিতকরণের পর দায়িত্ব হলো, অনুসরণ করা। শায়খ যে নির্দেশনা দেবেন, তার মাঝে সংযোগ-বিয়োজন করা যাবে না। নিজের অভিমতের অনুপ্রবেশ করা যাবে না। যদি শায়খের কোনো নির্দেশ পালন করতে সমস্যা হয়, জটিলতা দেখা দেয় বা অসুবিধা দানা বাধে তাহলে অবশ্যই শায়খকে সে ব্যাপারে অবহিত করতে হবে। তিনি তখন সমীচিন কোনো পন্থা বাতলে দেবেন। [মাকালাতে হিকমত]

## সুলুকের অর্ধাংশ

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তারবিয়ত ও দীক্ষার ময়দানে কতো বড় উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; তার খানিকটা চিত্র এভাবেও ফুটে ওঠে যে, হযরত রহ.-এর মুখ থেকে নিসৃত দু শব্দের বা তিন শব্দের একেকটি বাক্যের মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সুবিশাল সমুদ্র উহ্য পাওয়া যায়। সেগুলোকে সামনে রাখলে সুলুক ও মারেফাতের অনেক বড় গহ্বরও অনায়াসে পার হওয়া যাবে। যেমন, তিনি এ কথাটি প্রায় বলতেন—

> نصف سلوک یہ ہے کہ غیر اختیاری امور کے درپے نہ ہوں اور اختیاری امور میں کوتاہی نہ کریں.

> অর্ধেক সুলুক এখানেই নিহিত যে, এক্তেয়ারের বাইরের বিষয়ের পেছনে পড়া যাবে না। আর এক্তিয়ারের ভেতরের জিনিসের ক্ষেত্রে আলসেমি করা যাবে না।'

এক্তেয়ারি বিষয় (যেমন, নামায, রোযা, যিকির, শোগল ইত্যাদি) এগুলোর ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। ভালো লাগছে কি লাগছে না, তার পরোয়া করা যাবে না। মন বসছে কি বসছে না, তার ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না।

www.banglakitab.weebly.com

পক্ষান্তরে যেসব বিষয় বান্দার এক্তিয়ারের বাইরে; যা একক আল্লাহর ক্ষমতায় (যেমন, একাগ্রতা, আত্মিক শান্তি ও স্নিগ্ধতা, ভালো স্বপ্ন, আনওয়ার ও তাজাল্লি প্রভৃতি) এগুলোর পেছনে ছুটা যাবে না।

হযরত রহ.-এর ওই নসিহতের কারণ হলো, এর মাঝে খুবই চমৎকার একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব রয়েছে। তাহলো, এগুলো হলো গায়রুল্লাহ। যদি বান্দা এগুলোর আকাঙ্ক্ষী হয় তাহলে কখন ও কীভাবে সে আল্লাহর আকাঙ্ক্ষী হবে? এ কারণেই শায়খুল মাশায়িখ হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মককী রহ. বলতেন—

طالب لذت طالب حق نہیں

'স্বাদের সন্ধানী সত্যের সন্ধানী নয়'।

কোন কাজটি গ্রহণ করবে আর কোন কাজটি ছেড়ে দেবে, তার সম্পর্কে হযরত রহ. এমন দুটি শব্দ বলেছেন যা হৃদয়ের ক্যানভাসে অমোচনীয় কালি দিয়ে লিখে নিতে হবে। তিনি বলেছেন, প্রতিটি কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে এ কথা ভাববে যে, 'এটা কি আমার মাকসুদ (অভীষ্ট লক্ষ্য) নাকি গায়রে মাকসুদ? যদি মাকসুদ হয় তাহলে যেভাবেই হোক সেটিকে গ্রহণ করবে আর যদি গায়রে মাকসুদ হয় তাহলে যেভাবেই হোক ছেড়ে দেবে?

তবে যে কাজটি নিজে মাকসুদ নয়; কিন্তু মাকসুদের সহায়ক হয় অনেক সময় অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সেটিকে গ্রহণ করাও জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। যা শাইখের পরামর্শক্রমে নির্ধারিত হয়।

হযরত রহ. আরেকটি কথা বলতেন—

مجاہدہ کا اجر مشاہدہ سے زائد ہے

'মুশাহাদার চেয়ে মুজাহাদার মাঝে বেশি সাওয়াব'।

## মুজাহাদার মর্যাদা এবং সন্ন্যাসী ও যাহেদের মাঝে পার্থক্য

অনেক লোক মনে করে, এই যিকির, শোগল, মুজাহাদাহ; এগুলোই বুঝি আসল উদ্দেশ্য। আদৌ নয়। এগুলো হলো আল্লাহ তাআলার স্মরণ হৃদয়ের মাঝে জাগ্রত রাখা এবং আল্লাহকে অন্তরের মাঝে স্থিতি দেওয়ার কিছু মাধ্যম মাত্র। এগুলোকেই আসল লক্ষ্য মনে করা ইসলামি শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

www.banglakitab.weebly.com

হযরত থানভি রহ. এ বিষয়ে বলেন—

> ‘মুজাহাদাহ হলো ঔষধ। এটি আসল উদ্দেশ্য নয়। এগুলোকে আসল উদ্দেশ্য মনে করলে বৈরাগ্যবাদ হয়ে যাবে। কাজেই বৈরাগী ও সন্ন্যাসী তাকে বলা হবে, সে এই চিকিৎসাকে আল্লাহর নৈকট্য মনে করে। আর যে চিকিৎসাকে চিকিৎসাই মনে করবে সেই হলো যাহেদ।’ [ফুয়ুদুল খালেক]

## কায়ফিয়ত ও হালতের মর্যাদা

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. ছিলেন তরিকতের ময়দানে একজন প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী চিকিৎসক। যার কারণে তিনি সবসময় তালেবদের দৃষ্টিকে কায়ফিয়ত ও হালত থেকে সরিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অজর্নের ওপর নিবদ্ধ করে রাখতেন। তিনি লিখেছেন—

> ‘কায়ফিয়ত ও হালত নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিআমত। কোনো ধরনের তলব ছাড়াই যদি এগুলো অর্জিত হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই শোকর করতে হবে। কিন্তু যেহেতু এগুলোই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়, কাজেই সেগুলোর পেছনে ছুটা যাবে না। হযরত হাজি সাহেব রহ. বলতেন, এগুলো হলো নুরানী পর্দা। আর বাস্তবতা হলো, অন্ধকারের পর্দার চেয়ে নুরানী পর্দা অধিক মারাত্মক। কারণ হলো, অন্ধকারের পর্দার দিকে কোনো ‘সালেক’ ছুটে না; ফলশ্রুতিতে তা নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ‘সালেক’ নুরানী পর্দার দিকে চোখ তুলে তাকায়; সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে; ফলশ্রুতিতে তার দৃষ্টি আসল উদ্দেশ্য থেকে সরে যায়।

## শায়খের ভালোবাসা ও সুন্নতের অনুসরণ

আরেফে কামেল শায়খ মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর এ কথাটি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. প্রায় সময় নকল করতেন এবং তার ওপর খুব বেশি জোর দিতেন। তাহলো—

www.banglakitab.weebly.com

'যদি শায়খের প্রতি ভালোবাসা ও সুন্নতের অনুসরণ থাকে তাহলে লক্ষ অন্ধকারও আলো। আর যদি এ দুটির কোনো একটিও কম হয় তাহলে সব নুরও অন্ধকার।'

در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست
بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نیست

'তরিকতের পথে সালেকের সামনে যা-ই আসবে সব-ই তার কল্যাণের বার্তাবাহক। কেননা সিরাতে মুসতাকিমের অবিচল ব্যক্তি কিছুতেই গোমরাহ হতে পারে না।'

## এ পথের প্রথম কদম হলো, নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া

সুফিয়ায়ে কেরামের মাঝে দুটি দল রয়েছে। একদলের অভিমত হলো, 'ফানা' তথা নিজেকে মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে সূচনা। এর বিপরীতে অপরদলের বক্তব্য হলো, 'ফানা' হলো সমাপ্তি। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. ওই মতভেদের রহস্য এভাবে উন্মোচন করেছেন—

'এই পথের প্রথম পদক্ষেপ হলো, 'ফানা'। এই বৈশিষ্ট্য যার মাঝে সৃষ্টি হয়নি, বুঝে নাও, এখনও তার গায়ে এ পথের বাতাস লাগে নি। আমরা অনেক বুজুর্গের কাছ থেকে একটি কথা শুনেছি যে, তরিকতের সর্বশেষ স্তর হচ্ছে, 'ফানা'; তাদের সে কথাটিও আপন স্থানে সঠিক। কেননা তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, 'কামালে ফানা' তথা আত্মবিসর্জনের চূড়ান্ত রূপ। কারণ হলো, এই 'ফানা'-এর মাঝেও অনেকগুলো স্তর রয়েছে।

## শায়খের দৃষ্টি হতে হবে যোগ্যতার ওপর; কর্মকাণ্ডের ওপর নয়

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর তরবিয়তের এই অধ্যায়টি এতোটাই বিস্তৃত যে, এর আলোচনা কিছুতেই লাগাম টানা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে এটি একটি অতলান্তিক সাগর। এ কারণে আমরা এমন একটি কথা নকল করার মাধ্যমে শিরোনামের যবনিকা টেনে দিতে চাচ্ছি; যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোনো গভীর জ্ঞানী ও মননবিশেষজ্ঞ কিংবা শায়খে কামিল কথাটি

www.banglakitab.weebly.com

মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে তিনি এই একটি কথা থেকেই হযরত রহ.-এর আধ্যাত্মিক নির্দেশনার গভীরতা ও বিশালতা অনুধাবন করে নিতে সক্ষম হবেন। হযরত রহ. বলেছেন—

> 'আমার দৃষ্টি সবসময় 'মালাকাত' তথা যোগ্যতার ওপর থাকে। 'আফআল' তথা কর্মকাণ্ডের ওপর আমি তাকাই না। কেননা 'ইরাদাহ' বদলের মাধ্যমে যে কোনো আফআল এক মিনিটেই ঠিক করে নেওয়া যায়। এর বিপরীতে 'মালাকাত' তথা যোগ্যতার সংশোধন কয়েক বছরেও পূর্ণ করা মুশকিল'।

উপরোক্ত অধ্যায়ে আমরা হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর তরবিয়তে নফস সম্পর্কিত যৎসামান্য চিত্র উপস্থাপন করলাম। যদিও হযরত রহ.-এর শায়খে কামেলের ব্যক্তিত্ব ওই চিত্রগুলো যথেষ্ট স্বার্থক আকারে প্রতিবিম্বিত করতে পারেনি। এর জন্যে হযরত রহ.-এর লেখা 'তারবিয়াতুস সালিক' গ্রন্থখানি চেতনা ও মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করুন, তাহলে বুঝা যাবে তার অতলান্তিক সাগরের মাঝে কতো সহস্র মুক্তো জ্বলজ্বল করছে। প্রতিটি পৃষ্ঠায়, প্রতিটি প্যারায়, প্রতিটি বাক্যে এমনকি প্রতিটি শব্দে আপনি পেয়ে যাবেন মারেফাতের দুষ্প্রাপ্য শিক্ষা।

সত্য তো এটাই যে, হযরত থানভি রহ.-এর ব্যক্তিত্বকে একজন অভিজ্ঞ দার্শনিক ও চেতনাবিদ লিখতে গেলে লজ্জায় আমার কলম গুটিয়ে যাচ্ছে। এ কথাটি যথাযথভাবে তাঁকে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। কেননা তিনি হলে পৃথিবীর ইতিহাসের সেই গুটিকয়েক ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বদের একজন; যাঁরা নিজ কথা ও বচনের মাধ্যমে দর্শন ও চেতনার নতুন নতুন মূলনীতি জন্ম দিয়েছেন।

যুগ যুগ তাদের ওপর বর্ষিত হোক রহমতের অবিরাম ফল্গুধারা।

www.banglakitab.weebly.com

# আশরাফি বাগানের ফুল

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানযোগ্যতা ও আমলি ক্ষমতা থেকে সেই প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা নেওয়া যায়। যদিও ধারণাটি শতভাগ শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক নয়; তবে সিংহভাগ শিক্ষার্থীদের জীবনচিত্র যদি ভালো হয় তাহলে তার থেকে ধরে নেওয়া যায়, প্রতিষ্ঠানটি তার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিচ্ছে। নয়তো বুঝে নিতে হবে, প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্যপূরণে ব্যর্থ। আশরাফি বাগানের ফুলগুলোর রং ও গন্ধের ব্যাপক মাদকতা ও হৃদয়গ্রাহী আবেদন আপনার সম্মুখে এ কথা প্রমাণিত করে দেবে যে, তার কার্যক্রম কতোটা বস্তুনিষ্ঠ ও সুসংহত ছিলো।

আশরাফি দরসগাহ ছিলো এমনই এক বিদ্যাপীঠ যা হাজার বছরের বিস্মৃতপ্রায় দীক্ষাকে নবজীবন দান করেছিলো। সেখানে লেনদেনের শুদ্ধতা ও সামাজিকতার নিষ্কলুষতার ওপর এতোটাই শক্তিমান শিক্ষা দেওয়া হতো যে, সেগুলো ছাড়া যিকির-শোগলের অনুমতিই দেওয়া হতো না। অনুমতি লাভের প্রধানতম শর্ত ছিলো, নিজের লেনদেন, সামাজিক আচার-আচরণ শুদ্ধ করো। চরম বিস্ময়ের বিষয় হলো, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শের প্রথম আকর্ষণ –যা ছিলো তাঁর নবুওয়াতের উম্মুক্ত প্রমাণ– যার কারণে কাফেররা নবীজির ওপর অন্য যতো অপবাদই আরোপ করুক না কেনো; তাঁর 'আমানতদারি' 'বিশ্বস্ততা' 'লেনদেনের স্বচ্ছতা' ইত্যকার বিশেষণ তিলমাত্র অস্বীকার করতে পারেনি। মৌখিকভাবে তো নয়; কাজে-কর্মে, আকার-ইঙ্গিতেও অস্বীকার করতে পারে নি। সেই বিশেষণকে বাজারী সুফিরা তাদের তাসাওউফ থেকে এমনভাবে পৃথক করে ফেলেছিলো যে, কেমনযেনো তার কোনো গুরুত্বই নেই। অথচ জ্ঞানীমাত্রই জেনে থাকবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিদ্যালয়ে পড়ুয়া সেই সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের আকাশচুম্বী দৈহিক বিশালতা দিয়ে নয়, তাঁদের

www.banglakitab.weebly.com

সাগরভেদী সন্তরণ ক্ষমতা দিয়ে নয়; কোনো অতিমানবিক শক্তিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়ে নয়; এই অনিন্দ্যসুন্দর আখলাক দিয়ে, এই চরিত্রমাধুরী দিয়ে গোটা বিশ্বকে পরাজিত করেছিলেন। এমন নয় যে, তারা স্রেফ ঢাল-তরবারি দিয়ে তৎকালীন পৃথিবীকে কুপোকাত করেছিলেন। হ্যাঁ, এটাই তাঁদের সেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যে, তাঁরা তাদের কথার বরখেলাপ করতেন না। তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার পূরণ না করে ফিরতেন না। হকের ব্যাপারে কোনো ধরনের লালসা তাঁদের পদযুগলে কম্পন সৃষ্টি করার সুযোগ পেতো না। ঔচিত্যের পথে কোনো ধরনের ত্রাস তাদেরকে উল্টো পথে তাড়াতে পারতো না। আপন ও পর; সবার প্রতি তাঁদের ছিলো ভালোবাসাময় দৃষ্টি। তাঁদের প্রতীক ছিলো, তাঁরা নিজেদের প্রতিবেশি, অধীনত প্রজা; ঘরের সেবক ও ভৃত্য সবার সঙ্গে মানবিক আচরণ করতেন। যার ফলে তারা ছিলো তাঁদের প্রতি এতোটাই সন্তুষ্ট যে, তাঁদের জন্যে নিজেদের শির বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরাম ঘরের চারদেয়ালের ভেতরে, আর রাষ্ট্র ও সমাজের সুবিশাল বিস্তৃত ক্ষেত্র; উভয় স্থানেই ছিলেন অনুকরণীয় আদর্শ। এটাই ছিলো তাঁদের দুনিয়াবি কৃতিত্ব ও পরকালীন সাফল্যের চাবিকাঠি।

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর এই কৃতিত্ব তাঁর 'মুজাদ্দিদানাহ মর্যাদা'-এর একটি উজ্জ্বল প্রমাণ যে, তিনি জাতির সামনে ওই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, আচরণ ও নৈতিকতার পরিশুদ্ধি ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ অর্জন করা যাবে না। এটিকে তিনি তাঁর তরবিয়তের অবিচ্ছেদ্য অংশ অভিহিত করেছিলেন। হযরত রহ.-এর ইন্তিকালের এতো বছর পরেও আপনি যদি আশরাফি বাগানের ফুলগুলোর সংশ্রবে পরবর্তীতে দীক্ষিত এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সার্বিক জীবনচিত্র লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও মননের নিষ্কলুষতার কাছে তথাকথিত সভ্যতা ও কৃষ্টির দাবিদাররাও ম্রিয়মাণ দেখাবে। বর্তমান যুগ –যেখানে নৈতিকতার চরম অবনতি ঘটেছে, যেখানে পরিশুদ্ধিতার ওপর ব্যাপক উদাসীনতা চলছে– এ যুগেও যদি আপনি যদি আশরাফি মতাদর্শের মাপকাঠির সঠিক চিত্র জানতে চান তাহলে তাদেরকে 'লেনদেন'-এর আগুনে ফেলে দেখুন, তারা সমকালবাসীর তুলনায় কতোটা নিখাদ হয়ে পরীক্ষার আগুন থেকে বেরিয়ে আসবে।

www.banglakitab.weebly.com

**আমরা আমাদের আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না। বরং এমন কজন মানুষ –যারা ব্যক্তিজীবনে আলেম ছিলেন না; এমনকি অক্ষর জ্ঞান পর্যন্ত পান নি– কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা লেনদেন ও আচার-নৈতিকতার ক্ষেত্রে এতোটাই সচেতন ছিলেন যে, অন্য মতাদর্শের আলেমদের মাঝেও ততোটা সচেতনতা পরিলক্ষিত হয় না।**

১. এলাহাবাদ নগরীর এক নাপিত হযরত রহ.-এর মুরিদ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তার পৈত্রিক পেশা শুধু এ কারণেই ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, এর কারণে প্রায় সময় মুসলমানদের দাড়ি শেভ করতে হতো। এর পরিবর্তে তিনি পাকওয়ান নামের এক ধরনের পিঠা বানানোর বিদ্যা রপ্ত করে নেন এবং সেটিকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন। যার ফলে দেখা যায়, তিনি তার বিশ্বস্ততার গুণে সকলের কাছে এতোটাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে, তার আয় পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

২. ফতেহপুরের এক রাজমিস্ত্রী হযরত রহ.-এর কাছে যখন বাইআত হন তখন তার মনে এই ভাবনা চলে আসে যে, চুক্তিভিত্তিক কাজের চুক্তি হলে যেভাবে দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পন্ন করা হয় 'রোজ বা দৈনিক ভিত্তিতে কাজের চুক্তির ক্ষেত্রেও ততোটা দ্রুত নিষ্পন্ন করতে হবে। তার এই গুণ ওই এলাকার স্থানীয় লোকদের চোখে একজন নীতিবান আদর্শ রাজমিস্ত্রীর আসনে সমাসীন করে।

৩. হাকিমুল উম্মত রহ.-এর একজন খাদেম দেওবন্দ মাদরাসার জনৈক সদস্যের বাড়িতে একবার রাত্রি যাপন করেন। রাতের বেলায় যখন লণ্ঠন প্রজ্জ্বলিত করা হয় তখন খাদেম লোকটি সেই দেওবন্দি বুজুর্গকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লণ্ঠনটি কি মাদরাসার? এই একটি প্রশ্ন শুনেই সেই বয়োবৃদ্ধ বুজুর্গ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি মাওলানা থানভির কাছে বাইআত?

৪. একবার এক ছাত্র কোনো এক মসজিদে মসজিদের লণ্ঠনের আলোতে কিতাব মুতালাআ করছিলো। যখন লণ্ঠন নিভিয়ে দেওয়ার সময় হয়ে গেলো, তখন তৎক্ষণাৎ সে স্বউদ্যোগী হয়ে লণ্ঠনটি নিভিয়ে দিয়ে নিজের ব্যক্তিগত লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিলো। জনৈক অপরিচিত আলেম তার এই কাণ্ড দেখে মন্তব্য করলেন- মনে হচ্ছে, ছেলেটি হযরত থানভির সঙ্গে সম্পর্কিত। সেমতে খোঁজ-খবর নেওয়ার পর জানা গেলো, তার ধারণা যথার্থ।

www.banglakitab.weebly.com

৫. যদি নিরক্ষর লোকদের এই চিত্র হয় তাহলে হযরত থানভি রহ. সংশ্লিষ্ট শিক্ষিতজনদের নৈতিকতা কতোটা সুউচ্চ হবে! ডক্টর আবদুল হাই সাহেব আলিগড় থেকে বি.এ. ও এল.এল.বি.-এর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। তাঁর পেশা ছিলো ওকালতি। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কাছে বাইআত হওয়ার কিছু দিন পরই তার মনে এ পেশাটির প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে। ফলশ্রুতিতে তিনি হোমিওপ্যাথি শিখে নেন। আলহামদুলিল্লাহ- অদ্যাবধি ৩০ বছর যাবত তিনি সুনামের সঙ্গে একজন সফল চিকিৎসকের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৬. আশরাফি বিদ্যালয়ে দীক্ষিত আরেক মনীষা হযরত খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব রহ.-এর একটি ঘটনা না বললে নয়। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। স্টেশনে পৌছে স্টেশন মাস্টারকে বললেন, আপনি আমার সামানপত্র মেপে মাশুলের অঙ্ক জানিয়ে দিন।

স্টেশন মাস্টার আলসেমি দেখিয়ে অস্বীকার করলো। খাজা সাহেব তাকে পুনরায় অনুরোধ করলেন। স্টেশন মাস্টার তাকে সাধারণ মোল্লা-মৌলভি মনে করে পাত্তা দিচ্ছিলো না। তার জানা ছিলো না যে, তিনি আলিগড় বিদ্যালয় থেকে বি.এ. এল.এল.বি ডিগ্রিধারী গ্রাজুয়েট।

স্টেশন মাস্টার অবহেলাচ্ছলে বললো, আরে সামান উঠিয়ে চলে যাও। সঙ্গে সঙ্গে খাজা সাহেবের ক্রোধ চলে এলো। তিনি ইংরেজি ভাষায় লোকটি কঠিনভাবে শাসালেন যে, কোম্পানি তোমাকে মাফ করার ক্ষমতা কবে থেকে দিয়েছে? আমি এখনি তোমার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার রিপোর্ট দিয়ে দেবো।

স্টেশন মাস্টার ভয় পেয়ে করজোড়ে ক্ষমা চাইলো। এরপর যে যথারীতি সামানপত্র মেঁপে যথাযথ মাশুল নির্ধারণ করে উসূল করলো। লোকটি মনে হয়, সেবারই তার জীবনে প্রথম এমন কঠোর নীতিবান মানুষের মুখোমুখি হয়েছিলো।

এমন নয় যে, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর তত্ত্বাবধান ও তরবিয়তের ফলে তাঁর মুরিদদের মাঝে এমন মানসিকতা গড়ে ওঠেছিলো; বরং এটি ছিলো হযরত রহ.-এর দৃঢ় আমলের কুদরতি প্রতিক্রিয়া। তাঁর জীবনে এমন

www.banglakitab.weebly.com

ঘটনার সংখ্যা কেউ গুণে শেষ করতে পারবে না। আলোচনার যোগসূত্রে আমরা একটি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, আশা করি তা হযরত রহ.-এর জীবনের সামান্য ঝলক আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করবে। ঘটনাটি সকল মুসলমানের জন্যেই শিক্ষাপ্রদ।

## একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একদিন হযরত রহ. সাহারানপুর থেকে কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গে কিছু আখ ছিলো। তিনি নিয়ম মেনে সেগুলো গাড়ি তোলার আগে মেঁপে নেওয়ার ইচ্ছে করলেন। স্টেশনের অমুসলিম কর্মচারী ভক্তিবিগলিত হয়ে নিবেদন করলেন, 'আপনি এগুলো গাড়িতে তুলে ফেলুন। মাপতে হবে না। আমরা গার্ডকে বলে দেবো'।

হযরত বললেন, সেই গার্ড কতো দূর যাবে? তারা নিবেদন করলো:, গাজিয়াবাদ পর্যন্ত।

হযরত বললেন, গাজিয়াবাদের পরে কী হবে? তারা নিবেদন করলো, ওই গার্ড পরবর্তী দায়িত্বশীল গার্ডকে বলে দেবে।

হযরত পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কী হবে? উত্তরে তারা বললো, সে কানপুর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সেখানে আপনার যাত্রা শেষ হয়ে যাবে।

তাদের সেই কথার জবাবে হযরত রহ. বললেন, না, সেখানে গিয়ে সফর শেষ হবে না। এরপর তো আমার আখেরাতের সফরও রয়েছে। সেখানে কী হবে?

হযরত রহ.-এর দরাজ কণ্ঠের এই উত্তর শুনে তাদের লোমগুলো দাড়িয়ে ওঠলো। হায়, আল্লাহর এমন সতর্ক বান্দাও কি পৃথিবীতে আছেন যিনি আল্লাহকে এতো বেশি ভয় করেন যে, নিজের প্রতিটি কাজে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকেন।

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর এ জাতীয় কর্মকাণ্ড ও আমলি শিক্ষা এবং মুরিদদের মাঝে তার প্রতিফলনের তীব্র ইচ্ছের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে এটাই ঘটেছিলো, সেই যুগে যখন কোনো ব্যক্তি থানাভবন রেলস্টেশনে অবতরণ করতো তখন রেলের কোনো কর্মচারী তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতো না যে,

www.banglakitab.weebly.com

**আপনি কি আপনার সঙ্গে জিনিসপত্র মেপেছেন এবং তার মাশুল যথাযথভাবে আদায় করেছেন?**

কারণ থানাভবন অভিমুখে যাত্রাকারীদের সম্পর্কে তাদের সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠেছিলো যে, সেখানকার লোক নিজেদের সামানপত্র না মেঁপে সফর করে না। এভাবে অমুসলিমদের মনে মুসলমানদের সততার প্রতিচ্ছবি জেঁকে বসেছিলো। এটাই ছিলো সোনালি যুগের মুসলমানদের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য; যুগের পালাবদলে আত্মপুজারী স্বার্থান্বেষীরা মুসলমানদের সেই চিরন্তন বৈশিষ্ট্যকে মুছে ফেলেছিলো; কিন্তু হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. সেই হারিয়ে যাওয়া বৈশিষ্ট্যকে নতুন করে জীবনের পাতায় অঙ্কন করেছিলেন। এভাবে তিনি সেটিকে তাঁর শিষ্যদের জীবনের প্রতীক বানিয়েছিলেন।

যেখানে অন্যান্য খানকায় যখন পীর কর্তৃক মুরিদদেরকে ওয়াহদাতুল উজুদ, ওয়াহদাতুশ শুহুদ, লাতাইফ, আলওয়ান, তয়রান ইত্যকার চর্বিত চর্বন শিক্ষা দেওয়ার বাজার গরম, সেখানে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তার শতভাগ বিপরীতে মুরিদদেরকে হালাল-হারামের বাছ-বিচার, অধিকার আদায়ের চেতনা ও লেনদেনের স্বচ্ছতার দীক্ষা দান করতেন। এভাবে তিনি তাদেরকে আত্মজিজ্ঞাসার বুনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতেন।

হযরত রহ.-এর অনুরাগী মহল যেন আগামীতেও সবসময় নিজেদের সেই অনন্য বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পারেন; মহান আল্লাহর কাছে সেই তাওফিক কামনা করছি।

www.banglakitab.weebly.com

# হযরত রহ.-এর কারামত

যদিও অনেকে মনে করে থাকে যে, করামত হলো বুজুর্গির অবিচ্ছেদ্য অংশ। অথচ বাস্তবতা হলো, কারামত কারো ঐচ্ছিক ক্ষমতা নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে মহান আল্লাহর দান। এটি কোনোভাবে বুজুর্গির নিক্তি বা মাপকাঠি হতে পারে না। প্রতিটি বান্দা তার এক্তিয়ারাধীন নির্দেশ মানতে বাধ্য। সে যদি সেই এক্তিয়ারাধীন নির্দেশগুলো মেনে পূরণ করতে পারে তাহলে সেটি হবে তার বুজুর্গির সোপান।

পারিভাষিক অর্থে আমরা যেটিকে কারামত বলে জানি তার চেয়েও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে, সেটি হলো, মুমিনের ফারাসাত। যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস থেকেও প্রমাণিত। যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন,

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله

তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টিকে সমীহ করো; কেননা সে আল্লাহর নুরের মাধ্যমে অবলোকন করে।

যে ব্যক্তি ঈমানদার নয় সে কখনোই ওই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারবে না। কেননা তার উৎস হলো, আল্লাহর নুর। যেই নুর সুন্নতের অনুসরণের মাধ্যমে বৃদ্ধি পায় আর প্রবৃত্তির অনুগমনের কারণে হ্রাস পায়। সেই নুর তো কখনই কুফরির সঙ্গে মিলিত হতে পারে না।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-এর ভাষায়—

فإن العلم نور من إله　　ونور الله لا يطعى لعاصي

ইলম হলো আল্লাহ তাআলার একটি নুর।
আর আল্লাহর নুর কোনো গুনাহগার পেরে পারে না।

www.banglakitab.weebly.com

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দীন সেই ইলাহি নুর অর্জন করতে পেরেছিলেন নিজ নিজ স্তর অনুসারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, পরবর্তীকালে মানুষের হৃদয় থেকে সেই নুরের গুরুত্ব প্রচণ্ডাকারে হ্রাস পেয়ে বসে। তারা সেই নুর ছেড়ে কাশফ-কারামতের পেছনে ছুটতে শুরু করে। অথচ এ ধরনের কাশফ-করামতকে যথাযথভাবে নিরূপণ করাও কঠিন; এমনকি কাফেরদের কাছ থেকেও এ ধরনের অস্বাভাবিক কাজ প্রকাশ পেতে পারে।

এর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যদি বর্তমানের পারিভাষিক করামতই বুজুর্গির মাপকাঠি হয়ে থাকে তাহলে যে পরিমাণ করামত আজকালকের ছোট-খাট ওলিদের নামে তাদের ভক্তকুল ছড়িয়েছেন তার এক দশমাংশও কি মহান সাহাবায়ে কেরাম রাদি.-এর জীবনীতে পাওয়া যায়? যদি এর উত্তর না হয়ে থাকে, তাহলে বলুন, এই কারামতগুলোকে বুজুর্গির মাপকাঠি বানানোর স্বার্থকতা কী?

সেমতে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন—

ظہور خوارق نہ از ارکان ولایت است ونہ از شرائط آں، وکثرت ظہور خوارق برافضیلت ولایت ندارد، تفاضل آنجا بہ اعتبار درجات قرب الٰہی است جل سلطانہ۔

> অস্বাভাবিক ঘটনার প্রকাশ ওলি হওয়ার ভেতরের বা বাইরের কোনো শর্ত নয়। বেশি পরিমাণে অস্বাভাবিক ঘটনা দেখানো কারো শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ নয়; বরং যে ব্যক্তি যে পরিমাণ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে সে ওই পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবে।

সুতরাং বুঝা গেলো, প্রকৃত বুজুর্গি হলো সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ ও যেকোনো পরিস্থিতিতে সুন্নতের ওপর অবিচল থাকার দৃঢ় প্রত্যয়। কেননা বেলায়েত হলো নবুওয়াতের একটি শাখা। কাজেই যে ব্যক্তি নবীজির যতো বেশি সাদৃশ্য হবে সে ততো বেশি বড় হবে। যদি তার জীবনে একটিও অস্বাভাবিক কাণ্ড না ঘটে; তাতেও কোনো ব্যত্যয় নেই। এ কারণে বুজুর্গানে দীনের মাঝে একটি বচন বিখ্যাত রয়েছে। তাহলো, الاستقامة فوق الكرامة (শরিয়তের ওপর ইস্তিকামাত তথা অবিচল প্রত্যয় কারামত থেকেও শ্রেষ্ঠ) এ কারণেই হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর আত্মজীবনী থেকে ওই অধ্যায় ফেলে

www.banglakitab.weebly.com

দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বাস্তবাশ্রিত কারামতগুলোকে তিনি 'ইনআমাতে ইলাহিয়্যাহ' [আল্লাহর পরম দান]-এর অস্পষ্ট শব্দে ব্যক্ত করেছিলেন। এ শব্দের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে, এগুলোতে বান্দার উপার্জন ক্ষমতার বিন্দুমাত্র দখল নেই। বরং এগুলো হলো আল্লাহর বিশেষ দান; যা প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে সাধারণত প্রেমিকপক্ষ পেয়ে থাকেন। এর সঙ্গে অন্যদের আবার কী সম্পর্ক। এ কারণেই দেখা যায় যে, বুজুর্গানে দীন সবসময় নিজের কাশফ-কারামত সযতনে লুকিয়ে রাখতেন। এমনকি তারা কাশফ থেকে বেঁচে থাকার দুআ করতেন। প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত আবদুল আজিজ দাব্বাগ রহ. থেকে বর্ণিত আছে—

> লোকেরা কাশফকে ভালোবাসে অথচ এর মাঝে যেভাবে খোদ ওলির জন্যে চরম ক্ষতি রয়েছে, তদ্রুপ যিনি ওলির কাছে কাশফ চাইছেন তার জন্যেও ক্ষতি রয়েছে। ওলির জন্যে ক্ষতি হলো, এর কারণে হক তাআলার মুশাহাদা থেকে মুখ ফিরিয়ে তার মাখলুকের মুশাহাদার দিকে নেমে আসতে হয়। যা নির্ঘাত উন্নত স্থান থেকে নিম্নস্থানে অবনমিত। আর কাশফ প্রত্যাশীর জন্যে ক্ষতি হলো, কাশফ ও কারামত তারাই চেয়ে বেড়ায় যাদের ভালোবাসা ঠুনকো ও অগভীর। [তাবরীয : ১২৮]

## হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কারামত

ফারাসাতে মুমিন –হাদিসে যার বর্ণনা এসেছে– হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে আল্লাহ তাআলার তার বৃহদাংশ দান করেছিলেন। যা ছিলো তাঁর বুজুর্গির স্ববাক প্রমাণ। পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা হযরত রহ.-এর সেই ঈমানি দূরদর্শিতার বিশদ বিবরণ পেশ করেছি। তাঁর 'আসারে ইলমিয়্যাহ' তথা জ্ঞানকৃর্তি ও 'নুকুশে আমলিয়্যাহ' তথা কর্মকাণ্ডের ব্যাপক ও বিস্তৃত চিত্রমালা-ই তাঁর অনেক বড় কারামত। যার মাধ্যমে তিনি দীনের তাজদিদ তথা নবজাগরণের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। এর পাশাপাশি হযরত রহ.-এর জীবনে এমন অসংখ্য ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে যেগুলোকে সাধারণ্যে কারামত বলা যেতে পারে অনায়াসেই। যদিও সঠিক পরিভাষায় সেগুলোকে 'ইনআমাতে ইলাহিয়্যাহ' বলাই হবে যথার্থ। তারপরও যারা কারামতের

www.banglakitab.weebly.com

নেশায় বুঁদ আছেন তাদের নেশার ঘোর কাটাতে আমরা এখানে গুটিকয়েক কারামত পেশ করছি।

## সময়ের মাঝে বরকত

মহান আল্লাহ হযরত রহ.-এর সময়ের মাঝে এতো বেশি বরকত দান করেছিলেন যে, তিনি তাঁর একক সত্তা দিয়ে এতো প্রচুর ইলমী ও শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দিয়েছেন যা সেই মুদ্দতের মাঝে একটি সম্মিলিত সংগঠনের পক্ষেও আঞ্জাম দেওয়া নেহায়েতই মুশকিল। এর অন্যতম কারণ হলো, তিনি খুব কমই অসুস্থ হতেন; আর অল্প-স্বল্প যতোবারই অসুস্থ হয়েছেন খুব দ্রুতই সেরে উঠেছেন। দ্বিতীয় কারণ হলো, তিনি যেই বিষয় বা মাসআলার সন্ধান করতেন গায়বিভাবে তার যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত হয়ে সামনে চলে আসতো। যেমন, মসনভি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার সময় হঠাৎ, কবুতরবাজদের একটি অভ্যাস জানার প্রয়োজন দেখা দিলো। হযরত মনে মনে সেই প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছিলেন যে, ইত্যবসরে জনৈক কবুতরবাজ তাবিজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে হাজির হয়ে গেলো। হযরত তখন তার কাছ থেকে বিষয়টি বুঝে নিলেন। গায়বি ব্যবস্থাপনা এভাবেও হয়ে যেতো যে, যেদিন খুব বেশি চিঠিপত্র আসতো সেদিন দেখা যেতো, তাবিজ নিতে কেউ আসছে না বা খুব কম সংখ্যক আসছে।[১]

## জনৈক জিনের পলায়ন

একবার জনৈক আত্মীয়র স্ত্রীর ওপর জিন সওয়ার হয়েছিলো। তখন তারা হযরত রহ.-এর কাছে তাবিজ লিখে দেওয়ার জোর অনুরোধ পেশ করলো। যেহেতু হযরত রহ. কোনো আমিল (তাবীজ-কবযকারী) ছিলেন না; এ জন্যে তিনি ওজর পেশ করে দিলেন; কিন্তু তারা যখন উপর্যুপরি অনুরোধ করতে শুরু করলো, তখন তিনি নিতান্ত বাধ্য হয়ে লিখে দিলেন—

---

১. হযরত রহ. তাবিজ-আমলিয়্যাতকে পছন্দ করতেন না, মন থেকেও চাইতেন না; স্রেফ শাইখের নির্দেশ পালনের স্বার্থে জায়েয আমল লিখে দিতেন। সেমতে তিনি 'আমলে কুরআনি' নামে সবগুলো আমল এক মলাটে সংকলন করে সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কাজেই এর মাঝে যেমন কোনো গোপন রহস্য নেই, তেমনি নেই অনুমতির বালাই। -সংকলক

www.banglakitab.weebly.com

> 'যদি তুমি মুসলমান হও তাহলে আমি তোমাকে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে বিবৃত সেই শাস্তিগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আর যদি তুমি কাফের হও তাহলে আমি তোমাকে প্রথম পর্যায়ে সন্ধির আহ্বান জানাচ্ছি। এরপরও যদি তুমি সরে না যাও তাহলে জেনে রেখো, আমাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছেন যে তোমাকে –আল্লাহ চাহেন তো– কুপোকাত করতে সক্ষম।'

যখন ওই জিনটিকে হযরত রহ.-এর পত্র শোনানো হলো, তখন সে বললো-

> 'এই পত্রটি কোনো এড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তির পত্র নয়। কাজেই আমি চললাম।'

## অসুস্থ ব্যক্তির আরোগ্য লাভ

জনৈক ব্যক্তির নাম ছিলো, কলিমুল্লাহ। লোকটি সবসময় অসুস্থ থাকতো। লোকটি যখন হযরত রহ.-এর কাছে এলো, হযরত তখন তার নাম পরিবর্তন করে রেখে দিলেন, সলিমুল্লাহ। এরপর থেকে লোকটি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করলো। নাম পরিবর্তনের কারণ হযরত রহ. নিজেই জানিয়ে বলেন, 'কলিম'-এর অর্থ 'ক্ষত'। এজন্যে তার নাম বদলে দিয়েছি।

## মেধাহীন হয়ে গেলো মেধাবী

জনৈক মুরিদের ৯ বছর বয়সী এক ছেলে খুবই স্থূলবুদ্ধির মেধাহীন ছিলো। যখন ছেলেটিকে হযরত রহ.-এর কাছে নিয়ে আসা হয় তখন তিনি মজাচ্ছলে ছেলেটির মাথা নিজের মাথার সঙ্গে লাগিয়ে দেন। এরপর থেকে ছেলেটি তীব্র মেধাবী হয়ে যায়।

## প্রশ্নের পূর্বেই উত্তর

এ দৃশ্য তো প্রতিদিনই ঘটতো। কারো মনে কোনো প্রশ্ন বা ভুল ধারণা জন্ম নিয়েছে। প্রশ্নের উত্তর পেতে বা ধারণার অবসান চেয়ে সে হযরত রহ.-এর দরবারে হাজির হয়েছে; কিন্তু দেখা গেছে, প্রশ্ন পাতার পূর্বেই সে তার উত্তর পেয়ে প্রশান্তি পেয়ে গেছে। হযরতের মজলিস থেকে উঠার সময় সে লক্ষ্য করছে যে, তার মাথার জগদ্দল বোঝাটি আর নেই। করাচির বোল্টন মার্কেট



www.banglakitab.weebly.com

সংলগ্ন লাল মসজিদের তৎকালীন খতিব মাওলানা আবদুল জব্বার হায়দারাবাদির মুখ থেকে তার ঘটনাটি শুনে নিই।

তিনি বলেন, আমি তখন দারুল উলূম দেওবন্দে পড়তাম। সেসময় আমি আবুল কালাম আযাদ সাহেবের আলোচনা ও লেখনি থেকে এতোটাই প্রভাবিত হয়েছিলাম যে, আমার সিংহভাগ সময় 'আল হিলাল' পত্রিকার বিভিন্ন কলাম মুখে আওড়ানো আর তার রাজনৈতিক বেশ-ভুষার অনুগমন ও অনুসরণের পেছনেই কেটে যেতো। সেসময় আমি আমার কয়েকজন পাঠসঙ্গীর সঙ্গে প্রথমবারের মতো থানাভবনে হাজির হই। অন্তরাত্মার অধিকারী ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দৃষ্টি যখন আমার ওপর নিপতিত হই তখন তিনি তাঁর দৃষ্টির পলকেই বুঝে ফেলেছিলেন, আমার ভেতরে কোন কোন জঞ্জাল প্রতিনিয়ত বাসা বেঁধে চলেছে। তিনি তখন আমাকে ডেকে সরাসরি তার মুখ বরাবর বসান। এরপর আমাকে উদ্দেশ্য করে ছাত্রজীবনে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ফলে কি কি ক্ষতি সাধিত হয়; তার ওপর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন। আলোচনার সিংহভাগ অংশ জুড়ে ছিলো আযাদ সাহেবের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন। আলোচনার মাঝপথে তিনি মজাচ্ছলে একবার তার মাথা মুবারক আমার মাথার সঙ্গে টক্কর খান।

হায়দারাবাদি সাহেব বলেন, সেদিনের পর থেকে আমার মাথা থেকে রাজনীতির ভুত নেমে গিয়েছিলো। এরপর থেকে আমার বুকের ভেতর রাজনীতির প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা জমতে শুরু করে এবং তদস্থলে ইলমে দীনের প্রতি অবিরাম আগ্রহ এতোটাই দানা বাঁধে যে, দেখা যায়, পরবর্তীতে মাদরাসার শীর্ষ পরীক্ষায় আমি সবাইকে ছাপিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করি।

## হালতের কাশফ

হযরত মাওলানা মুফতি হাসান সাহেব রহ.-এর মুখ থেকে আমি নিজ কানে শুনেছি যে, একবার মুফতি সাহেব ঘটনাচক্রে ২০০ রুপি ঋণ নিতে বাধ্য হন। ঋণ পরিশোধের ভাবনা তাঁকে সর্বক্ষণ পেরেশান করে রাখতো। হঠাৎ সামনে

www.banglakitab.weebly.com

এমন এক সুযোগ এসে পড়ে যে, তিনি যদি সুযোগটি কাজে লাগাতেন তাহলে ঋণ শোধ করে ফেলতে পারতেন; কিন্তু সেসময় মনের উল্টো পাশে থানাভবনে হাজির হওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছে জেগে ওঠে। তখন তিনি সাহস করে সুযোগ পদদলিত করে থানাভবনে হাজির হওয়ার বাসনাটিকেই প্রাধান্য দেন। সময়টি ছিলো, যখন পর্যন্ত তিনি মাহফিলে আলোচনা করার অনুমতি পান নি।

মুফতি সাহেব যখন থানাভবনে হাজির হন এবং সালাম পেশ করে মুসাফাহা করেন তখন হাকিমুল উম্মত রহ. তার হাত নিজের হাতের মধ্যে গুঁজে নিয়ে প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে তিনবার বলেন, '২০০ রুপি কোনো জিনিস হলো? এটি তো আলেমদের জুতোর ধুলোর সমান'।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কণ্ঠে অভাবিত এ বাক্য শুনে মুফতি সাহেবের মন থেকে সমস্ত কুজ্ঝটিকা দূর হয়ে যায়।

## থানাভবনে বসেই আলিগড়ে দিদার লাভ

হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জনৈক শিষ্য আলিগড়ে একটি স্টল বা দোকান দিয়েছিলো। একদিনের ঘটনা। দোকানে কেনা-বেচা চলছে। হঠাৎ সেই শিষ্যের মনে প্রচণ্ড রকম একাকীত্ব বোধ হতে লাগলো। তখন তিনি লোকসানের ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে সবগুলো জিনিসপত্র সিন্দুকের ভেতর ভরতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ দোকানে আগুন লেগে গেলো। তখন তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন যে, আমি একা একা এতোগুলো সিন্দুক কীভাবে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবো। প্রচণ্ড ভাবনাতাড়িত ও পেরেশানমুখর সেই পরিস্থিতিতে তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, হাকিমুল উম্মত রহ. তার দোকানে হাজির হয়ে গেছেন এবং তাড়া দিয়ে বলছেন, 'জলদি করো'। তখন তারা দুজন দুপাশ থেকে সিন্দুকগুলোকে ধরাধরি করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হলেন। সরানোর কার্যক্রম শেষ হতেই দেখা গেলো, হযরত রহ. গায়েব। কোথাও টিকিটি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

হযরত রহ. তখন থানাভবনেই ছিলেন। তিনি যখন থানাভবনে এসে হযরত রহ.-কে ঘটনাটি অবহিত করলেন, তখন তিনি বললেন—

www.banglakitab.weebly.com

'তোমার এ কাণ্ড সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। তবে কখনো কখনো এমনও ঘটে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা কাউকে সহায়তা বা উদ্ধার করার জন্যে এ পথ অবলম্বন করেন যে, কোনো গায়বি দানকে তাঁর চেনা-জানা কোনো লোকের আকার দান করে পাঠিয়ে দেন। তার মাধ্যমে তাকে তিনি সহায়তা করেন। গায়বি দানটি যে লোকের আকার ধারণ করেছিলো; সে লোকটি বিন্দুমাত্রও জানতে পায় না যে, কতো কিছু ঘটেছে।'

## মুরিদদের সুন্দর জীবনাবসান

হযরত রহ.-এর বরকতে দেখা যেতো, হযরত রহ.-এর শিষ্যগণের প্রত্যেকের জীবনাবসান হয়েছে সুন্দর ও কল্যাণময়ী পরিস্থিতিতে। হযরত রহ. নিজেই বলতেন-

'হযরত হাজি সাহেব রহ.-এর সিলসিলার অন্যতম বরকত হলো, যে ব্যক্তি সরাসরি বা অন্যকারো মাধ্যমে হযরতের হাতে বাইআত হতো মহান আল্লাহর ফযলে তার উত্তম জীবনাবসান হতো। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে উত্তম মৃত্যু দান করুন।

আলোচনা বেড়েই যাচ্ছে। লাগাম জড়ানো যাচ্ছে। তবু আমরা বাধ্য হয়ে এখানেই ইতি টানছি। বাস্তবতা হলো, এ সকল কারামত হচ্ছে প্রসাধনী। আর সুন্দর অবয়বের জন্যে প্রসাধনীর দরকার পড়ে না। যেমনটি কবি বলেছেন—

به آب ورنگ وخال وخط　　　چه حاجت روئے زیبارا

'রূপসী নারীর জন্যে প্রসাধনীর কোনো প্রয়োজন নেই।'

www.banglakitab.weebly.com

# চতুর্থ অধ্যায় ।।
## হযরত রহ.-এর মতাদর্শ

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

www.banglakitab.weebly.com

# মানসিক ভারসাম্য

বর্তমান পরিস্থিতি এতোটাই অধঃপতিত যে, সর্বদিকে শুধু অতিরঞ্জন ও ছাড়াছাড়ির জয়জয়কার। ভারসাম্য এখন তীর্থের কাক হয়ে গেছে। বস্তুবাদি পৃথিবী এতোটাই উন্নতি সাধন করেছে যে, এখন এক দৃষ্টিতে মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ দেখা যায়। এক কানে পৃথিবীর সর্বস্থানের সংবাদ মুহূর্তেই শোনা যায়। আজ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর ও ঘূর্ণাবর্তের বাতাসের ওপরও মানুষ তার বিজয়রেখা এঁকে দিয়েছে। চন্দ্র-সূর্যের ব্যবধানের সীমারেখা আজ তার নখদর্পণে। যেই মানুষের বিজয়ের পরিসীমা আজ জগতের চতুর্প্রান্তে বিস্তৃত; সেই মানুষেরই আরেক বিপরীত চিত্র হলো, বুকের দুইঞ্চি ভেতরের রূহানিয়তের মূল্যায়ন করতে সে এখন ভুলে গেছে। নম্রতা ও বিনয়ের অপমৃত্যু ঘটেছে। দোস্ত-দুশমনের সংজ্ঞা আজ তার জানা নেই। সত্য-মিথ্যার ব্যবধান তার জ্ঞাত নয়। একদিকে সে কোনো কোনো দোস্তির জন্যে এতোটাই আকুল হয়ে ওঠে যে, তার জন্যে নিজের ধর্মের শেকড়ে কুঠরাঘাত করতেও কুণ্ঠিত হয় না। অন্যদিকে সে কারো ওপর শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠলো এতোটাই রুঢ় হয়ে ওঠে যে, তার পুণ্যকেও বিসর্জন দিতে দ্বিধা করে না। কারো প্রশংসা শুরু করলে তার জন্যে আসমান-জমিন অনায়াসে এক করে ফেলতে পারে। আবার কারো বিরুদ্ধে কলম তুললে দেখা যায়, তার সর্বশেষ মান-সম্মানকেও সে আস্তাকুড়ে অবলীলায় নিক্ষেপ করতে থাকে।

অতিরঞ্জনের এই পৃথিবীতে এখনো এমন কিছু বিরল মানুষ রয়েছেন যে, যাদের সুদৃঢ় পদক্ষেপ এখন পর্যন্ত ভারসাম্যের সরল পথের ওপর অনঢ় রয়েছে। যাদের স্বচ্ছ দৃষ্টির মাপকাঠিতে দোস্ত-দুশমনের প্রতিভার মাঝে কোনো ধরনের ফারাক পরিলক্ষিত হয় না। যারা নিজেদের সমালোচনার কলমকে সর্বদা অতিরঞ্জন ও অতিছাড়ের সীমালংঘন থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হন। সেই 'ভারসাম্য'-এর বিরল গুণের গুণান্বিত ব্যক্তিদের একজন

www.banglakitab.weebly.com

ছিলেন, হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.। ব্যক্তিজীবনে তিনি এতোটাই ভারসাম্যপূর্ণ ছিলেন যে, প্রতিটি কথাকে তিনি তার যথাযথ স্থানে আসীন করতেন। এভাবেই তিনি তার জীবনকাঠামোকে গড়ে তুলেছিলেন। প্রতিদিনই দেখা যেতো যে, তিনি হয়তো কোনো প্রশিক্ষণার্থীর ওপর প্রচণ্ড ক্রুধ্ব হয়েছেন। তখন তিনি এতোটাই ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে, মনে হতো, আজ বুঝি তার ক্রোধের অণল কিছুতেই নির্বাপিত হবে না; কিন্তু হঠাৎ দেখা গেলো, হযরত রহ.-এর দৃষ্টির সম্মুখে কোনো স্নেহ ও ভালোবাসার মানুষ এসে গেছেন। তৎক্ষণাৎ হযরত রহ.-এর ক্রোধের অনল ভালোবাসায় বদলে যেতো। দর্শকের তখন বিস্ময়ের সীমা থাকতো না। একি হযরত রহ.-এর প্রচণ্ড ক্রোধ কী করে মুহূর্তেই হাসিতে বদলে যাচ্ছে। তিনি ছিলেন 'আবুল হাল' বা অবস্থার জনক। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, হযরত রহ. যখন কোনো স্ত্রীর কাছে অবস্থান করতেন, তখন তার মনের অজান্তেও অন্য স্ত্রীর খেয়াল উদিত হতো না। এমনই আত্মনিয়ন্ত্রক ভারসাম্যপূর্ণ ছিলেন।

তিনি সবসময় নিজেকে ও অন্যদেরকে কুরআন-হাদিসের মাপকাঠিতে মেপে নিতেন। সেই আলোকে প্রত্যেককে তার যথাযথ স্থানে সমাসীন রাখতেন। তিনি প্রত্যেকের ব্যাপারে নিজেকে মানসিক বিভ্রান্তি, সাময়িক ভুল বুঝাবুঝি, প্রাকৃতিক বিচ্যুতি থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন। অন্যদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণের দীক্ষা দিতেন। কোনো কথা শরিয়তের সীমারেখার মধ্যস্থিত মনে না হলে তার ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু কোনো বিষয় শরিয়তের হেরেমের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে হলে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। কিন্তু এ সময় ওই কথার প্রবক্তার ওপর কোনো ধরনের অভিশাপ, বিদ্রুপ, কটাক্ষ বা মর্মযাতনামূলক কথা ভুলেও মুখ ফস্কে উচ্চারণ করতেন না। এটি ছিলো হযরত রহ. অত্যুচ্চ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহের একটি। ভারসাম্যের এই পুলসিরাতের ওপর নিজেকে সর্বক্ষণ পরিচালিত করতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়।

হযরত রহ. বলতেন, মানুষকে রেশমের মতো হতে হবে। ছুঁলে মনে হবে অত্যন্ত কোমল; কিন্তু সেটিকে যদি কেউ হাতির শক্তিতেও ভাঙতে চায় ভাঙতে সমর্থ হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

অর্থাৎ নিজের মতাদর্শের ওপর শক্তিমত্তার সঙ্গে অবস্থানকারী হতে হবে; কিন্তু সেই মতাদর্শের প্রচারের ক্ষেত্রে তাকে এতোটা বিনয়ী হতে হবে যে, কোনো প্রতিপক্ষের মনও ভাঙবে না। যতোক্ষণ পর্যন্ত মনের সঙ্গে মনের মিলন না হবে, কোনো প্রভাবই ছড়াবে না। এটি হলো, দীনের তাবলিগের এমন একটি মানসিক সূক্ষ্মতত্ত্ব; যার কথা কুরআন কারিম প্রজ্ঞার সঙ্গে জানিয়ে ইরশাদ করেছে, 'তোমরা কাফেরদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে কটুক্তি করো না'।

অথচ এ কথা সর্ববিদিত যে, কুরআন কারিম কুফর ও ঈমানকে, গোমরাহি ও হিদায়াতকে, আলো ও অন্ধকারকে আলাদা করে দেখিয়ে দিয়েছে।

## হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

### মাওলানা সাইয়্যেদ মানাযির আহসান গিলানী রহ.-এর কলমে[১]

আপনি যদি অতিরঞ্জন ও অতিছাড়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরে এসে জীবনঘেঁষা কোনো বিষয় বা শাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে হঠাৎ আপনার মনে হবে সেখানে হযরত থানভি রহ. একা। তার আশপাশে কেউ নেই। এর কারণ হলো, পৃথিবীর সিংহভাগ জনগোষ্ঠী আজ ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে এসে প্রান্তিক সীমারেখায় বসবাস করছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারসাম্যের কেন্দ্রবিন্দুর ওপর আপনি শুধু একজন অবস্থানকারীকেই খুঁজে পাবেন। যার কারণে বর্তমান পৃথিবীর অনেকেই তাকে নিজ অন্তকরণ থেকে ভালো না বেসে পারে না। মাওলানা যেই ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন; তার কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি—

১. সাধারণত মনে করা হয়, মাওলানা রহ. আইন-কানুনের ওপর কঠোরতার সঙ্গে আমল করতেন। যারা কঠোর মেজাজের মানুষ তারা হযরত রহ.-এর ওই মূলনীতিকে নিজের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে পেশ করে নিজেকে সান্ড়া না দিয়ে থাকে। তারা ধারণা করে নিয়েছে যে, মাওলানার মাঝে বুঝি ছাড়-

[১] হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ মানাযির আহসান গিলানি রহ.-এর এ নিবন্ধটি আদতে মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা রহ. বিরচিত 'কামালাতে আশরাফিয়া' হতে চয়িত। যা তিনি প্রথমে দারুল উলূম দেওবন্দের মাসিক পত্রিকায় এবং পরবর্তীতে মাসিক মুসতাকবাল (করাচি) অক্টোবর ১৯৫৪ খ্রি. সংখ্যায় ছেপে ছিলেন। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতার কারণে মূল্যবান সেই নিবন্ধটি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে সংযোজন করা হলো। –সংকলক

www.banglakitab.weebly.com

উপেক্ষার উপস্থিতি ছিলো না। তারা জানে না, এটি তাদের নিষ্ফল ধারণা মাত্র। নয়তো মাওলানা রহ.-এর অবস্থা হলো, কখনো কখনো তার মজলিসে এদিক-সেদিকের অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা উঠে আসতো। কতিপয় রুঢ়মেজাযী লোক নিবেদন করেছিলো, হযরতের মজলিসে এ জাতীয় বিষয়ের আলোচনা সঙ্গত মনে হচ্ছে না। তারা তাদের নিবেদনের পেছনে এ যুক্তি পেশ করতো যে, শায়খ ও সুফিদের মজলিসে হাকিকত ও মা'রেফতের বাইরে এদিক-সেদিকের সাধারণ খবর নিয়ে আলোচনা ওঠা সমীচিন নয়। কিন্তু হযরত রহ. বলেন—

'আমার সম্মুখে কেউ কোনো কথা বলার সময় আমি যদি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই তাহলে সে কষ্ট পাবে। আমার মতে, অবাঞ্চিত কথার মন্দত্ব কারো মন ভাঙ্গার মন্দত্ব অপেক্ষা লঘু।'

[কামালাতে আশরাফিয়্যা : ৩৭১]

এটাই তো ছিলো পৃথিবীর সর্বাধিক সাম্যবাদী ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। হাদিসের মাঝে কি এ বর্ণনা আসেনি যে, একজন সাধারণ কাঠুরে তাঁর হাত ধরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্প্রয়োজনীয় কথায় ব্যস্ত রেখেছে। আর তিনি তা শুনেই চলেছেন। হযরত থানভি রহ. নিজেই বলেছেন— মাওলানা কাসেম নানুতুবি রহ.-এর অভিরুচি হলো, যতোক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষাৎপ্রার্থী বসে থাকতো তিনি তার সঙ্গে আলাপ চালিয়ে যেতেন। উদ্দেশ্য হলো, কোনোভাবে যেন তার মনে না আসে যে, তিনি তার প্রতি অমনোযোগ প্রদর্শন করেছেন। তাহলে তার মন ভেঙে যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের চিত্র সাহাবায়ে কেরামের অভিব্যক্তিতে এভাবে চিত্রিত হয়েছে—

يضحك مما يضحكون ويتعجب مما يتعجبون.

'লোকেরা যে কথার ওপর হাসতো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সে কথার ওপর হাসতেন। তারা যে বিষয়টির ওপর বিস্মিত হতো, তিনিও তার ওপর বিস্মিত হতেন।'

অন্যের মন ভাঙার প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতোটাই মনোযোগ রাখতেন যে, নিজ থেকে কখনো মুসাফাহাকারীর হাত ছাড়িয়ে নিতেন না। কারো ওপর থেকে মখ ফিরিয়ে নিতেন না যতোক্ষণ না সে

www.banglakitab.weebly.com

নিজেই মুখ সরিয়ে নেয়। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর এক স্বপ্নের বিবরণ জানিয়ে বলেছেন, আমি স্বপ্নে মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দেখতে পেলাম। তিনি এমন এক গাড়ির ওপর বসে আছেন যা ঘোড়ারও নয়; আবার সেটির কোনো লাগামও নেই। (তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ি আবিষ্কৃত হয়নি)। স্বপ্নের মধ্যে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, একমাত্র ইসলামই আমার কাছে সত্য ধর্ম মনে হয়। তবে আমার মনে একটি সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছে যে, ইসলামের পয়গম্বর কেনো সাধারণ লোকদের সঙ্গে হাসি-মজা করতেন। নবুওয়াত তো অনেক বড় জিনিস। সাধারণ ভদ্রতায়ও এটিকে শোভনীয় মনে করা হয় না। স্বপ্নের মাঝে হযরত রহ. তার উত্তর জানিয়ে দিলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জনগণকে কাছে আকর্ষণ করা। নয়তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিত্বের মাঝে এ পরিমাণ প্রতাপ ছিলো যে, এ ধরনের হাজি-মজাক না করা হলে লোকেরা স্বাচ্ছন্দে তার কাছে এসে মন খুলে কথা বলতে পারতো না। হাকিমুল উম্মত রহ.-এর উত্তর শুনে সম্রাজ্ঞী প্রশান্ত হলেন। ঘটনাটির গভীরে গিয়ে দেখুন, মাওলানা রহ.-এর কতোটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। জাগ্রত অবস্থায় নয়; ঘুমের ঘোরেও তাঁর মেধা কতোটা সুউচ্চে পরিভ্রমণ করতো।

২. একবার এক কন্যার পিতা হযরত রহ.-এর কাছে চিঠি লিখলেন যে,

> 'দাড়িবিশিষ্ট যাদেরকে পাচ্ছি তাদের ঘরের ডাল-রুটির ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারছি না। আর যাদের সম্পর্কে সামান্যতম আশ্বস্ত হচ্ছি তাদের সমস্যা হলো, মুখে দাড়ি নেই।'

হযরত রহ.-এর মেজায সম্পর্কে যারা অবহিত হতে চান তারা ওই প্রশ্নের উত্তরে হযরত রহ. কী বলেছিলেন; গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনুন। হযরত রহ. উত্তরে বলেন—

> 'আমার খেয়াল হলো, বর্তমান যুগে দাড়িওয়ালাদের মাঝেও পূর্ণ দীনদারিত্ব নেই। একজন দাড়ি মুণ্ডানোর গুনাহ করছে; আরেকজন প্রবৃত্তিপূজার গুনাহ করে বেড়াচ্ছে, তাহলে শুধু দাড়ি নিয়ে কী করবো? [কামালাতে আশরাফিয়্যাহ]

আজকাল লোকেরা বিশেষ বিশেষ গুনাহকেই গুনাহের মাপকাঠি বানিয়ে রেখেছে যে, ব্যস, এগুলোই গুনাহ। যার ফলে তারা দাড়ি মুণ্ডানোকেই গুনাহ

www.banglakitab.weebly.com

মনে করছে। একব্যক্তি গিবত করে বেড়ায়। দৃষ্টি পরিস্কার নয়। আমলের মাঝে সতর্কতা নেই; কিন্তু মুখে লম্বা দাড়ি বানিয়ে রেখেছে। তার ওপর লোকদের কোনো আপত্তি নেই। আরেক বেচারার মাঝে উপরোক্ত গুনাহগুলো নেই; কিন্তু বেচারার সমস্যা হলো, তার মুখে দাড়ি নেই। লোকেরা মনে করে, এই দাড়িমুণ্ডানো ব্যক্তির চেয়ে দাড়িওয়ালা ব্যক্তি শতেকগুণে উত্তম। অথচ দাড়ি মুণ্ডানো যেমন গুনাহ, অন্যগুলোও তো গুনাহ। তাহলে শুধু দাড়ির ওপর এতোটা জোর দেওয়ার কী অর্থ? কাজেই মাওলানা রহ. সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, কোনো দাড়িহীন ব্যক্তির যদি অন্য বিষয়গুলো ভালো হয় তাহলে আত্মীয়তার ক্ষেত্রে বিষয়টি মেনে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত এর মাধ্যমে তিনি লোকদের মানসিকতারও সংশোধন করেছেন। লোকদের অবস্থা হলো, মুখের দাড়ির শক্তির দাপটে সে অন্য গুনাহ করার দুঃসাহস পেয়ে যায়।

৩. হযরত রহ. যেহেতু নিজেও মৌলভি ছিলেন; এ কারণে মৌলভিরা হয়তো মনে করবেন, হযরত রহ. ইংরেজি শিক্ষিতদের ওপর অবশ্যই মৌলভিদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকবেন। আর সন্দেহ নেই যে, আরবি জানা মাওলানাদেরকে তিনি বিশেষ সম্মানের চোখে দেখতেন; তবে তার একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি। তিনি বলেছেন—

> 'ইংরেজি জানা লোকদের আর যাই হোক; তাদের সঙ্গে কথা বললে মজা পাওয়া যায়। কেননা কোনো কথা তাদের বুঝে এলে মেনে নেয়। [কামালাতে আশরাফিয়্যাহ]

মৌলভিদের এই অভ্যাস হযরত রহ. খুবই অপছন্দ করতেন যে, কোনো কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে যেভাবেই হোক তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্য স্থানে তিনি এ কথা বলেছেন, 'ভুলের ওপর অনড় হয়ে পড়ে থাকাটা মানুষের চোখে ছোট করে ফেলে। মানুষ ওই ব্যক্তির প্রশংসা করে যে নিজের ভুল মেনে নেয়।'

৪. ইংরেজি জানা বেচারা আর যাই হোক; অন্তত মুসলিম ঘরানার সন্তান। ইসলামি পরিবেশে লালিত হয়েছেন। যারা অমুসলিম পরিবেশে বেড়ে ওঠেছেন; তাদের সঙ্গে হযরত রহ.-এর আচরণ কী ছিলো? একটি ঘটনা থেকে অনুমান করে নিন। একবার তিনি কোনো এক কাজে আযমগড়

www.banglakitab.weebly.com

গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে এমন একটি স্কুল অতিক্রম করতে হলো, যার সিংহভাগ শিক্ষক ছিলেন হিন্দু। হযরত রহ. বলেন, তারা আমাকে পথে দেখে সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। তাদের এ অবস্থা দেখে আমি থেমে যাই। তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তখন প্রত্যেকের সঙ্গে আমি করমর্দন করেছি। এমনকি সেখানকার হিন্দুদের সঙ্গেও আমি সাক্ষাত করেছি ও কুশল বিনিময় করেছি।

এমনই ছিলেন হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.। অথচ এর বিপরীতে সাধারণ মৌলভিদের চিত্র হলো, তারা সাধারণ হিন্দুদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকানোকেও নিজের সম্মানের পরিপন্থী মনে করে থাকে। আমার মনে পড়ে এক সংকীর্ণমনা মৌলভির কথা; যার ওয়াজে কীভাবে যেন এক অমুসলিম ব্যক্তি –সম্ভবত হিন্দু– চলে এসেছিলো। ওয়াজের মজলিসে হিন্দুর উপস্থিতি থেকে মৌলভি সাহেব খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে চিৎকার করে বলে ওঠে– 'নিকালো ইস কাফের মরদূদ কো' : এ বিতাড়িত কাফেরকে বের করো।

[কামালাতে আশরাফিয়্যাহ : ৩৭৭]

৫. জনসাধারণের মাঝে একটি কথা খুব বেশি প্রচলিত যে, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলাটাকে দেওবন্দি মৌলভিগণ জায়েয মনে করেন না। অথচ শুনুন, দেওবন্দি এই গুরু তার অভিমতে কী বলছেন—

شوقاً و التذاذاً مأذون فيه. (كمالات اشرفية : ٥)

অর্থাৎ মুসলমানদের মনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যেই আবেগদীপ্ত আকর্ষণ রয়েছে, সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে যদি কেউ 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলে আর এ বলার মাঝে সে আত্মিক স্বাদ অনুভব করে তাহলে তার জন্যে অনুমতি রয়েছে; কিন্তু সাহায্য চেয়ে এ জাতীয় শব্দে ডাকা জায়েয নয়।

এমন অসংখ্য মাসআলা রয়েছে, যেখানে মাওলানার অভিমত ও মন্তব্যকে পাবেন সাধারণ্যের স্বাভাবিক স্রোতের প্রতিকূলে। আফসোসের বিষয় হলো, হযরত রহ.-এর জীবনের এমন অনেক প্রান্ত রয়েছে যেগুলোকে তিনি إخفاء তথা আত্মসংগোপনমুখী মানসিকতার কারণে লুকিয়ে রাখতেন। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাদের চেয়ে আলাদা ছিলেন; যারা নিজেকে প্রদর্শন করাটাকে অগ্রাধিকার দিতো। নিজেকে কয়েকভাবে প্রদর্শন করা যায়। ইমাম

www.banglakitab.weebly.com

গাযালি রহ. সেদিকে ইঙ্গিতও করেছেন। শুধুমাত্র ভালো কাপড় পরার মাধ্যমেই নিজেকে প্রদর্শন করা যায়; এমন নয়। এমন অনেকেই আছে; যারা পুরাতন ছেড়া-ফাড়া পোষাক শরীরে জড়িয়েও আত্মপ্রদর্শন করে। বলে বেড়ায়, আমি শুধু জবের রুটিই খাবো। আরে, পোলাও কোর্মার ভোজনবিলাসীরা যেমন নিজেকে প্রদর্শন করে, তদ্রুপ জবের রুটির ওপর নিজেকে ক্ষ্যান্ত রাখার ঘোষণাও তার চেয়ে বড় আত্মপ্রদর্শন।

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বলেন, একবার আমাকে আমার ভাই আলি আকবার বললেন, তোমাকে এখন লোকেরা হিন্দুস্তানের বড় মৌলভিদের একজন মনে করে থাকে। কাজেই ন্যূনতম সেকেন্ড ক্লাসে সফর করো।

হযরত বলেন, তার এই পরামর্শ শুনে আমি তাকে বললাম,

> ‘কী করা, এটি যে আমার প্রকৃতির পরিপন্থী। আমি ট্রেনে গ্রাম্যবুদ্ধ, মেথর ও চামারদের সঙ্গেই বসে থাকি।

[কামালাতে আশরাফিয়্যাহ : ৩৭৫]

আজ ‘মানবিক সহমর্মিতা’-এর শ্লোগান কপচানোর লোকের অভাব নেই; কিন্তু মাওলানা রহ. যেই ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তার কোনো উদাহরণ কি কেউ দেখাতে পারবে? হযরত বলেন, আমি বাহাউলপুর গিয়েছিলাম। তখন ছিলো প্রচণ্ড গ্রীষ্মকাল। জেলখানার কয়েদিদেরকে বাতাস করার জন্যে ডেকে আনা হয়েছিলো। প্রথমে বিষয়টি আমার কাছে অপ্রিয় লেগেছিলো; যার কারণে ভেবেছিলাম, নিষেধ করে দেবো; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, আর যাই হোক, এর উসিলায় তো তারা জেলের বদ্ধ জীবন থেকে এক দণ্ডের জন্যে রেহাই পেলো। এ কথাটি ভেবে ফিরিয়ে দেওয়ার খেয়াল মন থেকে বের করে দিলাম। আর অপেক্ষা করছিলাম। যখন লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লো তখন কয়েদিদেরকে বললাম,

> ‘বাতাস করা বন্ধ করো। এরপর ইচ্ছে হলো ঘুমাও অথবা বসে থাকো। কাউকে বেগারে খাটানো জায়েয নয়’।

হযরত রহ. বলেন, যখন আমার জন্যে খাবার আসে তখন আমি সেই কয়েদিদেরকেও খাবারের মাঝে শামিল করি। তখন থেকে প্রত্যেক কয়েদি খায়েশ করতো, আমার খেদমতের জন্যে যেন তাকে ডাকা হয়।

www.banglakitab.weebly.com

# তাসাওউফ ও সুফিদের ক্ষেত্রে হযরত রহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গি

## চার তরিকা

আত্মশুদ্ধিও অনেকগুলো সিলসিলা তথা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তবে সেগুলোর মধ্য হতে চারটি তরিকাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। ১. নকশবন্দিয়া: যার সূচনা করেছেন খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দি রহ.। ২. চিশতিয়া : যার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন খাজা মামশাদ আলাঈ রহ.। ৩. কাদেরিয়া : যার সূচনা হয়েছে শায়খ আবদুল কাদের জিলানি রহ.-এর হাতে। ৪. সোহরাওয়ার্দিয়া : যার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দি রহ.।

ওই সিলসিলাগুলোর সংশোধনের পদ্ধতি যদিও পরস্পরে ভিন্ন। অনেকটা ইউনানি, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির মতো। এই চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর কার্যকরিতা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত। যদিও এগুলোর পরস্পরে পদ্ধতিগত প্রচুর বৈপরিত্য রয়েছে; কিন্তু সবক'টির উদ্দেশ্য এক। আর তা হলো, রোগ দূর করে সুস্থতা ফিরিয়ে আনা। তদ্রুপ আত্মশুদ্ধির ওই চারটি সিলসিলার মাঝে পরস্পরে পদ্ধতিগত বৈপরীত্ব সত্ত্বেও লক্ষ্য একটাই। আর তাহলো আধ্যাত্মিক শুদ্ধি ও আত্মিকভাবে রোগমুক্ত করা।

প্রশ্ন হতে পারে, শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে শাস্ত্রগুলোর বৈপরিত্য মেনে নেওয়া যায়। কেননা সেগুলো হলো বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফসল। আর বুদ্ধিবৃত্তিকক্ষেত্রে বা অভিজ্ঞতার ফলাফল নিরুপণের ক্ষেত্রে মতভেদ হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু রুহানি চিকিৎসার ক্ষেত্রে বৈপরিত্য কেনো হবে? সেগুলোতো মানববুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ফসল নয়। সেগুলো তো এক উৎস হতে আহরিত। আর তাহলো কুরআন কারিম।

এর উত্তর হলো, আত্মিক পরিশুদ্ধির বিষয়টি অবশ্যই কুরআন কারীমে মানসূস। সবসময় আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার বিষয়টিও

www.banglakitab.weebly.com

মানসূস [আসমানি ভাষ্যে উপস্থিত]। কিন্তু যেই সাধনার মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জন ও ধারণ করতে হয়; যেই পথ অবলম্বন করে আধ্যাত্মিক সাধনার শীর্ষচূড়ায় আরোহন করতে হয়; প্রতিটি ইবাদতের মাঝে ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত অর্জন করা, অল্পেতুষ্টি, ধৈর্য্য, শোকর, আল্লাহনির্ভরতা, তাকদিরের প্রতি সন্তুষ্টি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যেই মাধ্যমচর্চার সহায়তায় অর্জন করতে হয়, সেই মাধ্যমগুলো কিন্তু মানসূস [আসমানি ভাষ্যে বিদ্যমান] নয়। কাজেই সেই মাধ্যমের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের অবকাশ রয়েছে। আর স্বতসিদ্ধ নীতি হলো, مجتهد فيه مسئلة তথা ইজতিহাদের অবকাশপূর্ণ বিষয়ে ইখতিলাফ ঘটতে পারে। এটি দোষণীয় কিছু নয়। সেমতে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. ইরশাদ করেছেন—

> 'আমি দুটি শাস্ত্রে সর্বযুগে ইজতিহাদের প্রবক্তা। একটি হলো, শারীরিক চিকিৎসা আর অপরটি হলো আধ্যাত্মিক চিকিৎসা'।

সুফিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন সিলসিলাগুলোর এটাই হলো প্রকৃত বাস্তবতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, কতিপয় অস্বচ্ছ ও অগভীর দৃষ্টির লোক ওই মতভিন্নতাকে মেনে নিতে পারেনি। যার ফলে তারা একপক্ষে অবস্থান নিয়ে অন্যপক্ষের ওপর আক্রমণ করতে শুরু করে। যা নিতান্তই ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ। যুগে যুগে প্রত্যেক সিলসিলাতেই আল্লাহর অসংখ্য মাকবূল বান্দা জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে কোনো বাজে মন্তব্য করা হাদিসের ভাষ্য অনুসারে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। যেই যুদ্ধে কেউ জিততে পারবে না। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বিষয়টিকে 'তা'লিমুদ দীন' গ্রন্থের আকাইদ ও তাসদিকাত অধ্যায়ে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

> 'যেই মুজতাহিদ বা শায়খের প্রতি হৃদয়ের মাঝে শ্রদ্ধা অনুভব করবে, তার আনুগত্য করে অন্যদেরকে কটু কথা বলা জায়েয হবে না। কোনো পীর, মুজতাহিদ ও শায়খের আনুগত্য ততোক্ষণ পর্যন্ত জায়েয যতোক্ষণ তার কথা আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে না যাবে। যদি কখনো সেই শায়খের কোনো ধরনের বিচ্যুতি ঘটে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তার অনুসরণ করা যাবে না।'

ওই গ্রন্থের 'অসিয়ত অধ্যায়'-এ তিনি শাহওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ.-এর উদ্ধৃতি নকল করেছেন—

www.banglakitab.weebly.com

'এক মাজহাবকে অপর মাজহাবের ওপর প্রাধান্য দেবে না। হানাফি মাজহাব সবার সেরা, বা শাফেয়ি মাজহাব সর্বশ্রেষ্ঠ; এমনটি বলবে না। নিজের মাজহাবের ওপর আমল করে যাবে। তদ্রুপ সুফিদের কোনো তরিকাকে অপর তরিকার ওপর প্রাধান্য দেবে না। একজন বলবে, চিশতিয়া তরিকায় জোর বেশি। আরেকজন বলবে, নকশবন্দিয়্যার মাঝে সুন্নতের অধিক অনুসরণ হয়। এ ধরনের অবান্তর কথা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে।'

## সাধারণ সুফিয়ায়ে কেরাম, বিশেষত চিশতি সুফিগণ প্রসঙ্গে

আরেকটি দল আছে, যারা খোদ তাসাওউফকেই অস্বীকার করে। যারা 'বুজুর্গদের সংস্পর্শ'-এর উপকারিতা, রূহানি সূক্ষ্মতত্ত্ব ও শব্দের গভীর অনুভূতি ও ব্যাপকতা ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো প্রকার স্বচ্ছ ধারণাই রাখে না। অবলীলায় গণহারে সুফিয়ায়ে কেরামের ওপর নিন্দা ও সমালোচনার স্তুপ ঢেলে দেয়। বিশেষ করে, চিশতি তরিকার সুফিদেরকে সুন্নতের পথ সম্পর্কে অজ্ঞ মন্তব্য করে বেড়ায়। হাকিমুল উম্মত রহ. السنة الجلية في الجشتية العلية নামে প্রায় ২০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যার মাঝে তিনি তাদের সেই বদধারণাগুলোর অপনোদন করেছেন। তাদের ফেতনাবাজির মুখোশ উম্মোচন করেছেন। স্বার্থবাজরা চিশতিয়া সুফিদের সম্পর্কে سماع [সামা'] আয়োজন, কুরআন ও হাদিসের জ্ঞানের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা বা স্বল্পদৃষ্টি ইত্যকার যেই অপবাদ আরোপ করেছিলো; তিনি তাদের সেই অপব্যাখ্যাগুলো খণ্ডন করেন। গ্রন্থটির ভূমিকার মাঝে তিনি একটি মূলনীতি বলেছেন—

'অনেক দিন যাবত সাধারণ মানুষের মাঝে একটি ধারণা জেঁকে বসে আছে। অজ্ঞতার ক্রমপ্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দিন দিন সেই ধারণাটি শেকড় দীর্ঘ করছে। তাহলো, তারা মনে করে যে, সাধারণত সুফিয়ায়ে কেরাম, বিশেষত চিশতি হযরতগণ শরিয়তের অনুসরণ করেন না। বা বেশি একটা ধার ধারেন না। তাদের এই ধারণার কারণে দুটি খারাবি জন্ম নিচ্ছে। একটি জন্ম নিচ্ছে তাদের ভক্তকুলের মাঝে। আরেকটি জন্ম নিচ্ছে বিপক্ষের মাঝে।

www.banglakitab.weebly.com

ভক্তদের বিশ্বাসের মাঝে শরিয়তের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা থাকছে না। কারণ তারা মনে করছে, যদি শরিয়তের অনুসরণ আবশ্যক হতো তাহলে নিশ্চয়ই এ তরিকার বুজুর্গরা অনুসরণ করতেন। আর বিপক্ষশ্রেণি –যারা বিশ্বাস করে, শরিয়ত সর্বাবস্থায় অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক– তারা যেহেতু ধারণা করে বসে আছে যে, ওই হযরতগণ শরিয়তের অনুসরণ করেন না, কাজেই তাদের সম্পর্কে তারা কটূক্তি ও বাজে মন্তব্য করতে থাকে।

প্রথমশ্রেণির লোকদের মাঝে যেই খারাবি সৃষ্টি হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে কুফরির সীমান্তের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। কেননা সেখানে আল্লাহনির্দেশিত শরিয়ত উপেক্ষা করা হচ্ছে। আর দ্বিতীয়শ্রেণির মাঝে যেই খারাবি সৃষ্টি হচ্ছে, তা যদিও কুফরি নয়; কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে নিকৃষ্ট বিদআত ও চরম গুনাহ। কেননা সেখানে বিনা দলিলে বরং দলিল উপেক্ষা করে আল্লাহর মকবুল বান্দাদের সম্পর্কে কুধারণা ও তাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য ছোড়া হচ্ছে। এটিও নস তথা আসমানি ভাষ্যের বিরুদ্ধাচরণ। আর নীতি হলো, যদি কেউ স্রেফ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নস তথা আসমানী ভাষ্যের পরিপন্থী আমল করে তাহলে সেটি বিদআত। নয়তো নিঃসন্দেহে ফিসক ও গুনাহ।'

বুঝা গেলো, সুফিয়ায়ে কেরাম সুন্নতের অনুসারী হন না; এই ভুল ধারণা থেকেই তারা তাদের ব্যাপারে ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে। এমনকি অনেক তথাকথিত সুফিদেরকেও এ কথা বলতে শোনা যায় যে, নকশবন্দি সিলসিলায় তো সুন্নতের অনুসরণের গুরুত্ব আছে; কিন্তু চিশতি তরিকায় সেই গুরুত্ব নেই। হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. বিষয়টিকে কীভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তা শুনে নেওয়া যাক—

'নকশবন্দি সিলসিলার হযরতগণ সুন্নতের অনুসারী হয়ে থাকেন; এ কথার ওপর মোটামুটি সবাই একমত। তাদের সেই ঐক্যমত্য অন্যায্যও নয়; কিন্তু দেখা যায়, সেই নকশবন্দি সিলসিলায় এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা মানসুস তথা আসমানি ভাষ্যে বিদ্যমান নয়। যেমন, শর্তে তরিক রয়েছে। এই শর্তটি এ সিলসিলায় খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। تصور شيخ রয়েছে। অথচ এটি কোনো نص (নস) তথা আসমানি ভাষ্যে বিদ্যমান নেই। অভিজ্ঞজনদের মতে এটি খুবই বিপদজনক। অনেকে এক্ষেত্রে আত্মঘাতি অতিরঞ্জনের শিকার হয়ে পড়ে। যেই অতিরঞ্জনের কারণে মাওলানা ইসমাঈল শহীদ রহ. সেটিকে প্রবলভাবে নিষেধ করতেন। আনওয়ারুল আরেফিন গ্রন্থে কানয, হিদায়ার উদ্ধৃতিতে تصور شيخ সম্পর্কে বিভিন্ন ইরশাদও নকল করা হয়েছে।

চিশতিয়া তরিকার মাঝেও অন্যান্য তরিকার মতো এমন কিছু শোগল রয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে সুন্নতে বিবৃত নেই। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কোনো শোগলই তরিকতের শর্ত নয়। এমনকি খোদ শোগলও তরিকতের শর্ত নয়। কারো কারো জন্যে স্রেফ যিকির করাটাই যথেষ্ট। চিশতিয়া তরিকাটি অনেকটা হানাফি মাযহাবের মতো এভাবে যে, প্রথমত, অন্য সিলসিলাগুলোর তুলনায় এ সিলসিলাটি অধিক অনুসৃত। দ্বিতীয়ত, এ তরিকাটির উসূল ও মূলনীতির উৎস সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে বাহ্যিকভাবে তার বিরুদ্ধে হাদিসপরিপন্থী দাবি করা যায়। অথচ বাস্তবতা হলো, এই চিশতি সিলসিলাটিই হাদিসের ওপর প্রবলভাবে অনুসরণ করে থাকে। কারণ তার মাঝে এমন কোনো সাধারণ শর্ত বা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নেই যা হাদিসের বর্ণিত নয়। এই সিলসিলায় উসূলই আসল বিষয়।

ওই গ্রন্থের সূচনায় এভাবে হযরত রহ. বিভিন্ন তরিকার ওপর মৌলিক নীতিমালার আলোকে আলোচনা করেন। অতপর প্রথম অধ্যায়ে সুন্নত অনুসরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চিশতি সিলসিলার পথিকৃতদের বিভিন্ন বাণী ও বচন নকল করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁদের এমন কিছু কর্মকাণ্ড পেশ করেছেন; যা প্রমাণিত করে, বাস্তবেই তাঁরা সুন্নতের পাক্কা অনুসারী ছিলেন। তৃতীয় অধ্যায়ে, তাঁদের এমন কিছু কথা বা কাজ –যা চর্মচোখে সুন্নতের পরিপন্থী মনে হয়– সেগুলোর আসল চিত্র ও সেগুলোর ওপর উত্থাপিত আপত্তির নিরসন করেছেন। এরপরও যদি কোনো ব্যক্তি সুফিদের সম্পর্কে, বিশেষ করে চিশতি বুজুর্গদের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা

www.banglakitab.weebly.com

পোষণ করে, তাহলে সেটি তার ঐচ্ছিক দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেককে তার নিজ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা কুরআনের ভাষায় এ দুআ করবো—

وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّکَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ

## ইবনুল আরাবী রহ. সম্পর্কে হযরত রহ.-এর অভিমত

সুফিয়ায়ে কেরাম রহ.-এর সুবিশাল জামাতের মাঝে হযরত শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী –যিনি শায়খে আকবার নামে বহুল পরিচিত– এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে, তার সমর্থন ও অসমর্থন; উভয় ক্ষেত্রে পক্ষ ও বিপক্ষ; দুদলই ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. কতোটা ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, তা নিম্নের মন্তব্য থেকে অনুধাবন করুন। তিনি লিখেছেন—

> ‘হযরত শায়খে আকবার রহ. সম্পর্কে আমাদের মহান পূর্বসূরীদের মধ্য হতে প্রচুর আকাবির মকবুল শায়খ ও ওলী হওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। কাজেই অবশ্যই তার বেলায়েতের পূর্ণ বিশ্বাস পোষণ করি। কাজেই শায়খের অধিকাংশ ইলম –যেগুলো আদতেই এতোটাই রহস্যপূর্ণ যে, আমি মনে করি, সেগুলো আমার আকলের উর্ধ্বে– কাজেই আমি সেগুলোকে যেমন সঠিক বলতে পারি না। কারণ কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে– وَلَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهٖ عِلْمٌ : তুমি অজানা বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত দিয়ো না।
>
> তদ্রুপ পুরোপুরি নাকচও করে দিতে পারি না। কারণ, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে— بَلْ کَذَّبُوْا بِمَا لَمْ یُحِیْطُوْا بِعِلْمِهٖ : তারা এমন বিষয়কে অস্বীকার করেছে যে সম্পর্কে তাদের স্বচ্ছ জ্ঞান নেই।
>
> তদ্রুপ শরয়ি কোনো প্রয়োজন ছাড়া সেগুলোর প্রচার করা ও সেগুলোর মাঝে জড়িত হওয়াকেও আমি ক্ষতিকর মনে করি। কারণ, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে— فَاَمَّا الَّذِیْنَ فِیْ قُلُوْبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِیْلِهٖ।

www.banglakitab.weebly.com

তদ্রুপ আমি তাঁর বাণীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাটাকেও মানসিকভাবে স্বস্তিদায়ক মনে করি না। কারণ, হাদিসে ইরশাদ হয়েছে— دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : তুমি সন্দেহজনক বিষয় ছেড়ে সন্দেহমুক্ত বিষয় গ্রহণ করো।

যে সকল আলেম শরিয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে শায়খের বিভিন্ন কথা নকল করেছেন বা খণ্ডন করেছেন, তাদের ব্যাপারে আমার নীতি হলো, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ও إنما الأعمال بالنيات : প্রতিটি কর্ম নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল।

শায়খের সামগ্রিক মতাদর্শ সম্পর্কে আমি হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ.-এর সঙ্গে শতভাগ একমত। যেমনটি তার মাকতুবাতের মাঝে স্পষ্টাকারে বলা হয়েছে। তবে মুজাদ্দিদ রহ.-এর মাঝে একটি বিষয় অতিরিক্ত রয়েছে। তাহলো, তিনি শায়খের কিছু কিছু কথার ওপর আপত্তি তুলেছেন। মুজাদ্দিদ রহ. যেহেতু একজন সাহিবে কাশফ বুজুর্গ ও মুহাক্কিক ছিলেন; কাজেই তিনি তা করতে পারেন। আমি তাঁর মতো নই; কাজেই আমার সেই অধিকারও নেই।

## ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ.

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর পরম ভারসাম্যপূর্ণ মানসিকতার বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে আমরা তাঁর সেই বক্তব্যটি উপস্থাপন করছি যেখানে তিনি কিছু কিছু মাসআলায় ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর সঙ্গে তীব্র মতভেদ সত্ত্বেও তাঁর প্রতিবাদের ক্ষেত্রে রুক্ষ ভাষার ব্যবহার করা থেকে নিজেকে স্বার্থকতার সঙ্গে নিবৃত রেখেছেন। নিম্নে আমরা উসিলা সংক্রান্ত মাসআলায় হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর বিশ্লেষণ ও ইবনে তাইমিয়াহ রহ.-এর কঠোরতার কারণ দর্শানো সম্পর্কিত মূল্যবান অভিমত পেশ করছি; যা আমাদের সামনে তাঁর চেতনা ও আদর্শের ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য আরেকবার উজ্জ্বল করবে। তিনি লিখেছেন—

'ইবনে তাইমিয়াহ লিখেছেন, توسل بالأعمال তথা নেক কাজের উসিলা ধরে দোয়া করা নিঃশর্তভাবে জায়েয। আর توسل بالأعيان

www.banglakitab.weebly.com

তথা নেক ব্যক্তির উসিলা ধরার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ রয়েছে। যদি নেক ব্যক্তি জীবিত হন, তাহলে তার উসিলা ধরা এ অর্থে জায়েয যে, তার কাছে দুআ চাওয়া হচ্ছে। আর যদি নেক ব্যক্তি মৃত হন, তাহলে জায়েয নয়। কেননা সেখানে ওই অর্থটি পাওয়া যায় না। এর ওপর তিনি হাদিস থেকে দলিল দিয়েছেন। নেক আমলের মাধ্যমে উসিলা ধরার বিষয়ে তিনি বুখারি শরিফের ওই হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যেখানে তিন ব্যক্তির একটি গুহায় আটকে যাওয়ার ঘটনা এসেছে। সেখানে ওই তিন ব্যক্তির প্রত্যেকেই নিজ নিজ নেক আমলের উসিলা ধরেছেন। অর্থাৎ সেগুলোর উসিলায় নাজাতের দুআ করেছেন এবং তাদের সেই দুআ কবূলও হয়েছে। এরপর তিনি নেক ব্যক্তির উসিলা ধরার ব্যাপারে হযরত উমর রাদি.-এর একটি ঘটনা নকল করেছেন যে, তিনি ইসতিসকার নামাযে হযরত আব্বাস রাদি.-এর উসিলা ধরেছিলেন। যার অর্থ সেটাই যে, তিনি তার কাছে দুআর দরখাস্ত করেছিলেন। সেসময় তিনি কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াসসুল করেন নি। যদি জীবিত নয়; এমন কারো তাওয়াসসুল জায়েয হতো তাহলে হযরত উমর রাদি. অবশ্যই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসিলা গ্রহণ করতেন।

তাহলে توسل بالأعمال তথা নেক কাজের উসিলা ধরে দোয়া করাকে ইবনে তাইমিয়াহও জায়েয বলেছেন। আমি যদি তাঁর যুগের হতাম বা তিনি যদি আমার যুগের হতেন তাহলে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে নিবেদন করতাম যে, হযরত, توسل بالأعمال তথা নেক কাজের উসিলা ধরার হাকিকত কী? আমি মনে করি, তার হাকিকত হলো, যখন কোনো ব্যক্তি এ কথা বলে— হে আল্লাহ, অমুক আমলের সদকায় এ কাজটি করে দাও। এর অর্থ হলো, হে আল্লাহ, ওই কাজটি আপনার কাছে প্রিয়। আপনি ওয়াদা করেছেন, আপনার প্রিয় আমল যে ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে তার

www.banglakitab.weebly.com

ওপর আপনার খাস রহমত হয়। আর ওই আমলটির সঙ্গে আমার অর্জন ও প্রকাশের সম্পৃক্ততা আছে। কাজেই সম্পৃক্ততার ওপর রহমতের যেই অঙ্গীকার রয়েছে, আমি অপনার কাছে সেই রহমতের প্রার্থনা করছি।

ওই হাকিকতকে সামনে রেখে যদি কোনো ব্যক্তি توسل بالأعيان তথা নেক ব্যক্তির উসিলাও ধরে তাহলে توسل بالأعمال আর توسل بالأعيان এর মাঝে কী পার্থক্য? ওই أعيان জীবিত কি মৃত, তার মাঝেও ওই হাকিকতের প্রেক্ষাপটে কী পার্থক্য? কেননা তখন توسل بالأعيان তথা নেক ব্যক্তির উসিলা ধরার অর্থ হলো, হে আল্লাহ, ওই জীবিত বা মৃত বুজুর্গ আপনার কাছে খুবই প্রিয়। আর আপনি ওয়াদা করেছেন, আপনার প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে যে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা হবে তার ওপর আপনার খাস রহমত নাজিল হয়। আর ওই ব্যক্তির সঙ্গে আমারও শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই আমি আপনার সেই অঙ্গীকৃত রহমতের প্রার্থনা করছি। তাহলে বলুন, এমতবস্থায় যেই ব্যক্তি জীবিত না মৃত; তাতে কী আসে যায়?

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ওই হাকিকত বুঝে আসার পর ইবনে তাইমিয়াহ রহ. যদি জীবিত হতেন তাহলে অবশ্যই নিঃশর্তভাবে توسل بالأعيان الموتى তথা মৃত নেক ব্যক্তির উসিলায় দুআ চাওয়া নাজায়েয বলার পূর্বের মন্তব্য থেকে সরে আসতেন। আমি এখনও মনে করি, তিনি যেই توسل بالأعيان কে নাজায়েয বলেছেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই তাওয়াসসুল যা ফরিয়াদ ও সাহায্য প্রার্থনার রূপ ধারণ করে। তিনি গণহারে توسل بالأعيان কে নাজায়েয বলতে পারেন না। অথবা আমি মনে করি, তিনি নাজায়েয তাওয়াসসুলের পথ বন্ধ করার জন্যে আপাতত জায়েয তাওয়াসসুল করতেও নিষেধ করেছেন। কেননা তাওয়াসসুল বড়জোর জায়েয ও বৈধ কাজ। এটি কোনো ওয়াজিব বা শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়। কাজেই কোনো বৈধ কাজ থেকে যদি

www.banglakitab.weebly.com

ফেতনা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বোধ হয়, তাহলে সেটি থেকে বারণ করাতে কোনো সমস্যা নেই।' [আসআদুল আবরার]

## হুসাইন বিন মনসূর হাল্লাজ

আশেক সমাজে যে নামটি সম্ভবত সবচেয়ে বেশি বদনামের ভাগি হয়েছে, সেটি হলো, মনসূর হাল্লাজ। যদিও আসলে তিনি ছিলেন হুসাইন ইবনে মানসূর হাল্লাজ। তার সম্পর্কে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ القول المنصور في ابن منصور নামে সংকলন করেছিলেন। যার সূচনায় তিনি একটি উসূলি তথা মৌলিক কথা বলেছেন—

> 'কোনো অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণা রাখাটা ক্ষতিকর নয়; কিন্তু এর বিপরীতে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির সম্পর্কে অকারণে কুধারণা রাখা নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর। এর উদাহরণ হলো, কোনো নিম্নশ্রেণির ব্যক্তির সঙ্গে ভদ্রোচিত আচরণ করা নিন্দনীয় নয়; কিন্তু কোনো ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তির সঙ্গে নিম্নশ্রেণির আচরণ করা অবশ্যই খারাপ ও নিন্দনীয়।

এরপর হযরত রহ. আলোচনার শেষপ্রন্তে বলেছেন—

> 'এতোটা কঠিন ও মর্মভেদী কষ্টের ওপর এতোটা প্রবল ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে, এতোটা হাসিমুখে অবিচল থাকাটা কোনো শুকনো বৈরাগীর পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো যিন্দিকের পক্ষেও এমনটি সম্ভব নয়। এ ধরনের যাতনামুখর মুহূর্তে তাওহিদের নেশায় বুঁদ হয়ে থেকে তিনি আল্লাহপ্রেমের যেই হৃদয়জেতা দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন, তা দেখে সমকালীন শায়খদের চোখও অশ্রুতে আদ্র হয়ে ওঠেছিলো। এ ধরনের বেদনাহত মুহূর্তে শিবলি রহ.-এর মতো তরিকতের ইমামের সঙ্গে ইবনে মানসূর যেভাবে অনবদ্য প্রজ্ঞার সঙ্গে নানা প্রশ্নের দৃঢ়চেতা উত্তর দিয়েছিলেন; সত্যি কথা হলো, ইতিহাসের বিস্তৃত পাতায় তার উদাহরণ খুবই কম। কাজেই শেষ কথা হলো, ইবনে মানসূর রহ.-এর হত্যার ঘটনা ও তার আত্মহারা অবস্থা নিঃসন্দেহে তাঁর খাটি সুফি হওয়া; তাঁর আল্লাহপ্রেমের অদ্বিতীয় আশেক হওয়া; তাঁর অদ্বিতীয় ও অসাধারণ প্রত্যয়ী হওয়ার অনেক বড় দলিল।

www.banglakitab.weebly.com

## একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ও সতর্কবার্তা

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি উপস্থাপন করছে; যা একদিকে তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শের যথাযথ চিত্রায়ণ করবে, অপরদিকে প্রত্যেককে তার নিজস্ব মতাদর্শ ঠিক করে নেওয়ার পথ দেখাবে। তিনি বলেছেন—

> 'যাদের সম্পর্কে কবুলিয়তের কিছু আলামত দেখা যাবে; যার একটি আলামত হলো, তার সম্পর্কে মুহাক্কিক আলেমগণ সুধারণা রাখবেন— তার প্রতি অবশ্যই সম্মানজনক ধারণা রাখবে। যদি তার কথার মাঝে এমন কোনো বিষয় পাওয়া যায় যা বাহ্যিকভাবে উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর পরিপন্থী; তাহলেও তার সম্পর্কে তোমার সুধারণা বিনষ্ট করবে না। অন্যের কাছে তার সেই কথা নকল করাও সমীচিন হবে না। কোনো শায়খের কাছে না পড়ে, নিজে নিজে তার সেই বইও পড়া ঠিক হবে না। কেননা সেই হযরতগণ এ ধরনের বই জনগণের উদ্দেশে সংকলন করেন নি; বরং তারা সবসময় সেগুলো জনগণ থেকে লুকিয়ে রাখতে চাইতেন। কাজেই উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী তাদের সম্পর্কে যে ধারণা লালন করে তুমিও সে ধারণাই পোষণ করবে। যদি তার কথাকে কোনো দূরবর্তী ব্যাখ্যার মাধ্যমে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা যায় তাহলে সে চেষ্টাই করবে। নয়তো তাকে غلبۂ حال [তথা মানসিক প্রবল অবস্থার শিকার] ধরে নেবে। অথবা ধরে নেবে, এ জাতীয় কথা শত্রুরা তার বিরুদ্ধে ছড়িয়ে দিয়েছে। কারণ হলো, যদিও তিনি নিষ্পাপ ছিলেন না; কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তো শরিয়তের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন।

### চার সাধনা

সুফিয়ায়ে কেরামের সাধনার ক্ষেত্রে চারটি বিষয় খুবই প্রসিদ্ধ। ওই চার বিষয়ের সাধনা করার ওপর তারা খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বিষয় চারটি হলো—

www.banglakitab.weebly.com

১. স্বল্প আহার ২. স্বল্প নিদ্রা ৩. স্বল্প আলাপ ৪. মানুষের সঙ্গে স্বল্প মিশ্রণ। ইমাম গাযালি রহ. থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত এই চারটি সাধনার ওপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি সমানভাবে চলে আসছে। যার কারণে কতিপয় গণ্ডমুর্খদের দেখা যায়, এগুলোকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত জ্ঞান করে থাকে। অথচ এই সাধনাগুলো আদ্যোন্ত ইজতিহাদপ্রসূত। যুগ-চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এগুলোর মাঝে যে কোনো ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে। এ কথা কারো অজানা নয় যে, বর্তমান যুগে লোকদের শারীরিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের চিন্তাধারা তাদেরকে প্রতিনিয়ত ভাবনার খোরাক দিচ্ছে। ইত্যকার কারণে স্বল্প খাবার ও স্বল্প নিদ্রার সাধনা তাদের ক্ষেত্রে পূর্বের মতো কার্যকর থাকছে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. এদুটিকে বাদ দিয়েছেন; তবে স্বল্প আলাপ ও স্বল্প মিশ্রণকে পুরোদস্তর বহাল রেখেছেন। কেননা মুখ ও জনমিশ্রণের কারণে যেই ক্ষতিগুলো পূর্বের যুগে হচ্ছে, সেগুলো বর্তমানেও হয়ে থাকে। তবে বিষয়টি একমাত্র তাদের পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব যারা যুহদের হাকিকত ও মুজাহাদার বুনিয়াদ বুঝতে সক্ষম। খোদ হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ভাষায় বিষয়টি বুঝার চেষ্টা করুন। তিনি লিখেছেন—

> ‘স্বাদ পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়াকেই যুহদ বলে না; এর জন্যে স্বাদের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়াও যথেষ্ট। অর্থাৎ রাত-দিন স্বাদ আস্বাদনের মাঝে ডুবে থাকবে না। সর্বত্র স্বাদ খুঁজে বেড়ানোটা যুহদের পরিপন্থী। যদি কোনো ধরনের কষ্টস্বীকার বা কোনো ধরনের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান ছাড়াই স্বাদ হস্তগত হয়, তাহলে অবশ্যই এটি আল্লাহ তাআলার নিআমত। তার ওপর শোকর করা চাই।’

> ‘অনেক কম খাওয়াও যুহদ নয়। স্বল্প আহার মানবজীবনের কোনো উদ্দেশ্যও নয়। কেননা আমাদের অল্প আহারের কারণে –নাউজুবিল্লাহ– আল্লাহ তাআলার ভাণ্ডারের মাঝে কোনো ধরনের পরিবর্তন আনবে না। হ্যাঁ, এতো বেশি খাবে না যে, পেটের ভেতর ব্যথা শুরু হয়ে যাবে। আমাদের হাজি (ইমদাদুল্লাহ) সাহেব রহ.-এর অভিরুচি ছিলো, তিনি একদিকে নফসকে খুব আরামে রাখতেন, অন্যদিকে তাকে খুব বেশি খাটাতেন। কাজেই আমার

www.banglakitab.weebly.com

অভিমত হলো, مزدور خوش دل کند کار بیش : (খোশমেজাযী শ্রমিক অনেক বেশি কাজ করতে পারে)।

হযরত হাজি সাহেব রহ. একদিন আমাকে বলেন, মিয়া আশরাফ আলি, সবসময় ঠাণ্ডা পানি পান করবে। যেন প্রতিটি লোমকূপ থেকে আলহামদুলিল্লাহ বেরিয়ে আসে। যদি গরম পানি পান করো তাহলে মুখ তো আলহামদুলিল্লাহ বলবে; কিন্তু তাতে অন্তর শরিক থাকবে না।

তদ্রুপ ঘুমের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখবে। এতো বেশি ঘুমাবে না যে, অলস হয়ে যাবে। আবার এতো কমও ঘুমাবে না যে, দুর্বল শুকনো হয়ে পড়বে।

অধিক আলাপের ওপর সতর্ক করে হাকিমুল উম্মত রহ. লিখেছেন—

'অধিক আলাপ অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আরেফিনদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দিনভর যদি দরকারি কথাবার্তা হয় তাহলে তার কারণে কলবের ওপর কোনো অন্ধকারের প্রভাব পড়ে না। যেমন, হকার দিনভর যদি বলে বেড়ায়, একটি পেয়ারা কিনে নাও' তাহলে তার সেই ডাকের কারণে মনের মাঝে সামান্যতমও গাফলতি আসে না। কেননা সেটি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হচ্ছে; কিন্তু যদি এর বিপরীতে বিনা প্রয়োজনে একটি কথাও মুখ থেকে বের হয় তাহলে তার কারণে অন্তর কালো হয়ে যায়।'

তদ্রুপ তিনি লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ানোকে কঠিন বিপদ অভিহিত করে বলেছেন—

'যদি তুমি বন্ধু-বান্ধবদের সংমিশ্রণের কারণে মামুলাত পালনের ক্ষেত্রে অনিয়মিত হয়ে পড়ো তাহলে একদিন পূর্ণ অলস-অক্ষমে পরিণত হবে।

www.banglakitab.weebly.com

# রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অবস্থান

হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. দীনি ও দুনিয়াবি প্রতিটি মাসআলাকে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টিপাথরেই যাচাই করতেন। যার কারণে দেখা গেছে, একটি দূর প্রত্যন্ত উপশহরের প্রান্তবর্তী এক মসজিদের নিভৃত কোণে বসেও তিনি তাঁর দূরদর্শী দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বমুসলমানের প্রতিটি অবস্থা, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি শাখায় হক-বাতিল, ভালো-মন্দ ও শুদ্ধ-অশুদ্ধের মাঝবরাবর বিভাজনের রেখা পূর্ণ দক্ষতায় এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছেন। যেহেতু হযরত রহ.-এর দৃষ্টির সম্মুখে দীনের সঠিক মানচিত্র দেদীপ্যমান ছিলো; যার কারণে তিনি তার আলোকে খুব সহজেই বর্তমান যুগের মুসলমানদের জীবনচিত্র দেখে দেখে কোন কোন স্থানে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটছে, তা স্বার্থকতার সঙ্গে নিরূপণ করে দিতেন। ইতিহাসের ঠিক সেই বিপর্যস্ত মুহূর্তে –যখন তাহরিকে খেলাফতের প্রবল আলোড়নের প্রেক্ষিতে শুধু সাধারণ মুসলমানগণই নয়; বরং অনেক বড় বড় আলেমও কংগ্রেসের মতাদর্শের সঙ্গে একমত হয়ে পড়েন– তখন এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আলেম ভবিষ্যতের নিদারুণ পরিস্থিতির আঁচ করতে পেরেছিলেন; যার ফলে তিনি নিজের জীবনাবসানের আশঙ্কাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যেদিকে সত্য মনে করেছেন, অকপটে ব্যক্ত করে দিয়েছেন। যদিও এর বিনিময়ে তাঁর ওপর অপবাদের স্তূপ নেমে এসেছিলো। কেউ ইংরেজের দালাল অভিহিত করেছিলো। কেউ বলেছে, এ লোক মুসলমানদের জিহাদি জযবা খতম করতে চায়।

এতদসত্ত্বেও যখন তারা তাঁকে নিজের মতাদর্শ থেকে চুল পরিমাণ খসাতে ব্যর্থ হয় তখন আযাদির ধ্বজাধারীরা একদল দুর্বৃত্তকে থানাভবনে প্রেরণ

www.banglakitab.weebly.com

করেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, সত্যের এই কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্যে স্তব্ধ করে দেবে। তাহলে আর ভবিষ্যতে তাদের মর্জির বাইরে কোনো শব্দ বেরোবে না। দুর্বৃত্তের সেই দলটি রাতের সংগোপনে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পথের কিনারে লুকিয়ে ছিলো। তারা চেয়েছিলো, হযরত যখন শেষরাতে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবেন তখন পথিমধ্যে কেচ্ছা খতম করে ফেলবে।

হযরত তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত হন। তখন তিনি মুরাকাবা করেন। হৃদয় থেকে সিদ্ধান্ত আসে, মসজিদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। সেমতে তিনি যথারীতি একহাতে লণ্ঠন আর অপর হাতে লাঠি নিয়ে সুবহে সাদিকের পূর্বেই গৃহত্যাগ করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসেন। যখন তিনি দুর্বৃত্তদের লুকিয়ে থাকা স্থানটিতে পৌঁছেন তখন তারা এতোটাই ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে যে, পড়ি-মড়ি করে প্রত্যেকেই পালিয়ে যায় এবং প্রথম ট্রেনেই থানাভবন ত্যাগ করে। পরবর্তীতে অন্য কেউ আর এমন দুঃসাহস করেনি।

হযরহ হাকিমুল উম্মত রহ. একজন মুজতাহিদ হিসেবে নিজের সিদ্ধান্তের ওপর পূর্ণ অবিচল ছিলেন; কিন্তু যেহেতু বিষয়টি مجتهد فيه তথা ইজতিহাদের অবকাশপূর্ণ ছিলো; এ কারণে তিনি তাঁর হাতে বাইআত প্রত্যেক উলামায়ে কেরামকে মতভিন্নতার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীতে যখন কয়েকজন আলেম সীমালংঘন করে ফেলেন এবং হযরত রহ.-কে তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ভুল ঠাওরানোর চেষ্টা করেন তখন তিনি তাদেরকে নিজ বৃত্ত থেকে বের করে দেন। এরপর যখন খেলাফত আন্দোলনের ঘূর্ণিঝড় থেমে আসে এবং হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর পূর্বানুমানকৃত আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হয়ে চোখের সামনে ধরা দেয়, তখন সেই আলেমগণ নিজেদের কৃতকর্মের ওপর সীমাহীন অনুতপ্ত হন। সেসময় তারাও অনুশোচনা প্রকাশ করেন; কিন্তু ততোক্ষণে তো তীর ধনুক ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপারে হযরত রহ. ১৩৩৯ হিজরিতে যেই উসূলি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন, এখন সেটি পাঠকবর্গের সামনে পেশ করছি—

www.banglakitab.weebly.com

## খেলাফত আন্দোলন

সমকালীন আন্দোলনগুলোর সারকথা বর্তমানে দুটি—

১. সাহায্য-সহযোগিতা ছেড়ে দেওয়া। যাকে তারা অসহযোগ আন্দোলন নাম দিয়েছে।

২. হিন্দু-মুসলিম ঐক্য।

**১ম বিষয় (অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন)**-এর প্রথম স্তরে রয়েছে, ওই জাতীয় চাকুরি ও লেনদেন; যেগুলো শরয়ি প্রমাণাদির আলোকে নিজস্বভাবেই নাজায়েয। যেগুলোর নাজায়েয হওয়ার ওপর সর্বদা উলামায়ে কেরাম ফতোয়া দিয়ে এসেছেন এবং সেই ফতোয়া বর্তমানেও বহাল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যেই চাকুরিতে সুদের ডিগ্রি দেওয়া হয় অথবা যেই ব্যবসার মাঝে সুদের লেনদেন হয় অথবা এমন জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করা যা দীনদারিত্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর; ওই বিষয়গুলো এমন যে, সেগুলোর বিধানের ক্ষেত্রে সমকালের পরিস্থিতির কোনো প্রভাব নেই। মুসলমান-অমুসলমান প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য নেই। এটি নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক।

**২য় বিষয় (অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য)** : এটির প্রথম স্তর হলো, দুই জাতির মাঝে কোনো ধরনের বিবাদ না করা। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজেদের সীমারেখার ভেতরে অবস্থান করে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে। একপক্ষ অপরপক্ষের পেছনে লাগবে না। প্রতিবেশিত্বের যাবতীয় অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। এটিতো সত্ত্বাগতভাবে জায়েয। কোনো যুগেই এটির বৈধতার ব্যাপারে কেউ দ্বিমত করেনি।

**১ম বিষয় (অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলন)**-এর দ্বিতীয় স্তর হলো, জায়েয লেনদেন, বৈধ ব্যবসা, শুদ্ধ শিক্ষা কার্যক্রম ও শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ও সহযোগিতা ইত্যাদি।

**২য় বিষয় (অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য)** : এটির দ্বিতীয় স্তর হলো, ওই ঐক্য; যার উদ্দেশ্য হলো, হিন্দুস্তানের জন্যে স্বাধীন হুকুমত অর্জন করা।

www.banglakitab.weebly.com

বর্তমান সময়ে আলেম ও বুদ্ধিজীবিদের মাঝে এই দুই বিষয়ের দ্বিতীয় স্তরটি নিয়ে মতনৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ সহযোগিতার ওই স্তরটিকে জায়েয এবং ঐক্যের এই স্তরটিকে নাজায়েয মনে করে থাকেন। কাজেই মতনৈক্যের স্থানটিকে সর্বাগ্রে নির্দিষ্ট করতে হবে। দুনিয়া জানে, এ ধরনের সহযোগিতা ও ঐক্য শরিয়তের দৃষ্টিতে সত্ত্বাগতভাবে ওয়াজিবও নয়, হারামও নয়। যা জ্ঞানীদের কাছেও স্পষ্ট। যদি দৃষ্টিকে আরেকটু অগ্রসর করা হয় তাহলে দেখা যাবে, অনেকের দৃষ্টিতে সরকারের সহযোগিতা বন্ধ করা এবং হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার ফলে যেই উপকারিতা ও কল্যাণ লাভ হবে; সেগুলো অর্জন করা জরুরি। তারা হলেন, খেলাফত কমিটিপন্থী। তারা ওই উপকারিতা ও কল্যাণগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুটি বিষয়কে জায়েয ও আবশ্যক অভিহিত করেছেন।

আরেকদল মনে করেন, ওই অসহযোগ আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ফলে যেই দীনি ও আর্থিক ক্ষতিগুলো দেখা দেবে সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। যার বিবরণ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশ করা হয়েছে। তারা সেই ক্ষতিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে ওই দুটি বিষয়কে নাজায়েয অভিহিত করেছেন। অধমেরও তাই মনে হচ্ছে। এ কারণেই আমি প্রথম বয়ানে ওই পদক্ষেপগুলোকে ফেতনা বলেছিলাম। কাজেই মতভিন্নতার আদ্যোন্ত বলে দিলাম। এখন ওই বিবরণীর আলোকে আমাদের জানা হলো যে, (যেহেতু মতভিন্নতার উভয় শাখা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়) নিরেট ظني তথা অপ্রত্যয়ী ধারণাপ্রসূত ও ইজতিহাদি; কাজেই এগুলোর ক্ষেত্রে ইখতিলাফ করার অবকাশ রয়েছে। কোন ছোট স্তরের শিক্ষার্থীও এক্ষেত্রে বড় আলেমের সঙ্গে ইখতিলাফ করতে পারবেন। স্রেফ ইখতিলাফের কারণে এক পক্ষ অপর পক্ষকে লানত, নিন্দা, গালি-গালাজ, ভ্রান্ত বলা, জাহেল বলা, ফাসেক বলা, কাফের বলা, শক্তিপ্রয়োগ করা, কঠোরতা করা অথবা কথা বা কাজের মাধ্যমে কোনো বুজুর্গকে কটু কথা বলা বা প্রচার করা জায়েয হবে না। তবে কোনো পক্ষ শরয়ি কোনো নাজায়েজ

www.banglakitab.weebly.com

করলে তার প্রতিবাদ করতে পারবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি বিষয়টি স্পষ্ট করছি। ধরুন, একজন রোগী প্রচণ্ড দুর্বল এবং তার কোনো অঙ্গে পচনও ধরেছে। এখন যদি সেই রোগীকে দুজন ডক্টরের কাছে নেওয়া হয়, তাহলে একজন এ মুহূর্তে তাকে সবল করার ওপর মনোযোগ দেবে। অপর ডক্টরের মনে হবে, তার পচন বন্ধ করাটাই বেশি দরকার। যদিও দুজনই এর ওপর একমত যে, এই রোগের জন্যে দুটোই অত্যাবশ্যক; তবে এ মুহূর্তে কোনটি আগে দরকার? সেটাতেই তাদের দ্বিমত। একই পরিস্থিতি উপরোক্ত দুপক্ষের মাঝেই। একদল কল্যাণকে প্রাধান্য দিচ্ছেন, আরেকদল ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষাকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন।

আমরা দেখতে পাই, একদল লোক কুরআন কারীমের যেসকল আয়াতে কাফেরদের অসহযোগিতা করার কথা এসেছে; সেগুলো পেশ করে বিদ্যমান অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতাকারীদেরকে কুরআনপরিপন্থী প্রতিপন্ন করে জনগণকে তাদের প্রতি বিরাগভাজন ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। যেভাবে মিলাদপন্থী মৌলভিরা নিজেদের তবারক অনুষ্ঠানকে রাসুলের যিকিরের মজলিস নাম দিয়ে আর কেয়াম করাকে রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নাম দিয়ে জনগণকে হকপন্থীদের ওপর বিরাগভাজন করার অপচেষ্টা করে থাকে। তাদের এ কথা স্পষ্টভাবে জানা দরকার যে, স্রেফ নামকরণের কারণে কোনো জিনিসের হুকুম বদলায় না। এ ধরনের অপমিলের আশ্রয় নেওয়া কোনো আলেমের জন্যে উচিত হতে পারে না।

কাজেই ওই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে আমি বিষয়টির হাকিকত, আমার অবস্থান ও মতভেদের কারণ স্পষ্টাকারে জানিয়ে দিলাম। এরপরও যদি কেউ আমাকে বদনাম করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে আমি অতিরিক্ত কিছুই বলবো না। ধৈর্য্যই উত্তম। তারা যা বলে, তার বিপরীতে এক আল্লাহই প্রকৃত সহায়তাকারী। ওয়াস সালাম।

**অধম আশরাফ আলি**

থানাভবন, জুমাদাল উলা ১৩৩৯ হিজরি

www.banglakitab.weebly.com

## লীগ ও কংগ্রেস

ওই লাজওয়াব ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর হযরত রহ.-এর ওপর কদর্য আক্রমণ নেমে আসতে থাকে; কিন্তু কুদরত তার পক্ষ থেকে প্রতিটি আক্রমণ রুখে দিয়েছে। পৃথিবী দেখেছে, তিনি যে আশঙ্কাগুলো পেশ করেছিলেন সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হয়েছে। খেলাফত আন্দোলনের পরিণতিতে মুসলমানদের ওপর চরম লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, পেরেশানি এমনকি কোথাও কোথাও বেদীনিরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। এগুলোতো পরের কথা, সেই ঘোষণার পর থেকে কংগ্রেসি মুসলমান, জনগণ ও আলেমদের ক্রোধ মুহুর্মুহ বাড়তে থাকে। হাকিমুল উম্মত রহ.-কে প্রথমদিকে ইংরেজদের গোলাম ও পরবর্তীতে মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক মনে করা হতো। বর্তমানেও অনেকেই সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে মুসলিম লীগের এমন সমর্থক মনে করেন; কেমনযেনো তিনি বোধ হয় তার রীতিমত সদস্য ছিলেন।

নিম্নে আমরা হযরত রহ.-এর আরেকটি ব্যাপক তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা উপস্থাপন করছি; যা রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে হযরত রহ.-এর অবস্থানকে আরো স্পষ্ট করবে। তিনি লীগের কতোটা সমর্থন করতেন; সেটিকেও নির্ধারণ করে দেবে। হযরত রহ. বলেন,

> আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا। আল্লাহর প্রশংসা ও রাসুলের প্রতি দরুদ বর্ষণের পর। আজকাল হিন্দুস্তানে দেশের কল্যাণকামিতার শ্লোগানে যেই রাজনৈতিক সংগঠনগুলো বৃহত্তর পরিমণ্ডলে কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা দুটি। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। উভয় সংগঠন আমাকে অংশগ্রহণ করার আহ্বানও জানিয়েছে। দুটো সংগঠনই দাবি করেছে যে, তাতে অংশগ্রহণ করলে অন্যটি অপেক্ষা বেশি উপকার হবে। যদিও এ বিষয়ে জ্ঞানীগণ একমত নন। যার কারণে অনেক দ্বিধান্বিত ব্যক্তি অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনেক দিন যাবত আমার কাছে বিভিন্ন শিরোনামে অব্যাহতভাবে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছেন। যেহেতু অদ্যাবধি আমার হাতে সঠিক বাস্তবাশ্রিত তথ্য-উপাত্ত আসেনি; যার কারণে প্রশ্নকারীদের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতেই



www.banglakitab.weebly.com

উত্তর জানিয়ে দিতাম। মাঝে-মধ্যে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তিদের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে উত্তরের মাঝে কিছু কথা সংযোজনও করেছি। কখনো সখনো অধিক জানার আগ্রহে খোদ প্রশ্নকারীর কাছ থেকে বাস্তবতার অধিকতর তথ্যানুসন্ধানও করেছি। বুঝতে পারছেন, তথ্যের উপরোক্ত উৎসগুলো পরস্পরে ভিন্ন, যার কারণে কোনো চূড়ান্ত উত্তর জানাতে পারিনি। যার কারণে হতে পারে, প্রশ্নকারী পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেনি। প্রশ্নকারী আমার উত্তর থেকে যেই সার্বিক কর্মপন্থা কামনা করেছে –যা তার প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য– হয়তো সেটি পুরোপুরি উদ্ধার করতেও সক্ষম হয়নি। যার কারণে আমার সামনে তীব্র প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, বর্তমান বাস্তবতা ও ঘটনাপ্রবাহগুলোর ওপর অধিকতর গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হোক। এর জন্যে সবগুলো জ্ঞানউৎস ও তথ্যউপকরণ ব্যবহার করা হোক। সেই উদ্দেশ্যেই আজ কলম হাতে তুলে নিয়েছি।

## লীগের প্রতি সমর্থনের সীমারেখা

নিম্নের কয়েকটি ছত্রে আমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর সারকথা আকারে পেশ করছি। এই প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে বর্তমানে কারো কোনো সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদেরকে কঠোর শৃঙ্খলার সঙ্গে যুথবদ্ধ হতে হবে। পূর্বোল্লোখিত সমস্ত উপকার ও কল্যাণ অর্জন করা ও পূর্বোক্ত তাবৎ ক্ষতি ও ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ হলো, আমাদের এক পতাকাতলে একতাবদ্ধ হওয়া। এর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে এ দায়িত্ব পালন করাও অত্যাবশ্যক যে, এই ঐক্য ও যুথবদ্ধতা শরয়ি বিধি-বিধানের ছায়াতলে হবে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, কুরআন কারীমে وَلَا تَفَرَّقُوْا (তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না)-এর পূর্বে এসেছে, وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ (তোমরা আল্লাহর রজ্জু আকড়ে ধরো)। বর্তমান সময়ে যদি ওই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোনো সংগঠন থেকে থাকে বা গড়ে

ওঠার সম্ভাবনা প্রবল হয়, তাহলে তো তার উত্তর স্পষ্ট। আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমান সময়ে এ ধরনের কোনো সংগঠনের অস্তিত্ব নেই। নিকট আগামীতেও যে হবে, তার প্রবল সম্ভাবনাও নেই। কাজেই এখন এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই যে, বর্তমানে যেসব সংগঠন রয়েছে সেগুলোর কোনো একটিতে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সেগুলোর মাঝে যেই ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে, তা শরয়ি মূলনীতির আলোকে সংশোধন করতে হবে। যদি বিদ্যমান সংগঠনসমূহের কোনো একটির সংশোধন সহজ হয় আর অন্যটির সংশোধন প্রথমটির তুলনায় কঠিন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে কী করণীয়, তা আমাদেরকে শরিয়ত জানিয়ে দিয়েছে যে,

من ابتلي ببليتين فليختر أهونهما

'দুটি অবধারিত বিপদের সম্মুখীন হলে দুটির মধ্য হতে সবচেয়ে সহজটি গ্রহণ করো'।

কাজেই সে আলোকে এমন সংগঠনে প্রবেশ করতে হবে, যার সংশোধন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। গভীর তথ্যানুসন্ধান করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, উপরোক্ত দুটি সংগঠনের মধ্য হতে বিদ্যমান পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম লীগের মাঝে বিরাজমান ত্রুটিগুলো সংশোধন করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ। এর বিপরীতে কংগ্রেসের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা অধিক কঠিন; এমনকি অসম্ভব। কারণগুলোর সারসংক্ষেপ হলো, মুসলিম লীগ হলো খালেস তাওহিদপন্থীদের সংগঠন। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের বৃহৎ শক্তি হলো, অমুসলিম। যে ব্যক্তি ইসলামকে সত্য জানে তাকে ওই ব্যক্তির তুলনায় অধিক সহজে শরিয়তের কাছে টেনে আনা যাবে যে ব্যক্তি ইসলামকে সত্য মানে না। মুসলিম লীগের বিভিন্ন ঘোষণাপত্র, যেমন- তাদের মেনোফেস্টো ও কংগ্রেসের ঘোষণাপত্রকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। কাজেই ওই বুনিয়াদের ভিত্তিতে আমার অভিমত হলো, মুসলমানদের স্বস্তি ও আস্থার সঙ্গে মুসলিম লীগে অংশগ্রহণ করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী মহলকে প্রতিনিয়ত

www.banglakitab.weebly.com

স্মরণ করিয়ে দেবে, যেন তারা কাঙ্ক্ষিত সংশোধনটুকু করিয়ে নেয়। সংশোধনের পদ্ধতি কী হবে, সে ব্যাপারে মুহাক্কিক আলেমদের কাছ থেকে সহায়তা নেবে। যে সকল আলেম সংগঠনটিতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের কাছ থেকে জ্ঞান ও আমল; উভয়ক্ষেত্রে সহায়তা নেবে। আর যেসকল আলেম কোনো উজর বা কল্যাণের কারণে রীতিমতো তাতে অংশগ্রহণ করেন নি, তাদের কাছ থেকে শুধু ইলমি সহায়তা নেবে অর্থাৎ তাদের কাছে বাস্তবতা তুলে ধরে তার শরয়ি বিধান জেনে নেবে এবং সে আলোকে মুসলিম লীগের কাঠামো ও কর্মসূচির সংশোধন করবে।

যদি মুসলিম লীগের কোনো বিষয় এমন হয় যে, তার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের ইখতিলাফ হয়ে গেছে তাহলে যে সকল আলেম সংগঠনটির সঙ্গে জড়িত নন; তাদের কাছ থেকে সমাধান জেনে নেবে। যদি তাদের মাঝেও ইখতিলাফ হয় তাহলে বুঝতে হবে, শরিয়তের আলোকে উভয় মতই গ্রহণ করা যাবে। উভয় মতের ওপর কর্মকুশলীগণ সুযোগ ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমল করতে পারবেন।

যে সকল আলেম কোনো সংগঠনে জড়িত নন তাদেরকে বেকার মনে করা যাবে না। তাদের সম্পর্কে এ ধারণা রাখবে যে, তারা এরচেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ খেদমতে নিয়োজিত আছেন। তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে শরিয়তের বিধি-বিধান শিক্ষা দিচ্ছেন এবং সেদিকে আহ্বান করছেন। যে সকল আলেম মুসলিম লীগের সঙ্গে জড়িত আছেন তারা সংগঠনের বাইরের সময়টুকুও ওই দীন শিক্ষা ও প্রচারের কাজে ব্যয় করবেন। কেননা এটাই ছিলো হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিশন। উপরোক্ত কর্মবণ্টনের মাধ্যমে নিম্নের আয়াত وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ এর ওপর আমল হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হবে। তাহলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহর সেই ওয়াদা (سورة هود) إِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ও (سورة أعراف) وَإِنَّا لَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ প্রকাশ পাবে। ওই

www.banglakitab.weebly.com

বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির কাঠামোকে আগামীতেও গতিশীল রাখা প্রয়োজন। কেননা সংগঠনের ফল সবসময়ই প্রয়োজন।

এতোক্ষণ নিজেদের সমর্থিত সংগঠনের ব্যাপারে বললাম। অন্য সংগঠনের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? যদি কংগ্রেস মুসলিম লীগের সঙ্গে সন্ধি করতে আগ্রহী হয় তাহলে কুরআন কারীমের নির্দেশনা وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا অনুসারে শরয়ি মূলনীতি অনুযাই গভীর প্রজ্ঞা, বুৎপত্তি সহকারে অভিজ্ঞ, জ্ঞানীজন ও বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সন্ধি করবে; কিন্তু এমতবস্থায়ও নিজেদের সংগঠনকে পূর্ণ শক্তিমত্তা ও স্বাতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। তাকে কখনোই দুর্বল করা যাবে না এবং তাকে কংগ্রেসের মাঝে যোগীভুতও করবে না। যদি এমন করা হয়, তাহলে শরিয়ত ও অভিজ্ঞতা; উভয় আলোকেই সেটি হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। যদি মুসলিম লীগের সংশোধনের পূর্বে বা পরে অন্যকোনো সুশৃঙ্খল মুসলিম সংগঠন যথেষ্ট শক্তি ও প্রভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে এমতবস্থায় লীগ ও ওই সংগঠন একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। যেন মুসলমানদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিভক্তি সৃষ্টি না হয়।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে কথা, কাজ, অবস্থা, মৌনতা; সর্বোতভাবে পক্ষ-বিপক্ষ সকলের সঙ্গে ইসলামি শিষ্টাচারের প্রতীক হয়ে সদাচরণ করবে। আল্লাহর নির্দেশ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। নিজ থেকে কারো সঙ্গে বিবাদ করারও প্রয়োজন নেই, খাতির করারও প্রয়োজন নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টির আরাধনায় নিজেকে কর্মতৎপর রাখবে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে শর্ত হলো, প্রতিটি কাজে এ কথা পূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যেন শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ না হয়। এটাই বন্দেগির প্রাণ। এটাই মুসলিমজীবনের মূল লক্ষ্য। পূর্ণ স্বাতন্ত্র ও দৃঢ়তার সঙ্গে দুআ-প্রার্থনাকে নিজের প্রকৃত দায়িত্ব ও কর্মসূচী মনে করবে। আর এরপর আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষা করবে।

www.banglakitab.weebly.com

আমি ওই লেখনীকে বুজুর্গানে দীনের একটি অতি মূল্যবান অসিয়ত ও দুটি উপকারী দুআ যোগ করে ইতি টানছি। ওই দুআদুটি সর্বক্ষণ পাঠ করবে, বিশেষত নামাযের পর।

## অসিয়ত

کار کن کار بگزار از گفتار          کار ندریں راہ کار باید کار

## প্রথম দুআ

اللّٰهُمَّ أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

## দ্বিতীয় দুআ

اللّٰهُمَّ انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم.

**বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১ :** অতিরিক্ত প্রশস্তির জন্যে সতর্কতাবশত আমি আমার জামাতের কয়েকজন মুহাক্কিক আলেমের সঙ্গেও পরামর্শ করেছি। তারা সবাই আমার উত্তরের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেছেন।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য : ২ :** ওই জবাব মুসলিম লীগের বিদ্যমান অবস্থান বিবেচনা করে। যদি আল্লাহ না করুন তার অবস্থানে পরিবর্তন আসে তাহলে তার বিধানেও পরিবর্তন আসবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য : ৩ :** যদি কোনো ব্যক্তি ওই নিবন্ধ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হন তাহলে তিনি যেন তার সারাংশ প্রকাশ না করেন; বরং হুবহু পূর্ণ নিবন্ধই প্রকাশ করেন। কেননা সারাংশ করা হলে অনেক সময় বিচ্যুতি ঘটে, ভুল বুঝাবুঝিও হয়ে যায়। আমার এ নিবন্ধের কোনো মুদ্রিত কপির ওপর কারো মনে যদি সংশয় সৃষ্টি হয় তাহলে সে যেন মাসিক 'আন নুর' যিলকদ ১৩৫৬ হিজরি সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে নেন। মাসিক এই পত্রিকাটিতে আমার লেখাটি হুবহু মুদ্রিত হয়েছে।

ওয়াসসালাম

থানাভবন

৯ যিলহজ ১৩৫৬ হিজরি/১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ ঈসাব্দ

www.banglakitab.weebly.com

## লীগ ও কংগ্রেসের উদাহরণ

**লীগ ও কংগ্রেসের ব্যাপারে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অবস্থানের বিশদ বিবরণ আপনারা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে পেয়ে গেছেন। এখন আমি হযরতের একটি মূল্যবান মন্তব্য পেশ করছি; যেখানে তিনি লীগ ও কংগ্রেসের মাঝে তুলনা করেছেন এবং মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থনের কারণও জানিয়ে দিয়েছেন। মন্তব্যটি তিনি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ ঈসাব্দে করেছিলেন।**

> 'আমি যেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছি সেখানে আমি মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন করেছি। সেখানে আমি পরিস্কার লিখে দিয়েছি যে, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় সংগঠনই সংস্কার ও সংশোধনের অবকাশ রাখে; বরং সংগঠনদুটিতে সংস্কার করা ওয়াজিব। হ্যাঁ, মুসলিম লীগ তুলনামূলকভাবে কংগ্রেস থেকে উত্তম এবং অনেক উত্তম। কাজেই আমি সেখানে সংস্কার ও সংশোধনের নিয়তে শামিল হতে চাই। আমি মনে করি, কংগ্রেস হলো, দুচোখ অন্ধের মতো আর লীগ হলো এক চোখের কানা। অন্ধের ওপর কানা প্রাধান্য পাওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, কারো বাড়িতে যদি চাকর রাখতে হয় আর ঘটনাচক্রে তার সামনে একজন কানা ও একজন অন্ধ হাজির হয় তাহলে বলুন, এমতবস্থায় সে কাকে চাকর রাখবে? অন্ধকে না কানাকে? নিশ্চয়ই কানাকে রাখবে। আমি ঠিক সেই ভিত্তিতেই মুসলিম লীগকে সমর্থন করি। [মালফুযাত : আসআদুল আবরার]

## মুমিন কন্‌ফারেন্স

অধ্যায়ের শেষ প্রান্তে আমি হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর একটি অসাধারণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ, অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নকল করছি। ঘটনাটি সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ ঈসাব্দের। সেদিন কানপুরে 'মুমিন কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। সেসময় অন্য মুসলমানদের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড রকম রেশারেশি চলছিলো। এমনকি মুমিন ভাইদের একজনকে মেরে ফেলা হয়েছিলো। সেই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে হযরত রহ. কানপুরেই ছিলেন। লোকদের উপর্যুপরি অনুরোধের

www.banglakitab.weebly.com

প্রেক্ষিতে তখন তিনি একটি 'গঠনমূলক বয়ান' প্রকাশ করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। হযরত রহ.-এর সেই বয়ানটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবে, তিনি কতোটা দ্ব্যর্থহীন ও গঠনবাদি ছিলেন।

## বংশীয় আভিজাত্য স্রেফ স্বাতন্ত্র বুঝানোর প্রয়োজনে

হামদ ও সলাতের পর।

কয়েকটি বিবাদমান জাতি ও বংশ –যারা পরস্পরে একে অপরের ত্রুটিচর্চা ও অপমান করছে এবং বিনা দলিলে এক জাতি নিজেকে অন্য জাতির মাঝে প্রবিষ্ট করছে– তাদের এই দুটি কাণ্ড সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, শরিয়তের আলোকে তাদের এই দুটি কাণ্ডের বিধান কী?

আমি তার জবাব পেশ করছি। তাদের এ দুটি কাজ খুবই নিন্দনীয়। প্রথম কাজটি হলো অতিছাড় বা শৈথিল্য আর দ্বিতীয় কাজটি হলো, সীমালংঘন বা অমিতাচার। যার বিবরণ হলো, জাতি ও বংশের ক্ষেত্রে শরিয়তের ভাষ্য বাহ্যিকভাবে দু রকম। একটিতে পূর্ণ সাম্য পাওয়া যায়। অপরটিতে কিছু বংশের ওপর অন্য বংশের শ্রেষ্ঠত্ব পাওয়া যায়। আমরা জানি, মূলনীতি হলো, শরিয়তের ভাষ্যে পরস্পরে বৈপরিত্য হতে পারে না। কাজেই এর সমাধান হলো, ভাষ্যদুটির প্রয়োগস্থল ভিন্ন।

কাজেই শরিয়তের যেসকল নস তথা টেক্সটে সকল বংশ সমান বলা হয়েছে তার সম্পর্ক হলো, পরকালের সঙ্গে। অর্থাৎ আখেরাতে নাজাত পেতে হলো ঈমান ও নেককর্ম লাগবে; এই প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে সবাই সমান। তদ্রুপ ইসলামি অধিকারের ক্ষেত্রেও সবাই সমান। দীনের ক্ষেত্রে কামালিয়্যাত অর্জনের ক্ষেত্রে সবাই সমান। হাঁচির উত্তর দেওয়া, জানাযায় উপস্থিত হওয়া; এ জাতীয় যতো ইসলামি হক রয়েছে। সেখানেও সবাই সমান। ইমামতির যোগ্যতা থাকলে সবার পেছনেই নামায পড়া যাবে। দীনি ইলম ও বাতেনি কামালাত অর্জন করতে পারলে সবাইকেই শায়খ বানানো যাবে, ইলম অর্জন করা যাবে, বাইআত হওয়া যাবে। যে কোনো বংশের যে কেউ বাইআত হতে পারবে,

www.banglakitab.weebly.com

আত্মশুদ্ধির পর তাকে খেলাফত দেওয়া যাবে। আমার এমন কিছু শাগরেদও আছেন, যাদের আমি ইজাযতও দিয়েছি।

এর বিপরীতে শরিয়তের যেসব নস (টেক্সট, ভাষ্য)-এ একটির ওপর অপরটির শ্রেষ্ঠত্বের কথা এসেছে, সেগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র হলো, দুনিয়াবি কর্মকৌশল। যেমন, বংশীয় আভিজাত্য বা বিয়ের কুফু। এমনকি যেসকল বংশ পরিভাষায় বা সামাজিকতায় অভিজাত হিসেবে প্রসিদ্ধ, তাদের পরস্পরেও শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। যেমন, কুরাইশ বংশের অন্যান্য শাখাগোত্রের তুলনায় বনু হাশেম অভিজাত; বিষয়টি হাদিসেও এসেছে। كفاءت (কুফু হওয়া)-এর ক্ষেত্রে অকুরাইশিদের ওপর কুরাইশিদের ফযিলতও শরয়ি দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

কিন্তু এই আভিজাত্যের অর্থ এ নয় যে, কোনো বংশ নিজেকে বড় মনে করে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। ওই আভিজাত্যের প্রয়োগস্থল নিতান্তই সীমিত; যা আমরা উপরে বলেছি। ওই পার্থক্যের ওপর আমল করার অনুমতি রয়েছে। এখন যদি কোনো ব্যক্তি নিজের বড় হওয়া ও অন্যদের ছোট হওয়ার আকিদা লালন করে বা কর্মের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ঘটায় অথবা শরয়ি দলিল ছাড়া নিজেকে অভিজাত জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করে তাহলে তার ক্ষেত্রে বিধান হলো, সে إفراط وتفريط তথা অতিরঞ্জন ও শৈথিল্যের শিকার।

প্রথম কাজটি যে অহঙ্কারপ্রসূত; তাতো স্পষ্টই। আর দ্বিতীয় কাজটিও অহঙ্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত; তা খানিকটা গভীর দৃষ্টিতে দেখলেই বুঝে আসে। কেননা সে যখন এক বংশ থেকে বের হয়ে অন্য বংশে প্রবেশের চেষ্টা করছে, তখন সে নিশ্চয়ই পূর্বের বংশকে ছোট করছে। নয়তো সে এ চেষ্টা করতো না।

এ কাজের কারণে যেভাবে অহঙ্কার করার গুনাহ হবে, তদ্রুপ বংশ বদলানোর গুনাহও হবে। হাদিসে এ কাজের ওপর কঠিন শাস্তির ধমকি এসেছে।

কাজেই ওই দুজাতির জন্যে করণীয় হলো, তাদেরকে উপরোক্ত অতিরঞ্জন ও শৈথিল্য; দুটোই পরিত্যাগ করে তাওবা করতে হবে

www.banglakitab.weebly.com

এবং শরিয়তের টেক্সটের অনুসরণ করে নিজেকে ইসলাম প্রদর্শিত গণ্ডির ভেতরে ধরে রাখতে হবে। পরস্পরে একে অপরের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আর দীনি কামালিয়্যাত অর্জন করার চেষ্টা করবে। কেননা এটাই হলো, প্রকৃত আভিজাত্য। নয়তো অপরাপর বংশীয় কৌলিন্য পরকালে দুপয়সার দামও পাবে না।

আমাদের ওই আলোচনা يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ এর মাঝে বিদ্যমান রয়েছে। যেখানে পরকালীন সাম্যের ব্যাপারে পরিস্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ। কাজেই তাকওয়ার মাধ্যমে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ক্ষেত্রে সবাই সমান। আর দুনিয়াবি গুটিকয়েক ক্ষেত্রে বংশীয় তারতম্যের বিষয়টি وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا এর মাঝে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই বুঝা গেলো, বংশীয় ও গোত্রীয় পার্থক্যের একমাত্র লক্ষ্য হলো, পারস্পরিক স্বাতন্ত্র। আর সত্তার পারস্পরিক স্বাতন্ত্র একমাত্র পার্থিব কিছু ক্ষেত্রেই সীমিত। যা মৌলিক কোনো উদ্দেশ্যও নয়। ক্ষেত্রগুলো একান্তই কিছু বিশেষ অধিকারের ক্ষেত্রে প্রজোয্য; সর্বোতভাবে নয়।

সকল প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদেরকে সত্য জানার তাওফিক দিয়েছেন, যিনি সত্যের পথ দেখিয়েছেন।

১৬ রজব ১৩৫৭ হিজরি
[আরমুগানে জাভেদাঁ]

www.banglakitab.weebly.com

## হাকিমুল উম্মত রহ.-এর অসিয়ত

একজন মৃত্যুপথযাত্রীর শেষকথাগুলো হয়ে থাকে তার গোটা জীবনের অভিজ্ঞতার সারাংশ, তার চেতনা ও আন্তরিক অনুভূতির প্রকৃত চিত্র, কল্যাণের প্রতি তার দৃষ্টির স্বচ্ছতার সঠিক পরিমাপ। কাজেই প্রত্যেক ব্যক্তির অসিয়ত অবশ্যই তার মতাদর্শের সর্বোত্তম মুখপাত্র। এ কারণেই আমরা সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণ ও সাফল্যের ব্যাপারে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. যেই অসিয়ত করে গেছেন তা নিম্নে উপস্থাপন করছি। আশা করি, ওই অসিয়তগুলো হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দরবেশি সত্তা, স্নেহময়ী অবিভাবকত্ব, মারেফাতের অতলান্তিক গভীরতা ও যুগের মুজাদ্দিদ হওয়ার বিষয়গুলোকে প্রমাণসিদ্ধ করবে। তিনি অসিয়ত করে বলেছেন—

১. আমি আমার বন্ধুদের কাছে দুআ চাইছি যে, তারা যেন আমার সকল সগিরা-কবিরা, ইচ্ছেকৃত-অনিচ্ছেকৃত; সব ধরনের গুনাহের জন্যে ইসতিগফার করেন। আমার মাঝে যে সকল নিন্দনীয় অভ্যাস ও দূরাচার রয়েছে, তা দূরভিত হওয়ার দুআ করেন।

২. আমার কতিপয় অসদাচরণের কারণে আল্লাহর কিছু বান্দা উপস্থিত থেকে বা অনুপস্থিত থেকে আমার যবান ও মুখের মাধ্যমে কিছু কিছু কষ্ট পেয়েছেন। কিছু অধিকার আমার কারণে নষ্ট হয়েছে। হয়তো সেই অধিকারগুলোর হকদারগণ জানেন, বা জানেন না। আমি অত্যন্ত অক্ষমতার সঙ্গে ছোট-বড় প্রত্যেকের কাছে দরখাস্ত করছি, তারা যেন আল্লাহর ওয়াস্তে সেগুলোকে মাফ করে দেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দিন। তাদের জন্যে আমিও দুআ করি যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উভয় জাহানে ক্ষমা ও প্রশান্তি দান করুন। ওজর পেশকারীকে

www.banglakitab.weebly.com

ক্ষমা করার ওপর অনেক ফযিলত এসেছে। যদি কেউ মাফ করতে সম্মত না হন, তাহলে শরিয়তের ফতোয়া অনুযায়ী তারা যেন তাদের প্রাপ্য আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন। আল্লাহর ওয়াস্তের কেয়ামত দিবসের জন্যে ছেড়ে দেবেন না। কেননা তা কোনোভাবেই বহন করার মতো নয়।

৩. এধরনের কোনো ত্রুটি কেউ আমার ব্যাপারে করে থাকলে অতীত ও আগামী উভয়ের জন্যে আমি একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করতে ও নিজের ক্ষমার মাফির আশায় নিজ থেকে মাফ করে দিচ্ছি।

৪. যেহেতু ভালোবাসার আতিশয্যে অধিকাংশ সময় অবাস্তব প্রশংসা ছড়িয়ে দেওয়া হয় এ কারণে আমি আমার জীবনী সংকলন করাকে পছন্দ করি না। তারপরও যদি কেউ অস্থিরতার সঙ্গে এর আগ্রহী হন এবং জ্ঞানীমহল অনুমতি প্রদান করেন তাহলে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করাকে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। নয়তো আমি তার থেকে দায়মুক্ত।

৫. আমার নিজের কারণে আমার রচনাবলির কিছু কিছু স্থান অতিশয় সংক্ষিপ্ত বা অতিবেশি বিস্তারিত কিংবা আমার গাফলতির কারণে কোথাও কোথাও ভুল হয়ে গেছে। সেগুলোর মধ্য হতে যেই স্থানগুলো আমার মনে আছে সেগুলোর ওপর আমি সংশোধনীপত্র জানিয়ে দিয়েছি। আর যেগুলো আমার এখন মনে নেই সেগুলোর জন্যে দুটি নীতি বলে দিচ্ছি। ১. যদি কোথাও আমার কথার মাঝে বৈপরিত্য পাওয়া যায়, তাহলে শেষ কথাটিই আমার সিদ্ধান্ত ধরে নেওয়া হবে। ২. এধরনের সংশয়পূর্ণ স্থানগুলোর ব্যাপারে মুহাক্কিকিন উলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হতে হবে। তাদের কথা অবশ্যই আমার কথার ওপর প্রাধান্য পাবে। আমাদের ফতোয়াগুলোর ক্ষেত্রেও ওই মূলনীতি প্রজোয্য হবে। কেননা অনেক সময় ফতোয়া লেখার পরে আমার নিজের কাছেও কিছু কিছু উত্তর ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তখন আমি

www.banglakitab.weebly.com

প্রশ্নকারীর নাম-ঠিকানা জানা থাকলে তাকে সংশোধনী জানিয়ে দিয়েছি। তবে যেহেতু অনেকের নাম-ঠিকানা আমার কাছে নেই অথবা তার কাছে আমার সংশোধনীমূলক বিবরণী সংরক্ষিত না থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে; এ কারণে এখানে আমার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলাম।

৬. আমার যেসব লেখার মাঝে উলূমে মুকাশাফাহ –যা ইলমে তাসাওউফের একটি শাখা; বর্তমান পরিভাষায় যাকে হাকায়েক ও মাআরেফ বলে– রয়েছে; সেগুলো যেহেতু শরয়ি প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, কাজেই মূলনীতি অনুসারে সেগুলোকে শরয়ি প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়গুলোর সমস্তরের মনে করবে না। সেগুলোর ব্যাপারে কোনো ধরনের আকিদা না রাখারও অবকাশ রয়েছে। যদি সেগুলোর ব্যাপারে কোনো আকিদা রাখতেই হয়, তাহলে বড়জোর সেগুলোকে 'সম্ভাবনা'-এর স্তরে রাখবে।

৭. আমি বিশেষ করে আমার বন্ধুদেরকে ও উন্মুক্ত আকারে সকল মুসলমানকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলছি যে, নিজে যতো বেশি সম্ভব ইলমে দীন শেখা ও সন্তানদেরকে শেখানো প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ফরযে আইন। এই শেখাটা কিতাবের মাধ্যমেও হতে পারে, কারো সহচার্য্যের মাধ্যমেও হতে পারে। বর্তমান যুগের দীনি ফেতনাগুলোর খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যে দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। কাজেই তা অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে কোনোভাবেই গাফলতি বা উদাসীনতা প্রদর্শন করা যাবে না।

৮. দীনি ও দুনিয়াবি বিভিন্ন ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আমি নিম্নের বিষয়গুলো থেকে বিশেষভাবে সতর্কতার সঙ্গে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার পরামর্শ দিচ্ছি। ১. যৌনচাহিদা ও ক্রোধের চাহিদার ওপর আমল করবে না। ২. তাড়াহুড়া খুবই মন্দ জিনিস। ৩. পরামর্শ ছাড়া কোনো কাজ করবে না। ৪. গিবত পুরোপুরি ছেড়ে দেবে। ৫. অধিক আলাপচারিতা –চাই জায়েয কথাই হোক– তীব্র

প্রয়োজন ছাড়া বা আরাধ্য কল্যাণের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা, বিশেষত যদি সেটি বন্ধুত্বের স্তরে পৌঁছে যায়; যার ফলে নির্বিশেষে সকলের কাছে নিজের গোপন কথাও উগড়ে দিচ্ছে, এগুলো খুবই ক্ষতিকর। ৬. পূর্ণ আগ্রহ ছাড়া কখনোই খাবার খাবে না। ৭. তীব্র প্রয়োজন ছাড়া সহবাস করবে না। ৮. খুব বেশি প্রয়োজন না হলে ঋণ নেবে না। ৯. অপব্যয়ের ত্রিসীমানায়ও ঘেষবে না। ১০. অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জমাবে না। ১১. রুক্ষ মেজায ও কঠোরতাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলবে না। ধৈর্য ও সহনশীলতাকে নিজের প্রতীক বানাবে। ১২. কথা, কাজ, খাবার ও পরিচ্ছদ; সর্বক্ষেত্রে লৌকিকতা ও ভনিতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। ১৩. مقتدى তথা জাতির অনুসরণীয় ব্যক্তির জন্যে উচিত হলো, আমির-উমারাদের সঙ্গে অসদাচরণ করবে না, তাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশাও করবে না, তাদেরকে নিজের মাকসুদ বানাবে না, বিশেষত দীনি লাভ অর্জন করার ক্ষেত্রে। ১৪. লেনদেনের পরিচ্ছন্নতাকে দীনদারির চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। ১৫. লোককথা ও জনশ্রুত ঘটনার ক্ষেত্রে সীমাহীন সতর্কতা অবলম্বন করবে। অনেক বড় বড় দীনদার ও বুদ্ধিমান লোককেও এক্ষেত্রে অসতর্ক দেখা যায়। ওই সতর্কতা যেমন বুঝার ক্ষেত্রেও অবলম্বন করতে হবে, তদ্রুপ নকল করার ক্ষেত্রেও অবলম্বন করতে হবে। ১৬. তীব্র প্রয়োজন ছাড়া এবং অভিজ্ঞ ও স্নেহময়ী চিকিৎসকের নির্দেশনা ও অনুমতি ছাড়া কোনো ধরনের ঔষধ ব্যবহার করবে না। ১৭. মুখ সম্পর্কিত যতো গুনাহ আছে সেগুলো থেকে ও অর্থহীন কথা থেকে সতর্ক থাকবে। ১৮. সত্যের অনুসারী হয়ে থাকবে, নিজের কথার ওপর স্থবির থাকবে না। ১৯. নানামুখী সম্পর্ক বাড়াবে না। ২০. কারো দুনিয়াবি বিষয়ে দখল দেবে না।

যথাসম্ভব দুনিয়া ও তার মধ্যস্থিত বস্তুগুলোর সঙ্গে মন লাগাবে না। পরকালের ফিকির থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও গাফেল হবে না।

www.banglakitab.weebly.com

সবসময় নিজেকে এ অবস্থায় রাখবে যে, যদি এখনিই মৃত্যুর ডাক এসে পড়ে তাহলে আমার মনের মধ্যে এ ইচ্ছে জাগবে না যে, لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ : আপনি যদি আমাকে সময় দিতেন তাহলে আমি সত্যবাদী ও নেককার বান্দা হয়ে যেতাম। নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে রাত আসার পূর্বেই দিনের গুনাহ থেকে, দিন আসার পূর্বে রাতের গুনাহ থেকে ইসতিগফার করতে থাকবে। যথাসম্ভব বান্দার অধিকার থেকে নিজেকে দায়িত্বমুক্ত রাখবে।

আমি আমার সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করছি, প্রত্যেকে সারাজীবন স্মরণ করে সুরা ইয়াসিন শরিফ অথবা তিনবার সুরা ইখলাস তিলাওয়াত করে আমাকে বখশে দেবে। এক্ষেত্রে সুন্নতের পরিপন্থী কোনো কাজ বা কোনো সাধারণ বা বিশেষ বিদআত করবে না।

আমার ঈসালে সাওয়াবের জন্যে আয়োজন করে বা আয়োজন না করে, কখনই যেন কোনো সমাগম না হয়। যদি অন্যকোনো উদ্যোগেও একত্র হয়ে যায় তাহলে তিলাওয়াত ইত্যাদির সময় সবাই আলাদা হয়ে যাবে। প্রত্যেকে একান্তই ব্যক্তিগতভাবে দুআ, সদকা, নফল ইবাদত যা ইচ্ছে হয় পৌঁছে দেবে। আমার ব্যবহৃত জিনিসপত্র বরকতময় মনে করবে না। যেমনটির প্রচলন দেখা যায়। তবে যদি কেউ ভালোবেসে শরিয়তসম্মতভাবে সেগুলোর মালিক হয়ে গোপনে নিজের কাছে রেখে দেয়, তাহলে তার অনুমতি রয়েছে; কিন্তু সেটির এলান করা বা অন্যদের সামনে প্রদর্শনী করা যাবে না।

ঈমানের ওপর ইন্তিকালকে মনে করবে সকল নেআমত থেকে উত্তম ও সবচেয়ে আস্থার প্রতিদান। এর জন্যে সবসময়, বিশেষত পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের পর সকাতর আরাধনার সঙ্গে দুআ করবে এবং ঈমান হাসিলের ওপর শোকর আদায় করবে। কেননা আল্লাহ

www.banglakitab.weebly.com

তাআলা ওয়াদা করেছেন, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ : তোমরা যদি শোকর করো তাহলে আমি বাড়িয়ে দেবো। কাজেই ঈমানের ওপর শোকর করা ঈমানের ওপর ইন্তিকাল হতে পারার অন্যতম বৃহৎ অনুঘটক। আমি আমার নিজের জন্যে ওই দুআর দরখাস্ত করে আমার এ লেখার ইতি টানছি। আল্লাহ আমাকেও ঈমানের ওপর ইন্তিকাল দিন।

আল্লাহ তাআলা এ কথাগুলোর লেখক সহ প্রত্যেক মুসলমানকে সুন্দর ইনতিকালের নিআমতে ভূষিত করুন। আমীন সুম্মা আমীন।

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

# পঞ্চম অধ্যায় ।।

## হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কিছু আধ্যাত্মিক নির্দেশনা

www.banglakitab.weebly.com

সূচিপত্র

# হাকিমুল উম্মত রহ.-এর কিছু আধ্যাত্মিক নির্দেশনা

তাকওয়া ও মাকামে ইহসান হাসিল করার যেই শাস্ত্রটিকে সাধারণ পরিভাষায় 'তাসাওউফ' বলে, সেটি খুবই সূক্ষ্ম শাস্ত্র। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-কে কী পরিমাণ গভীর দূরদৃষ্টি দিয়েছিলেন, তার উজ্জ্বল প্রমাণ তাঁরই অনবদ্য রচনা 'শানে তরবিয়ত'। এছাড়াও হযরত রহ.-এর বিভিন্ন রূহানি নির্দেশনাগুলোকে এক হাজারেরও অধিক পৃষ্ঠা সম্বলিত 'তরবিয়াতুস সালিক' গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। তবে যেহেতু গ্রন্থটির মাঝে সেই নির্দেশনাগুলো অবিন্যস্ত আকারে সংকলিত ছিলো এ কারণে হযরত রহ.-এর একান্ত কাছের খলিফা মাওলানা মুহাম্মাদ ঈসা রহ. –যিনি যাহের ও বাতেন; সর্বোতভাবে হযরত রহ.-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন– সেগুলোকে সুশৃঙ্খল আকারে সুবিন্যস্ত করেন। সেটিকে তিনি সুলুক শাস্ত্রের একটি বুনিয়াদি পাঠ্যপুস্তকের আকার দান করেছেন। হযরত রহ. তার সেই সংকলনটিকে খুবই পছন্দ করেন এবং সেটির নাম 'আনফাসে ঈসা' প্রস্তাব করেন।

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.-এর ভাষায় এটি 'তাসাওউফের কেরোবোডিন'। কেরোবোডিন শব্দের অর্থ, ঔষধের অভিধান। এই নামকরণের স্বার্থকতা হলো, প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞানী ডক্টর ক্যান্ট এ চিকিৎসার জন্যে এ নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তারপরও কোনো রোগীকে চিকিৎসা করতে হলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। তার নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়া রোগমুক্তি হবে না। তদ্রুপ 'আনফাসে ঈসা' গ্রন্থটিও আত্মশুদ্ধির যাবতীয় নির্দেশনার অপূর্ব ধারক। কিন্তু তার থেকে উপকৃত হতে হলে অবশ্যই কোনো রুহানি চিকিৎসকের দ্বারস্থ হতে হবে। এক্ষেত্রে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর একটি বাণী চরম বাস্তবতার প্রতি নির্দেশ করছে। তিনি বলেছেন-—

www.banglakitab.weebly.com

'বুজুর্গানে দীন থেকে যে সকল ইখতিয়ারি মুজাহাদাহর কথা বর্ণিত রয়েছে সেগুলোও আধ্যাত্ম চিকিৎসার জন্যে 'ডক্টরি প্রেসক্রিপশন' বৈ ভিন্ন কিছু নয়। সেগুলো পালন করতে হলে অবশ্যই কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদ বা কোনো শায়খের অনুমতির প্রয়োজন পড়বে'।

'যদি কেউ শায়খ থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায় তাহলে এক পর্যায়ে সে নিজেই মিথ্যা হতে থাকবে। যা ধীরে ধীরে তার কাছে স্পষ্ট হবে'।

অন্য এক স্থানে তিনি পরিস্কার বলেছেন—

'নেক আমলের বদৌলতে শায়খগণ নিজেরাও বরকতময় হয়ে থাকেন। যার কারণে তাদের কাছ থেকে শেখলে তাতেও বরকত চলে আসে। ফলশ্রুতিতে দ্রুত আরোগ্য লাভ হয়। শুধু বই দেখে দেখে চিকিৎসা করা যথেষ্ট নয়'।

ওই ভূমিকার পর হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. তাঁর সেই কালজয়ী গ্রন্থে বর্তমান সময়ে ব্যাপকারে ছড়িয়ে পড়া আধ্যাত্মিক রোগগুলোকে একেকটি করে চিহ্নিত করেছেন এবং সেগুলোর জন্যে কী ঔষধ তাও বাতলে দিয়েছেন। গ্রন্থটি হযরত রহ.-এর আধ্যাত্মিক বুৎপত্তি ও তাসাউফ শাস্ত্রের গভীর প্রজ্ঞার স্ববাক দলিল।

## প্রতিটি রুহানি ব্যাধির ক্ষেত্রে ইচ্ছেশক্তির ভূমিকা

ঐচ্ছিক বিষয়গুলোতে আলসেমির একমাত্র চিকিৎসা হলো হিম্মত ও ইচ্ছেশক্তির ব্যবহার। এটিই সমস্ত আলসেমির একমাত্র ঔষধ। শরিয়তে যতোগুলো কাজের নির্দেশনা এসেছে সবগুলোই বান্দার এক্তেয়ারি। যদি সেগুলো এক্তেয়ারি বা ঐচ্ছিক না হতো তাহলে শরিয়তকে অস্বীকার করা আবশ্যক হতো। কাজেই বান্দা যখন তার ইচ্ছেশক্তি ব্যবহার করবে তখন সে সাফল্যের পথের যাত্রী হবে। তবে এর জন্যে অবশ্যই কিছু কাঠিন্য ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই তার চিকিৎসা হলো, কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত সেই হিম্মত ও ইচ্ছেশক্তিকে জোরপূর্বক প্রয়োগ করে যেতে হবে। তখন দেখা যাবে, ধীরে ধীরে সেই কষ্টগুলোও আসান হয়ে যাচ্ছে।

www.banglakitab.weebly.com

## পেরেশানির চিকিৎসা

পরকালের আযাবের মুরাকাবা যেকেনো পেরেশানি থেকে মুক্তি দান করে। তার ফলে কষ্টের অনুভূতি ও মর্মযাতনা চলে যায়; বরং এই ফিকির অন্তরের মাঝে নুরানী ও প্রশস্তি সৃষ্টি করে। এর কারণ হলো, পরকালের আযাবের ফিকিরের কারণে অন্তর আল্লাহর দিকে মুতাওয়াজ্জেহ (অভিমুখী) হয়। আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক (গভীর বন্ধন) সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক তথা গভীর বন্ধন হলো পরম মুক্তির চাবিকাঠি।

## কুদৃষ্টির চিকিৎসা

বদনজরের মাঝে কয়েকটি স্তর রয়েছে। একটি হলো, মায়লান তথা অন্তরের আকর্ষণ। এই বদনজর অনিচ্ছাকৃত, তার জন্যে আল্লাহর পাকড়াও হবে না। আর যদি নিজের চাহিদার অনুগামী বদনজর হয়; যা অবশ্যই বান্দার এক্তিয়ারাধীন, তাহলে তার জন্যে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। এ কাজটি এমন যে, এর মাঝে ইচ্ছেকৃতভাবে দেখা ও ভাবা; উভয়টাই শামিল। এর চিকিৎসা হলো, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টির হিফাযত। এগুলো বান্দার এক্তিয়ারি। বান্দার যদি হিম্মত করে এগুলোর ইক্তিয়ার বা ইচ্ছে করে তাহলে যদিও কষ্ট হবে; কিন্তু সেই কষ্ট অবশ্যই জাহান্নামের কষ্ট অপেক্ষা কম। (অর্থাৎ এ সময় জাহান্নামের কষ্টের কল্পনা করলে এই কষ্টের অনুভূতি হ্রাস পাবে)। যখন এভাবে কয়েকদিন হিম্মত করবে, তখন অন্তরের আকর্ষণও কমে যাবে। কাজেই এ ছাড়া আর কোনো চিকিৎসা নেই। অন্যপথে সারাজীবন খেটে গেলেও কাজ হবে না।

## কুপ্রবৃত্তির চাহিদার প্রাবল্যের চিকিৎসা

আল্লাহ তাআলা সকল ব্যাধি নিরসনের চিকিৎসা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রয়োজন হলো, বান্দার হিম্মত। কাজেই হিম্মত খুবই জরুরি। কাজেই এক্ষেত্রে করণীয় হলো—

১. পূর্ণ চল্লিশ দিন خلوت তথা নির্জনবাস করবে। ২. সবার সঙ্গে কথা বলা ছেড়ে দেবে। শুধু প্রয়োজন পরিমাণ কথা বলার অনুমতি রয়েছে। যেমন,

www.banglakitab.weebly.com

খাবার সম্পর্কে বা বাজারে গিয়ে মূল্য জানা। ইত্যাদি। ৩. শায়খের মজলিস ছাড়া অন্যকারো কাছে বসবে না। ৪. ধারাবাহিকভাবে তিনটি রোযা রাখো। ওয়াযিফা পাঠের বাইরে যেটুকু সময় পাবে, সর্বক্ষণ ইসতিগফার ও নফলের মাঝে ব্যস্ত থাকবে। ৫. সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের গুনাহ থেকে কঠিন ভাবে বেঁচে থাকবে। এরপর শায়খকে অবহিত করবে।

## গিবতের চিকিৎসা

যার গিবত করেছো, তাকে তোমার এ কাজটির কথা জানিয়ে দাও। যদি কয়েকদিন এর ওপর আমল করো তাহলে ইনশা আল্লাহ এ ব্যাধি সেরে যাবে। কিন্তু যার গিবত করেছো, যদি মনে হয়, তাকে পুরো বৃত্তান্ত জানালে কষ্ট পাবে তাহলে সংক্ষেপে একথা জানিয়ে দাও, 'আমার কথা-বার্তা, জানা-শোনা মাফ করে দিন'। এটিও যথেষ্ট হবে।

এর সঙ্গে আরো জরুরি হলো, যে সমস্ত লোকদের সামনে ওই ব্যক্তির গীবত করা হয়েছিলো তাদের সামনে এখন তার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করো। তাহলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, প্রথম বক্তব্যটি ভুল ছিলো।' এটি তখন যখন গিবত মিথ্যা তথ্যের ওপর হয়েছিলো।

আর যদি তোমার পূর্বের কথাটি অবাস্তব না হয়ে থাকে তাহলে বলে দাও, ভাই, আমার ওই কথার ওপর ভরসা করে আপনারা ওই ব্যাক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা করবেন না। কেননা ওই কথার ওপর আমার নিজেরই ভরসা নেই। (এমতবস্থায় আপনার কথাটি হবে 'তাওরিয়া'। কেননা একমাত্র ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য ছাড়া অন্যকোনো সত্য কথার ওপরও অকাট্য নির্ভরতা হতে পারে না।)

'যদি ওই লোকটির ইন্তিকাল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেওয়ার উপায় হলো, তার জন্যে বেশি বেশি করে দুআ ও ইসতিগফার করুন। এ পরিমাণ করুন যে, আপনার মন সাক্ষ্য দেবে যে, তিনি এখন আপনার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন।'

www.banglakitab.weebly.com

## অহঙ্কারের সংজ্ঞা ও তার চিকিৎসা

নিআমতের ওপর বড়াই করাকে অহঙ্কার বলে। পক্ষান্তরে এটিকে আল্লাহর দান মনে করা ও নিজেকে তার জন্যে অযোগ্য কল্পনা করা হলো, আল্লাহর শোকর। অহঙ্কার ও আত্মসম্মানবোধের মাঝে পার্থক্য আছে। অহঙ্কার হলো, নিজেকে কোনো গুণের ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে বড় মনে করা ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। যদি এমনটি না হয় (অর্থাৎ কোনো গুণের কারণে অন্যকে তুচ্ছ মনে না করা হয়) তাহলে সেটি হলো, আত্মসম্মানবোধ।

অহঙ্কারের জ্ঞানগত চিকিৎসা হলো, নিজের ত্রুটিগুলোর কথা ভাববে। মনে করবে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, আমার মাঝে অনেক ত্রুটি রয়েছে। আর অন্যদের ত্রুটির ব্যাপারে আমার অনিশ্চিত ধারণা রয়েছে। আর যে ব্যক্তির ত্রুটির জ্ঞান নিশ্চিত সে অবশ্যই ওই ব্যক্তি থেকে খারাপ; যার ত্রুটিগুলো অনিশ্চিত ধারণাপ্রসূত। এ কারণে আমার নিজেকে সবার চেয়ে খারাপ মনে করতে হবে।

অহঙ্কারের জন্যে ব্যবহারিক চিকিৎসা হলো, যাকে তুমি তোমার চেয়ে ছোট মনে করেছিলে তার সঙ্গে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করো। এই ব্যবহারিক চিকিৎসাটি অনেক বড় মহৌষধ। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত এই ব্যবহারিক চিকিৎসা না করা হয়, ততোক্ষণ পর্যন্ত অহঙ্কার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

## ক্রোধের চিকিৎসা

ক্রোধ চলে এলে গুরুত্বের সঙ্গে নিম্নের কাজগুলো করবে—

১. আমিও আল্লাহর কাছে অপরাধী। তিনি যদি আমার ওপর এভাবে ক্রোধ ঝারতেন তাহলে আমি কোথায় যেতাম? ২. আমি যদি তাকে ক্ষমা করে দিই তাহলে আল্লাহও আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। ৩. এসময় তৎক্ষণাৎ কোনো কাজে লেগে যাবে। বিশেষত কিতাব মুতালাআয় নিমগ্ন হয়ে যাবে। ৪. স্থানটি থেকে সরে যাবে। ৫. বেশি বেশি আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে। ৬. পানি পান করবে। ৭. ওজু করবে।

www.banglakitab.weebly.com

## হিংসা ও ঈর্ষার মাঝে পার্থক্য

হিংসা হলো, কারো কাছে কোনো নিআমত দেখলে তার থেকে সেই নিআমত চলে যাওয়ার কামনা করা। আর ঈর্ষা হলো, তার কাছে সে নিআমত থাকুক এবং আমার জন্যেও অনুরূপ আসুক; এ কামনা করা।

## হিংসার চিকিৎসা

হিংসার চিকিৎসা হলো, যার প্রতি হিংসা হচ্ছে, তার কল্যাণের উন্নতির বেশি বেশি দুআ করবে। তার নানাভাবে উপকার করবে। সম্পদ দিয়ে হোক; শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে হোক; বা দুআর মাধ্যমে তার উপকার করবে। কয়েকদিনের মধ্যেই হিংসা চলে যাবে।

## বিদ্বেষ ও মানসিক সংকোচের মাঝে পার্থক্য এবং বিদ্বেষের চিকিৎসা

বিদ্বেষ হলো, ইচ্ছেকৃতভাবে কারো অকল্যাণ ও ক্ষতি মনে মনে লালন করা। যদি কেউ কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয় আর তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে ইচ্ছে না হয়, তাহলে এটিকে বিদ্বেষ বলা যাবে না। এটি হলো মানসিক সংকোচ। এটি কোনো গুনাহ নয়।

বিদ্বেষের চিকিৎসা হলো, যার প্রতি বিদ্বেষ বোধ হবে তার সঙ্গে ভনিতা করে হলেও মেলামেশা করবে এবং সবসময় তার উপকার করবে।

## সম্মানকামী মানসিকতার চিকিৎসা

কুরআন ও হাদিসে সম্মানকামী মানসিকতার যেই নিন্দাবাক্যগুলো এসেছে, এর ওপর যেসব ধমকি এসেছে সেগুলো মনের মধ্যে জাগ্রত রাখবে। এমনকি মুখে মুখেও উচ্চারণ করবে। নিজেই নিজেকে সম্বোধন করে বলবে, তোমার ওপর শাস্তি নেমে আসার প্রভূত আশঙ্কা দানা বাঁধছে। যদি তোমার এই মন্দ বিষয়টি লোকেরা জেনে যায় তাহলে তারা তোমাকে কতোটা খারাপ ও হীন মনে করবে! কাজেই লোকেরা এখন যেহেতু অন্তত তোমাকে ঘৃণার চোখে

www.banglakitab.weebly.com

দেখছে না, কাজেই এটি সেই সম্মানকামী মানসিকতা লালন করা থেকে ঢের উত্তম।

এ ব্যাধির জন্যে ব্যবহারিক চিকিৎসা হলো, প্রশংসাকারীদেরকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে দেবে। আকারে-ইঙ্গিতে নিষেধ করলে কাজ হবে না। গুরুত্বের সঙ্গে নিষেধ করতে হবে। আর যাদেরকে সাধারণত তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখা হয় তুমি নিজ থেকে তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে। তাহলে ধীরে ধীরে তোমার নফস বশীভূত হবে।

## রিয়া তথা লৌকিকতা ও তার চিকিৎসা

রিয়া হলো, কোনো দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে নিজের ইবাদত প্রকাশ করা অথবা কোনো গুনাহের উদ্দেশ্যে কোনো বৈধ কাজ প্রকাশ করা।

সাধারণ সুফিদের মাঝে এ কথা প্রচলিত রয়েছে যে, সৃষ্টিজীবের কাছে ইবাদত জাহির করাই রিয়া। কিন্তু মুহাক্কিকদের অভিমত হলো, সৃষ্টিজীবের কাছে ইবাদত গোপন করাও এক প্রকার রিয়া। কারণ হলো, তোমার দৃষ্টি কেনো মাখলুকাতের দিকে গেলো যে, তাদের কাছ থেকে লুকানোর এতো তোড়জোড় করছো? যদি মাখলূকাতকে অস্তিত্বহীন বা অর্থহীন মনে করতে, যেভাবে তুমি মসজিদে নামাযের কাতারকে তোমার কর্ম প্রদর্শনের উদ্দেশ্য বানাও না, তাহলে তো লুকানোর চেষ্টা করতে না।

**চিকিৎসা :** লৌকিকতা ও মাখলুকাতের খুশির মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে হবে। যদি তা করতে পারো তাহলে فنا (ফানা)-এর পথে উঠে আসতে পারবে। আর فناء کامل (পূর্ণ আত্মবিসর্জন) ছাড়া রিয়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।

## মিথ্যার চিকিৎসা

যে ব্যক্তির মিথ্যা বলার অভ্যাস রয়েছে তার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারিক চিকিৎসা হলো, যার সঙ্গেই কথা বলবে, শুরুতেই বলে দেবে, ভাই, আমার কিন্তু মিথ্যা বলার বেশ অভ্যাস রয়েছে'। নিয়মিত কয়েকদিন এর ওপর আমল করলে ইনশা আল্লাহ এ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে।

www.banglakitab.weebly.com

## ওয়াসওয়াসার চিকিৎসা

আসলে ওয়াসওয়াসার কারণে পেরেশান হবেন না; বরং হযরত হাজি (ইমদাদুল্লাহ রহ.) বলতেন, এই ওয়াসওয়াসাগুলোকে হকের সৌকর্যের দর্পণ (আয়না) বানিয়ে নাও। তার পদ্ধতি হলো, এ মুরাকাবা করবেন যে, আল্লাহ তাআলা কী বিস্ময়কর কুদরত! তিনি আমাদের অন্তরে ভাবনার সমুদ্র সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এতো বিশাল সমুদ্র; যার কোনো কুল-কিনারা নেই। কাজেই আপনি ওয়াসওয়াসাকে আল্লাহর মা'রিফাত লাভের মাধ্যম বানিয়ে নিন। ইনশাআল্লাহর এর মাধ্যমে সেই ওয়াসওয়াসা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা, শয়তান চেয়েছিলো, ওয়াসওয়াসার মাধ্যমে বান্দাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূর করবে। এখন যদি সেই ওয়াসওয়াসাকে আপনি আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম বানিয়ে নেন তাহলে শয়তান নিজেই ওয়াসওয়াসা দেওয়া বন্ধ করে ফেলবে। সম্ভবত শায়খ আবু সুলাইমান দারানি রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, ওয়াসওয়ার কারণে খুশি হয়ে যাও। অর্থাৎ খুশি প্রকাশ করো। কেননা শয়তানের তো গায়বের ইলম নেই। কাজেই সে যখন তোমাকে খুশি হতে দেখবে, তখন মনে করবে, আরে এ লোক দেকে ওয়াসওয়াসা পেয়ে খুশি হচ্ছে। যেহেতু শয়তান মুসলমানের মুখে হাসি দেখা সহ্য করতে পারে না; কাজেই সে নিজেই ওয়াসওয়াসা বন্ধ করে দেবে।

## আত্মপ্রশান্তি লাভের মহৌষধ

তোমার শান্তি কোথায়? তার প্রস্তাব তুমি নিজ থেকে করো না; বরং আল্লাহর শান্তির যেই পথ বাতলে দিয়েছেন, তার ওপরই সন্তুষ্ট হয়ে যাও। হযরত রহ. এই বাণীটির মাঝে শান্তির যেই মহৌষধ জানিয়ে দিয়েছেন তা স্বার্থক অনুসরণ করতে পারলে আলিম-জাহেল-আরেফ, নির্বিশেষে পৃথিবীর যে কেউ শান্তি লাভ করবে।

## অপব্যয় থেকে আত্মরক্ষার কৌশল

১. আল্লাহওয়ালাদের পথকে তোমার আদর্শ বানিয়ে নাও। দুনিয়াদারদের পথ চোখের সামনে রেখো না। রুসম-রেওয়াজের সঙ্গে নিজেকে কখনই বাঁধবে

www.banglakitab.weebly.com

না। ২. বিনা প্রয়োজনে কখনোই ঋণী হয়ো না। এর জন্যে যদি রুসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে যেতে হয়, যাবে। ৩. প্রথমে ঘরের জিনিসপত্র বাছাই করো। প্রয়োজনের জিনিসগুলো রেখে দাও। অতিরিক্ত জিনিসগুলো বের করে দাও, বা বিক্রি করো, বা মিসকিনকে দিয়ে দাও। যদি নফল সদকা দেওয়ার সাহস না হয়, তাহলে যাকাত স্বরূপই দিয়ে দাও। ৪. সবসময় ঘরের জিনিসপত্রের ওপর চোখ রাখবে। যদি ঘরের কোনো জিনিসে পঁচন দেখা দেয়, বা ঘুণেপোকা ধরে, তাহলে সেগুলোকে বাইরে ফেলে দাও। ঘর যেন সবসময় আলোকিত থাকে। ৫. প্রাত্যহিক সামাজিকতার ক্ষেত্রে নিজের জন্যে এ কাজ অবধারিত করে নাও যে, যা করবো ভেবে-চিনতে করবো। হুট করে বিবেচনা না করে কোনো কাজ করে ফেলো না। ৬. কারো কথা শুনে কোনো কাজ করে ফেলো না। (অর্থাৎ নিজের সামর্থ না থাকা সত্ত্বে স্রেফ আত্মমর্যাদাবোধে তাড়িত হয়ে)। বরং নিজের সিদ্ধান্তে (নিজের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনা করে) কাজ করবে।

## মুজাহাদার উদ্দেশ্য

মুজাহাদা দ্বারা নিজের নফসকে পেরেশান করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, নফসকে কষ্টসহিষ্ণু করে গড়ে তোলা। তাকে আরাম ও বিনোদনের বলয় থেকে বের করে আনা। কাজেই এর জন্যে যতোটুকু মুজাহাদা হলে নফস কষ্টে পড়বে, ততোটুকুই যথেষ্ট। নফসকে খুব বেশি পেরেশান করা সমীচিন নয়। কেননা এতে নফস নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

## আত্মাকে স্বস্তি ও শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি

নফসের সঙ্গে শিশুসুলভ আচরণ করবে। শিশুদের কাছ থেকে যখন কোনো কাজ উদ্ধার করতে হয় তখন প্রথমে তাকে মিষ্টান্ন ইত্যাদির লোভে ফেলে ফুসলাতে হয়। এতে যদি কাজ না হয়, তখন তাকে ধমকি দিয়ে কাজ করাতে হয়। এতেও যদি কাজ না হয়, তখন উত্তম-মাধ্যম ঝারতে হয়। কাজেই তুমি যদিও নফসের বিনোদন পূরণ করবে না; তবে অবশ্যই তার অধিকার আদায় করবে। তাকে একদিকে খুব পানাহার করাবে, অন্যদিকে কাজ বাগিয়ে নেবে। কবির ভাষায়—

www.banglakitab.weebly.com

مزدور خوش دل کند کار بیش

(খোশমেজাযী শ্রমিক অনেক বেশি কাজ করতে পারে)

হ্যাঁ, নফস যদি কোনোভাবে বাগে না আসে তখন তাকে শাস্তি দেবে। তবে কখনই নিজে শাস্তি দেবে না। তাকে কোনো শায়খের হাওয়ালা করো। তিনি তার জন্যে সঙ্গত শাস্তি প্রস্তাব করবেন। কেননা যে ছেলে নিজ হাতে নিজ গালে চপেটাঘাত করবে সে তো খানিকটা কোমলভাবেই আঘাত করবে। তবে মনে রাখবে, শুধু যথোপযুক্ত শাস্তি দেবে। তার অধিকার নষ্ট করবে না।

## যিকির বিরক্তিকর অনুভব হলে করণীয়

বিরক্তি নিজেও একটি কষ্ট। যদি যিকির করতে বিরক্তি অনুভব হয় তাহলে বুঝে নাও এই বিরক্তিও তোমার জন্যে উপকার বয়ে আনছে। কাজেই যেভাবেই হোক, যিকির যথাসম্ভব পূরণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সকল কষ্ট সয়ে যাবে।

যিকিরের মাঝে মজা ও স্বাদ অনুভব হওয়াও এক নিআমত। না হওয়াও আরেক নিআমত। যার নাম, মুজাহাদা। এটি প্রথমটি থেকে যদি অধিক স্বাদবিশিষ্ট নয়; কিন্তু অবশ্যই অধিক উপকারী।

যিকিরের প্রভাব নির্ভর করে কম কথা বলা, মানুষের সঙ্গে কম মেলামেশা করা ও মানবিক সম্পর্কের ওপর কম মনোযোগ দেওয়ার ওপর। এই জিনিসগুলো হাসিল করার জন্যে –বুঝে না এলেও, নিয়মিত– মাওয়ায়েয ও মসনভি অধ্যয়ন করুন।

## ধ্যান ও নিমগ্নতা

আফসোসের বিষয় হলো, জনসাধারণ পরের কথা; খোদ উলামায়ে কেরামও নামায-রোযা করার সময় আল্লাহর দিকে পূর্ণ ধ্যান-মনোযোগ নিবিষ্ট করেন না। আল্লাহর সঙ্গে বন্ধন রচনা করা, তাঁর সঙ্গে লেপ্টে-সেপ্টে থাকা, তাঁর ভালোবাসায় বিগলিত হওয়া; এগুলো এখন আর পাওয়া যায় না। এগুলো ছাড়া কোনো কাজই তো হবে না। ধ্যান ছাড়া নামায-রোযার ওপর অবিচল

www.banglakitab.weebly.com

থাকা আশঙ্কায় পড়ে যায়। ধ্যান না থাকার কারণে দেখা যায়, বান্দার ইসতিকামাত সবসময় নফসের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেড়ায়। এই যুদ্ধের কারণে প্রথমত দায়িত্বের কাজগুলো কঠিন হতে থাকে। কোনো কাজে কাঠিন্য থাকলে সেটি নিয়মিত হওয়ার আশা থাকে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সঙ্গে বন্ধনা রচিত হলে নফসের যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। যার ফলে কাজটি নিয়মিত হওয়ার আশা প্রবল হয়ে ওঠে। বলতে গেলে, সেটি ইয়াকিনের কাছাকাছি চলে আসে।

## তাওহিদের বরকত

একটি শিশু যেভাবে মায়ের কোলে শান্তি বোধ করে, তদ্রুপ একজন বান্দাও তাওহিদের মাঝে তেমন শান্তি বোধ করে। শিশু মায়ের কোলে এসে পুরোপুরি চিন্তামুক্ত হয়ে যায় যে, এখন আর কোনো ভয় নেই।

## নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের অর্থ

হযরত গাঙ্গুহি রহ. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের অর্থ হলো, তিনি যেই কাজ ও গুণ নিয়মিত পালন করতেন তুমিও সেগুলো নিয়মিত ও স্থায়ীভাবে আদায় করবে। এর বিপরীতে যে কাজ ও গুণ নবীজি মাঝে-মধ্যে অল্প-বিস্তর পালন করতেন, তুমিও সেগুলো মাঝে-মধ্যে অল্প-বিস্তর আদায় করবে।

## পাঁচটি অমূল্য নসিহত

এতোক্ষণ বিভিন্ন চারিত্রিক মন্দগুণ দূরভিত করার জন্যে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ. যেই নির্দেশনা প্রদান করেছেন, তার ওপর সামান্য আলোকপাত করেছি। গ্রন্থের শেষপ্রান্তে আমরা হযরত রহ.-এর ৫টি অতীব মূল্যবান নসিহত তুলে ধরছি। যদি সেগুলোকে আদর্শ বানিয়ে আমল করা হয়, তাহলে ইনশাআল্লাহ আত্মিক সুস্থতা এ পরিমাণ অনুভব হবে যে, কখনো ছন্দপতন ঘটবে না। বরং দিনে দিনে তার মাঝে সীমাহীন শক্তি ও সক্ষমতা সৃষ্টি হতে থাকবে। নসিহতগুলো হলো—

www.banglakitab.weebly.com

১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাস ও শায়খের মুহাব্বাত সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।

২. আজীবন এর প্রয়োজনীয়তা ফুরাবে না যে, নিজের নফসকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রাখবে। তার চিকিৎসা ও আরোগ্যে নিমগ্ন থাকবে। কামেল ব্যক্তিও এই প্রয়োজনের উর্ধ্বে নন। পার্থক্য স্রেফ সবল ও দুর্বলের। কাজেই নফসের পর্যবেক্ষণ থেকে ছুটি নেই, অবকাশ নেই।

৩. নেক আমলের ওপর ইসতিকামাত থাকাটা নিজেই একটি উন্নত আধ্যাত্মিক হালত। যে কোনো কায়ফিয়াতের তুলনায় তার মাঝে গভীরতা অনেক বেশি।

৪. ফলাফলের ওপর দৃষ্টি রাখাটা পেরেশানির কারণ।

৫. মানুষের দায়িত্ব শুধু এতোটুকুই যে, সে নিন্দনীয় আচরণগুলোর চাহিদার ওপর আমল করবে না। নয়তো মানবচাহিদা তাড়িয়ে দেওয়া বা দুর্বল করা তার দায়িত্বের আওতায় পড়ে না। কেননা এটি সহজলভ্য নয়।

পরিশেষে দুআ করি,

হে আরহামুর রাহিমিন, হে পরম দয়ালু আল্লাহ, আপনি আপনার প্রেমাস্পদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় উম্মতের মহান এই পথপ্রদর্শককে আপনার সবিশেষ রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। তাঁকে চিরস্থায়ী খুশি ও পরম সৌভাগ্য দান করুন। তাঁর রেখে যাওয়া স্মৃতি ও নির্দেশনাকে স্থায়ী ও ব্যাপক করুন। হে মহান পরওয়ারদেগার, এই গ্রন্থের সংকলক, প্রকাশক, বর্ণবিন্যাসকারী বিশেষভাবে, বান্দা আশরাফ আলি রহ.-এর সকল মুরিদ ও খলিফাকে সর্বোতভাবে এবং বিশ্বের সকল মুসলমানকে ব্যাপক হারে শাশ্বত সুন্নত অনুসরণ করা ও চিরন্তন দীনের ওপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমাদের সবাইকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান করে অবিনাশী নিআমতের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য দিন। কবির ভাষায়—

www.banglakitab.weebly.com

ندار یم غیر از تو فریاد رس

توئی عاصیاں را خطا بخش و بس

হে আল্লাহ, আমরা শুধু তোমাকেই ফরিয়াদ পূরণকারী বিশ্বাস করি। শুধু তুমিই অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করো। অন্য কেউ নয়।

آمِیْن، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ،
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

স মা প্ত

www.banglakitab.weebly.com

## জীবনীগ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য

• হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর জীবনী খোদ তাঁরই জীবদ্দশায় বিশিষ্ট খলিফা খাজা আজিজুল হাসান মাজযুব (বি.এ. ও এল.এল.বি আলিগড়) *আশরাফুল সাওয়ানেহ* নামে প্রমাণ সাইজের ৮৬৮ পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরে সংকলন করেছিলেন। হযরতের ইন্তিকালের পর তাঁর সঙ্গে তিনি আরো ১৪১ পৃষ্ঠার উপসংহার যুক্ত করেছিলেন। এই বিশাল ও বিপুল তথ্যভাণ্ডারকে সংক্ষিপ্ত করে ছোট সাইজের আড়াই শো পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত কলেবরে নিয়ে আসা হয়েছে।

• যদিও এই সংক্ষিপ্ত জীবনীগ্রন্থের বৃহদাংশ *আশরাফুস সাওয়ানেহ* থেকে সুচয়িত; তবে হযরত হাকিমুল উম্মত রহ.-এর ইলমি (জ্ঞানগত) অবদানের অধ্যায়টি হযরত সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভি রহ.-এর লেখা *হাকিমুল উম্মত কে আসারে ইলমিয়্যাহ* থেকে সংগৃহীত। যা হযরতের অন্য কোনো জীবনীগ্রন্থে নেই।

• এ ছাড়া হযরত থানভি রহ. এর মতাদর্শ প্রসঙ্গে প্রফেসর মাওলানা আব্দুল বারি সাহেবের লেখা *তাজদিদ ও সুলুক* গ্রন্থ থেকে সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

• বইটি লেখার সময় প্রায়ই হযরত থানবি রহ.-এর বিভিন্ন বয়ান ও রচনা থেকে সারনির্যাস গ্রহণ করা হয়েছে।

• রচনার পর সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে হাকিমুল উম্মত রহ.-এর দু'জন খলিফা—মুফতি শফি' সাহেব রহ. ও হযরত সাইয়্যেদ নদভি রহ. গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করে যথার্থতার স্বীকৃতি জানিয়ে অভিমত লিখে দিয়েছেন।

• হায়দারাবাদ ভারতের উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাও. আবদুল বারি নদভি সাহেব গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির পুরোটাই পড়ে দেখেছেন এবং এর উপর একটি সারগর্ভ ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন।

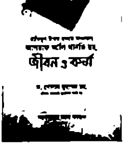


www.facebook.com/maktabatulbd
www.maktabatulislam.net

মাকতাবাতুল ইসলাম

বাংলাবাজার বিক্রয়কেন্দ্র : ১১/১ ইসলামি টাওয়ার [২য়তলা], বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০। ফোন : ০১৯১২ ৩৯৭৩৭১, ০১৯১১ ৪২৭৮৮৬

যাত্রাবাড়ি বিক্রয়কেন্দ্র : ৩১১ কিতাব মার্কেট, [দোকান নং ২৬-২৭], দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা ১২০৪
ফোন : ০১৯১১ ৬২০৪৪৭, ০১৯১২ ৩৯৭৩৭১, ০১৯১৪ ৪৬১৩৯৪

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : ৬৬১ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, গুলশান, ঢাকা ১২১২। ফোন : ০১৯১১ ৬২০৪৪৭, ০১৯১১ ৪২৫৬১৫

ISBN : 978-984-91049-7-7

Cover : Hashem Ali

www.banglakitab.weebly.com